ইসলামের দৃষ্টিতে
পোশাক
পর্দা ও সাজসজ্জা

ড. আহমদ আলী

ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক, পর্দা ও সাজসজ্জা

ড. আহমদ আলী
প্রফেসর
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
চট্টগ্রাম

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

www.pathagar.org

প্রকাশক
ড. মোঃ ছামিউল হক ফারুকী
পরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৫৮৬১২৪৯১, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৫৮৬১২৪৯২, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০, ০১৬১২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলা বাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯, ০১৯৭২৪৩১২৫৪
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

গ্রন্থস্বত্ব : লেখকের

প্রথম প্রকাশ : এপ্রিল ২০১০
চতুর্থ প্রকাশ : সফর, ১৪৪১
আশ্বিন, ১৪২৬
অকটোবর, ২০১৯

মুদ্রণ : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

মূল্য : একশত আশি টাকা মাত্র।

Islamer Drestite Poshak, Parda O Sajsojja

Written by Dr Ahmad Ali and Published by Dr. Md. Samiul Haque Faruqui Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000, 34/1 Northbrook Hall Road Banglabazar Dhaka-1100 First Edition April 2010, 4th Edition September 2019 Price Taka 180.00 only.

www.pathagar.org

প্রথম প্রকাশের কথা

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ-এর অধ্যাপক ড. আহমদ আলী একগুচ্ছ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের প্রণেতা। তিনি একজন বিশিষ্ট গবেষক। **"ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক, পর্দা ও সাজসজ্জা"** তাঁর একটি মূল্যবান গ্রন্থ। তিনি পোশাক, পর্দা ও সাজসজ্জা বিষয়ে আলকুরআন, আলহাদীস এবং বিদগ্ধ ইমামগণের অভিমত সুন্দরভাবে এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন।

উল্লেখিত বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ও ব্যাপক ধারণা লাভের জন্য গ্রন্থটি বড়ো রকমের অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

আমরা আশা করি গ্রন্থটি সম্মানীয় পাঠক-পাঠিকাদের নিকট বিপুলভাবে সমাদৃত হবে।

আল্লাহ আমাদের সহায় হোন!

এ.কে.এম. নাজির আহমদ

www.pathagar.org

www.pathagar.org

সূচীপত্র

পেশ কালাম	১৫
প্রথম অধ্যায়: পোশাকের মূলনীতি, বিভিন্ন বস্ত্র ও রঙ	১৭-৪২
পোশাকের ইসলামী মূলনীতিসমূহ	২১-২৯
ক. সাতর (লজ্জাস্থান আবৃত করা)	২১
খ. সুন্দর ও শোভাবর্ধক হওয়া	২২
গ. পোশাক ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়	২৩
ঘ. অমুসলিমদের পরিচয়সূচক পোশাক পরা হারাম	২৪
ঙ. নারী-পুরুষ একে অপরের বেশভূষা গ্রহণ করা হারাম	২৬
চ. তাকওয়ার পরিচয় বহন করা	২৭
ছ. মুসলিম ও অমুসলিমের পোশাক ভিন্ন হওয়া	২৭
জ. পোশাক পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া	২৮
উৎসগত দিক থেকে বিভিন্ন বস্ত্রের হুকম	২৯-৩৭
ক. তুলা, কার্পাস ও লিনেনের তৈরি কাপড় পরা	৩০
খ. পশম ও লোমের তৈরি কাপড় পরা	৩০
গ. পশুচর্ম দ্বারা তৈরিকৃত কাপড় পরা	৩০
ঘ. হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের চামড়া পরা ও ব্যবহার করা	৩১
ঙ. রেশমের কাপড় পরা	৩৩
চ স্বর্ণকাপড় বা স্বর্ণগর্ভ কাপড় পরা	৩৫
ছ. অমুসলিম দেশ থেকে আমদানীকৃত কাপড় পরা	৩৫
বিভিন্ন রঙের কাপড় পরা	৩৭-৪২
ক. সাদা কাপড় পরা	৩৭
খ. লাল কাপড় পরা	৩৮
গ. কাল কাপড় পরা	৩৯
ঘ. হলুদ কাপড় পরা	৪০
ঙ. সবুজ কাপড় পরা	৪০
চ. যা'ফরানী কাপড় পরা	৪১
ছ. 'উসফূর (কসুম্বা) রঙের কাপড় পরা	৪১
জ. বিভিন্ন রঙের ডোরাযুক্ত কাপড় পরা	৪২
দ্বিতীয় অধ্যায় : পুরুষদের পোশাক	৪৩-৮৯
পুরুষদের বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদের হুকম	৪৩-৬২

www.pathagar.org

ক. কামীস (জামা) পরা ৪৩
খ. জুব্বা পরা ৪৭
গ. ইযার (লুঙ্গি) পরা ৪৮
ঘ. পায়জামা পরা ৪৯
ঙ. প্যান্ট পরা ৫১
চ. চামড়ার কোট পরা ৫২
ছ. টুপি পরা ৫৩
জ. পাগড়ী বাঁধা ৫৬
ঝ. চাদর পরা ৬০
ঝ.১. মাথায় চাদর পরা ৬১
পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদের ঝুল ৬২-৬৬
ক. টাখ্নুর নীচে পুরুষদের কাপড় ঝুলানো ৬২
খ. জামার হাত বা আস্তিনের দৈর্ঘ্য ৬৫
মার্জিত ও উন্নত পোশাক পরা ৬৬-৭৬
ক. সুন্দর, উন্নত ও রুচিশীল পোশাক পরা ৬৬
খ. সূফীদের গুদড়ী পরা ৭১
গ. জুমু'আ বার ও 'ঈদের দিনসমূহে সুন্দর ও উন্নত পোশাক পরা ৭৪
ঘ. সাধারণ পোশাক ও বেশভূষা ইখতিয়ার করা ৭৪
নিষিদ্ধ পোশাক ও ডিজাইন ৭৭-৮৭
ক. মিহি কাপড় পরা ৭৭
খ. ব্যতিক্রমধর্মী ও খ্যাতিজনক কাপড় পরা ৭৮
গ. আঁটসাঁট কাপড় পরা ৭৯
ঘ. ক্রুসচিহ্নিত কাপড় পরা ৮০
ঙ. নেকটাই পরা ৮১
চ. মানুষ ও জীব-জন্তুর চিত্র সম্বলিত কাপড় পরা ৮২
ছ. কুর'আনের আয়াত ও হাদীস লিখিত কাপড় পরা ৮৫
জ. বিভিন্ন লেখা-সম্বলিত কাপড় পরা ৮৫
ঝ. অপবিত্র কাপড় পরা ৮৫
পোশাক সম্পর্কে ইসলামের সারকথা ৮৬
কাপড় পরার আদব ও দু'আ ৮৭-৮৯
ক. ডান দিক থেকে কাপড় পরা ৮৭
খ. শালীন ও ভদ্রভাবে কাপড় পরা ৮৭
গ. নতুন কাপড় পরার দু'আ ৮৮

www.pathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়: পুরুষদের সাজসজ্জা ৯০-১৩৪
ইসলামে সাজসজ্জা ৯০
সাজসজ্জার ইসলামী মূলনীতিসমূহ ৯১-৯৫
১. দৈহিক কাঠামোতে পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন ৯১
২. সাজ-সজ্জা সুস্থ রুচিসম্পন্ন ও ভদ্রজনোচিত হওয়া ৯১
৩. নারী-পুরুষ একে অন্যের সাজসজ্জা গ্রহণ ৯১
৪. অমুসলিম কিংবা পাপিষ্ঠদের সাদৃশ্য অবলম্বন ৯১
৫. অপচয় না করা এবং অহংকারের উদ্দেশ্য না থাকা ৯৩
৬. অপবিত্র বস্তু দ্বারা সাজসজ্জা ৯৪
৭. প্রতারণামূলক সাজসজ্জা ৯৪
৮. সময়, অবস্থা ও পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাজ-সজ্জা ৯৫
সাজসজ্জার হুকুম ৯৫-১০৭
চেহারা উজ্জ্বল ও সুন্দর করা ৯৬
গোঁফ ছাঁটা বা মুণ্ডিয়ে ফেলা ৯৬
দাড়ি রাখা ৯৮
দাড়িতে খিযাবের ব্যবহার ১০১
গণ্ডদেশের লোমগুলো মুণ্ডিয়ে ফেলা ১০২
গণ্ডদেশে গজানো চুল উৎপাটন বা অপসারণ ১০৩
নাকের কেশ ছাটা বা উৎপাটন ১০৩
গলদেশের লোম মুণ্ডিয়ে ফেলা ১০৩
ভ্রূ মুণ্ডিয়ে ফেলা বা ছাটা ১০৩
চোখে সুরমা ব্যবহার ১০৩
দাঁত পরিষ্কার রাখা ১০৫
কান ছিদ্র করা ১০৭
আয়না দেখা ১০৭
চুলের সাজ ১০৭
চুল আঁচড়ানো ১০৮
মাথায় সিঁথি কাটা ১১০
চুলে তেল ব্যবহার ১১০
চুল কোঁকড়ানো ১১০
সাদা চুল উপড়ে ফেলা ১১১
মাথা মুণ্ডন ১১৩
নব জাতকের মাথা মুণ্ডন ১১৪

www.pathagar.org

মাথায় বিভিন্ন আকৃতি ও দৈর্ঘ্যের চুল রাখা	১১৪
মাথার চুল ছেটে ফেলা	১১৪
মাথায় টিকি রাখা	১১৪
সামনের কিংবা মাঝের চুল লম্বা করে রাখা	১১৬
জুলফি রাখা	১১৬
চুলে কাল, বাদামী ও বিভিন্ন রঙের খিযাব ব্যবহার	১১৬
চুলে মেহেদী ও কাতামের খিযাব ব্যবহার	১১৮
নবজাতকের মাথায় যা'ফরান কিংবা খলূকের খিযাব ব্যবহার	১১৯
চুলে ক্রিম ও শ্যাম্পু ব্যবহার	১২০
বগল ও নাভির নিচের পশম উপড়ানো বা মুণ্ডানো	১২০
নখ কাটা	১২২
হাত ও পায়ে মেহেদীর ব্যবহার	১২৩
জুমু'আবার ও 'ঈদের দিনসমূহে এবং পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সাজসজ্জা করা	১২৩
সুগন্ধি ব্যবহার	১২৪
পুরুষদের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য ও অলঙ্কার ব্যবহার	১২৬
আংটি ব্যবহার	১২৭
স্বর্ণের দাঁত লাগানো	১৩১
স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা	১৩২
শরীরের অতিরিক্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কেটে কিংবা অপসারণ করে শ্রী বৃদ্ধি করা	১৩৩
বিভিন্ন সার্জারির মাধ্যমে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের শ্রী বৃদ্ধি করা	১৩৩
স্বর্ণের নাক স্থাপন	১৩৪
শরীর মোটা করা	১৩৪
শরীরের ওযন কমানো	১৩৪
চতুর্থ অধ্যায় : নারী-পুরুষের সাতর (লজ্জাস্থান)	**১৩৫-১৫৩**
সাতরের সংজ্ঞা	১৩৫
পুরুষের সাতর	১৩৬
মহিলাদের সাতর (লজ্জাস্থান)	**১৩৭-১৫৩**
মাহরাম পুরুষদের জন্য মহিলাদের সাতর	১৩৭
পুরুষদের জন্য মাহরাম মহিলাদের দেহ স্পর্শ	১৩৯
মহিলাদের জন্য মাহরাম পুরুষদের দেহ স্পর্শ	১৪০
পরপুরুষদের কাছে মহিলাদের সাতর	১৪১
মহিলাদের কাছে মহিলাদের সাতর	১৪২

www.pathagar.org

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন সাতর নেই ১৪২
স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের যৌনাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি ১৪৩
প্রয়োজনে সাতর দেখানোর বিধান ১৪৪
নামাযের সাতর ও নামাযের বাইরের সাতরের মধ্যে পার্থক্য ১৪৫
সাতর নয়- এমন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টিদান ১৪৬
পরপুরুষদের জন্য মহিলাদের দেহ স্পর্শ ১৪৬
নারীদের মাথা খোলা রাখা ১৪৭
মহিলাদের কণ্ঠ কি সাতরের অংশ ১৪৭
মহিলাদের পায়ের পাতা কি সাতরের অংশ ১৪৯
নির্জনে সাতর খোলা কি জায়িয ১৫১

পঞ্চম অধ্যায়: পর্দা কী, কেন ও কীভাবে? ১৫৪-২১০
হিজাব (পর্দা) কী? ১৫৪
হিজাব ও সাতরের পার্থক্য ১৫৫
হিজাবের উদ্দেশ্য ১৫৫
চেহারা ঢেকে রাখা কি জরুরী? ১৫৭
চেহারা সাতর নয়; পর্দার অন্তর্ভুক্ত ১৬০
পরপুরুষের কাছে চেহারা ঢেকে রাখা ফরয ১৬১
ইহরাম অবস্থায় চেহারা খুলে রাখার বিধান ১৬৬
নিকাবের বিধান ১৬৭
মুখ খোলা রাখার পক্ষে আধুনিক ইজতিহাদ ১৬৮
বয়োবৃদ্ধা মহিলাদের চেহারা খোলা রাখার বিধান ১৭০
চিকিৎসার প্রয়োজনে নারী-পুরুষ পরস্পর একে অপরকে দেখা ও স্পর্শ করা ১৭০
বিয়ের রাতে পরপুরুষকে কনের চেহারা প্রদর্শন ১৭২
হাতের তালু ঢেকে রাখা ও প্রকাশ করার বিধান ১৭৩
পর্দাকে বিদ্রূপ করার বিধান ১৭৪
কোন কোন ধরনের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা (زينة) প্রকাশ করা হারাম ১৭৪
যেসব মাহরামের কাছে পর্দা করা ওয়াজিব নয় ১৭৬
মাহরাম মহিলাদেরকে চুমো দেয়া ১৮১
বয়োজ্যেষ্ঠ শ্বশুরের সেবা করা ১৮২
যেসব আত্মীয়ের সামনে পর্দা করতে হবে ১৮২
পালক ছেলে, ধর্ম-পিতা ও ধর্ম-ভাইদের সাথে পর্দা ১৮৪
স্বামীর ভাগ্নের সাথে মামীর পর্দা ১৮৪

www.pathagar.org

অমুসলিম মহিলাদের নিকট পর্দার বিধান ১৮৪
অমুসলিম মহিলাদের নিকট চুল খোলা রাখা ১৮৫
ড্রাইভারের সাথে মহিলাদের যাতায়াত ১৮৬
ঘরের চাকর-নওকরদের সাথে পর্দা ১৮৬
গৃহ পরিচারিকার সাথে পর্দা ১৮৬
হিজড়া, খোজা ও অন্ধদের থেকে পর্দা করার বিধান ১৮৭
অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের পর্দা ১৮৮
মহিলাদের জন্য পরপুরুষকে দেখার বিধান ১৮৯
পুরুষদের জন্যে বেগানা মেয়েদেরকে দেখার বিধান ১৯১
যে অবস্থাসমূহে পুরুষদের জন্যে নারীদেরকে দেখা ও স্পর্শ করা জায়িয ১৯৪
বিয়ের উদ্দেশ্যে ছেলে-মেয়ে একে অপরকে দেখা ১৯৫
স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে একত্রে উপবেশন ১৯৯
পুরুষের সাথে একই কর্মস্থলে চাকুরী করা ১৯৯
সহশিক্ষার বিধান ২০০
একান্তে নারী ও পুরুষের সাক্ষাত ২০১
মহিলাদের পারস্পরিক সালাম বিনিময় ও মুসাফাহা করা ২০২
মাহরামদের সাথে সালাম বিনিময় ও মুসাফাহা করা ২০২
মেয়ের জামাতার সাথে মুসাফাহা করা ২০২
পরপুরুষের সাথে আলাপ ও সালামের জবাব দান ২০৩
পরপুরুষকে সালাম করা এবং পরস্পর মুসাফাহা করা ২০৩
গায়র-মাহরাম পুরুষকে চুমো দেয়া ২০৫
পুরুষদের জন্য পরমহিলাদেরকে সালাম করার বিধান ২০৫
মহিলাদের নরম ও কমনীয় ভাষা ব্যবহার ২০৬
রেডিও, টিভিতে মহিলার সংবাদ ও ঘোষণা পাঠ ২০৭
টেলিফোনে মহিলার সাথে বাক্যালাপ করা ও আওয়াজ শুনা ২০৮
সেজেগোছে বের হওয়া ২০৮
চলার সময় জোরে পা ফেলা ২১০

ষষ্ঠ অধ্যায়: মহিলাদের পোশাক ২১১-২২৮
মহিলাদের আদর্শ পোশাক ২১১
ওড়না পরা ২১২
জিলবাব পরা ২১৩
বোরকা পরা ২১৬
পায়জামা পরা ২১৭

www.pathagar.org

কাপড়ের ঝুল ২১৯
জামার হাতা বা আস্তিন ২১৯
কাপড় ঢিলেঢালা হওয়া, আঁটসাঁট না হওয়া ২২০
মহিলা ও মাহরাম পুরুষদের মাঝে আঁটসাঁট কাপড় পরা ২২১
কাপড় মোটা হওয়া ২২২
পোশাক ব্যতিক্রমধর্মী ও খ্যাতিজনক না হওয়া ২২৩
শর্ট কামীস পরা ২২৪
প্যান্ট বা ট্রাউজার পরা ২২৪
ঢিলেঢালা প্যান্ট পরা ২২৫
পোশাক-পরিচ্ছদে পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন ২২৫
পোশাক-পরিচ্ছদে ইউরোপীয় বা অমুসলিম মহিলাদের অনুকরণ ২২৫
শাড়ি পরা ২২৬
মহিলাদের নিজেদের আসরে আপত্তিজনক কাপড় পরা ২২৭
নিচের দিকে খোলা কাপড় পরা ২২৭
শরীরের কোনো অংশ দেখা যায়-এ ধরনের কাপড় পরা ২২৭
হাত-মোজা পরা ২২৭
পা-মোজা পরা ২২৮

সপ্তম অধ্যায় : মহিলাদের সৌন্দর্য ও রূপচর্চা ২২৯-২৬১
মহিলাদের সৌন্দর্য ও রূপচর্চা ২২৯
চেহারা ও মুখের সাজসজ্জা ২৩১
চোখে সুরমা ব্যবহার ২৩১
কপালে লাল টিপ ও সিঁথিতে সিন্দূর পরা ২৩২
ভ্রূ উৎপাটন ২৩৩
ভ্রূ ছাটা ২৩৪
ভ্রূ মুণ্ডানো ২৩৪
চেহারায় অস্বাভাবিকভাবে গজিয়ে ওঠা কেশ উৎপাটন বা অপসারণ ২৩৪
দাঁত ঘসে ঘসে সুঁচালো ও পাতলা করা ২৩৫
দাঁত সোজা করা ও কাছে নিয়ে আসা ২৩৬
কৃত্রিম উপায়ে চেহারা লাল, ফর্সা ও উজ্জ্বল করা ২৩৬
মেকআপ ব্যবহার করা ২৩৭
লিপস্টিক ব্যবহার করা ২৩৮
চেহারার দাগ অপসারণ করা ২৩৮
মেছতা ও মুখের ব্রণের দাগ ইত্যাদির চিকিৎসায় ডিম, মধু ও দুধ

www.pathagar.org

প্রভৃতির ব্যবহার ২৩৮
মুখে ক্রীম ব্যবহার ২৩৯
চেহারা ও অন্যান্য অঙ্গে পাউডার ব্যবহার ২৩৯
চোখে রঙিন ল্যান্স পরা ২৩৯
কান ছিদ্র করা ২৪০
নাক ছিদ্র করা ২৪০
নাকে দুল ও নোলক পরা ২৪০
চুলের সাজ ২৪১
চুল আঁচড়ানো ২৪১
জুলফি রাখা ২৪২
মাথায় সিঁথি কাটা ২৪২
চুল কোঁকড়ানো ২৪২
চুলের বিভিন্ন বাহারী ও স্টাইলিস সাজসজ্জা ২৪২
মাথার চুল ছেটে ফেলা ২৪২
কপালের অগ্রভাগ থেকে চুল ছেটে ফেলা ২৪৩
পুরুষের বাবরীর মতো কান বা কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখা ২৪৪
মাথা মুণ্ডন ২৪৪
সাদা চুল উপড়ে ফেলা ২৪৫
মাথার ওপরে চুল জমা করে ফুলিয়ে রাখা ২৪৫
অন্যের চুল ব্যবহার ২৪৬
কৃত্রিম চুল ব্যবহার ২৪৭
মাথায় ফিতা ও ব্যাকলেথ পরা ২৪৭
মাথায় কাপড়ের তৈরি ফুল ও কাঁটা লাগানো ২৪৮
নাপিত বা পরপুরুষের কাছে গিয়ে নববধূর চুল আঁচড়ানো ২৪৮
চুলে কাল, বাদামী ও বিভিন্ন রঙের খিযাব ব্যবহার ২৪৮
চুলে মেহেদী ব্যবহার ২৪৯
চুলে ক্রিম ও শ্যাম্পু ব্যবহার ২৪৯
সুগন্ধি ও সেন্ট ব্যবহার ২৪৯
মাসজিদে যাওয়ার সময় মহিলাদের সুগন্ধি ব্যবহার ২৫০
সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া ২৫১
বুক উঁচু করে রাখা ও ব্রেসিয়ার পরিধান করা ২৫২
হাতে ও পায়ে মেহেদীর খিযাব ব্যবহার ২৫২
পায়ে রঙ ব্যবহার ২৫৪

www.pathagar.org

নখপালিশ ব্যবহার ২৫৫
পায়ে উঁচু হিল পরা ২৫৫
নখ লম্বা করা ২৫৬
নখ সুসজ্জিত করা ২৫৬
উল্কি আঁকা ২৫৬
স্বর্ণ-রৌপ্যের কাপড় পরিধান ২৫৭
মহিলাদের মধ্যে সাজসজ্জার প্রতিযোগিতা ২৫৭
আধুনিক নারীদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ২৫৮
শরীর মোটা করা ২৫৮
শরীরের ওযন কমানো ২৫৯
শরীরের অতিরিক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বা অপসারণ করে শ্রী বৃদ্ধি করা ২৫৯
বিভিন্ন সার্জারির মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শ্রী বৃদ্ধি করা ২৬০
বিভিন্ন সার্জারিতে স্বর্ণবস্তুর প্রতিস্থাপন ২৬০
স্বর্ণের দাঁত লাগানো ২৬০
স্বর্ণের আঙ্গুল ও হাত তৈরি ২৬১
স্বর্ণের নাক স্থাপন ২৬১

অষ্টম অধ্যায় : মহিলাদের অলঙ্কার ব্যবহার ২৬২-২৬৬
অলঙ্কার ব্যবহার ২৬২
বৈধ অলঙ্কারাদি ২৬৩
স্বর্ণ ও রৌপ্য ও অন্যান্য বস্তুর অলঙ্কার ব্যবহার ২৬৩
লোহা, গিলটি, তামা, দ্রস্তা ও পিতলের অলঙ্কার ও আংটির ব্যবহার ২৬৩
পায়ে ঝুনঝুনি পরা ২৬৪
নিষিদ্ধ অলঙ্কারাদি ২৬৪
প্রাণীর চিত্রাঙ্কিত অলঙ্কার ২৬৪
প্রাণীর আকৃতিতে তৈরি অলঙ্কার ২৬৫
ক্রুসচিহ্নিত অলঙ্কার ২৬৫
হার কিংবা অন্য কোন অলঙ্কারে কুর'আনের অংশ বিশেষ লেখা ২৬৫
হাতে শঙ্খের সাদা শাঁখা পরা ২৬৬
স্বর্ণ ও রৌপ্যের বোতাম ব্যবহার ২৬৬
স্বর্ণ ও রৌপ্যের জুতা ব্যবহার ২৬৬
গ্রন্থপঞ্জী ২৬৭-২৭২

www.pathagar.org

www.pathagar.org

পেশ কালাম

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي وفقني و أعانني، فهو الذي بيده العون، ومنه التوفيق و السداد، و بعد

পোশাক মানব জাতির একটি মৌলিক প্রয়োজন। লজ্জাস্থান আবৃত করা ছাড়াও এর সাহায্যে শীত ও গ্রীষ্মের ঋতুগত প্রভাব থেকে দেহকে নিরাপদ রাখা যায়। তদুপরি দেহের শোভা বর্ধনের উপায় হিসেবেও এটা ব্যবহার করা হয়। সৃষ্টির প্রথম মানুষ থেকে শুরু করে আজকের পৃথিবীর সকল সভ্য মানুষ পোশাক পরিধান করে আসছে। এর মাধ্যমে ব্যক্তির পছন্দ, ব্যক্তিত্ব, মন-মানসিকতা ও বিশ্বাস প্রভৃতি প্রকাশ পায়।

পোশাক নিয়ে আমাদের দেশে বর্তমানে ঐতিহ্যবাদী ইসলামী শিক্ষিত ও আধুনিক ধ্যান-ধারণায় পুষ্ট সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই চলছে। বিশেষ করে এ দেশের 'উলামা-মাশা'ইখ ইসলামের অনুসারীদের জন্য পোশাক-পরিচ্ছদের একটি প্যাটার্ন ঠিক করে দিতে চান। অপর দিকে আধুনিক শিক্ষিতরা তা মেনে নিতে রাজী নন।

বস্তুত ইসলামী শারী'আত মু'মিন পুরুষ ও নারীর জন্য কোন পোশাক নির্দিষ্ট করে দেয়নি। সাতর ঢাকার জন্য কতকগুলো শর্ত ও সীমারেখা দিয়ে দিয়েছে। এগুলো মেনে চলে দেশ, কাল, পরিবেশ ও আবহাওয়া অনুযায়ী এক বিস্তৃত আওতা পর্যন্ত যে কোন পোশাকই ইসলামে জায়িয। পোশাক প্রশ্নে অজ্ঞতা, চাপানো বুজরুকি ও অন্ধ অনুকরণ ইত্যাদির বাইরে গিয়ে কেবল শারী'আতের সীমায় থাকা এবং এর প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গিকে গ্রহণ করাই সমগ্র পৃথিবীর মুসলিমদের কর্তব্য।

সাজসজ্জাও পোশাকের মতো মানুষের স্বভাবগত চাহিদা। স্বভাবগত দীন হিসেবে একজন মানুষের এ চাহিদার ব্যাপারেও ইসলামের রয়েছে স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি। তবে এ দৃষ্টিভঙ্গিতে কূপমণ্ডুকতা কিংবা উগ্রতার কোনই সুযোগ নেই। জীবনের অন্যান্য

www.pathagar.org

বিষয়ের মতো সাজসজ্জার ক্ষেত্রেও ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিতান্তই সুদূরপ্রসারী এবং মানবকল্যাণের চিরন্তন লক্ষ্যাভিসারী। ইসলামে সাধারণত সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য সামগ্রীর ব্যবহার বৈধ ও কাম্য; ক্ষেত্রবিশেষে মুস্তাহাব ও ওয়াজিবও বটে। তবে অবশ্যই এ ক্ষেত্রে শারী'আত প্রদত্ত সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করতে হবে।

এ গ্রন্থে আমি পবিত্র কুর'আন, হাদীস ও বিভিন্ন প্রামাণ্য গ্রন্থের আলোকে পোশাক ও সাজসজ্জার বিভিন্ন বিষয়ের ওপর বস্তুনিষ্ঠ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি। আশা করি, পাঠক সমাজ বইটি পাঠ করে পোশাক ও সাজসজ্জা সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণা লাভ করতে সক্ষম হবে।

আমি আমার জ্ঞানগত দৈন্য ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে পুরো অবহিত। তাই এতে ভুল-ত্রুটি থাকা নিতান্তই স্বাভাবিক। বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের কাছে তেমন কিছু ধরা পড়লে তা আমাকে অবহিত করলে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

আল্লাহ তা'আলা আমার এ ক্ষুদ্র প্রয়াসকে কবুল করুন! আমীন!!

و صلى الله تعالى على سيدنا محمد و آله و صحبه أجمعين.

www.pathagar.org

প্রথম অধ্যায়

পোশাকের মূলনীতি, বিভিন্ন বস্ত্র ও রঙ

পোশাক মানব জাতির একটি ভূষণ। আল্লাহ তা'আলা এর মাধ্যমে তাদেরকে অন্যান্য জন্তু-জানোয়ারের ওপর বিশিষ্ট মর্যাদা দান করেছেন। জন্তু-জানোয়ারের দেহের বহিরাবরণই হলো সৃষ্টিগত ভাবে তাদের পোশাক। এর কাজ শুধু শীত ও গ্রীষ্ম থেকে আত্মরক্ষা নয়; অঙ্গসজ্জাও বটে। গুপ্তাঙ্গ আচ্ছাদনে এর তেমন কোন ভূমিকা নেই। তবে তাদের দেহে গুপ্তাঙ্গ এমনভাবে স্থাপিত হয়েছে, যাতে তা সম্পূর্ণরূপে খোলা না থাকে। কোথাও লেজ দ্বারা আবৃত করা হয়েছে এবং কোথাও অন্যভাবে। কিন্তু মানব জাতির উলঙ্গ হওয়া এবং গুপ্তাঙ্গ অপরের সামনে খোলা চরম নির্লজ্জতা ও রুচিহীনতার পরিচায়ক এবং নানা প্রকার অনিষ্টের কারণ। শীত ও তাপ ইত্যাদি ঋতুগত প্রভাব থেকে দেহকে নিরাপদ রাখাও পোশাকের একটি উদ্দেশ্য।[১] তদ্রূপ জৌলুস ও সৌন্দর্য প্রদর্শনের একটি মাধ্যম রূপেও এটা ব্যবহৃত হয়। সর্বোপরি তা মানবীয় ভাব-গাম্ভীর্য রক্ষার একটি প্রকৃষ্ট উপায়। এর মাধ্যমে ব্যক্তির রুচি, পছন্দ, ব্যক্তিত্ব, মন-মানসিকতা ও বিশ্বাস

---

১. আল-কুর'আন, ১৬ (সূরা আন-নাহল): ৫, ৮১
অতি প্রাচীন কাল থেকেই সমভাবাপন্ন অঞ্চলসমূহে দেহ আচ্ছাদনের এ স্বভাব মৌলিক প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে আসছে। তবে প্রচণ্ড রৌদ্রতাপের কারণে অসমভাবাপন্ন অঞ্চলগুলোতে এ আচ্ছাদনের প্রতি তেমন কোন আগ্রহ ছিল না। এ কারণে প্রাচীন কালের সুদানের অধিবাসীদের সম্পর্কে জানা যায় যে, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উলঙ্গ ছিল। (ইবনু খালদূন, 'আবদুর রহমান, *আল-মুকাদ্দামাহ*, [অনু.: গোলাম সামাদানী কোরায়শী], ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯, খ. ২, পৃ. ৬৪)
যতটুকু জানা যায়, হযরত ইদ্রীস (আলাইহিস সালাম)ই সর্বপ্রথম সেলাই করা কাপড় পরিধান করেছিলেন। তাঁর পূর্বে সভ্য লোকেরা দেহ আচ্ছাদনের জন্য পশুচর্ম পরিধান করত। বর্ণিত রয়েছে, . أَوَّلُ مَنْ خَاطَ الثِّيَابَ وَ لَبِسَهَا (إدريس عليه السلام) - و هُوَ
"সর্বপ্রথম হযরত ইদ্রীস (আলাইহিস সালাম)ই কাপড় সেলাই করেন এবং পরিধান করেন।" (যামাখশারী, *আল-কাশশাফ*, খ. ৪, পৃ. ৯৬)

www.pathagar.org

প্রভৃতি প্রকাশ পায়। সৃষ্টির প্রথম মানুষ থেকে শুরু করে আজকের পৃথিবীর সকল সভ্য মানুষ পোশাক পরিধান করে আসছে।[২]

দীন ইসলাম একটি বিজ্ঞান সম্মত জীবন ব্যবস্থা হিসেবে মানব জাতির মর্যাদা ও শ্লীলতা রক্ষার জন্য ঈমানের পর গুপ্তাঙ্গ আবৃত করাকেই সর্বপ্রথম ফারয হিসেবে নির্ধারণ করেছে। উপরন্তু, এতে শালীন, রুচিশীল ও মার্জিত পোশাক পরার জন্যেও বিভিন্ন হিদায়াত রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

"হে বনী আদাম, তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় তোমাদের সাজসজ্জা[৩] গ্রহণ করো।"[৪]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, নামাযের সময় সাতর ঢাকার পাশাপাশি সামর্থ্য অনুযায়ী উত্তম কাপড় পরা প্রয়োজন।[৫]

উল্লেখ্য যে, কোন নির্দিষ্ট কাটিং বা ধরনের পোশাক সারা দুনিয়ার সকল মানুষের জন্য উপযোগী হতে পারে না। পোশাক এমন এক জিনিস, যা সভ্যতার উন্নতি ও বিকাশের সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। তদুপরি বিভিন্ন অঞ্চলের আবহাওয়া

---

২. অনেকে বলে থাকে, মানুষ আগে গুহায়, পাহাড়-জঙ্গলে বাস করত। তারা কাপড়ের পরিবর্তে গাছ-গাছালি, লতা-পাতা ইত্যাদি দিয়ে শরীর আবৃত করত। এটা একটা জঘন্য অমূলক ধারণা। এটি মূলত পুরাকালের মানুষদেরকে বর্বর বানানোর একটি ন্যাক্কারজনক অপকৌশল। এর অন্তরালে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) থেকে শুরু করে সকল নবী-রাসূল ও তাঁদের উম্মাতদেরকে বর্বর অথবা অসভ্য প্রমাণের হীন উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছে।

৩. এ আয়াতের মধ্যে زينت দ্বারা পোশাক উদ্দেশ্য। পোশাককে এ শব্দের মাধ্যমে ব্যক্ত করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, নামাযে শুধু গুপ্তাঙ্গ আবৃত করা ছাড়াও সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্দর ও উত্তম পোশাক পরা শ্রেয়। হযরত হাসান ইবনু 'আলী (রা.) সর্বদা নামাযের সময় উত্তম পোশাক পরতেন। তিনি বলতেন,

إِنَّ اللهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ؛ فَأَنَا أَتَجَمَّلُ لِرَبِّي.

"আল্লাহ তা'আলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন। তাই আমি আমার রাব্বের সামনে সুন্দর পোশাক পরে হাজির হই।" (আলূসী, *রূহুল মা'আনী*, খ. ৬, পৃ. ১৫৫; তানতাভী, *আত-তাফসীরুল ওয়াসীত*, পৃ. ১৬০১)

৪. আল-কুর'আন, ৭ (সূরা আল-আ'রাফ): ৩১

৫. জাহিলী যুগের আরবদের নিকট সাতর ঢাকার বিশেষ কোনও গুরুত্ব ছিল না। তারা অন্যের সামনে দেহের গুপ্তাঙ্গ অবলীলায় উন্মুক্ত করে ফেলত। জনসম্মুখে বিবস্ত্র হয়ে খাওয়া-দাওয়া করত। বহু লোক হজ্জ আদায়ের সময় উলঙ্গ হয়ে কা'বার তাওয়াফ করত। পৃথিবীর কোন কোন সম্প্রদায় উলঙ্গ হওয়াকে তাদের একটি ধর্মীয় আচাররূপেও গণ্য করে থাকে। এ কারণে আয়াতে বিশেষভাবে নামাযের সময় সাজসজ্জা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

www.pathagar.org

ও পরিবেশের সাথে এর সুনিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। গরমের দেশ ও শীতের দেশের পোশাক একই রকম হতে পারে না। তদুপরি পেশার বিভিন্নতার দরুনও পোশাকের ধরন ভিন্ন হতে বাধ্য। যেমন কারখানার শ্রমিক, মাসজিদের ইমাম, মাঠের কৃষক, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার শিক্ষক, রিক্সাচালক ও মোটর ড্রাইভারের পোশাক একই ধরনের হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এ কারণেই ইসলাম যেহেতু সমগ্র মানব জাতির ধর্ম, তাই এতে সকলকে একই কাটিং বা ধরনের পোশাক পরতে বাধ্য করা হয়নি। তবে এতে পোশাকের উদ্দেশ্য ও কিছু সীমারেখা নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে, যেগুলো প্রত্যেক যুগেই প্রত্যেকের পক্ষে সহজভাবে মেনে চলা সম্ভব। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾

"হে আদাম সন্তান, নিশ্চয় আমরা তোমাদের জন্য এমন পোশাক নাযিল করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থানকে ঢেকে রাখবে এবং যা হবে ভূষণ। আর তাকওয়ার পোশাক[৬], তা-ই কল্যাণকর। এ হচ্ছে আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম। এতে আশা করা যায় যে, তারা নসীহত কবুল করবে।"[৭]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা অনুসরণ করে সেই ধরন ও কাটিংয়ের কাপড়ই পরতেন, যা তাঁর সময়ে তাঁর এলাকায় ও তাঁর জাতির মাঝে প্রচলিত ছিল। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে আরবদেশে পুরুষরা সাধারণত ইযার (লুঙ্গি), পায়জামা, ঢিলেঢালা জামা, 'আবা, পাগড়ী প্রভৃতি কাপড় এবং মহিলারা ইযার, সালোয়ার, কামীস, জিলবাব ও ওড়না প্রভৃতি কাপড় পরিধান করত। তা ছাড়া পুরুষদের মধ্যে ইয়ামানের চাদর ও পশমের জুব্বার ব্যবহারও প্রচলিত

---

৬. 'তাকওয়ার পোশাক' বলে কী বুঝানো হয়েছে? এ নিয়ে বিভিন্ন মত দেখা যায়। কাতাদাহ (রাহ.) বলেন, তাকওয়ার লিবাস হলো: ঈমান। হাসান বাসারী (রাহ.)-এর মতে, তা দ্বারা লজ্জাশীলতা ও শালীনতা উদ্দেশ্য। কেননা, এগুলোই মানুষকে তাকওয়া অবলম্বন করতে বাধ্য করে। ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, তা হল: সৎ কর্ম। 'উসমান ইবনু 'আফ্ফান (রা.)-এর মতে, নৈতিক পবিত্রতা। (তাবারী, *জামি'উল বায়ান*, খ. ১২, পৃ. ৩৬৬-৮)

৭. আল-কুর'আন, ৭ (আল-আ'রাফ): ২৬

www.pathagar.org

ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইযার পরতেন, গায়ে চাদর জড়াতেন, জামা পরতেন, মাথায় টুপি পরতেন ও পাগড়ী বাঁধতেন। এ কাপড়গুলোর অধিকাংশই ছিল মামুলী ধরনের ও সুতীর। তবে কোন কোন সময় তিনি বিদেশে তৈরিকৃত প্রশস্ত ও দামী জুব্বাও পরেছেন। এর কোনটির আঁচল রেশম জড়ানো ছিল। আর কোনটি বিভিন্ন কারুকার্য খচিতও ছিল। কখনো তিনি সুন্দর ইয়ামানী চাদরও পরেছেন, যা তাঁর সময়কার সুবেশধারীরাই পরতো।[৮] এ ভিত্তিতে বলা যেতে পারে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মৌখিক নির্দেশনা ছাড়া নিজের 'আমলের মাধ্যমেও শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, পোশাকের ক্ষেত্রে স্বাচ্ছন্দ্য অবলম্বন করা দূষণীয় নয়। আল্লাহ প্রদত্ত সীমারেখা

---

৮. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পোশাক সংক্রান্ত কয়েকটি রিওয়ায়াত নিম্নে বর্ণিত হলঃ

ক. আবূ বুরদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) একখানা তালিযুক্ত চাদর ও একখানা মোটা কাপড়ের ইযার আমাদেরকে দেখিয়ে বললেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। - বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ

খ. উম্মু সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দীয় কাপড় ছিল কামীস (জামা)। -আবূ দাউদ ও তিরমিযী

গ. আসমা' বিন্ত ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামার আস্তিন ছিল হাতের কব্জি পর্যন্ত। -আবূ দাউদ ও তিরমিযী

ঘ. আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিবারা (ইয়ামান দেশীয় বিভিন্ন বর্ণের ডোরাযুক্ত সুতী কাপড়) পরতে অধিক পছন্দ করতেন। - বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ ও তিরমিযী

ঙ. মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোম দেশীয় আঁটসাঁট আস্তিন বিশিষ্ট জুব্বা পরিধান করেছেন। - বুখারী, মুসলিম ও তিরমিযী

চ. আসমা' বিন্ত আবী বাকর (রা.) থেকে বর্ণিতঃ একদা তিনি সূচীকর্ম খচিত এমন একটি জুব্বা বের করলেন, যা রেশম দ্বারা নকশী করা ছিল এবং তার গলা ও বুকের পট্টিগুলো রেশম দ্বারা জড়ানো ছিল। অতঃপর তিনি বললেনঃ এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জুব্বা, যা হযরত 'আ'য়িশা (রা.)-এর কাছেই ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর আমি তা লাভ করি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা পরিধান করতেন। এখন আমরা একে ধুয়ে তার পানি দ্বারা রোগমুক্তি কামনা করি। - মুসলিম

ছ. ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরনে সুন্দর হুল্লাহ (জোড়া পোশাক) দেখেছি। - আবূ দাউদ

www.pathagar.org

অনুসরণ করে যে কোন ধরনের মামুলী কিংবা দামী পোশাক পরা যাবে। তদুপরি প্রত্যেক অঞ্চল ও প্রত্যেক যুগের লোকদের জন্য এ সুযোগ রয়েছে যে, তারা শারী'আতের নির্দিষ্ট বিধান ও সীমারেখার প্রতি লক্ষ্য রেখে নিজ নিজ দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, আবহাওয়ার তারতম্য, স্বভাবসুলভ রুচি, সামাজিক আচার, অর্থনৈতিক অবস্থা, পেশাগত মর্যাদা ও জাতীয় ঐতিহ্য প্রভৃতি বিবেচনা করে পোশাক তৈরি করতে পারবে। উপর্যুক্ত কুর'আনের আয়াতে পোশাকের যে উদ্দেশ্য বর্ণনা করা হয়েছে তার ভিত্তিতে এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 'আমল ও বিভিন্ন হাদীসের আলোকে পোশাক সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি নিম্নে তুলে ধরা হলো:

পোশাকের ইসলামী মূলনীতিসমূহ

ক. সাতর (লজ্জাস্থান আবৃত করা)

পোশাক এমন হতে হবে, যা অবশ্যই মানুষের সাতরকে আবৃত করে রাখবে। পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত[৯] এবং নারীদের মুখমণ্ডল, দু'হাতের তালু ও দু'পায়ের পাতা ছাড়া সমস্ত দেহ সাতর।[১০] এটা ঢেকে রাখা ফারয। তবে পুরুষদের জন্য পায়ের নলার মধ্যস্থান (نصف ساق) পর্যন্ত ঢাকা সুন্নাত এবং টাখ্নুর ওপর পর্যন্ত পরা জায়িয আছে। কিন্তু এর নীচে ঝুলানো হারাম। উল্লেখ্য যে, পুরুষ ও নারীদেহের সাতরে পরিধির দিক দিয়ে পার্থক্য থাকায় উভয়ের পোশাকে মৌলিকভাবে পার্থক্য হতে বাধ্য।

---

৯. কোন পুরুষ অথবা নারীর সামনে তা উন্মুক্ত করা না-জায়িয। তবে নিজ স্ত্রীর কাছে শরীরের কোন অংশ ঢাকাই জরুরী নয়। অবশ্য অযথা দেহ প্রদর্শন ভাল নয়।

১০. এর মানে এ নয় যে, শারী'আত সম্মত ওযর ব্যতীত নারীরা মুখমণ্ডল খোলা রেখে মাহরাম নয়- এমন ব্যক্তিদের সাথে ঘুরাফেরা করতে পারবে; বরং এর মানে হলো: নারীরা মুখ খোলা রেখে মাহরামদের সাথে ওঠাবসা ও চলাফেরা করতে পারবে এবং নামাযে তা খোলা থাকলে নামাযের কোনরূপ ত্রুটি সৃষ্টি হবে না।
উল্লেখ্য যে, শার'ঈ মাহরামদের (যাদের সাথে জীবনে কোন দিন বিবাহ বন্ধন বৈধ হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই) সামনে কেবল নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত অংশ এবং বুক পেট-পিঠ খোলা রাখা স্ত্রীলোকদের জন্য হারাম। তবে শরীরের অন্যান্য অংশ যেমন মাথা, চেহারা, বাহু ও হাঁটুর নিম্নাংশ প্রকাশ করা জায়িয আছে। অবশ্য কোন কোন অংশ বিনা প্রয়োজনে প্রকাশ করা অনুচিত। আর গায়র মাহরাম পুরুষদের সামনে মাথা, চেহারা, বাহু ও হাঁটুর নিম্নাংশ ইত্যাদি প্রকাশ করাও হারাম।

www.pathagar.org

খ. সুন্দর ও শোভাবর্ধক হওয়া[১১]

পোশাক পরলে যেন সুন্দর দেখায় সে দিকে নজর রাখতে হবে। বস্তুত পোশাকই মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে। পোশাকের মাধ্যমে ব্যক্তির সৌন্দর্যবোধ, ভদ্রতা, শালীনতা, রুচি-সুস্থতা ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে। আর পোশাক যদি সেই রকম না হয়, তাহলে আল্লাহর দেয়া এক সুন্দর ব্যবস্থাকে অবজ্ঞা করা হবে, হবে আল্লাহর তা'আলার না-শুকরী। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّكُمْ قَادِمُونَ عَلَى إِخْوَانِكُمْ؛ فَأَحْسِنُوا لِبَاسَكُمْ، وَأَصْلِحُوا رِحَالَكُمْ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَةٌ فِي النَّاسِ، إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ.

"তোমরা তোমাদের ভাইদের কাছে গমন করে থাক। কাজেই তোমরা তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ সুন্দর ও শোভামণ্ডিত কর এবং তোমাদের বাহন ও আবাসস্থলগুলো সুন্দর ও গোছালো করে রাখ, যেন তোমরা মানুষের মধ্যে রাজতিলকের মত সমুজ্জ্বল থাকতে পার। আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলতা ও অমার্জিত আচরণ পছন্দ করেন না।"[১২]

জনৈক কবি কতই সুন্দর বলেছেন!

أَمَّا الطَّعَامُ فَكُلْ لِنَفْسِكَ مَا اشْتَهَتْ *** وَاجْعَلْ لِبَاسَكَ مَا اشْتَهَاهُ النَّاسُ

"খাবার যা ইচ্ছা তুমি খেতে পার। কিন্তু পোশাক মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পরিধান কর।"[১৩]

---

১১. আল্লাহ তা'আলা সূরা আল-আ'রাফের ২৬ নং আয়াতে পোশাকের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য বুঝানোর জন্য ريش শব্দটি ব্যবহার করেছেন। এর অর্থ হলো ঔজ্জ্বল্য, চাকচিক্য ও শোভাবর্ধক পোশাক। এর আভিধানিক অর্থ হলো: পাখির পালক, যা চাকচিক্য ও শোভাবর্ধক হয়ে থাকে। আর মানুষের পোশাকও যেহেতু পাখির পক্ষ ও পালকের মতো, এ কারণেই মানুষের পোশাক বাহ্যত কীরূপ হবে তা বুঝাবার জন্য ريش শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। ইমাম রাযী বলেন: ريش দ্বারা সৌন্দর্যবর্ধক পোশাককে বুঝানো হয়েছে। (আর-রাযী, *মাফাতীহুল গায়ব*, খ. ৭, পৃ. ৬৮)

১২. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুল লিবাস), খ. ৪, পৃ. ২০৩, হা. নং: ৭৩৭১; বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হাকিম (রাহ.) বলেন, এটি সাহীহাইন-এর শর্তে উত্তীর্ণ একটি বিশুদ্ধ সনদের হাদীস।

১৩. আল-মাওয়ার্দী, *আদাবুদ্দুনয়া ওয়াদ্দীন*, পৃ. ৪৫০; ইবনু মুফলিহ আল-মাকদিসী, *আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ*, খ. ৪, পৃ. ২৩৩; সাফারীনী, *গিযা'উল আলবাব*, খ. ৩, পৃ. ৬১

www.pathagar.org

যে পোশাক মানুষের আকৃতিকে বিকৃতকিমাকার বা বীভৎস করে দেয়, সেই পোশাক মুসলিমের পক্ষে ব্যবহারযোগ্যই হতে পারে না।[১৪] একজন সুস্থ রুচিসম্পন্ন পুরুষ যে ধর্মেরই হোক না কেন দেহের শোভা বর্ধনের লক্ষ্যে তার গ্রীবা, মুখমণ্ডল, মাথা ও দুই কব্জি (কখনো কনুই থেকে কব্জিযুগল) ছাড়া সাতরের অতিরিক্ত দেহের প্রায় সকল অংশই ঢেকে থাকে।

ক্ষেত্রে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, ভূষণ ও শোভার ব্যাপারে মানুষের রুচি পরিবর্তনশীল এবং স্থান, কাল ও মানসিক অবস্থার দৃষ্টিতে রুচির ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য ও পরিবর্তন সূচিত হতে পারে।

গ. পোশাক ব্যক্তির আর্থ-সামাজিক অবস্থা অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়

পোশাক ব্যক্তির **আর্থ-সামাজিক অবস্থা** ও পদমর্যাদা অনুযায়ী হওয়াই বাঞ্ছনীয়[১৫]; তবে গৌরব ও অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে দামী দামী ও উত্তম কাপড় পরা হারাম। তা ছাড়া যে ধরনের ও যে আকারের পোশাক পরলে গৌরব ও বড় মানুষী প্রকাশ পায়, নিজেকে পদস্থ ব্যক্তি বলে মনে হয় অথবা নিজেকে সূফী-দরবেশ বলে ধারণা হয় তা পরাও না-জায়িয। প্রবাদ আছে,

الْبَسْ مِنَ الثِّيَابِ مَا يَخْدُمُكَ وَلَا يَسْتَخْدِمُكَ .

"সেই ধরনের পোশাকই পরবে, যা তোমার সেবায় নিয়োজিত থাকবে, তোমাকে তার সেবায় নিয়োজিত থাকতে হবে না।"[১৬]

তদুপরি পোশাকের সৌন্দর্য বাড়াতে গিয়ে অপচয় করাও জায়িয নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَتَصَدَّقُوا وَالْبَسُوا مَا لَمْ يُخَالِطْهُ إِسْرَافٌ أَوْ مَخِيلَةٌ.

---

১৪. নতুন পোশাক পরে যে দু'আটি পড়তে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, তা হলো এই :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنَ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّا وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে পোশাক দান করেছেন । আমি এর দ্বারা লোক সমাজে সৌন্দর্য প্রকাশ করার প্রয়াস পাই এবং সাতর আবৃত করি।" (আহমদ, *আল-মুসনাদ* [মুসনাদুল 'আশারাহ], হাদীস নং: ১২৮১)

এ দু'আতেও সেই সাতর ঢাকা ও সৌন্দর্য লাভের উদ্দেশ্যের কথাই বলা হয়েছে ।

১৫. এ সম্পর্কে পরে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো, ইনশা'আল্লাহ।

১৬. আল-খাদিমী, আবূ সা'ঈদ, *বারীকাতুন মাহমূদিয়্যাহ*.., খ. ৩, পৃ. ৩৭৫; ইবনু মুফলিহ আল-মাকদিসী, *আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ*, খ. ৪, পৃ. ২৩৩; আল-মাওয়ার্দী, *আদাবুদ্দুনয়া ওয়াদ্দীন*, পৃ. ৪৫১

www.pathagar.org

"তোমরা খাও, পান কর, দান-সাদকা কর এবং পরিধান কর, যে পর্যন্ত না অপব্যয় ও অহংকারে পতিত হও।"[১৭]

তিনি আরো বলেন,

كُلْ مَا شِئْتَ وَالْبَسْ مَا شِئْتَ مَا أَخْطَأَتْكَ اثْنَتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَخِيلَةٌ .

"মনে যা চায় তা খাও এবং যা ইচ্ছে হয় পরিধান কর, যে পর্যন্ত না দুটির মধ্যে পতিত হও- অপব্যয় ও অহংকার।[১৮]

ঘ. অমুসলিমদের পরিচয়সূচক পোশাক পরাও হারাম

কোন মুসলিমের জন্য এ ধরনের পোশাক পরা জায়িয নয়, যে পোশাক দিয়ে তাকে স্পষ্টরূপে অন্য কোন ধর্মের লোক বলে মনে হবে। যেমন : হরে কৃষ্ণ লেখা নামাবলী, খ্রিস্টানদের ক্রুসচিহ্ন যুক্ত কিছু, ব্রাহ্মণদের পৈতা, হিন্দুদের ধুতি ও বৌদ্ধদের গেরুয়া কাপড়ের তৈরি পোশাক ইত্যাদি।[১৯] জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার খাতিরে পোশাক-আশাকেও নিজেদের স্বকীয়তা রক্ষা করা একটি অপরিহার্য বিষয়। যে কোন জাতির পক্ষে নির্বিচারে অন্য জাতির পোশাক ও সামাজিক রীতি-নীতি গ্রহণ করা চরম হীনমন্যতার ফল। যে জাতির মধ্যে বিন্দুমাত্র আত্মসম্ভ্রমবোধ অবশিষ্ট আছে, সে জাতি কখনও ভিন্ন জাতির পোশাক গ্রহণ করতে পারে না। তাই ইসলামী স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বিনষ্ট করে- এমন যে কোনও সংস্কৃতির অনুকরণ ইসলামে অনুমোদিত হতে পারে না। এ জন্যেই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ -"যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"[২০] এতে

---

১৭. বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল, *আস-সাহীহ*, (দেওবন্দঃ মাতবাআ' আসাহহ আল-মাতাবি', তা.বি.), খ. ২, পৃ. ৮৬০; ইবনু মাজাহ, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, *আস-সুনান*, (দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাতুল আশরাফিয়্যাহ, তা. বি.), খ. ২, পৃ. ২৫৭

১৮. বুখারী, *আস-সাহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮৬০; ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, (আদ্দারুস সালাফিয়্যাহ), খ. ৮, পৃ. ৪০৫

১৯. অধিকাংশ 'আলিমের মতে- যারা মুসলিম দেশে কোন উপযুক্ত কারণ ছাড়াই এ ধরনের পোশাক পরবে, তাদেরকে দুনিয়ায় বাহ্যত কাফির হিসেবে গণ্য করা হবে। চাই তারা অন্তরে কুফরী বিশ্বাস পোষণ করুক বা নাই করুক। তবে কেউ যদি ঠাণ্ডা বা গরমের প্রয়োজনে কিংবা রণকৌশল হিসেবে বা জবরদস্তির শিকার হয়ে পরিধান করে, তাহলে ভিন্ন কথা।

২০. আবূ দাউদ, সুলায়মান, *আস-সুনান*, (কলিকাতাঃ দারুল ইশা'আতিল ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.), খ.২, পৃ. ৫৫৯

www.pathagar.org

যদিও পোশাক-পরিচ্ছদের দিকে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে; নৈতিক, আদর্শিক এবং যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানও এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব, মুসলিমদের পোশাক ও বেশভূষা এমন হওয়া উচিত, যাতে তারা পরস্পরকে চিনতে পারে এবং মুসলিমসুলভ আচার-ব্যবহার করতে পারে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা.) বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার পরনে 'উসফুর রঙে রঞ্জিত দুটি কাপড় দেখতে পেয়ে বললেন, إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا. -"মূলত এটা কাফিরদের পোশাক। কাজেই এগুলো পরো না।"[২১] উল্লেখ্য যে, পোশাকের রঙ একটি অতি সাধারণ জাগতিক বিষয়। 'ইবাদতের সাথে এর কোন সম্পর্ক নেই। এ ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করার নির্দেশ দিয়েছেন। কাজেই যে পোশাক, যে রঙ, যে ডিজাইন কাফিরদের মধ্যে বহুল প্রচলিত অথবা যা ব্যবহার করলে প্রথম দৃষ্টিতেই কাফিরদের পোশাকের মত মনে হয় তা বর্জন করতে হবে। মুসলিমরা ভারতবর্ষ হাজার বৎসরাধিক কাল শাসন করলেও এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা মুসলিমদের পোশাক ও বেশভূষা গ্রহণ করেনি। ইউরোপীয় খ্রিস্টানরা প্রায় পৌণে দু'শত বৎসর ভারতবর্ষ শাসন করলেও তারা এখানকার মুসলিম বা হিন্দু কোন সম্প্রদায়ের পোশাক-পরিচ্ছদ গ্রহণ করেনি; বরং তারা উভয় জাতির ওপর নিজস্ব রুচিমাফিক পোশাক-পরিচ্ছদ চাপিয়ে দিয়েছে, যার অবশেষ এখনো আমরা বহন করে চলছি।

অমুসলিমদের পোশাকের মতো বখাটে পাপিষ্ঠদের পোশাক-পরিচ্ছদের নির্দিষ্ট ডিজাইন ও আকার-আকৃতির অনুকরণ করাও জায়িয নয়। হযরত ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ مِنْهُمْ .

"যে ব্যক্তি কোন জাতি বা গোষ্ঠীর কাজে সন্তুষ্ট থাকে, সে মূলত তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"[২২]

হাদীসটিকে যদিও অনেকেই সূত্রগত দিক দিয়ে দুর্বল বলেছেন; তথাপি তা গ্রহণযোগ্য। কারণ, এ মর্মে বর্ণিত আরো অনেক হাদীসে তার সমর্থন পাওয়া যায়। তা ছাড়া বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ ইবনু হিব্বান (রাহ.) হাদীসটিকে সাহীহ বলেছেন।

২১. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৯৩; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৯৭

২২. সান'আনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল, *সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মুরাম*, (বাবুত তাহযীর মিন হুব্বিদ্ দুন্‌য়া), খ. ৭, পৃ. ১০৭

www.pathagar.org

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের মতো পাপিষ্ঠদের নির্দিষ্ট বেশভূষার অনুকরণ করাও সমীচীন নয়।

ঙ. নারী-পুরুষ একে অপরের বেশভূষা গ্রহণ করা হারাম

সাধারণত নারী-পুরুষ উভয়ের কাপড় পরার পদ্ধতি, কাপড়ের কাটিং ও ডিজাইন ইত্যাদির মধ্যে পার্থক্য থাকা উচিত। সাধারণত যে পোশাক পুরুষরা পরিধান করে বা তারা যে পদ্ধতি বা ডিজাইনের পোশাক পরিধান করে, নারীরা তা পরিধান করবে না। অনুরূপভাবে মহিলারা যে পোশাক পরিধান করে বা তারা যে পদ্ধতি বা ডিজাইনের পোশাক পরিধান করে, পুরুষরা তা পরিধান করবে না। কারণ, নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সাদৃশ্য অবলম্বন বা অনুকরণ একটি অস্বাভাবিক কাজ ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতার আলামত। তদুপরি দাড়িবিহীন কোন পুরুষ নারীর পোশাক পরে অন্দরমহলে ঢুকে পড়লে তাকে সহজে চেনা যাবে না। তেমনি পুরুষের পোশাক পরা কোন নারী পুরুষদের মাঝে এসে গেলে তাকেও হঠাৎ চেনা সম্ভব নাও হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ধরনের নারী-পুরুষ যারা একে অপরের বেশভূষা গ্রহণ করে তাদের ওপর পরিষ্কার ভাষায় অভিসম্পাত করেছেন। হযরত আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন পুরুষের ওপর লা'নত করেছেন, যে নারীর মতো পোশাক পরিধান করে এবং এমন নারীর ওপরও লা'নত করেছেন, যে পুরুষের মতো পোশাক পরিধান করে।"[২৩]

হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকেও বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এমন সব পুরুষের ওপর লা'নত করেছেন, যারা নারীদের অনুরূপ বেশভূষা ধারণ করে এবং এমন সব

---

২৩. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৫৯

www.pathagar.org

নারীর ওপরও লা'নত করেছেন, যারা পুরুষদের অনুরূপ বেশভূষা ধারণ করে।"[২৪]

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে,

لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنْ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنْ النِّسَاءِ وَقَالَ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ .

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজড়া বেশধারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারী নারীদের ওপর লা'নত করেছেন। তিনি বলেছেন, এদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।"[২৫]

চ. তাকওয়ার পরিচয় বহন করা

পোশাক এমন হতে হবে, যা সুন্দর ও শালীন হওয়ার সাথে সাথে তাকওয়ার পরিচয়ও বহন করে। পোশাকের মধ্যে তাকওয়ার পরিচয় হলো: উপর্যুক্ত বিষয়গুলোর পাশাপাশি পোশাক এমন হওয়া, যাতে গুপ্তাঙ্গসমূহ প্রকৃত অর্থে পুরোপুরিই আবৃত হয় অর্থাৎ এমন আঁটসাঁট না হওয়া, যাতে এসব অঙ্গের অবয়ব বাইরে ফুটে ওঠে, অথবা এমন মিহি ও পাতলা না হওয়া, যাতে লজ্জাস্থান উলঙ্গের মতো দৃষ্টিগোচর হয়। পোশাকে গর্ব ও অহংকারের পরিবর্তে নম্রতা ও বিনয়ের ছাপ পরিদৃষ্ট হবে এবং এতে প্রয়োজনাতিরিক্ত ব্যয় করা হবে না। তদুপরি পোশাক এমন হতে হবে, যাতে পবিত্রতা ঠিক মতোই রক্ষা করা যায়। উপরন্তু, মুসলিমদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে হয়। সুতরাং তার নামাযের পোশাক এবং বাইরের পোশাক ভিন্ন হতে পারে না। এ ছাড়া 'আসর, মাগরিব ও 'ইশার নামাযের সময়গুলো এতো কাছাকাছি যে, এ সময় নামাযের জন্য আলাদা পোশাকের ব্যবস্থা করা মুশকিল। এ জন্য পোশাকের কাটিং ও সাইজ সব কিছুই নামাযের জন্য অনুকূল হওয়া উচিত।

ছ. মুসলিম ও অমুসলিমের পোশাক ভিন্ন হওয়া

ফাকীহ (ইসলামী আইন তত্ত্ববিদ)গণ যে দেশে ইসলামী আইন জারী থাকে অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিম ও অমুসলিম যিম্মীদের পোশাক ভিন্ন হওয়ার কথাও

---

২৪. বুখারী, *আস-সাহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮৭৪; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬৬
২৫. বুখারী, *আস-সাহীহ*, খ. ২, পৃ. ৮৭৪; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৬৭৪

www.pathagar.org

বলেছেন।[২৬] কেননা, এ ক্ষেত্রে সাদৃশ্য দ্বারা নানা ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে। এতে আশঙ্কা আছে যে, বিভিন্ন কৃষ্টির মিশ্রণে একটা জগাখিচুড়ি কৃষ্টি তৈরি হয়ে যেতে পারে। তাছাড়া এতে নাগরিকদের ওপর রাষ্ট্রের আইন প্রয়োগ করার কাজে জটিলতা সৃষ্টির আশঙ্কাও আছে। যেমন ইসলামী রাষ্ট্রে রমাদান মাসে একজন সুস্থ লোক পানাহাররত অবস্থায় পুলিশের সামনে পড়লে পুলিশের পক্ষে দেখে মুসলিম বা অমুসলিম বুঝা সম্ভব না হলে আইন প্রয়োগ করতে মুশকিলে পড়ে যাবে। অমুসলিম হলে তাকে এ অবস্থায় গ্রেফতার করা যাবে না। তাই ইসলামী রাষ্ট্রে মুসলিমদের পোশাক অমুসলিমদের থেকে আলাদা হওয়া দরকার। সম্ভবত এ অসুবিধার কথা বিবেচনা করেই সর্বপ্রথম হযরত 'উমার ইবন 'আবদুল 'আযীয (রাহ.) খ্রিস্টানদেরকে মুসলিমদের মতো পোশাক বা পাগড়ী পরতে নিষেধ করেছিলেন। পরবর্তীতে 'আব্বাসীয় খালীফা হারূনুর রশীদ ২য় 'উমার (রাহ.)-এর মতো খ্রিস্টানদেরকে মুসলিমদের অনুরূপ পোশাক পরিধান না করার জন্য একটি সাধারণ নির্দেশ জারী করেন। কথিত আছে যে, খালীফা মুতাওয়াক্কিল অমুসলিমদের পোশাকের জন্য হলুদ রং এবং ফাতিমী শাসক হাকিম কালো রং নির্ধারণ করেছিলেন। হিজরী অষ্টম শতাব্দীতে মিসর ও সিরিয়ায় খ্রিস্টানরা নীল, ইয়াহুদীরা হলুদ এবং সামিরারা লাল রং ব্যবহার করত। তারা এই বর্ণের সিল্ক, পাগড়ী ও গলবন্দ ব্যবহার করতে পারত।[২৭] ফাকীহগণের মতে, কোন বিশেষ ধরনের পোশাক বা পোশাকের রঙ যদি অমুসলিমদের পরিচয়ের জন্য নির্ধারণ করা হয়, তবে মুসলিমদের জন্য তা ব্যবহার করা জায়িয নয়।

জ. পোশাক পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া দরকার

পোশাক পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র হওয়া দরকার। এ ধরনের পোশাকে একদিকে দেহ-মনের স্বস্তি ও স্নিগ্ধতা অর্জিত হয়, অপরদিকে এর সাহায্যে ব্যক্তির রুচি ও মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। তদুপরি 'ইবাদাতের জন্য এ ধরনের পোশাক পরার শর্তও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ -"পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ"।[২৮] হযরত

---

২৬. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, (কুয়েতঃ ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ- শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫), খ. ৬, পৃ. ১৪০

২৭. কালকাশন্দী, *সুবহুল 'আশা*, (কায়রোঃ আল-মাতবা'আতুল আমীরিয়্যাহ, ১৯১৪), খ. ১৩, পৃ. ৩৬৪

২৮. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুত তাহারাত), হা. নংঃ ৩২৮

www.pathagar.org

জাবির ইবনু 'আবদিল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক ব্যক্তির পরনে ময়লা পোশাক দেখতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, أَمَا كَانَ هَذَا يَجِدُ مَاءً يَغْسِلُ بِهِ ثَوْبَهُ. ''এ লোকটি কি পানি পায়নি, যা দিয়ে সে তার পোশাক ধুয়ে নিত?''[২৯] হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, مِنْ مُرُوءَةِ الرَّجُلِ نَقَاءُ ثَوْبِهِ. ''ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের অন্যতম পরিচায়ক হল তার কাপড়ের পরিচ্ছন্নতা।''[৩০]

উল্লেখ্য যে, পোশাক-পরিচ্ছদের বাহ্যিক পরিচ্ছন্নতা যেমন প্রয়োজন, তেমনি তার অর্জনের পথটাও পবিত্র হতে হবে। হালাল রুজির মাধ্যমে অর্জিত পোশাকই ইসলামে গ্রহণযোগ্য ও পবিত্র। হারাম রুজির পোশাক কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। আল্লাহর কাছে ইবাদাত কবুল হওয়ার প্রধান মৌলিক শর্ত হচ্ছে হালাল রুজি। হারাম রুজির পোশাক পরে কোন ইবাদাত করলে আল্লাহ তা'আলা তা কবূল করবেন না। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

مَنْ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلْ اللهُ لَهُ صَلَاةً مَادَامَ عَلَيْهِ.

"যে ব্যক্তি দশ দিরহাম দিয়ে কোন কাপড় কিনল, তন্মধ্যে একটি দিরহাম হল হারামের, তাহলে কাপড়টি যতদিন তার পরনে থাকবে ততদিন তার কোন নামায আল্লাহ তা'আলা কবূল করবেন না।"[৩১]

অতএব, উপর্যুক্ত সীমা ও শর্ত পালন করা হলে যে কোন ধরনের পোশাক পরা যাবে। আমাদের দেশে আলিম সমাজ যে পোশাক পরেন তাকে একমাত্র সুন্নাতী পোশাক মনে করা অযৌক্তিক; বরং উপর্যুক্ত সীমারেখার মধ্যে যত রকম পোশাক হতে পারে সবই শারী'আতসম্মত পোশাক হিসেবে গণ্য হবে। নিম্নে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি ও সীমারেখার আলোকে বিভিন্ন ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদের শার'ঈ বিধান বিবৃত হলো:

উৎসগত দিক থেকে বিভিন্ন বস্ত্রের হুকুম

সাধারণত বস্ত্র উদ্ভিদ জাতীয় বস্তু যেমন তুলা, কার্পাস ও লিনেন প্রভৃতি থেকে তৈরি করা হয়। তবে কখনো প্রাণীজ বস্তু যেমন লোম, পশম ও রেশম প্রভৃতি

---

২৯. আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৪০৬৪

৩০. সাফারিনী, মুহাম্মাদ, *গিযাউল আলবাব* .., (বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০২), খ. ২, পৃ. ২০২; ইবনু মুফলিহ, *আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ*, খ. ৪, পৃ. ২৩৬

৩১. আহমাদ, ইমাম ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, হাদীস নং: ৫৪৭৩

www.pathagar.org

থেকেও তৈরি করা হয়। আবার কখনো পশু-পাখির চামড়াও বস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। শারী'আতের দৃষ্টিতে কাঁচা মাল যা-ই হোক তা থেকে তৈরিকৃত বস্ত্র পরা ও ব্যবহার করা হালাল হবে। তবে এতে কোন কাঁচা মাল থেকে উৎপাদিত বস্ত্র বিশেষ কোন কারণে ব্যবহার করতে নিষেধ করা হলে তা ভিন্ন কথা।

ক. তুলা, কার্পাস ও লিনেনের তৈরি কাপড় পরা

তুলা, কার্পাস ও লিনেন থেকে তৈরিকৃত বস্ত্র পরা ও ব্যবহার করা বৈধ। ইবনুল কাইয়িম বলেন:

..أن هديَه في اللبا : أن يلبس ما تيسر مِنَ اللبا ، من الصوف تارة، والقطن تارة، والكتان تارة.

"পোশাকের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিয়ম ছিল, তিনি যখন যা পেতেন পরিধান করতেন। এগুলো কখনো পশমের, কখনো তুলার, আবার কখনো লিনেনের তৈরি ছিল।"[৩২]

খ. পশম ও লোম থেকে তৈরি কাপড় পরা

খাবারযোগ্য (مأكُولُ اللّحم) প্রাণী যেমন মেষ, ভেড়া প্রভৃতির পশম ও লোম থেকে তৈরিকৃত বস্ত্র হালাল এবং পবিত্র। চাই তা তাদের জীবন কালে সংগ্রহ করা হোক বা জবাই করার পর সংগ্রহ করা হোক অথবা তাদের মৃত্যুর পর। তবে খাবারযোগ্য নয় এমন (غيرُ مأكولِ اللّحم) এবং অপবিত্র (نجسُ العَيْن) প্রাণীদের পশম ও লোম থেকে তৈরিকৃত বস্ত্র সম্পর্কে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে।[৩৩] ইমাম আবূ হানীফাহ (রাহ.)-এর দৃষ্টিতে প্রাণীদের পশম ও লোম থেকে তৈরি বস্ত্র পবিত্র হওয়ার ক্ষেত্রে প্রাণীর গোশত হালাল কি হারাম সেটা বিচার করার কোন শর্ত নেই। তবে শূকরের লোম ও পশম থেকে তৈরি বস্ত্র অপবিত্র ও ব্যবহারের অযোগ্য।[৩৪]

গ. পশুচর্ম দ্বারা তৈরিকৃত কাপড় (furs) পরা

খাবারযোগ্য (مأكُولُ اللّحم) এবং খাবারযোগ্য নয় এমন (غيرُ مأكولِ اللّحم)

---

৩২. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ*, খ. ১, পৃ. ১৪৩

৩৩. ইবনু নুজায়ম, *আল-আশবাহ ওয়ান নাযা'ইর*, পৃ. ১১৫; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, তাব'আতুর রিয়াদিল হাদীছাহ, খ. ১,পৃ. ৫৮৯

৩৪. শফী', মুফতী মুহাম্মাদ, *মা'আরিফুল কুর'আন*, (অনু. ও সম্পা.: মাওলানা মুহীউদ্দীন খান, মদীনা মুনাওয়ারা: খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.), পৃ. ৭৫১

www.pathagar.org

জবাই করা[৩৫] প্রাণীর পশুচর্ম থেকে প্রস্তুত কাপড় পরা ও ব্যবহার করা জায়িয। হযরত সালমান (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ঘি ও পনির এবং পশুচর্ম থেকে প্রস্তুত জামা প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করা হয়। তিনি জবাবে বললেন:

الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ .

"হালাল হল তা-ই যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের মধ্যে হালাল করেছেন। আর হারাম হল তা-ই যা আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবের মধ্যে হারাম করেছেন। আর তিনি যেসব বিষয়ে নীরব রয়েছেন তা মার্জনীয়।"[৩৬]

মৃত প্রাণী বা জবাই করা হয়নি এমন প্রাণীর চামড়া থেকে তৈরিকৃত বস্ত্র পরিধান করা ও ব্যবহার করা হারাম। তবে যদি প্রক্রিয়াজাত করা হয়, তাহলে ইমাম আবূ হানীফাহ (রাহ.) ও শাফি'ঈ (রাহ.)-এর মতে তা পবিত্র হয়ে যাবে এবং তা থেকে তৈরিকৃত বস্ত্র ব্যবহার করাও বৈধ হবে, এমনকি নামাযেও। তবে ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)-এর মতে, কুকুর ও শূকরের চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হলেও পবিত্র হবে না। ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ (রাহ.)-এর মতে, মৃত প্রাণীর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হলেও পবিত্র হবে না।[৩৭]

ঘ. হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের চামড়া পরা ও ব্যবহার করা

হানাফীগণের দৃষ্টিতে মৃত কিংবা জবাই করা হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের চামড়াগুলো প্রক্রিয়াজাত করা হলে তা ব্যবহার করা জায়িয।[৩৮] কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ.

---

৩৫. খাবারযোগ্য নয় এমন প্রাণীগুলোকে যদি শার'ঈ বিধান মতে জবেহ করা হয়, তাহলে হানাফীগণের দৃষ্টিতে তার চামড়া পবিত্র হয়ে যাবে। কিন্তু ইমাম শাফি'ঈ ও আহমাদের মতে- পবিত্র হবে না। হানাফীগণের দৃষ্টিতে কেবল চামড়া গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে খাবারযোগ্য নয় এমন প্রাণীগুলোকে জবেহ করা জায়িয রয়েছে। শাফি'ঈগণের দৃষ্টিতে জায়িয নয়। (ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ৪, পৃ. ৩০৬-৩০৭)

৩৬. তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ, *আল-জামি'*, (কিতাবুল লিবাস), হাদীস নং: ১৬৪৮; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত* (কিতাবুল আত'ইমা), হাদীস নং: ৩৩৫৮

৩৭. যায়দান, ড. আবদুল কারীম, *আল-মুফাছ্ছল ফী আহকামিল মার'আতি ওয়াল বায়তিল মুসলিমি*, (বৈরূত: মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৭), খ. ৩, পৃ. ৩০৭

৩৮. *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩০৮

www.pathagar.org

"যে কোন চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হলে তা পবিত্র হয়ে যায়।"[৩৯]

কিন্তু কাযী আবূ ইয়া'লা হাম্বলী (রাহ.)-এর মতে, হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের চামড়াকে কোন কাজে ব্যবহার করা বৈধ নয়, প্রক্রিয়াজাত করার আগেও নয়, পরেও নয়। তাঁর দলীল হলো: হযরত মু'আবিয়া (রা.) ও মিকদাদ ইব্ন মা'দীকারাব (রা.) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন :

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ جُلُودِ السِّبَاعِ وَالرُّكُوبِ عَلَيْهَا.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের চামড়া পরা এবং তার (জীন বা গদীর) ওপর আরোহন করা থেকে নিষেধ করেছেন।"[৪০]

অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ جُلُودِ السِّبَاعِ أَنْ تُفْتَرَشَ

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের চামড়াকে ফরাশ হিসেবে ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"[৪১]

হানাফীগণের দৃষ্টিতে নিষেধাজ্ঞাসূচক হাদীসসমূহের উদ্দেশ্য হল কেবল প্রক্রিয়াজাতবিহীন চামড়াগুলোই; প্রক্রিয়াজাত চামড়াগুলো উদ্দেশ্য নয়। তবে সর্বাবস্থায় হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের চামড়ার ব্যবহার পরিহার করে চলাই উত্তম। কেননা, এতে অহংকার ও বড় মানুষী ভাব প্রকাশ পেয়ে থাকে।[৪২] তবে প্রয়োজনে যেমন ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্য ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই।

ইবনুল মুবারক, আহমাদ, ইসহাক ও হুমায়দী (রাহ.) প্রমুখ ইমামগণের দৃষ্টিতে হিংস্র জন্তু-জানোয়ারের চামড়ায় নামায পড়া মাকরূহ।[৪৩]

---

৩৯. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬৯; নাসা'ঈ, আহমদ, *আস-সুনান*, (দেওবন্দ: মাকতাবায়ে থানবী, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ১৯০; তিরমিযী, *আল-জামি'*, (দেওবন্দ: মাতবা' আসাহ্হ আল- মাতাবি'), খ. ১, পৃ. ৩০৩; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৫৭

৪০. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৭০; নাসাঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৯১

৪১. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০৭

৪২. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩০৯

৪৩. মুবারাকপূরী, 'আবদুর রহমান, *তুহফাতুল আহওয়াযী*, খ. ৫, পৃ. ৪০১

www.pathagar.org

ঙ. রেশমের কাপড় পরা

রেশমী বস্ত্র যদিও সৌন্দর্যবর্ধক ও টেকসই, তথাপি পোশাক হিসেবে এর ব্যবহার পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে[৪৪] এবং মহিলাদের জন্য জায়িয রাখা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

حُرِّمَ لِبَا ' الْحَرِيرِ وَالذَّهَبِ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِإِنَاثِهِمْ .

"রেশমের পোশাক ও সোনার জিনিস আমার উম্মাতের পুরুষদের ওপর হারাম করা হয়েছে। আর এগুলো তাদের নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে।"[৪৫]

অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন,

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ فَإِنَّهُ مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ.

"তোমরা রেশম পরো না। কারণ, দুনিয়াতে যে রেশম পরলো, আখিরাতে সে তা পরতে পারবে না।"[৪৬]

তবে হানাফী ইমামগণের মতে- বিশেষ প্রয়োজনে যেমন কোন ব্যথা সারানো বা চর্মরোগের নিরাময় হিসেবে [৪৭] অথবা সাধারণভাবে অনূর্ধ্ব চার আঙ্গুল পরিমাণ রেশমী কাপড় ব্যবহার করা জায়িয আছে। যেমন জামার মধ্যে ঝালর বা পাড় লাগান হয়।[৪৮] হযরত 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। তবে এই পরিমাণ। (এই কথা বলে) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

---

৪৪. পুরুষদের জন্য রেশমী বস্ত্র দুটি কারণে হারাম করা হতে পারে:
এক. মানুষকে তার মহান নৈতিক লক্ষ্য দৃষ্টে কঠিন শ্রমাশ্রয়ী এবং সদাসর্বদা সংগ্রামী জীবন যাপন করতে বাধ্য মনে করা হয়েছে। সুতরাং বিলাস-ব্যসন ও কেতাদুরস্ত জীবনকে শ্রম-সাধনার স্পৃহার পরিপন্থী গণ্য করা হয়েছে।
দুই. ইসলামের সর্বজনীন সাম্যের দৃষ্টিকোণে পোশাকের সেই মানকে পছন্দ করা হয়েছে, যা একজন সাধারণ মানুষের জন্যেও হয় সহজলভ্য। তা ছাড়া আধুনিক বিজ্ঞান রেশমী কাপড়ের ব্যবহারকে পুরুষের জন্য ক্ষতিকর প্রমাণ করেছে।

৪৫. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০২; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৮৪

৪৬. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৬৭; মুসলিম, *আস-সাহীহ*, (দিল্লী: কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, তা.বি.), খ. ২, পৃ. ১৯১; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৯৬

৪৭. হানাফীগণের মতে- এমতাবস্থায় রেশম মিশ্রিত কাপড় পরা জায়িয, যদিও রেশমের ভাগ বেশি হয়। তবে পুরো খাঁটি রেশমের কাপড় পরা জায়িয নেই। তবে ইমাম শাফি'ঈ (রা.)-এর মতে, এমতাবস্থায় পুরো খাঁটি রেশমের কাপড় পরা জায়িয রয়েছে।

৪৮. 'আস্‌সাফ, আহমাদ মুহাম্মাদ, *আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম*, (বৈরূত: দারু ইহয়া'ইল 'উলূম, ১৯৮৮), পৃ. ৫৪৫; তাহমায, আবদুল হামীদ, *আল-ফিকহুল হানাফী ফী ছাওবিহিল জাদীদ*, (বৈরূত: দারুল কলম, ২০০১), খ. ৫, পৃ. ৩৪৬

www.pathagar.org

মধ্যমা ও শাহাদত অঙ্গুলীদ্বয়কে একত্রে মিলিয়ে ওপর দিকে উঠিয়ে ইশারা করলেন।[৪৯] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই, তিন অথবা চার আঙ্গুলের অধিক পরিমাণ রেশমী কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।[৫০]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত যুবাইর (রা.) ও 'আবদুর রহমান ইবনু 'আওফ (রা.)কে তাঁদের উভয়ের খোস-পাঁচড়ার জন্য রেশম পরিধান করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[৫১] সাহীহ মুসলিমের অপর একটি বর্ণনায় রয়েছে: "তাঁরা উভয়ে উকুনের অভিযোগ করেছিলেন[৫২], তাই তিনি তাঁদেরকে রেশমী জামা পরিধানের অনুমতি দেন।"[৫৩]

তা ছাড়া কাপড়ের বানা (প্রস্থ) যদি সূতার হয় এবং তানা (দৈর্ঘ্য) রেশমের হয় হানাফীগণের মতে- তা সর্ব অবস্থায় ব্যবহার করা জায়িয আছে।[৫৪] কেননা, কাপড়ের মূল ভিত্তি হল বানা। আর বানা থাকে কাপড়ের সামনে, তানা থাকে ভেতরে। তাই যে কাপড়ের বানা সূতার হবে আর তানা হবে রেশমের, তাতে বাহ্যত রেশমের ঔজ্জ্বল্য বাইর থেকে দেখা যাবে না। কেননা, এমতাবস্থায় রেশম ভেতরে লুকায়িত থাকে। তাই এ ধরনের কাপড় পরতে কোন দোষ নেই। অপরদিকে যে কাপড়ের বানা হবে রেশমের আর তানা হবে সূতার, তার বাহ্যিক রূপ রেশমী কাপড়ের মতোই হবে। তাই এ ধরনের কাপড় পরা যে কোন অবস্থাতেই জায়িয হবে না।[৫৫]

---

৪৯. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৬৭; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৯১

৫০. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৯২; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০২; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৫৬

৫১. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৬৮; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৯৩; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৯৭; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬১; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৫৬

৫২. গ্রীষ্ম প্রধান দেশে সুতী কাপড়ের জামায় একপ্রকার উকুন জন্ম নেয়, যা শরীরের রক্ত চোষে। এর ফলে খোস-পাঁচড়ার সৃষ্টি হয়। রেশম গরম জাতীয় পোশাক- এর ব্যবহারে উকুন দূরীভূত হয়। এ জন্য ঔষধ হিসেবে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে রেশমী জামা পরার অনুমতি দেন।

৫৩. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৯৩; হাদীসটি তিরমিযী (১/৩০২)তেও বর্ণিত রয়েছে।

৫৪. থানভী, মাওলানা আশরাফ আলী, *বেহেশতী জেওর*, (অনু.: মাও: আবুল খায়ের মো. ছিদ্দিক), ঢাকা: সালমা বুক ডিপো, ১৯৯৯, খ. ৩, পৃ. ২৭৯

৫৫. 'উছমানী, মাওলানা মুহাম্মাদ তকী, *দারসে তিরমিযী*, দেওবন্দ: মাকতাবায়ে থানবী, ১৯৯৯, খ. ৫, পৃ. ৩৩০

www.pathagar.org

চ. স্বর্ণকাপড় বা স্বর্ণগর্ভ বস্ত্র পরা

স্বর্ণকাপড় বা স্বর্ণগর্ভ বস্ত্র পরা পুরুষদের জন্য হারাম[৫৬]; মহিলাদের জন্য জায়িয। হযরত 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে একটি حُلَّةُ سِيَرَاءُ (স্বর্ণখচিত রেশমী পোশাক) উপহার দেয়া হয়। তিনি পোশাকটি আমার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। আমি কাপড়টি পেয়ে পরলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার পরনে তা দেখতে পেয়ে ক্ষুব্ধ হলেন, যা আমি তার চেহারা দেখে বুঝতে পেরেছি। তিনি আমাকে বললেন, "আমি তো কাপড়টি তোমার পরনের জন্য পাঠাইনি। আমি তো পাঠিয়েছি এ উদ্দেশ্যে যে, তুমি তা ছিঁড়ে কয়েকটি ওড়না তৈরি করে মহিলাদেরকে দিয়ে দেবে।"[৫৭] ইমাম শাওকানী (রাহ.) বলেন, سِيَرَاءُ -এর অর্থ হলদে ডোরাকাটা এক প্রকারের চাদর বা স্বর্ণখচিত রেশমী কাপড়।[৫৮] এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, স্বর্ণকাপড় বা স্বর্ণগর্ভ বস্ত্র পরা মহিলাদের জন্য জায়িয রয়েছে। মালিকীগণের মতে, সাধারণত যে কোন বস্ত্রের পোশাক পরা মহিলাদের জন্য জায়িয, চাই তা স্বর্ণের হোক বা রৌপ্যের হোক কিংবা স্বর্ণ বা রৌপ্য খচিত হোক অথবা রেশমী হোক।[৫৯]

হানাফীগণের মতে, স্বর্ণের কারুকার্যকৃত কাপড় পরতে মহিলাদের জন্য কোন দোষ নেই। আর পুরষরাও অনূর্ধ চার আঙুল পরিমাণ স্বর্ণের কারুকার্যকৃত কাপড় পরতে পারবে।[৬০] এর অতিরিক্ত পরিমাণের কাপড় পরা মাকরূহ।

ছ. অমুসলিম দেশ থেকে আমদানীকৃত কাপড় পরা

অমুসলিম দেশে তৈরিকৃত কাপড়সমূহ বিভিন্ন মুসলিম দেশে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অনেকগুলো নতুন ও অস্পৃষ্ট (intact) অবস্থায় আমদানী করা হয়। আবার

---

৫৬. আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, পুরুষরা স্বর্ণ ব্যবহার করলে তার পৌরুষে ঘাটতি হয়।

৫৭. মুসলিম, *প্রাগুক্ত* (লিবাস), হাদীস নং: ৩৮৭২।
হাদীসটি সামান্য পরিবর্তনসহ সাহীহ আল বুখারীর বিভিন্ন জায়গায় (হিবা, হা.নং: ২৪২২, নাফাকাত, হা. নং: ৪৯৪৭, লিবাস, হা. নং: ৫৩৯২) বর্ণিত হয়েছে।

৫৮. আশ শাওকানী, *নায়লুল আওতার*, খ. ২, পৃ. ৮৫

৫৯. দারদীর, *আশ-শারহুল কাবীর*, খ. ১, পৃ. ৬৪

৬০. হযরত ওয়াকিদ ইবনু 'আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ হযরত সা'দ (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট স্বর্ণের কারুকার্যসম্বলিত একটি রেশমী জুব্বা পাঠিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা পরিধান করে মিম্বারে উঠে দাঁড়ালেন কিংবা বসলেন। আর লোকেরা তা ধরে ধরে দেখতে লাগলেন এবং বললেনঃ আমরা আজকের এ কাপড়ের মতো ভাল কাপড় আর কখনো দেখিনি।.. (তিরমিযী, [কিতাবুল লিবাস], হা. নং: ১৭২৩)

www.pathagar.org

অমুসলিমদের ব্যবহৃত (used) অনেক কাপড়ও বিভিন্নভাবে মুসলিম দেশসমূহে প্রবেশ করে। অমুসলিম দেশের এসব নতুন ও পুরাতন কাপড় মুসলিমদের জন্য ব্যবহার করা বৈধ কি না এ সম্পর্কে শার'ঈ বিধান নিম্নে বিবৃত হল:

ছ. ১. নতুন ও অব্যবহৃত কাপড়

যদি অমুসলিম দেশ থেকে আমদানীকৃত কাপড়গুলো নতুন ও অব্যবহৃত হয় এবং কাপড়গুলোর কেবল বুনন ও সীবনই তাদের হাতে সুসম্পন্ন হয়েছে, তবে এ কাপড়গুলো ধোয়া ছাড়াই মুসলিমদের পরতে কোন অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবা কিরাম (রা.)-এর কাপড়গুলোও ছিল কাফিরদের বয়নকৃত।[৬১] তাদের অধিকাংশ কাপড় ছিল ইয়ামানীদের হাতে তৈরি। তদুপরি তাঁরা শাম ও মিসর থেকে আমদানীকৃত কাপড়ও পরেছেন।[৬২] উল্লেখ্য যে, শাম ও মিসর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পরেই বিজিত হয়। ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহ.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে ইয়ামান, মিসর ও শাম থেকে কাপড় আমদানী করা হত। তখনও এসব দেশের অধিবাসীরা ছিল কাফির। তাদের বোনা কাপড়গুলো মুসলিমগণ ধৌত না করেই পরিধান করতেন।"[৬৩]

তবে এ কথা মনে রাখতে হবে যে, বিদেশী কাপড়গুলো মুসলিমদের ব্যবহারের উপযোগী হতে হবে। যদি এগুলো ব্যবহারে শারী'আতের পোশাক সংক্রান্ত নির্দেশাবলী লঙ্ঘনের আশঙ্কা থাকে, তাহলে তা কোনভাবেই ব্যবহার করা যাবে না।

ছ. ২. ব্যবহৃত কাপড়

যদি অমুসলিম দেশে তৈরি কাপড়গুলো কাফিরদের ব্যবহারের পরেই মুসলিম দেশে আমদানী করা হয় এবং এগুলো শরীরের ওপরের অংশের কাপড় হয়, তাহলে এগুলো ব্যবহার করতেও কোন অসুবিধা নেই। যদি কাপড়গুলো শরীরের নিম্নের অংশের হয় যেমন প্যান্ট, পায়জামা, সালোয়ার, ইযার, লুঙ্গি ও জাঙ্গিয়া প্রভৃতি, তাহলে যেহেতু তারা পূর্ণ যত্ন ও সচেতনতার সাথে পেশাব, পায়খানা

---

৬১. ইবনু কুদামাহ আল-হাম্বলী, *আল-মুগনী*, খ. ১, পৃ. ৮৩-৮৫
৬২. ইবনুল কাইয়িম, *যাদুল মা'আদ*, খ. ১, পৃ. ৩৬
৬৩. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমু'উল ফাতাওয়া*, খ. ২৮, পৃ. ৭৯

www.pathagar.org

থেকে পবিত্রতা অর্জন করে না, তাই কাপড়গুলো ভাল করে ধুয়েই ব্যবহার করতে হবে। আর অধৌত অবস্থায় সে কাপড়গুলো নিয়ে যদি নামায আদায় করা হয়, তাহলে সে নামায পুনরায় পড়ে নেয়াই শ্রেয়।[৬৪]

বিভিন্ন রঙের কাপড় পরা

সাধারণত নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য যে কোন রঙের কাপড় পরা মুবাহ। তবে শারী'আতে কোন কারণে নারী-পুরুষ কারো জন্য কোন রঙের কাপড় ব্যবহার করতে নিষেধ করা হলে তা ভিন্ন কথা। নিম্নে এ সম্পর্কে শারী'আতের বিধান উল্লেখ করা হল।

ক. সাদা কাপড় পরা

সাদা কাপড় পরা মুস্তাহাব। মৃতদেরও সাদা কাপড়ে কাফন পরানো মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ

"তোমরা সাদা কাপড় পরিধান কর। কেননা, তা হলো অতি পবিত্র ও অধিক পছন্দনীয়। আর তোমাদের মৃতদেরকেও সাদা কাপড়ে কাফন পরাও।"[৬৫]

কোন কোন রিওয়ায়াতে সাদা কাপড়কে সর্বোত্তম কাপড়ও বলা হয়েছে।[৬৬] হযরত 'উমার (রা.) 'আলিমদের জন্য সাদা কাপড় পরা পছন্দ করতেন।[৬৭]

---

৬৪. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩০৫-৩০৬

৬৫. নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৯৭; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬২; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৫৫
সাদা হলো স্বাভাবিক এবং অকৃত্রিম রং। এতে সামান্য কিছু ময়লা কিংবা নাপাক লাগলেই স্পষ্ট দেখা যায় এবং তা ধুলেই পরিষ্কার হয়ে যায়। তাই একে অতি পবিত্র বলা হয়েছে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু'আ করতে গিয়ে বলেছেন:
اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنْ الدَّنَسِ
"হে আল্লাহ, আমাকে দোষ-ত্রুটি থেকে এভাবে পবিত্র করুন যেমন সাদা কাপড়কে ময়লা থেকে পবিত্র করা হয়।" (বুখারী, *আস-সাহীহ*, হা. নং: ৭০২)

৬৬. নাসা'ঈ, (কিতাবুয যীনাত), হা. নং: ৫২২৮; তিরমিযী, (কিতাবুল জানা'ইয), হা. নং: ৯১৫; ইবনু মাজাহ, (কিতাবুল জানা'ইয), হা. নং: ১৪৬১

৬৭. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*..., খ. ১, পৃ. ৫৪৫; ইবনু কুদামাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫৮৭; শাওকানী, *নায়লুল আওতার*, খ. ২, পৃ. ১১০

www.pathagar.org

খ. লাল কাপড় পরা

লাল রঙের কাপড় পরিধানের ব্যাপারে হাদীসের মধ্যে বাহ্যত বিরোধ দেখা যায়। এ কারণে ইমামগণের মধ্যেও এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কতেক হানাফী ও শাফি'ঈ ফাকীহের মতে পুরো লাল রঙের কাপড় পরা মাকরূহ। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর ইবনিল 'আস (রা.) বলেন,

مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ -ﷺ- رَجُلٌ عَلَيْهِ ثَوْبَانِ أَحْمَرَانِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ النَّبِيُّ -ﷺ- عَلَيْهِ.

"এক সময় জনৈক ব্যক্তি লাল রঙের দুটি কাপড় পরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাঁকে সালাম করল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার সালামের জবাব দিলেন না।"[৬৮]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, লাল রঙের কাপড় পরা জায়িয নয়। আর না-জায়িয কাজে লিপ্ত ব্যক্তি সালামের জবাব ও সম্মান পাওয়ার যোগ্য নয় বলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লোকটির সালামের জবাব দেননি।

তবে কাপড়ে লাল রঙের সাথে অন্য কোন রঙ থাকলে তা ব্যবহার করা বৈধ হবে। হযরত বারা' ইবনু 'আযিব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حَمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আকৃতি ছিল মধ্যম গোছের। আমি তাঁকে **লাল রঙের জোড়া** পোশাক[৬৯] গায়ে জড়ানো অবস্থায়

---

৬৮. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬৩; তিরমিযী, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ১১৬
এ হাদীসটি সনদগত দিক থেকে দুর্বল। (*রাওদাতুল মুহাদ্দিসীন*, হা. নং: ১৬২ ও ২২৪৩)
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, এ হাদীসটি উল্লেখিত সূত্রে 'হাসান-গরীব'।

৬৯. *حُلَّة*: ইযার ও চাদর একই প্রকারের ও একই রঙের হলে তাকে ' *حُلَّة*' (জোড়া পোশাক) বলা হয়। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কখনো একই রঙের বিভিন্ন জোড়া পোশাক পরিধান করতেন। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের অভিমত হল, এসব কাপড়ে বিভিন্ন রঙের মিশ্রণ ছিল। বিশেষত ইয়ামানী ইযার ও চাদরগুলো সম্পূর্ণ এক রঙের হত না। কাল সুতার সাথে লাল, সবুজ বা অন্য রঙের মিশ্রণ থাকত। তবে কাপড়ে যে রঙের প্রাধান্য থাকত, তাকে সেই রঙের কাপড় হিসেবে গণ্য করা হত। এ কারণে অনেকেই মনে করেন, এ হাদীসে 'লাল পোশাক' বলে লাল ডোরা বিশিষ্ট ইয়ামানী চাদর বুঝানো হয়েছে।

www.pathagar.org

দেখেছি। এমতাবস্থায় তাঁকে এমন সুন্দর দেখাচ্ছিল যে, আমার মনে হয়েছে যে, আমি তাঁর চাইতে আর কোন সুন্দর জিনিস দেখেনি।"[৭০]

হিলাল ইবনু 'আমির (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন:

رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ –ﷺ– بِمِنًى يَخْطُبُ عَلَى بَغْلَةٍ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ أَحْمَرُ وَعَلِيٌّ – رضى الله عنه – أَمَامَهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ.

"আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মিনায় একটি খচ্চরের ওপরে বসে ভাষণ দান করতে দেখেছি। তখন তাঁর পরনে ছিল লাল বর্ণের একটি চাদর। আর হযরত 'আলী (রা.) তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে লোকদেরকে তাঁর বক্তব্য শুনাচ্ছিলেন।"[৭১]

হযরত বারা' ইবনু 'আযিব (রা.) ও হিলাল ইবনু 'আমির (রা.) প্রমুখের বর্ণিত উপর্যুক্ত হাদীসগুলোর ভিত্তিতে অন্য কতিপয় হানাফী, মালিকী ও শাফি'ঈ ইমামের মত হলো- খাঁটি লাল কাপড় পরা জায়িয, যদি তা যা'ফরান বা 'উসফুর[৭২] রঙে রঞ্জিত না হয়। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর বর্ণিত নিম্নের হাদীসটিও তাদের মতের সমর্থন করে। তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ঈদের দিন লাল বর্ণের চাদর পরতেন"[৭৩]

গ. কাল কাপড় পরা

কাল রঙের কাপড় পরা নারী-পুরুষ সকলের জন্য বৈধ। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) বলেন: "একদিন সকালে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কালো পশমের চাদর গায়ে জড়িয়ে বের হলেন। তাতে উটের পিঠের হাওদার নক্সা অংকিত ছিল।"[৭৪] হযরত উম্মু খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে কিছু কাপড় আসল। তন্মধ্যে একটি কাল বর্ণের ডোরাকাটা রেশমী চাদরও ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাহাবীদের (রা.) পরামর্শ চেয়ে বললেন:

---

৭০. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৭০; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৯১
৭১. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬৩; হাদীসটি সাহীহ।
৭২. 'উসফুর: লোধ্ররেণু থেকে প্রক্রিয়াজাত লাল রঙ বিশেষ, যাকে হিন্দীতে كسومبه -কসুম্বা রঙ বলা হয় । এটা প্রাচীন কাল থেকে বর্তমান পর্যন্ত বৈরাগী-সন্ন্যাসীদের লিবাস বলে চলে আসছে ।
৭৩. আল বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২৮০
৭৪. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৯৪; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৫৯

www.pathagar.org

তোমাদের কী অভিমত, আমরা এ চাদরটি কাকে পরার জন্য দিতে পারি? সাহাবা কিরামের (রা.) মধ্যে কাউকে উত্তর দিতে না দেখে তিনি বললেন: উম্মু খালিদ (রা.)কে নিয়ে এসো। অতঃপর উম্মু খালিদ (রা.)কে তাঁর দরবারে উপস্থিত করা হল। তিনি নিজ হাতে কাপড়টি তাঁকে পরিয়ে দিয়ে দু'বার করে বললেন: أبلي وأخلقي -''কাপড়টি ব্যবহার করো, পুরাতন করো।" আর তিনি চাদরটির কারুকার্যের দিকে তাকিয়ে আমাকে ইঙ্গিত করে বললেন, يا أم خالد هذا سناه - "উম্মু খালিদ, এটি সুন্দর ও মনোরম!"[৭৫]

ঘ. হলুদ কাপড় পরা

হলুদ রঙের কাপড় পরা জায়িয, যদি তা যা'ফরান বা 'উসফুর (কসুম্বা) রঙে রঞ্জিত না হয়। 'আবদুল্লাহ ইবনু জা'ফার (রা.) বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পরনে দু'টি হলুদ কাপড় দেখেছি।"[৭৬] হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর যাবতীয় কাপড়কে, এমনকি পাগড়ী পর্যন্ত হলুদ রঙে রঞ্জিত করতেন।"[৭৭]

ঙ. সবুজ কাপড় পরা

কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় রঙ ছিল সবুজ।[৭৮] অনেকের মতে, এ রঙের কাপড় পরা মুস্তাহাব।[৭৯] কেননা, এটা জান্নাতবাসীদের পোশাক। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ﴾

"তাদের আবরণ হবে চিকন সবুজ রেশম ও মোটা সবুজ রেশম।"[৮০] আবূ

---

৭৫. বুখারী, *প্রাগুক্ত* (কিতাবুল লিবাস), হাদীস নং: ৫৩৭৫ ও ৫৩৯৭
৭৬. তাবারানী, *আল-মু'জামুস সাগীর*, হা. নং: ৬৫৩; আল-বায্যার, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ২২৫৩
৭৭. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬২; হাদীসটি সাহীহ।
৭৮. তাবারানী, *আল-মু'জামুল ওয়াসীত*, হা. নং: ৫৭৩১, ৮০২৭; বাযযার, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৭২৩৭; হাদীসটি 'হাসান'।
৭৯. তাহমায, প্রাগুক্ত, খ. ৫, পৃ. ৩৫৭
৮০. আল-কুর'আন, ৭৬ (সূরা আদ্ দাহ্র): ২১

www.pathagar.org

রিমছাহ তাইমী (রা.) বলেনঃ "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে দুটি সবুজ কাপড় পরা অবস্থায় দেখেছি।[৮১]

চ. যা'ফরানী কাপড় পরা

যা'ফরান[৮২] দ্বারা পুরো রঞ্জিত কাপড় পরা পুরুষদের জন্য শাফি'ঈগণের মতে হারাম এবং হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে মাকরূহ। তবে সর্বসম্মতভাবে নারীদের জন্য জায়িয। আনাস (রা.) বলেন,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষকে যা'ফরানী রঙ (শরীরে অথবা পরিধেয় কাপড়ে) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন।"[৮৩]

যদি কোন কাপড়ের অংশ বিশেষ যা'ফরান দ্বারা রঞ্জিত হয় এবং তা এতো বেশি হয় যে, কাপড়টিকে যা'ফরানী কাপড় নামে অভিহিত করা যাবে, এমতাবস্থায় তা পরাও না জায়িয হবে।[৮৪]

ছ. 'উসফুর (কসুম্বা) রঙের কাপড় পরা

মালিকীগণের মতে, 'উসফুর রঙে রঞ্জিত কাপড় পরা বৈধ, যদি না তা গাঢ় ও শক্তিশালী হয়। তবে হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে- পুরুষদের জন্য তা ব্যবহার করা মাকরূহ এবং শাফি'ঈগণের মতে হারাম। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আমর (রা.) বলেন, এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার পরনে 'উসফুর রঙে রঞ্জিত দুটি কাপড় দেখতে পেয়ে বললেন,

إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا.

"মূলত এটা কাফিরদের পোশাক। কাজেই এগুলো পরো না।"

---

৮১. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬২; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৯৭; হাদীসটি সাহীহ।

৮২. যা'ফরান পুষ্প প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত একটি উদ্ভিদ। এর যে অংশটি ব্যবহারযোগ্য এবং যা'ফরান নামে বাজারে পাওয়া যায় তা হচ্ছে ফুলের পুংকেশর যা কমলা ভাবযুক্ত লাল রঙের।

৮৩. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৬৫; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৯৩; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬২; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০৮

৮৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ১৩৫ (নিহায়াতুল মুহতাজ, ২/৩৬৯ ও আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যাব, ৪/৩৩৯ থেকে সংগৃহীত)

www.pathagar.org

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম : আমি কি তা ধুয়ে ফেলব? তিনি বললেন: না; বরং এ দুটিকেই পুড়িয়ে ফেল।[৮৫]

অন্য একটি বর্ণনায় হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন 'আমর (রা.) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উসফুর রঙে রঞ্জিত গোলাপী রঙের একটি কাপড় পরা অবস্থায় আমাকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন: এটা কী? তাঁর প্রশ্ন থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি এটা পছন্দ করছেন না। সুতরাং আমি ততক্ষণাৎ চলে এসে কাপড়টি জ্বালিয়ে ফেললাম। (অতঃপর আমি পুনরায় যখন তাঁর দরবারে উপস্থিত হলাম) তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন: তোমার কাপড়টি কী করেছো? বললাম: জ্বালিয়ে ফেলেছি। তখন তিনি বললেন,

أَلَا كَسَوْتَهَا بَعْضَ أَهْلِكَ فَإِنَّهُ لَا بَأْ - بِهِ لِلنِّسَاءِ

"তুমি কেন তোমার পরিবারের কোন মহিলাকে তা পরতে দিলে না? এটা মহিলাদের ব্যবহারে কোন দোষ নেই।"[৮৬]

জ. বিভিন্ন রঙের ডোরাযুক্ত কাপড় পরা

বিভিন্ন রঙের ডোরাযুক্ত কাপড় পরা বৈধ। হযরত আনাস (রা.) বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হিবারাহ[৮৭] পরতে অধিক পছন্দ করতেন।"[৮৮] 'হিবারাহ' হলো ইয়ামান দেশীয় সবুজ, লাল বা নীল বর্ণের ডোরাযুক্ত সুতীর তৈরি চাদর।

---

৮৫. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৯৩; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৯৭

৮৬. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬২
বিশিষ্ট হাদীসগবেষক শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.)-এর মতে, হাদীসটি 'হাসান'।

৮৭. কারো মতে- 'হিবারাহ' জান্নাতবাসীদের পোশাক।

৮৮. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৬৫; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৯৩; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬২; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০৮

www.pathagar.org

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরুষদের পোশাক

পুরুষদের বিভিন্ন পোশাক-পরিচ্ছদের হুক্‌ম

ক. কামীস (জামা) পরা

কামীস বা জামা পুরুষদের জন্য একটি আদর্শ পোশাক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ ধরনের পোশাক খুব পছন্দ করতেন। হযরত উম্মু সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন :

كَانَ أَحَبَّ الثِّيَابِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- الْقَمِيصُ.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় কাপড় ছিল কামীস।"[১]

শরীরের উর্ধ্ব ভাগ ঢাকবার জন্যে যে জামা পরিধান করা হয়, তাকে 'কামীস' বলা হয়। তার কাটিং, ধরন বা দৈর্ঘ্য যা-ই হোক না কেন।[২] উল্লেখ্য যে, প্রাচীন আরব সমাজে শরীরের নিম্নাংশের জন্য 'ইযার' (খোলা লুঙ্গি) ও উর্ধ্বাংশের জন্য চাদর ব্যবহারের প্রচলন ছিল বেশি এবং রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও সচরাচর এ দুটি কাপড়ই বেশি পরিধান করতেন। তবে তাঁর কাছে সবচেয়ে প্রিয় পোশাক ছিল 'কামীস'। সম্ভবত এর কারণ হল, 'কামীস' একদিকে

---

১. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৫৮; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০৬; হাদীসটি সাহীহ।

২. কোনো কোনো হাদীস থেকে বোঝা যায়, যে কোনো প্রকার দৈর্ঘ্যসম্পন্ন জামা, এমনকি বুক পর্যন্ত হলেও তাকেও 'কামীস' বলা যায়। হযরত আবূ সা'ঈদ আল-খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يُعْرَضُونَ وَعَلَيْهِمْ قُمُصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثُّدِيَّ وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَمَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجُرُّهُ ».

"একবার আমি ঘুমিয়ে ছিলাম। এমতাবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখতে পেলাম, লোকদেরকে (এক একজন করে) কামীস পরিহিত অবস্থায় আমার কাছে পেশ করা হচ্ছে। তাদের কারো কারো কামীস স্তন পর্যন্ত, আর কারো কামীস আরো নিচে পর্যন্ত পৌঁছেছে। এরপর 'উমার (রা.) আসলেন। তাঁর কামীস এতোই লম্বা ছিল যে, তিনি তা মাটিতে টেনে চলছেন। ..." (বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ২৩, ৩৪৮৮, ৬৬০৬; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ৬৩৪০)

এ হাদীস থেকে জানা যায়, কামীস বুক পর্যন্তও প্রলম্বিত হতে পারে, এর চেয়ে বেশি যেমন- নাভি, হাঁটু, নিসফে সাক পর্যন্ত, এমনকি আরো নিচে পর্যন্তও প্রলম্বিত হতে পারে।

www.pathagar.org

দেহ আবৃত করার জন্য বেশি সহায়ক, অপরদিকে ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত সহজ। ইযার ও চাদর পরা অবস্থায় একটু অসাবধান হলেই লজ্জাস্থান খোলে যেতে পারে। তাছাড়া এ ধরনের খোলা পোশাক পরে চলাফেরা করতে এবং বিভিন্ন ধরনের কায়িক কাজকর্ম করতেও অসুবিধা হয়। পক্ষান্তরে হাঁটু পর্যন্ত লম্বা 'কামীস'-এর মাধ্যমে লজ্জাস্থানসহ শরীরের উর্ধ্বাংশ অত্যন্ত সুন্দরভাবে আবৃত করে রাখা যায়। সহজে লজ্জাস্থান খোলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে না। এ ছাড়া কামীস পরিহিত অবস্থায় চলাফেরা ও কাজকর্ম করাও সহজ হয়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর 'কামীস' কীরূপ ছিল কিংবা এর কাটিং বা ধরন কীরূপ হতে হবে? সেসব বিষয়ে হাদীসে সুস্পষ্ট কোন বক্তব্য দেখা যায় না। শুধু হাদীস থেকে এতটুকু জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে জামা পরিধান করতেন তা ঢিলেঢালা ছিল। তদুপরি তাঁর কামীসের ঝুল বা দৈর্ঘ্য কতখানি ছিল তাও কোন হাদীস থেকে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। আমাদের সমাজে যারা বলে বেড়ায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামার ঝুল নিসফে সাক (পায়ের অর্ধেক নলা) পর্যন্ত ছিল -এর কোন সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ প্রমাণ কোন হাদীসে পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে হাদীসে বিভিন্নরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়। কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায়, তাঁর জামা খুব লম্বা ছিল না। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ قَمِيصًا قَصِيرَ الْيَدَيْنِ وَالطُّولِ.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বল্পদৈর্ঘ্য জামা পরিধান করতেন, যার হাতাদ্বয় সংকীর্ণ হত।"[৩]

অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ قَمِيصُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُطْنًا قَصِيرَ الطُّولِ وَالْكُمَّيْنِ .

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কামীস সাধারণত সূতীর কাপড়ের ছিল। তার ঝুল খুব কম হত এবং আস্তিন দুটি সংকীর্ণ হত।"[৪]

---

৩. ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হাদীস নং: ৩৫৬৭
শায়খ নাসিরুদ্দীন আল-আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা মতে, হাদীসটি দুর্বল।

৪. 'আবদু ইবনু হুমাইদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১২৩২; কাত্তানী 'ইযযুদ্দীন মুখতাসারুল কাবীর ফী সীরাতির রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, পৃ.-৮২, হাদীসটি সনদগত দিক থেকে দুর্বল।

www.pathagar.org

হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত অপর একটি রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কামীস টাখনু পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল। তিনি বলেন,

أن النبي صلى الله عليه و سلم لبس قميصا و كان فوق الكعبين و كان كمه مع الأصابع ''

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি কামীস পরিধান করেন। এর ঝুল ছিল টাখনুদ্বয়ের উপর পর্যন্ত এবং এর আস্তিন হাতের আঙ্গুল পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।"[৫]

সালাফে সালিহীনের জামার ঝুল সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তাদের কারো কারো জামা টাখনু পর্যন্ত, আর কারো কারো জামা নিসফে সাক পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিল।[৬]

কাপড়ের ঝুল সংক্রান্ত উল্লেখিত বিভিন্ন হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কামীস এতটুকু লম্বা হতে পারবে না, যাতে পায়ের গিরাও ঢেকে যায়। মনে রাখতে হবে যে, তদানীন্তন আরব সমাজে সাধারণত একখানি কাপড় দিয়েই সব শরীর ঢাকবার রীতি ছিল। কখনো একখানা কাপড় দিয়ে শরীরের ওপর থেকে হাঁটুর নীচের ভাগ পর্যন্ত ঢাকা হত। আবার কখনো এমন একটা জামা পরা হত, যা শরীরের ওপরের ভাগ থেকে নীচের অংশ পর্যন্ত ঢেকে ফেলত। এমন কি, বর্তমানেও আরবদের পোশাক এ রকমই। নীচে ছোট-খাটো একটা কিছু পরে, আর তার ওপর দিয়ে পায়ের গিরা পর্যন্ত লম্বা একটা জামা পরে- এই হল এখনকার আরবদের সাধারণ পোশাক। এর কোনটিকেই যে নীচের দিকে ঝুলিয়ে দিয়ে পায়ের গিরা ঢেকে ফেলা যাবে না তা-ই বলা হয়েছে ঐসব হাদীসে। আর 'নিসফে সাক' বলতে যা বুঝানো হয়েছে তা এ ছাড়া ভিন্ন কিছু নয়। কিন্তু লুঙ্গি বা পায়জামা পরা সত্ত্বেও নিসফে সাক পর্যন্ত জামাও ওপর থেকে ঝুলিয়ে পরিধান করতে হবে এবং এরূপ জামা পরা সুন্নাত-এ কথা কুর'আন-হাদীসের কোথাও দেখা যায় না। তদুপরি আরবদের রেওয়াজ থেকেও তা প্রমাণিত নয়। অতএব, পায়জামা বা লুঙ্গির ওপর নলার অর্ধেক পর্যন্ত লম্বা কল্লিদার কোর্তাকে একমাত্র 'সুন্নাতী লিবাস' বলে চালিয়ে দেয়া উচিত নয়। বড় জোর এ পোশাককে

---

৫. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৭৪২০
হাকিম (রাহ.) বলেন, এ রিওয়ায়াতটি সাহীহাইন-এর শর্তে উত্তীর্ণ সহীহ সনদের হাদীস।

৬. দ্র. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*, (কিতাবুল লিবাস [তূলুল কামীস]), খ. ৮, পৃ. ২০৮; জাহাঙ্গীর, ড. খোন্দকার আবদুল্লাহ, *কুর'আন-সুন্নাহর আলোকে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা*, (ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭), পৃ. ১৩৯

www.pathagar.org

এতদ্দেশীয় পরহেযগার 'আলিম ও পীর সাহেবানের পোশাক - লিবাসুল 'উলামা ওয়াস সুলাহা'- বলা যেতে পারে।[৭]

পুরুষের জামার হাতা পুরো বা অর্ধেক- দুটিই হতে পারে। তবে পুরো হওয়াটাই উত্তম। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরো হাতা বিশিষ্ট জামা পরিধান করতেন। তাঁর কোন কোন কামীসের আস্তিন হাতের কব্জি পর্যন্ত[৮], আবার কোন কোন কামীসের আস্তিন হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।[৯] কামীস সংক্রান্ত উপর্যুক্ত হাদীসসমূহ থেকে এটাও জানা যায় যে, তাঁর কোন কোন কামীসের আস্তিন বা হাতা ছিল সংকীর্ণ।[১০] তা থেকে আজকালকার কফ্ওয়ালা আস্তিনের জামা পরা জায়িয প্রমাণিত হয়। আরো জানা যায় যে, জামার হাতা অতিরিক্ত লম্বা করা সমীচীন নয়। আজকাল দেখা যায় যে, কেউ কেউ জামার হাতা বা আস্তিন এতো বেশি লম্বা করে যে, তা কখনো ভাঁজ করেই রাখতে হয়। তা ছাড়া এতে হাতের স্বাভাবিক নড়াচড়ার মধ্যেও ব্যাঘাত ঘটে। এটা অপচয়ের মধ্যে পড়বে। ইমাম 'ইয্যুদ্দীন ইবনু 'আবদিস সালাম (রাহ.) বলেন, জামার আস্তিন লম্বা করা বিদ'আত, সুন্নাতের পরিপন্থী ও অপচয়।[১১]

জামায় কলারের ব্যবহারকে অনেক 'আলিম খারাপ জানেন। তাঁরা মনে করেন, ইংরেজরাই প্রথম এটা চালু করেছে। তাই তাদের সাদৃশ্য থেকে বাঁচার জন্য কলারের ব্যবহার পরিহার করে চলা উচিত। আমার কথা হল, ইংরেজরা প্রথমে চালু করেছে, এ কথা যদিও সত্য হয়, শুধু এ কারণেই তাকে ভীষণ খারাপ জানা এবং মাকরূহ কিংবা হারাম বলা অনুচিত। তদুপরি বর্তমানে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে কলারের ব্যবহার এতো বেড়ে গেছে যে, (বিশেষ করে এ জাতীয় ক্ষেত্রে) সাদৃশ্য অবলম্বনের প্রশ্ন তোলাও অবান্তর।

জামার বুক খোলা রেখে চলাফেরা করা সমীচীন নয়; বোতাম দ্বারা তা বন্ধ করে

---

৭. আবদুর রহীম, মাওলানা মুহাম্মদ, *সুন্নাত ও বিদ'আত*, (ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৮), পৃ. ২৫৮

৮. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৫৮; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০৬

৯. ইবনুল জাওযী, *আল-ওয়াফা বি আহ্ওয়ালিল মুস্তফা*, (পাকিস্তান: লায়ালপুর, ১৯৭৭), পৃ. ৫৬৩

১০. কোন কোন হাদীস থেকে জানা যায় যে, তাঁর কোন কোন জুব্বাও এরূপ ছিল। হযরত মুগীরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبِسَ جُبَّةً رُومِيَّةً ضَيِّقَةَ الْكُمَّيْنِ

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি রোম দেশীয় সংকীর্ণ আস্তিন বিশিষ্ট জুব্বা পরিধান করেন।" (তিরমিযী, আস-সুনান, কিতাবুল লিবাস, হা. নং: ১৭৬৮) ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি 'হাসান-সাহীহ'।

১১. সুয়ূতী, *আল-হাভী*, খ. ১, পৃ. ১০৫

www.pathagar.org

রাখা ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক। তবে একান্তে ঘরের মধ্যে কিংবা প্রয়োজনে গরম থেকে বাঁচার জন্য জামার বুক খোলা রাখতে কোন অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে জামায় বোতামের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। কোন কোন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় যে, কোন কোন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁর জামার বোতামগুলো খোলা অবস্থায় দেখেছেন।[১২] এ হাদীসের ভিত্তিতে আজকাল অনেককেই, বিশেষ করে এক শ্রেণীর যুবককে সর্বদা জামার বোতামগুলো খোলা রেখে চলাফেরা করতে দেখা যায়। তারা মনে করে যে, এরূপ করা সুন্নাত। আমরা মনে করি যে, এরূপ কাজ ও ধারণা সঠিক নয়। কেননা, কোন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায় না যে, এ কাজ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল। খুব সম্ভব, তিনি কোন বিশেষ অবস্থায় বা কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে (যেমন- গরম থেকে বাঁচা) এরূপ করেছিলেন। এ সম্ভাবনাও তো রয়েছে যে, তাঁর অসতর্ক অবস্থায় বোতামগুলো খুলে গিয়েছিল এবং তিনি বোতামগুলো মারতে ভুলে গিয়েছিলেন। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামাতে বোতাম বিদ্যমান ছিল। অতএব, বোতাম থাকতে যদি বুক খোলা রাখাই সাধারণ নিয়ম হয়, তাহলে জামায় বোতাম রেখে লাভ কী?! বোতাম তো এ জন্যই রাখা হয় যে, সাধারণ অবস্থাগুলোতে তা মারা হবে।[১৩]

খ. জুব্বা পরা

গোড়ালী কিংবা হাঁটু পর্যন্ত লম্বা ঢিলেঢালা জামাকে জুব্বা বলা হয়। প্রাচীনকালে আরবদের মধ্যে জুব্বার ব্যবহার ছিল। তখনকার জুব্বা খোলা বুক ও হাতাওয়ালা হত এবং সাধারণত তা কামীসের ওপর পরিধান করা হত। তবে কখনো পৃথকভাবেও পরা হত। কাবা (القَبَاء)ও এক প্রকার জুব্বা, যা সাধারণ কামীসের ওপর পরা হয় এবং সামনে অথবা পেছনে সম্পূর্ণ খোলা থাকে। এরূপ পোশাক পরতে কোন অসুবিধা নেই। বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন সময়, বিশেষ করে জুমু'আবার ও দু 'ঈদে জুব্বা পরতেন। হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি জুব্বা ছিল। এটা তিনি দু 'ঈদে ও জুমু'আবারে পরতেন।"[১৪] হযরত মুগীরাহ ইবনু শু'বাহ (রা.) থেকে

---

১২ দারিমী, *আস-সুনান*, (আল-মুকাদ্দামাহ), হা. নং: ২৭০।

১৩ 'আব্বাদ, *শারহু সুনানি আবী দা'উদ*, খ. ১০, পৃ. ৮১

১৪. ইবনু খুযায়মাহ, *আস-সাহীহ*, (কিতাবুল জুমু'আ), খ. ৩, পৃ. ১৩২, হা. নং: ১৭৬৬

www.pathagar.org

বর্ণিত, তিনি বলেন: "নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) রোম দেশীয় একটি আঁটসাঁট আস্তিন বিশিষ্ট জুব্বা পরিধান করেছেন।"[১৫] হযরত আসমা' বিন্ত আবী বাকর (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার তিনি সূচীকর্ম খচিত এমন একটি জুব্বা বের করলেন, যা রেশম দ্বারা নকশী করা ছিল এবং তার গলা ও বুকের পট্টিগুলো রেশম দ্বারা জড়ান ছিল। অতঃপর তিনি বললেন:

هَذِهِ جُبَّةُ رَسُولِ اللهِ -ﷺ- كَانَتْ عِنْدَ عَائِشَةَ حَتَّى قُبِضَتْ فَلَمَّا قُبِضَتْ قَبَضْتُهَا وَكَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- يَلْبَسُهَا فَنَحْنُ نَغْسِلُهَا لِلْمَرْضَى يُسْتَشْفَى بِهَا.

"এটা ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জুব্বা, যা হযরত 'আয়িশা (রা.)-এর কাছেই ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর আমি তা লাভ করি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এটা পরিধান করতেন। এখন আমরা এটা ধুয়ে তার পানি দ্বারা রোগীদের রোগমুক্তি কামনা করি।"[১৬]

গ. ইযার (লুঙ্গি) পরা

ইযার শরীরের নিম্নাংশ ঢাকার জন্য একটি খোলামেলা পোশাক, যাকে আমরা সাধারণভাবে সেলাইবিহীন লুঙ্গি বা খোলা লুঙ্গি বলতে পারি। প্রাচীন কালে আরবদেশে এটিই ছিল সর্বাধিক প্রচলিত পোশাক। বর্তমানে অবশ্যই এ পোশাক বিলুপ্তপ্রায়। কেবল হজ্জের সময় আমরা তা দেখতে পাই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাধারণত ইযার পরিধান করতেন। হযরত আবূ বুরদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার হযরত 'আয়িশা (রা.) পশমের একটি মোটা চাদর ও একটি মোটা কাপড়ের ইযার আমাদেরকে দেখিয়ে বললেন: "নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন।"[১৭] উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কোন কোন ইযার প্রায় সাড়ে চার হাত লম্বা ও আড়াই হাত চওড়া ছিল বলে জানা যায়।[১৮] আমাদের দেশে সাধারণত সেলাই করা লুঙ্গিও প্রায় পাঁচ

---

১৫. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৩৩; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০৬
কোন কোন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, এ জুব্বাটি তাঁর কাছে কারো নিকট থেকে হাদিয়া হিসেবে এসেছিল। এর মূল্য ছিল সেই সময়ে দু হাজার দীনার। ('উছমানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৯)

১৬. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৯০

১৭. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৬৫; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৯৪; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০৪; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৫৪

১৮. কাত্তানী 'ইযযুদ্দীন মুখতাসারুল কাবীর ফী সীরাতির রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম, পৃ.-৮২,

www.pathagar.org

হাত লম্বা ও তিন হাত চওড়া হয়। এতে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণের ব্যবহৃত ইযার আমাদের লুঙ্গির মতোই বা তার কাছাকাছি পরিমাপের ছিল।

ইযার নাভির ওপরেও পরা যায় এবং নাভির সংলগ্ন নিচেও পরা যায়। তবে যেহেতু অনেকের মতে- নাভিও সতরের অংশ, তাই নাভির ওপরেই ইযার পরা অধিকতর শ্রেয়।[১৯] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ইযারের নিচের অংশ 'নিসফে সাক' (হাঁটু ও পায়ের নলার মাঝামাঝি) পর্যন্ত প্রলম্বিত হত। তিনি ইযার পরার সময় তার সামনের অংশ পায়ের পাতার ওপর ঝুলিয়ে এবং পেছনের অংশ ওপরে উঠিয়ে পরতেন।[২০] হযরত 'ইকরামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার আমি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.)কে এভাবে ইযার পরতে দেখেছি যে, তাঁর ইযারের সামনের অংশ পায়ের পাতার ওপর ঝুলিয়ে রেখেছেন এবং পেছনের অংশ ওপরে উঠিয়ে রেখেছেন। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম: আপনি এভাবে ইযার পরেছেন কেন? তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এভাবে ইযার পরতে দেখেছি।"[২১]

আমাদের দেশে শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য সর্বাধিক প্রচলিত পোশাক হল লুঙ্গি। এর সাথে ইযারের পার্থক্য অতি সামান্য। ইযার খোলা হয়ে থাকে, আর লুঙ্গির দুই মাথা একত্রে সেলাই করা হয়।

ঘ. পায়জামা পরা

পায়জামা একটি আদর্শ পোশাক। এটা সাতরের জন্য বেশি উপযোগী। প্রাচীন কালে আরবদের মধ্যে কমবেশি পায়জামার প্রচলন ছিল। তবে তাদের অনেকেই পায়জামার চেয়ে ইযারের ব্যবহার বেশি পছন্দ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পায়জামা কিনেছিলেন[২২] কিন্তু পরেছেন কিনা এ ব্যাপারে

---

১৯. আবুল 'আলা (রাহ.) বলেন, আমি হযরত 'আলী (রা.)কে নাভির ওপরে ইযার পরতে দেখেছি। আবার অনেক সাহাবী ও তাবি'ঈ (রা.) নাভির নিচে ইযার পরতেন মর্মে বিভিন্ন রিওয়ায়াতও পাওয়া যায়। (ইবনু আবী শায়বাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩২)

২০. সম্ভবত নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো এভাবে ইযার পরেছিলেন। মূলত এটা তাঁর স্বাভাবিক অভ্যাস ছিল না।

২১. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬৬

২২. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৬৩৪৭,১৭১৪৮; *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা. নং: ৬৭৮২

www.pathagar.org

কোন বিশুদ্ধ বর্ণনা পাওয়া যায় না।[২৩] তিনি সাধারণত ইযারই পরতেন; তবে পায়জামাও পছন্দ করতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّخِذُوا السَّرَاوِيلاتِ فَإِنَّهَا مِنْ أَسْتَرِ ثِيَابِكُمْ

"হে লোকেরা! তোমরা পায়জামা তৈরি করে নাও। কেননা, এটা সাতরের জন্য অধিকতর উপযোগী কাপড়।"[২৪]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ.

"যার ইযার নেই, সে যেন পায়জামা পরিধান করে।"[২৫]

সাহাবা কিরাম (রা.)-এর মধ্যে অনেকেই পায়জামা পরেছেন।[২৬] তবে কেবল পায়জামা পরে চলাচল করা মাকরূহ। যেহেতু এতে গুপ্তাঙ্গের অবয়ব বাইর থেকে ফুটে ওঠে।

উল্লেখ্য যে, পায়জামার কাটিং বা ডিজাইন সম্পর্কে হাদীস থেকে সুস্পষ্ট কিছু জানা যায় না। কাজেই প্রচলন অনুসারে ব্যবহৃত পায়জামা, সেলোয়ার প্রভৃতি হাদীসে বর্ণিত 'পায়জামা'-এর বিধানের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে কোন প্রকারের পায়জামা যদি ফ্যাশনগত দিক থেকে কোন অমুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে নির্দিষ্ট হয় বিংবা বেশি পাতলা বা আঁটসাঁট হয় অথবা টাখনুর নিচে পর্যন্ত প্রলম্বিত হয়, তবে তা পরিধান করা জায়িয হবে না।

---

২৩. কথিত আছে, সাইয়িদুনা ইব্রাহীম (আলাইহিস সালাম) ও মূসা (আলাইহিস সালাম) পায়জামা পরেছিলেন। কারো কারো মতে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও পায়জামা পরেছিলেন। (ইবনু মুফলিহ আল-মাকদিসী, *আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ*..., (ফাসলঃ আনওয়া'উ ফিল লিবাস), খ. ৪, পৃ. ২২৮; সাফারীনী, *গিযাউল আলবাব ফী শারহি মানযুমাতিল আদাব*, (বাবঃ লা ইউক্‌রাহু লুবসুস্ সারাভীল), খ. ৩, পৃ. ১৮৩-৬)

২৪. ইবনুল জাওযী (রাহ.) হাদীসটিকে মাওযূ' (জাল) বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু হাফিয ইবনু হাজার (রাহ.)-এর মতে হাদীসটি জাল নয়; বরং দুর্বল। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। (আল-মানাভী, *ফায়যুল কাদীর শারহুল জামি'ইস সাগীর*, খ. ১, পৃ. ১৪৩, হা. নংঃ ৯৯; খ. ২, পৃ. ১২৮, হা. নংঃ ১৪৫০)

২৫. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৬৩; নাসাঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৯৭

২৬. বর্ণিত আছে যে, হযরত 'আলী (রা.) কুফায় পায়জামা পরে খুতবা দিয়েছিলেন। (ইবন আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, ফাসলঃ লুবসুস সারাভিলাত, হা. নংঃ ৩)

www.pathagar.org

ঙ. প্যান্ট পরা

সাধারণত প্যান্টগুলো এভাবে সেলাই করা হয়, যাতে পায়ের গোড়ালীর গিরা ঢেকে যায়। এ কারণে এগুলো ব্যবহার করা জায়িয নয়। তদুপরি অনেক প্যান্ট এমন আঁটসাঁট ভাবে সেলাই করা হয় যে, যেগুলো পরে ঠিক মতো বসে হাজত পূরণ করা যায় না, পবিত্রতা রক্ষা করতে কষ্ট হয় এবং অনেকে নামাযী হওয়া সত্ত্বেও এগুলো পরে বিশেষ অসুবিধার কারণে কখনো কখনো নামায আদায় করে না, পরে কাযা করে নেয়। এটা কত বড় দুঃখের বিষয়!

তবে প্যান্ট যদি এভাবে ঢিলেঢালা করে সেলাই করা হয়, যাতে পায়ের গোড়ালীর গিরা ঢেকে না যায় এবং তা পরে সহজেই বসে হাজত পূরণ করা যায়, ঠিক মতো পবিত্রতা রক্ষা করা যায় এবং নামায পড়তে কোন ধরনের অসুবিধে হয় না, তাহলে তা ব্যবহার করা দূষণীয় নয়।

আমাদের সমাজের অনেকেই সাধারণভাবে শার্ট-প্যান্ট পরাকে খারাপ মনে করে। আবার তাদের অনেকেই বলে থাকে, শার্ট-প্যান্ট খ্রিস্টানদের পোশাক। সুতরাং মুসলিমদের জন্য এ শার্ট-প্যান্ট পরা জায়িয নেই। এ ব্যাপারে আমার কথা হলঃ শার্ট-প্যান্ট কোন ধর্মীয় নিদর্শন নয়। হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও মুসলিম তথা সকল জাতির লোকেরাই শার্ট-প্যান্ট পরিধান করে থাকে। তাই এর পরিধানের জন্য না-জায়িয ফতোয়া দেয়া কখনোই উচিত হবে না। তবে সুযোগ থাকার পরও কেউ প্যান্ট-শার্ট না পরে পায়জামা-পাঞ্জাবী পরলে নিঃসন্দেহে তা উত্তম ও প্রশংসনীয়। তাই বলে কেউ প্যান্ট-শার্ট পরলে তাকে তাক্ওয়াহীন বলাও যুক্তিযুক্ত হবে না।

কেউ কেউ পরহেযগারী দেখানোর জন্য নামাযের সময় প্যান্ট টাখ্নুর ওপরে উঠিয়ে নেয়। নামাযের বাইরেও তো গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা করা ওয়াজিব! কাজেই নামাযের সময় প্যান্ট উঠালে ওয়াজিব তরকের গুনাহ থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। আবার কেউ কেউ লম্বা পায়জামা তৈরি করে টাখনুর ওপরে বোতাম লাগিয়ে দেয়, যাতে করে পায়জামার বেশ খানিকটা কাপড় টাখনুর ওপর অযথা ঝুলে থাকে। এ কাজটাও অনুচিত। কারণ টাখ্নুর নীচে কাপড় নামানো যেমন নিন্দনীয়, তেমনি কাপড় নষ্ট করাও একটি গর্হিত কাজ।

আমাদের দেশে অনেক বয়ঃপ্রাপ্ত পুরুষকে হাফ প্যান্ট পরতে দেখা যায়। এটা পরা জায়িয নয়। কারণ, এতে সাতর ঢাকার ফরজ তরক হয়। কারো যদি কোন কাজে হাফ প্যান্ট পরতে হয়, তাহলে সে হাঁটু ঢাকার মতো ছোট পায়জামা বা প্যান্ট তৈরি করে পরবে। বিভিন্ন হাদীস থেকে আরবের মধ্যে দু প্রকারের পায়জামার প্রচলনের কথা জানা যায়। এক. বড় পায়জামা, যাকে আরবীতে

www.pathagar.org

'سراويل' (সারাভীল) বলা হয়। দুই. ছোট পায়জামা বা হাফ প্যান্ট, যাকে আরবীতে 'تبان' (তুব্বান) বলা হয়। লজ্জাস্থান প্রকাশের আশঙ্কায় সালাফে সালিহীনের মধ্যে কেউ কেউ ইযারের নিচে, আবার কেউ কেউ ঘুমানোরও সময় এ জাতীয় পায়জামা পরিধান করতেন।[২৭] আরবী ভাষাবিদদের মতে 'তুব্বান' বলতে এক বিঘত পরিমাণ লম্বা জাঙ্গিয়া বা ছোট্ট পায়জামাকে বুঝানো হয়, যা দ্বারা কেবল বিশেষ গুপ্তাঙ্গ (عورة مغلظة)কেই আবৃত করা হয়। জাহাজের শ্রমিকদের মধ্যে এ জাতীয় পোশাকের প্রচলন খুব বেশি ছিল।[২৮] তবে মুসলিম সমাজে এরূপ পোশাককে খানিকটা লম্বা করে হাঁটু পর্যন্ত ঝুলিয়ে নেওয়ার প্রচলন ঘটে এবং বর্তমানেও তা প্রচলিত রয়েছে। এ কারণে কোনো কোনো হাদীসে উল্লেখিত এ শব্দের ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিস ও আরবী ভাষাবিদগণ 'ছোট পায়জামা' লিখেছেন।[২৯]

চ. চামড়ার কোট পরা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সাধারণত চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হলে তা ব্যবহার করা এবং তা থেকে তৈরিকৃত বস্ত্র ব্যবহার করাও জায়িয। তবে এ ব্যাপারে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে যে, এ বিধানটি কি সকল ধরনের পশুচর্মের জন্য প্রযোজ্য, নাকি কেবল খাবারযোগ্য প্রাণীর পশুচর্মের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? এতে কোন সন্দেহ নেই যে, খাবারযোগ্য প্রাণী যেমন উট, গরু, ভেড়া ও ছাগল প্রভৃতির প্রক্রিয়াজাত চামড়ার তৈরি যে কোন বস্ত্র ব্যবহার করা বৈধ। তবে শূকর ও কুকুর প্রভৃতি খাবার অযোগ্য প্রাণীর চামড়া প্রক্রিয়াজাত করা হলে পবিত্র হবে কি না- তা নিয়ে যেহেতু ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, তাই অধিকতর সতর্কতা ও উত্তম হল, সে সবের প্রক্রিয়াজাত চামড়া থেকে তৈরি বস্ত্র ও কোট ইত্যাদির ব্যবহার পরিহার করে চলা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ .

---

২৭. দ্র. ইবনু আবী শাইবাহ, *আল-মুছান্নাফ*, (কিতাবঃ লিবাস, লুবসুত তুব্বান), খ. ৮, পৃ. ২১৩-৪, হা. নংঃ ২৫৩৫৭-২৫৩৬৫

২৮. ইবনুল আছীর, *আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল আছার*, খ. ১, পৃ. ৪৭০

التُّبان سراويلُ غيرُ يَستر العورة المغلَّظة فقط ويُكثر لُبْسَه الملاَّحون.

২৯. ইবনু বাত্তাল, *শারহু সাহীহিল বুখারী*, খ. ২, পৃ. ২৯; ইবনুল আছীর, *আন-নিহায়াতু ফী গারীবিল আছার*, খ. ১, পৃ. ৪৭০; ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ. ১, পৃ. ৯২

www.pathagar.org

"অতএব যে ব্যক্তি নিজেকে সন্দেহজনক কাজ বা আচরণ থেকে রক্ষা করল, সে-ই মূলত নিজের দীন ও ইজ্জত-আব্রুকে রক্ষা করল।"[৩০]

তিনি আরো বলেন,

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ .

"সন্দেহজনক কাজ ছেড়ে কেবল সন্দেহমুক্ত কাজই সম্পাদন কর।"[৩১]

ছ. টুপি পরা

শরীরের অন্যান্য অংশের মত মাথা ঢেকে রাখাও একটি মর্যাদাপূর্ণ রীতি। প্রাচীনকালে আরবদের মধ্যে মাথা ঢেকে রাখার জন্য টুপির প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও মাথায় টুপি পরতেন।

মাথায় টুপি পরা সুন্নাত[৩২]; তা চেপ্টা, প্রশস্ত ও সাদা হওয়াই ভাল। হযরত ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাদা টুপি পরতেন।[৩৩] হযরত আবূ কাবাশাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাহাবীগণ প্রশস্ত চেপ্টা[৩৪] টুপিই পরতেন।[৩৫] খালি মাথায়ও টুপি পরা যায় এবং পাগড়ীর নিচেও

---

৩০. মুসলিম, *আস-সাহীহ*, বাবু আখযিল হালাল..., হা. নং: ৪০৭০; আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, বাব: আল-হালালু বাইয়িনুন..., হা. নং: ২৪৩৬; আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হা. নং: ৩৩৩০

৩১. তিরমিযী, *আস-সুনান*, কিতাব: সিফাতুল কিয়ামাহ..., হা. নং: ২৫১৮; নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, বাব: আল-হুকমু বি ইত্তিফাকি আহলিল 'ইলম, হা. নং: ৫৪১২

৩২. তবে ইহরাম অবস্থায় টুপি পরা জায়িয নয়। কারণ ইহরাম অবস্থায় মাথা খোলা রাখার বিধান রয়েছে।

৩৩. আল বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, বাব: আল-মালাবিস, হা. নং: ৬২৫৯; নূ'মানী, মুহাম্মদ মঞ্জুর, *মা'আরিফ আল-হাদীস*, খ. ৬, পৃ. ৩০৮
বর্ণিত রয়েছে, হযরত আনাস ও 'আলী ইবনুল হুসাইন (রা.)ও সাদা টুপি পরতেন। হযরত সা'ঈদ ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাহ.) বলেন, "আমি হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.)কে শৌচাগার থেকে সাদা টুপি পরে বের হতে দেখেছি।" (আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ* হা. নং: ৭৪৫) হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন সা'ঈদ (রাহ.) বলেন, 'আমি 'আলী ইবনুল হুসাইন (রা.)-এর মাথায় মিসরীয় সাদা টুপি দেখেছি।" (ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, কিতাবুল লিবাস..., খ. ৬, পৃ. ৩৩)

৩৪. এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, টুপি এতুটুকু ছোট ও সংকীর্ণ হওয়া উচিত নয়, যাতে কেবল মাথার সামনের দিকের উপরের অংশ ঢেকে থাকে, যেভাবে ইয়াহুদীরা টুপি পরে থাকে। তাদের টুপি অত্যন্ত ছোট হয়ে থাকে। কিন্তু সাহাবীগণের টুপিগুলো এতোই প্রশস্ত ছিল যে, তাঁরা এগুলোর সাহায্যে পুরো মাথা আবৃত করে নিতেন। তদুপরি এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, তাদের টুপিগুলো ছিল মাথার সাথে লাগানো; বেশি উঁচু ছিল না। এ ধরনের টুপির ফলে অধিকতর বিনয় প্রকাশ পায়। ('উছমানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৬৯)

৩৫. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬৪; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০৮

www.pathagar.org

টুপি পরা যায়। জালালুদ্দীন সুয়ূতী (রাহ.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো পাগড়ীর নিচে টুপি পরতেন। আবার কখনো পাগড়ী ছাড়াও টুপি পরতেন।[৩৬] বিশিষ্ট ফাকীহ যায়লা'ঈ ও শায়খী যাদাহ (রাহ.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বেশ কয়েকটি টুপি ছিল। তিনি বিভিন্ন সময় এগুলো পরতেন।[৩৭] হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর তিনটি টুপি ছিল। একটি ছিল মিসরীয় সাদা টুপি, (এটিই তিনি সাধারণত পরতেন)। আর একটি ছিল ডোরাকাটা ইয়ামানী চাদরের টুপি। অপর আর একটি ছিল কান ঢেকে যাওয়া টুপি, যা তিনি সফরের সময় পরতেন।[৩৮]

অনেকেই বলেন, টুপি সংক্রান্ত কোন হাদীসই বিশুদ্ধ নয়। এ কারণে তাঁরা টুপির বিধানকে অত্যন্ত হালকাভাবে নিয়ে থাকেন এবং টুপি পরাকে মোটেই প্রয়োজনীয় মনে করেন না। এটা ঠিক নয়; কারণ বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীস থেকেও বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবা কিরাম (রা.) ও তাবি'ঈন (রাহ.) প্রমুখ সচরাচর টুপি ব্যবহার করতেন। তা ছাড়া উম্মাতের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিক 'আমলও এ হাদীসগুলোর জোরালো সমর্থন যোগায়। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক ব্যক্তি আরয করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! মুহরিম কোন্ কোন্ কাপড় পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেন:

لَا تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَالسَّرَاوِيلَ وَالْعَمَائِمَ وَالْبَرَانِسَ وَالْخِفَافَ ...

"জামা, পাগড়ী, টুপি ও মোজা পরিধান করতে পারবে না।...."[৩৯]

ইমাম তিরমিযী বলেন, হাদীসটি 'মুনকার'। এ হাদীসের বর্ণনাকারী আবদুল্লাহ ইবনু বুস্র আল-বাসরী (রাহ.) মুহাদ্দিছগণের নিকট একজন দুর্বল বর্ণনাকারী হিসেবে বিবেচিত। তবে উম্মাতের ধারাবাহিক 'আমলের কারণে হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা অস্বীকার করার মতো নয়।

৩৬. ইবনু হাজার হায়তমী, শিহাবুদ্দীন আহমাদ, *তুহফাতুল মুহতাজ ফী শারহিল মিনহাজ*, ফাসল: আল-লিবাস ফিস সালাত, (দারু ইহয়ায়িত্ তুরাছিল আরবী), খ. ১০, পৃ. ৯৮

৩৭. যায়লা'ঈ, *তাবয়ীনুল হাকা'ইক শারহু কানযিদ্ দাকা'ইক*, বাব: লা বা'ছা ফী লুবসিল কালানিস, (দারুল কিতাবিল ইসলামী), খ. ১৮, পৃ. ৩৮১; শায়খী যাদাহ, আবদুর রহমান, *মাজমা'উল আনহুর...*, বাব: লা বা'ছা ফী লুবসিল কালানিস, (দারু ইহয়ায়িত্ তুরাছিল আরবী), খ. ৯, পৃ. ৩৫২

৩৮. ইবনুল জাওযী, *আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্তাফা*, (পাকিস্তান: লায়ালপুর, ১৯৭৭), পৃ. ৫৬৭- ৫৬৮

৩৯. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৬৩

www.pathagar.org

এ হাদীস থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবা কিরাম (রা.) সচরাচর জামা, পাগড়ী, টুপি ও মোজা পরিধান করতেন, যা ইহরাম অবস্থায় পরা বৈধ নয়।[৪০] হযরত 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

الشُّهَدَاءُ أَرْبَعَةٌ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ جَيِّدُ الْإِيمَانِ لَقِيَ الْعَدُوَّ فَصَدَقَ اللَّهَ حَتَّى قُتِلَ فَذَلِكَ الَّذِي يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَعْيُنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ هَكَذَا وَرَفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى وَقَعَتْ قَلَنْسُوَتُهُ.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: চার ধরনের শহীদ রয়েছে। প্রথম হল: ভাল ঈমানদার ব্যক্তি, যিনি শত্রুর সাথে লড়াই করে আল্লাহর কাছে সত্যিকার ঈমানের পরিচয় পেশ করেছেন এবং শাহাদাত বরণ করেছেন। এ ব্যক্তির প্রতি কিয়ামাতের দিন লোকেরা তাদের চোখ এভাবে তুলে দেখবে। বর্ণনাকারী বলেন, 'এভাবে' বলার সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিংবা হযরত 'উমার (রা.) তাঁর মাথা এমনভাবে তুললেন, যাতে টুপি নীচে পড়ে গিয়েছিল।...."[৪১]

এ হাদীস থেকেও জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবা কিরাম (রা.)-এর মাঝে টুপির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। ইমাম আল বুখারী (রাহ.) বলেন, "আবু ইসহাক (রাহ.) নামাযের মধ্যে টুপি রাখতেন ও উঠাতেন।"[৪২] ইমাম আল বুখারী (রাহ.) হযরত হাসান (রাহ.)-এর বরাত দিয়ে বর্ণনা করেন,

كَانَ الْقَوْمُ يَسْجُدُونَ عَلَى الْعِمَامَةِ وَالْقَلَنْسُوَةِ...

"লোকেরা পাগড়ী ও টুপির ওপর সিজদা করতেন।..."[৪৩]

হযরত 'আবদুল হামীদ (রাহ.) তাঁর পিতা জা'ফর (রাহ.) থেকে বর্ণনা করেন,

---

৪০. এ জন্য ইমাম আল বুখারী (রাহ.) টুপির বিধান প্রমাণ করতে গিয়ে টুপি শীর্ষক আলোচনায় তাঁর শর্ত মুতাবিক কোন বিশুদ্ধ হাদীস না পাওয়ায় উপর্যুক্ত হাদীসটি উল্লেখ করেছেন।

৪১. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (ফাদা'য়িলুল জিহাদ), হাদীস নং: ১৫৬৮; আহমদ, *প্রাগুক্ত* (মুসনাদুল 'আশারাহ), হাদীস নং: ১৪০
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি 'হাসান-গরীব'।

৪২. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, *কিতাবুল জুমু'আ*, বাবু ইস্তি'আনাতিল ইয়াদ ফিস্ সালাত

৪৩. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, বাবুস সুজুদ 'আলাছ ছাওব..

www.pathagar.org

হযরত খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা.) একদিন ইয়ারমুক যুদ্ধে তাঁর একটি টুপি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তখন তিনি তাঁর সহযোদ্ধাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললেন: তোমরা টুপিটি তালাশ কর। কিন্তু তাঁরা তা পেলেন না। আবার তাঁরা তা তালাশ করলেন। এবার তা পেলেন। দেখা গেল যে, এটি একটি পুরাতন টুপি। হযরত খালিদ (রা.) বললেন,

اعتمر رسول الله لمى الله عليه و سلم فحلق رأسه و ابتدر الناس جوانب شعره فسبقتهم إلى نا يته فجعلتها في هذه القلنسوة فلم أشهد قتالا و هي معي إلا رزقت النصر.

"একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'উমরাহ করে মাথা মুণ্ডাতে ছিলেন। তখন লোকেরা তাঁর চুলগুলো সংগ্রহ করার জন্য হুড়াহুড়ি করতে লাগল। আমি তাদের সবার আগে তাঁর কপালের পাশে গিয়ে অবস্থান নিই। আমি এ টুপির মধ্যেই তাঁর কপালের চুলগুলো রেখেছিলাম। এর পর থেকে আমি যে কোন যুদ্ধে আমার এ টুপি নিয়ে যেতাম এবং এর বরকতে আল্লাহর সাহায্য আমার নসীব হত।"[৪৪]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, "তিনি যখন মাথা মাস্হ করতেন, তখন টুপি উঠিয়ে নিয়ে মাথার সম্মুখ ভাগ মাস্হ করতেন।"[৪৫]

জ. পাগড়ী বাঁধা

পুরুষদের জন্য মাথায় পাগড়ী বাঁধা সুন্নাত। কেউ পাগড়ী বাঁধলে সে অবশ্যই সওয়াব পাবে। কেউ না বাঁধলে সে এর জন্য গুনাহগারও হবে না। কারো কারো মতে, পাগড়ী বাঁধা ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্বভাবগত সুন্নাত (سنت عادية)। এর অনুসরণ বাধ্যতামূলক নয়। তবে কথা হল, কেউ যদি তাঁর যে কোন স্বভাবগত সুন্নাতকেও সুন্নাতে নাবাবী হিসেবে ইখতিয়ার করে নেয়, সে নিঃসন্দেহে সওয়াব পাবে। এতে কারো দ্বিমত নেই। তবে এটাকে বাধ্যতামূলক মনে করা এবং যারা পাগড়ী বাঁধে না তাদেরকে খারাপ জানা

---

৪৪. আল হাকিম, আল-মুস্তাদরাক, বাব: মানাকিবু খালিদ (রা.), হা. নং: ৫২৯৯; আবূ ইয়া'লা, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৭১৮৩; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৩৮০৪

৪৫. আল বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নং: ২৮৫; দারু কুতনী, *আস-সুনান*, হা. নং: ৫৫

www.pathagar.org

মোটেই উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে পাগড়ী বাঁধার জন্য উদ্বুদ্ধও করেছেন। যেমন এক হাদীসে তিনি বলেন :

عَلَيْكُمْ بِالْعَمَائِمِ فَإِنَّهَا سِيمَاءُ الْمَلَائِكَةِ

"তোমরা পাগড়ী বাঁধবে। কেননা, এটা ফেরেশতাদের প্রতীক।"[৪৬]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রায় সময়, বিশেষ করে পাঞ্জেগানা নামায, সফর, প্রতিনিধিদের সাথে মুলাকাত, যুদ্ধ এবং বক্তৃতা দেয়ার সময় পাগড়ী পরতেন। তবে গৃহে অবস্থানকালে ও অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়ার সময় পাগড়ী খুলে রাখতেন।[৪৭]

ফাকীহগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী নামাযের সময় পাগড়ী পরা মুস্তাহাব।[৪৮] পাগড়ী ছাড়া নামায পড়লে মাকরূহ হবে না; তবে পাগড়ী পরে নামায পড়লে নিঃসন্দেহে সওয়াব বেশি হবে।[৪৯] যেমন বলা হয়,

لموةٌ بِعمامةٍ تعدلُ خمساً و عشرينَ لموةً بِلا عمامةٍ .

"পাগড়ীসহ এক নামায পাগড়ীহীন পঁচিশ নামাযের সমান।"

جمعةٌ بعمامةٍ تعدلُ سبعينَ جمعةً بِلا عمامةٍ .

---

৪৬. ওয়ালী উদ্দীন আল-খতীব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৭; বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হা.নং: ৬২৬২; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ১৩৪১৮
বদরের যুদ্ধের দিন পাঁচ হাজার ফেরেশতা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের সাহায্য করেছিলেন। তাঁরা সবাই ছিলেন পাগড়ী বাঁধা অবস্থায়। এ হিসেবেই পাগড়ীকে ফেরেশতাদের প্রতীক বলা হয়েছে।
অন্য এক হাদীসে পাগড়ীকে মুসলিমদের মর্যাদা এবং আরবদের শক্তি- وقارٌ للمسلمِ و عِزٌّ لِلعربِ -হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। কোন কোন হাদীসে কাফিরদের থেকে মুসলিমগণকে পৃথক করার জন্যও পাগড়ীকে প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করার কথা বলা হয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : العَمائمُ سِيْماءُ الإسلامِ – "পাগড়ী ইসলামের চিহ্ন", إنّ العمامةَ حاجِزَةٌ بينَ الكفرِ والإيمانِ. - "পাগড়ী কুফর ও ঈমানের মাঝে পার্থক্য নিরূপণকারী" প্রভৃতি। (বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ১০, পৃ. ১৪; তায়ালিসী, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৪৭) তবে এ সকল হাদীসই অত্যন্ত দুর্বল।

৪৭. *ইসলামী বিশ্বকোষ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৪, পৃ.৩৮১

৪৮. *আল-মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, *প্রাগুক্ত*, দ্র. 'আমামা প্রবন্ধ (খ. ৮, পৃ. ৩০৪); *ফাতাওয়ায়ে দারুল 'উলূম দেওবন্দ*, (করাচী: দারুল 'ইশা'আত, ১৯৮৬), খ. ৩, পৃ. ২২৫

৪৯. *ফাতাওয়ায়ে দারুল 'উলূম দেওবন্দ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২২৫

www.pathagar.org

"পাগড়ীসহ এক জুমু'আর নামায পাগড়ীহীন সত্তর জুমু'আর নামাযের সমান।"[৫০]

প্রচণ্ড গরম ও নামায শেষে পাগড়ী খুলে রাখা জায়িয, তবে নামাযের মাঝখানে পাগড়ী খোলা ঠিক নয়। অন্যান্য সময়ও যেমন প্রচণ্ড গরম অথবা ঘরে অবস্থানকালে অথবা প্রক্ষালন কালে পাগড়ী খুলে রাখা যায়।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পরিমাপের পাগড়ী পরতেন।[৫১] যেমন তিনি সাধারণত তিন হাত লম্বা পাগড়ী ব্যবহার করতেন। পাঞ্জেগানা নামাযের সময় ব্যবহার করতেন সাত হাত লম্বা। 'ঈদ, জুমু'আ ও আগত প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাতের সময় ব্যবহার করতেন বার হাত লম্বা। তিনি পাগড়ীর শিমলা পেছনের দিকে দু কাঁধের মাঝখানে ছেড়ে দিতেন এবং তা পিঠের মধ্যস্থান পর্যন্ত পৌঁছত। এটাই ছিল রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিয়মিত অভ্যাস।

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বেশির ভাগ সময়ে কালো পাগড়ীই

---

৫০. ইমাম 'আজলূনী হাদীস দুটি উল্লেখ করে বলেন, "মুহাদ্দিস দায়লামী (রাহ.) এগুলো হযরত ইবনু 'উমার (রা.) থেকে مرفوعا বর্ণনা করেছেন। অথচ হাদীস দুটি মাওযূ' (জাল)।" মুহাদ্দিস শিহাবুদ্দীন আহমাদ ইবনু মুহাম্মাদ আল-মানুফী (মৃত্যুঃ ৯৩১ হি.) বলেনঃ . فَذلك كُلّه باطِلٌ অর্থাৎ এ হাদীসটি সম্পূর্ণ বাতিল। হাফিযুল হাদীস ইবনু হাজার 'আসকালানী, মুহাদ্দিস মুল্লা 'আলী আল-কারী, হাফিযুল হাদীস আল্লামা সাখাবী, ইমাম আশ্ শাওকানী ও সমকালীন হাদীস গবেষক নাছির উদ্দীন আলবানী (রাহ.) প্রমুখ হাদীসগুলোকে মাওযূ' বলে অভিহিত করেন।
অনুরূপভাবে . ركعتانِ بعمامةٍ تعدل سبعينَ ركعةً بلا عمامةٍ হাদীসটিকেও ইমাম সুয়ূতী (রাহ.) الجامع الصغير গ্রন্থে হযরত জাবির (রা.)-এর সূত্রে দায়লামী (রাহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন। এটিও একটি মাওযূ' হাদীস। (মুল্লা 'আলী আল-কারী, *আল-মাসনূ ফী মা'রিফাতিল হাদীসিল মাওযূ'*, পৃ. ১১৯; মুল্লা 'আলী আল-কারী, *আল-আছরারুল মারফূ'আহ ফিল আখবারিল মাওযূ'আহ*, পৃ. ১৪৭; সাখাবী, মুহাম্মাদ 'আবদুর রহমান, *আল-মাকাসিদুল হাসানাহ*, পৃ. ৪২৩; আশ্ শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী, *আলফাওয়াদুল মাজমূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ*, পৃ. ১৭৩; 'আজলূনী, ইসমা'ঈল ইবনু মুহাম্মাদ আল-জাররাহী, *কাশফুল খিফা*, খ. ২, পৃ. ২৫; মানাবী, মুহাম্মাদ আবদুর রউফ, *ফায়যুল কাদীর*, খ. ৪, পৃ. ৩৭; আলবানী, নাসিরুদ্দীন, *সিলসিলাতুল আহাদীসিয যা'ঈফাহ*, খ. ১, পৃ. ২৪৯-২৫৪)

৫১. এ কারণে তাঁর পাগড়ীর দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সম্পর্কে রাবীগণের বিভিন্ন মত দেখা যায়। যেমন তাবারী (রাহ.)-এর মতে, তাঁর পাগড়ীর দৈর্ঘ্য ছিল ৭ হাত। হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ তাঁর পাগড়ীর দৈর্ঘ্য ছিল ৭ হাত ও প্রস্থে ছিল ১ হাত। কারো মতে, দৈর্ঘ্য ৬ হাত ও প্রস্থ ৩ হাত। আর কারো মতে, দৈর্ঘ্য সাড়ে ৪ হাত, প্রস্থ ২ হাত ও ১ বিগত। কারো মতে, ৪ হাত দৈর্ঘ্য, ২.৫ হাত প্রস্থ।...

www.pathagar.org

পরেছেন। মক্কা প্রবেশ কালে[৫২], কা'বার দ্বারপ্রান্তে ভাষণ দান কালে, অন্যত্র মিম্বর থেকে বক্তৃতা দেওয়ার সময়, হুদাইবিয়া দিবসে এবং তাঁর অসুস্থতার সময় কালো বর্ণের পাগড়ী পরিধান করেছিলেন। তবে তিনি কোন কোন সময় সবুজ ও সাদা পাগড়ীও পরেছেন। উল্লেখ্য যে, পাগড়ীর নীচে টুপি ব্যবহার করা সুন্নাত। কেননা, অমুসলিমরাও পাগড়ী পরে। যেমন ভারতের শিখ ও কোন কোন হিন্দু সম্প্রদায়। কিন্তু তার নীচে টুপি থাকে না। তাই হাদীসে নির্দেশ রয়েছে :

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ، خَالِفُوا الْيَهُود.

"তোমরা (পোশাক-পরিচ্ছদ ও তাহযীব-তামাদ্দুনে) মুশরিক[৫৩] ও ইয়াহুদীদের[৫৪] বিপরীত কর।"

তদুপরি হযরত রুকানাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

إِنَّ فَرْقَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ الْعَمَائِمُ عَلَى الْقَلَانِسِ

"আমাদের ও মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য হলো টুপির ওপর পাগড়ী বাঁধা।[৫৫] অর্থাৎ আমরা টুপির ওপর পাগড়ী বাঁধি আর তারা টুপি ছাড়া পাগড়ী বাঁধে।

আধুনিক কালে পাগড়ীর বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন সূচিত হয়েছে এবং সমগ্র প্রাচ্যে তা কম-বেশি দৃষ্টিগোচর হয়। সাধারণ লোকেরা পাগড়ী পরিধান করতে অনিচ্ছুক। অনেকেই একে নিয়ে উপহাসও করে। কিন্তু রক্ষণশীল শ্রেণী প্রবলভাবে এর বিরুদ্ধে আক্রমণ করে ঘোষণা করেন যে, পাগড়ীর অবমাননা করা প্রকাশ্যে ধর্মের বিরোধীতা করার নামান্তর। বর্তমানে যে কেউ কোথাও পাগড়ীর পুনঃপ্রচলন করতে পারলে তিনি একটি সুন্নাহ পুনর্জীবনের পুণ্য লাভ করবেন। তবে আধুনিকতার বিকাশ রুদ্ধ করা দুঃসাধ্য। তুর্কিস্থানে একশত বৎসর পূর্বে সরকারীভাবে ফেয টুপি পাগড়ীর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল। অতঃপর ১৯২৫ খ্রি. সালে ফেয আধুনিক ইউরোপীয় হ্যাটকে স্থান ছেড়ে দিল, যেমনিভাবে আধুনিক পারস্যে কুলাহ পাগড়ীকে বিতাড়িত করল।

---

৫২. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে মক্কা বিজয়ের দিন কাল পাগড়ী পরেই মক্কায় প্রবেশ করতে দেখলাম।" (মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, [কিতাবুল হাজ্জ], হাদীস নং: ২৪১৯)

৫৩. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৪৪২

৫৪. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুস সালাত), হা. নং: ৫৫৬

৫৫. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০৮

www.pathagar.org

ঝ. চাদর (রিদা) পরা

চাদর পরতেও কোন অসুবিধা নেই। প্রাচীনকালে আরবরা সাধারণত ইযারের সাথে চাদর (রিদা)ই বেশি পরিধান করত। উল্লেখ্য যে, সাধারণত ইযার ও রিদার মধ্যে কোন পার্থক্য হত না। একই ধরনের দুটি থান কাপড়। যা শরীরের নিম্নাংশে পরা হয় তাকে 'ইযার' এবং যা উপরের অংশে পরিধান করা হয় তাকে 'রিদা' বলা হয়। সাধারণত চাদর দ্বারা শরীরের উপরের অংশ আবৃত করা হত। তবে কখনো তা কামীসের ওপরও পরা হত।[৫৬]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন সময়, বিশেষ করে জুমু'আবার ও দু 'ঈদে চাদর পরতেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু 'ঈদে বিভিন্ন রঙের ডোরাকাটা চাদর পরতেন।"[৫৭] হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু 'ঈদে ও জুমু'আয় পাগড়ী বাঁধতেন ও লাল চাদর পরতেন।"[৫৮] হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

> "একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসুস্থ ছিলেন। তখন তিনি হযরত উসামা (রা.)-এর ওপর ভর করে বের হয়েছিলেন। সে সময় তাঁর গায়ে একটি কাতারী (ইয়ামান দেশীয়) চাদর ছিল, যা তিনি উভয় কাঁধে জড়িয়ে পরেছিলেন এবং এ অবস্থায় তিনি লোকদের নিয়ে নামায পড়লেন।"[৫৯]

বিভিন্ন রিওয়ায়ত থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চার থেকে ছয় হাত দৈর্ঘ্য ও দেড় থেকে তিন হাত চওড়ার চাদর পরিধান করতেন।[৬০]

উল্লেখ্য যে, এ ধরনের লম্বা চাদর পরা জায়িয নয়, যা একটু অসতর্ক হলেই পেছনে ঝুলে পড়ে এবং মাটির সাথে লেগে যায়। অহংকার বা বড় মানুষী প্রকাশ

---

৫৬. কোন কোন হাদীস থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও কামীসের ওপর চাদর পরতেন বলে জানা যায়। (দ্র. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, [কিতাব: মা'রিফাতুস সাহাবাহ, যিকরু ইসলামি যাইদ ইবনু সা'আনাহ], হা. নং: ৬৫৪৭)

৫৭. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ২, পৃ. ৩৭০

৫৮. *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২৪৭, ২৮০

৫৯. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (শামা'ঈল), পৃ. ৯

৬০. হালবী, 'আলী, *আস-সীরাতুল হালবিয়্যাহ*, (বেরূত: দারুল মা'রিফাহ, ১৪০০), খ. ৩, ৪৫১

www.pathagar.org

করার উদ্দেশ্যে এরূপ চাদর ব্যবহার করা হারাম।[৬১] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

"যে কেউ কোন কাপড় অহংকারেরর সাথে সীমাতিরিক্ত লম্বা করে পরবে, কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি দেবেন না।"[৬২]

ওযুতে ভেজা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কিংবা শ্লেষ্মা বা ঘাম প্রভৃতি মুছে নেয়ার প্রয়োজনে হাতে রুমাল কিংবা টিস্যু পেপার ব্যবহার করতেও কোন দোষ নেই। তবে বড় মানুষী প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে তা ব্যবহার করা মাকরূহ।[৬৩]

ঝ.১. মাথায় চাদর পরা

পুরুষদের জন্য মাথায় চাদর ব্যবহার করার অনুমতি রয়েছে, যদি তা প্রদর্শনের জন্য না হয়। প্রাচীনকালে আরববাসীরা নানা অবস্থায়, বিশেষ করে গরমের সময় রুমাল ব্যবহার করত। বর্তমানেও সেই নিয়ম প্রচলিত রয়েছে। বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবীগণ সচরাচর মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করতেন; রোমাল ব্যবহার করতেন না। তবে দুপুরের রোদ থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে, অসুস্থতার সময় বা অনুরূপ কোনো কারণে কখনো নিজের গায়ের চাদর দিয়ে, কখনো অন্য পৃথক কাপড় দিয়ে মাথা আবৃত করতেন। উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.) বলেন, "একবার আমরা দুপুরের গরমের সময় আমাদের ঘরে বসা ছিলাম। এমন সময় জনৈক ব্যক্তি হযরত আবূ বাকর (রা.) কে বলল, ঐ যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাদর দিয়ে মাথা ঢেকে এই দিকে আসছেন।[৬৪] তবে শায়খী ও বুযুর্গী প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে মাথায় চাদর ব্যবহার করা জায়িয নয়।[৬৫] বর্তমানে অনেক 'আলিমকে

---

৬১. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৬, পৃ. ১৩৭

৬২. নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৯৮; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬৬; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৫৬

৬৩. তাহমায, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৬৬

৬৪. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬৪

৬৫. আমাদের পূর্বসূরিদের মধ্যে কোন কোন ইমাম ও ফাকীহ মাথায় রুমাল বা চাদর পরাকে খারাপ জানতেন। (মুহাম্মদ আশ-শামী, *সুবুলুল হুদা ওয়ার রাশাদ*.., খ. ৭, পৃ. ২৮৯; 'আয়নী, *'উমদাতুল কারী*, খ. ২৬, পৃ. ৬৩) কোনো কোনো হাদীসের মধ্যেও এ ব্যাপারে অনুৎসাহিত করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন, খোন্দকার আবদুল্লাহ জাহাঙ্গীর (রাহ.)-এর রচিত *'ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা'*, পৃ. ২৪৪ [মাথায় রুমাল])

www.pathagar.org

পাগড়ীর পরিবর্তে মাথায় হরহামেশা চাদর পরতে দেখা যায়। এটা যদি প্রয়োজনে কিংবা পোশাকের অংশ হিসেবে পরা হয়, তা অবশ্যই না জায়িয নয়; তবে সুন্নাত হল পাগড়ী পরা। আর 'আলিমগণের সুন্নাতের পাবন্দীর প্রতি বেশি লক্ষ্য রাখা উচিত।

পুরুষদের পোশাক-পরিচ্ছদের ঝুল

ক. পুরুষের জন্য টাখ্নুর নিচে কাপড় ঝুলানো হারাম

পুরুষদের জন্য পায়ের নলার মধ্যস্থান (نصف ساق) পর্যন্ত ঢাকা সুন্নাত এবং টাখ্নুর ওপর পর্যন্ত কাপড় পরা জায়িয আছে। এর নীচে কাপড় ঝুলানো জায়িয নয়। মানুষকে দেখানো কিংবা গর্ব-অহংকারের উদ্দেশ্যে লুঙ্গি, পায়জামা ও প্যান্ট, এমন কি জুব্বাও টাখ্নুর নীচে ঝুলিয়ে চলা হারাম।[৬৬] হযরত আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন :

إِزْرَةُ الْمُسْلِمِ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ.

"মুসলিমের ইযার হাঁটু ও পায়ের নলার মাঝামাঝি স্থানে (নিসফে সাক) থাকা বাঞ্ছনীয়। আর তা নিসফে সাক ও টাখনুর মাঝামাঝি স্থানে থাকা দূষণীয় নয়। টাখনুর নীচে যে টুকুন থাকবে, তা জাহান্নামে যাবে। যে অহংকারের বশবর্তী হয়ে ইযার নীচের দিকে ঝুলিয়ে দেয়, আল্লাহ তা'আলা তার দিকে ফিরেও তাকাবেন না।"[৬৭]

ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

---

৬৬. এভাবে অত্যধিক লম্বা হাতওয়ালা জামা পরা এবং অত্যধিক লম্বা শিমলা রেখে পাগড়ী পরাও না-জায়িয। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেছেন,

الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

''ইযার, জামা ও পাগড়ী সবকিছুই সীমাতিরিক্ত লম্বা করে পরা নিষিদ্ধ। যে কেউ কোন কাপড় অহংকারেরর সাথে সীমাতিরিক্ত লম্বা করে পরবে, কিয়ামাত দিবসে আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করবেন না।' (নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৯৮; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬৬; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৫৬)

৬৭. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ.২, পৃ. ৫৬৬; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৫৫

www.pathagar.org

بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

"যে ব্যক্তি অহংকারবশত ইযার হেঁচড়িয়ে চলবে, তাকে মাটিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। আর সে কিয়ামাত পর্যন্ত যমীনের ভেতরে তলিয়ে যেতে থাকবে।"[৬৮]

বর্ণিত রয়েছে যে, জনৈক যুবক হযরত 'উমার (রা.)-এর কাছে টাখনুর নিচে ইযার ঝুলিয়ে প্রবেশ এসেছিল। হযরত 'উমার (রা.) তাকে দেখে বললেন,

ارْفَعْ إِزارَكَ؛ فهُو أَنْقَى لِثوبِكَ، وأَتْقَى لِربِّكَ.

"তোমার ইযার তোল। এটা তোমার কাপড়ের পবিত্রতার জন্যও অধিকতর উত্তম ব্যবস্থা, তদুপরি তোমার আল্লাহ ভীরুতার জন্যও অধিকতর সহায়ক।"[৬৯]

কেউ যদি গর্ব-অহংকার কিংবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্য ছাড়াই ইযার, লুঙ্গি, পায়জামা ও প্যান্ট ইত্যাদি টাখ্নুর নীচে নামিয়ে পরে, তবে তাও জায়িয হবে না। কেউ কেউ বলে, হাদীসে তো অহংকারের সাথে পরতে নিষেধ এসেছে। আমরা অহংকার করি না। কাজেই তা আমাদের জন্য জায়িয হবে। তাদের এ কথা ভালো করে বুঝে নিতে হবে যে, 'আমরা অহংকার করি না' এ কথা ভুল। আচ্ছা, তাহলে তারা কেন তা করতে আগ্রহী হয়? কেনই বা তারা টাখনুর ওপরে পায়জামা বা প্যান্ট পরাকে হাস্যকর ভাবে? তদুপরি যে ব্যক্তি এরূপ করে হয়ত সে তা নিজের আরামের জন্য করে, বা নিজের নফসের খাহেশের জন্য করে। তাহলে দেখতে হবে যে, তার এরূপ খাহেশ হচ্ছে কেন? অপরের দেখাদেখিই তো হচ্ছে। আর শরী'আতের মধ্যে আচার-অনুষ্ঠান, চলাফেরা ও পোশাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতিতে কুর'আন ও সুন্নাহর আদেশ-নিষেধের প্রতি লক্ষ্য না রেখে বিজাতি কিংবা পাপিষ্ঠদের অনুকরণ করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। আর যদি অনুকরণের ইচ্ছেকে রদ করে দিয়ে শুধু নিজের আরামের জন্যেই এরূপ করে, তথাপি কথা হলো, ঈমানের ভিত্তি হলো আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের ওপর। সুতরাং আরাম করতে গিয়ে যদি তাঁদের অবাধ্যতার প্রশ্ন আসে সেই আরাম ত্যাগ করাই হচ্ছে ঈমানের দাবী। তা ছাড়া কোন কোন হাদীসে অহংকারের 'বশবতী হয়ে' কথাটি উল্লেখ হয়নি। যেমন হযরত আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত,

---

৬৮. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৬১; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৯৮
৬৯. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, খ. ৬, পৃ. ২৭

www.pathagar.org

তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ

"দু'টাখনুর নীচে ইযারের যে টুকুন অংশ থাকবে, তা জাহান্নামে যাবে।"[৭০]

এ হাদীস দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, অহংকার থাক আর না-ই থাক সর্বাবস্থায় এ সীমা অতিক্রম করা নিষিদ্ধ। তবে সীমাতিক্রমের সাথে অহংকারের গুনাহ মিলে আরো বেশি গুনাহ হয় এবং অহংকারবিহীন অবস্থায় সীমাতিক্রমের গুনাহ তো থেকেই যাবে।

যদি কারো অনিচ্ছাবশত ইযার বা লুঙ্গি ও পায়জামা ইত্যাদি নীচে ঝুলে যায়, তবে তা এ হুক্মের আওতায় পড়বে না। হযরত ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي إِلَّا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ.

"যে অহংকারবশত কাপড় ঝুলিয়ে দেয়, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার দিকে ফিরে তাকাবেন না। তখন হযরত আবূ বাকর (রা.) বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ, অসাবধানতাবশত কোন কোন সময় আমার ইযারের এক অংশ ঝুলে যায়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন: তুমি তো তাদের মধ্যে শামিল নও, যারা অহংকারবশত কাপড় ঝুলিয়ে থাকে।[৭১]

উল্লেখ্য যে, নামাযের সময় পুরুষের লুঙ্গি, পায়জামা, প্যান্ট প্রভৃতি টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করলে নামায কবূল হবে না। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَنْ أَسْبَلَ إِزَارَهُ فِي صَلَاتِهِ خُيَلَاءَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي حِلٍّ وَلَا حَرَامٍ.

"যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে অহঙ্কারভরে তার ইযার টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে

---

৭০. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৬১; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৯৮

৭১. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৬০; আবূ আউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬৫
হযরত আবূ বাকর (রা.) ক্ষীণদেহী ছিলেন। তাই তাঁর ইযার কখনো অনিচ্ছায় হাঁটার সময়, আবার কখনো অসাবধানতাবশত নীচের দিকে ঝুলে পড়ত। এ কারণে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তুমি অহংকারকারীদের অন্তর্ভুক্ত নও।

www.pathagar.org

পরিধান করবে, আল্লাহর সাথে তার হালাল ও হারামের কোনো সম্পর্ক নেই[৭২]।"[৭৩]

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَمَا رَجُلٌ يُصَلِّى مُسْبِلاً إِزَارَهُ إِذْ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- « اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ ». فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ ثُمَّ قَالَ « اذْهَبْ فَتَوَضَّأْ ». فَذَهَبَ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَقَالَ « إِنَّهُ كَانَ يُصَلِّى وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لاَ يَقْبَلُ صَلاَةَ رَجُلٍ مُسْبِلٍ إِزَارَهُ ».

"একবার জনৈক ব্যক্তি তার ইযার (টাখনুর নিচে) ঝুলিয়ে নামায আদায় করছিল, তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, "যাও, উযু করে এসো!" লোকটি গিয়ে উযু করে ফিরে আসলে তিনি আবারও তাকে বললেন, "যাও, উযু করে এসো!" এবারও লোকটি গিয়ে উযু করে ফিরে আসল। এ সময় এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এমন কী হল যে, আপনি তাকে উযু করতে নির্দেশ দিচ্ছেন? তিনি জবাব দিলেন, "লোকটি টাখনুর নিচে ইযার ঝুলিয়ে নামায পড়ছিল। আর আল্লাহ তা'আলা এমন কোনো ব্যক্তির নামায কবূল করেন না, যে টাখনুর নিচে তার ইযার ঝুলিয়ে পরিধান করে।"[৭৪]

খ. জামার হাত বা আস্তিনের দৈর্ঘ্য

পুরুষের জামার হাত বা আস্তিন পুরো বা অর্ধেক- দুটিই হতে পারে। তবে তা আঙ্গুলের মাথা পর্যন্ত বা আরো সামান্য আগ পর্যন্ত বিস্তৃত করা উত্তম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরো হাতাবিশিষ্ট জামা পরিধান

---

৭২. এ কথার মর্ম হল: আল্লাহ তা'আলার কৃত হালাল ও হারামের প্রতি তার কোন ঈমান নেই। ইমাম নববী (রাহ.)-এর মতে, এর মর্ম হলো- برئ من الله وفارق دينه. "সে আল্লাহর সাথে সম্পর্কহীন হয়ে পড়েছে এবং তাঁর দীন ত্যাগ করেছে।" (মানাভী, *ফায়যুল কাদীর*, খ. ৬, পৃ. ৬৮)

৭৩. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, অধ্যায়: আস-সালাত, পরিচ্ছেদ: আল-ইসবাল ফিস সালাত, হা. নং: ৬৩৭

৭৪. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, অধ্যায়: আস-সালাত, পরিচ্ছেদ: আল-ইসবাল ফিস সালাত, হা. নং: ৬৩৮

www.pathagar.org

করতেন। তদুপরি পুরুষের আস্তিন সুসমাঞ্জস্যপূর্ণভাবে প্রশস্ত হওয়া উচিত, যাতে গরমে কিংবা ঠাণ্ডায় হাতে কষ্ট অনুভব না হয় এবং হাত নড়াচড়া করতে বা কোন কিছু ধরতে অসুবিধা না হয়।[৭৫]

মার্জিত ও উন্নত পোশাক পরা

ক. সুন্দর, উন্নত ও রুচিশীল পোশাক পরা

এতে কোন দ্বিমত নেই যে, সুন্দর ও রুচিশীল যে কোন কাপড় পরা বৈধ, মুস্তাহাবও বটে; যদি না তা শরী'আতে অন্য কোন কারণে নিষিদ্ধ হয়। অপর দিকে কোন শার'ঈ 'ওযর ছাড়া মোটা ও নিম্ন মানের কাপড় পরা উচিত নয়; মাকরূহও বটে। সামর্থ্যবান লোকেরা অহংকার ও বড় মানুষী প্রকাশের উদ্দেশ্য ছাড়াই কেবল আল্লাহর নিয়ামতের নিদর্শনস্বরূপ উন্নতমানের কাপড় পরবে। অন্যথায় কার্পণ্য প্রকাশ পাবে এবং নিয়ামতের না-শুকরী হবে। হযরত আবুল আহওয়াস (রা.) তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: একবার আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট আসলাম, সে সময়ে আমার পরনে মামুলী ধরনের কাপড় ছিল। তখন তিনি আমাকে বললেন: তোমার কোন সম্পদ আছে কি? আমি বললাম: হ্যাঁ, আছে। এবার জিজ্ঞেস করলেন: কী সম্পদ আছে ? আমি বললাম: সব ধরনের সম্পদই আছে। আল্লাহ তা'আলা আমাকে উট, গরু, ছাগল, ঘোড়া এবং গোলাম প্রভৃতি দান করেছেন। তখন তিনি বললেন:

فَإِذَا آتَاكَ اللهُ مَالًا فَلْيُرَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللهِ عَلَيْكَ وَكَرَامَتِهِ

"আল্লাহ তা'আলা যখন তোমাকে ধন-সম্পদ দান করেছেন, কাজেই আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামত ও তাঁর অনুগ্রহের নিদর্শন তোমার মধ্যে পরিলক্ষিত হওয়া উচিত।"[৭৬]

আবূ রজা' থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার 'ইমরান ইবনু হুছায়ন (রা.) রেশমী পাড়ের কাপড়[৭৭] পরে আমাদের সামনে এসে বললেন: রাসূলুল্লাহ

---

৭৫. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩২৯-৩৩০

৭৬. নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ.২, পৃ. ২৯০; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ.২, পৃ. ৫৬২
হাদীসটি সামান্য শব্দগত পরিবর্তনসহ মুসনাদ আহমাদ (৪/১৩৭)-এর মধ্যেও বর্ণিত রয়েছে।

৭৭. মূলত কাপড়টি পশমী ছিল; কিন্তু তার ডোরা বা ঝালরটি ছিল রেশমের। আর এ পরিমাণ রেশম ব্যবহার করা মুবাহ।

www.pathagar.org

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

مَنْ أَنْعَمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ أَنْ يُرَى أَثَرُ نِعْمَتِهِ عَلَى عَبْدِهِ

"আল্লাহ তা'আলা যাকে কোন নিয়ামত দান করেন নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন যে, যেন তাঁর দেওয়া সে নিয়ামতের নিদর্শন তাঁর বান্দাহর মধ্যে পরিলক্ষিত হয়।"[৭৮]

শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহ.) বলেন: ''যে ব্যক্তি আল্লাহ প্রদত্ত নিয়ামতের নিদর্শন প্রকাশার্থে কিংবা আল্লাহর বন্দেগীতে সাহায্য পাবার উদ্দেশ্যে সুন্দর কাপড় পরবে, সে পুরস্কৃত হবে।"[৭৯]

তবে কেউ যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কার্পণ্য ছাড়া কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিনয় ও নম্রতাস্বরূপ উত্তম ও দামী পোশাক পরা পরিহার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে কিয়ামাতের দিন বিশেষ মর্যাদার পোশাক পরাবেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

مَنْ تَرَكَ اللِّبَاسَ تَوَاضُعًا لِلهِ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ دَعَاهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رُءُوسِ الْخَلَائِقِ حَتَّى يُخَيِّرَهُ مِنْ أَيِّ حُلَلِ الْإِيمَانِ شَاءَ يَلْبَسُهَا .

"যে ব্যক্তি সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বিনয়-নম্রতাস্বরূপ উত্তম পোশাক পরিহার করে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির ওপর প্রাধান্য দিয়ে তাকে আহবান করবেন। এমন কি ঈমানের পোশাকসমূহ থেকে যেটি ইচ্ছে তা-ই তাকে পরার ইখতিয়ার দেয়া হবে।"[৮০]

অন্য হাদীসে তিনি বলেছেন,

مَنْ تَرَكَ لُبْسَ ثَوْبِ جَمَالٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهِ قَالَ بِشْرٌ أَحْسِبُهُ قَالَ تَوَاضُعًا كَسَاهُ اللهُ حُلَّةَ الْكَرَامَةِ .

"যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও সৌন্দর্যের পোশাক পরিহার করে, আল্লাহ তা'আলা তাকে মর্যাদার পোশাক পরাবেন।"[৮১]

---

৭৮. আহমাদ, ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ*, (বৈরূতঃ দারুল ফিকর, তা. বি.), খ. ৪, পৃ. ৪৩৮
৭৯. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ২২, পৃ. ১৩৮-১৩৯
৮০. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, তা.বি., খ. ২, পৃ. ৭৫
৮১. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৬৫৯

www.pathagar.org

অন্য আর একটি হাদীসে তিনি বলেছেন, إِنَّ الْبَذَاذَةَ مِنَ الْإِيمَانِ. "বিনয়সূচক সাদাসিধে পোশাক পরিধান করা ঈমানেরই অংশ।"[৮২]

কিন্তু কেউ যদি সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অতি ধার্মিকতা মনে করে সুন্দর ও উন্নত পোশাক পরা ছেড়ে দেয়, তাহলে সে অবশ্যই ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত। কারণ, এটা শারী'আতের দাবী নয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ﴾

"আপনি বলুন, আল্লাহর সাজসজ্জাকে যা তিনি বান্দাহদের জন্য সৃষ্টি করেছেন কে হারাম করেছে?"[৮৩]

এ আয়াতে সেসব লোককে হুশিয়ার করে দেয়া হয়েছে, যারা 'ইবাদাতে বাড়াবাড়ি করে এবং স্বকল্পিত সংকীর্ণতা সৃষ্টি করে আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক হালালকৃত বস্তুসমূহ থেকে বিরত থাকাকে 'ইবাদাত মনে করে। এ ধরনের লোকদেরকে এখানে শাসিয়ে বলা হয়েছে যে, বান্দাহদের জন্য সৃজিত আল্লাহর زينت অর্থাৎ উত্তম পোশাককে কে হারাম করেছে? কোন বস্তু হালাল বা হারাম করা একমাত্র সেই সত্তারই কাজ যিনি এসব বস্তু সৃষ্টি করেছেন। এতে অন্যের হস্তক্ষেপ বৈধ নয়। সঙ্গতি থাকা সত্ত্বেও উত্তম পোশাক বর্জন করা এবং জীর্ণাবস্থায় থাকা ইসলামের শিক্ষা নয়। হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خرجنا مع رسول الله لى الله عليه و سلم في بعض مغازيه فخرج رجل في ثوبين منخرقين يريد أن يسوق بالإبل فقال له رسول الله لى الله عليه و سلم : ما له ثوبان غير هذا ؟ قيل : إن في عيبته ثوبين جديدين قال : إيتوني بعيبته ففتحها فإذا فيها ثوبان فقال للرجل : خذ هذين فالبسهما و الق المنخرقين ففعل..

"একবার আমরা এক যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বের হই। এ সময় এক ব্যক্তি দুটি ছেঁড়া কাপড় (ইযার ও জামা) পরে আসল। তার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের উটগুলো পরিচালনা করা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে বললেন, তার কি এ দুটি

৮২. আবূ দাউদ *প্রাগুক্ত*, হা.নং: ৪১৬১, ইবুন মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ৪১১৮
৮৩. আল-কুর'আন, ৭ (আল-আ'রাফ): ৩২

www.pathagar.org

> কাপড় ছাড়া অন্য কাপড় নেই? জবাব দেয়া হল, তার থলের মধ্যে দুটি নতুন কাপড় রয়েছে। তিনি বললেন, তার থলেটি আমার কাছে নিয়ে এসো। তিনি থলেটি খুলে দেখতে পেলেন, সেখানে দুটি কাপড় রয়েছে। এরপর তিনি লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, এ কাপড় দু'টি নিয়ে পরিধান কর এবং ছেঁড়া কাপড়দুটি ফেলে দাও। লোকটি তাই করল। .."[৮৪]

এ হাদীস থেকে জানা যায়, প্রত্যেক অবস্থাপন্ন ব্যক্তির উচিত, নিজের আর্থিক অবস্থার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও রুচিশীল পোশাক পরিধান করা।

পূর্ববর্তী মনীষীদের অনেককেই আল্লাহ তা'আলা আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য দান করেছিলেন। তাঁরা প্রায়ই উৎকৃষ্ট ও মূল্যবান পোশাক পরতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও যখন সঙ্গতি প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তখন উৎকৃষ্টতর পোশাকও অঙ্গে ধারণ করেছিলেন। এক হাদীসে আছে, একবার যখন তিনি বাড়ীর বাইরে আসেন, তখন তাঁর গায়ে এমন চাদর শোভা পাচ্ছিল, যার মূল্য ছিল এক হাজার দিরহাম।[৮৫] অন্য এক হাদীসে রয়েছে, তিনি দু হাজার দীনার মূল্যের রোমীয় জুব্বাও পরিধান করেছিলেন। বর্ণিত আছে, ইমাম আবূ হানীফাহ (রাহ.) চারশ' গিনি মূল্যের চাদর ব্যবহার করেছেন। এমনিভাবে ইমাম মালিক (রাহ.) সব সময় উত্তম পোশাক পরতেন। তাঁর জন্যে জনৈক বিত্তশালী সারা বছরের জন্যে ৩৬০ জোড়া পোশাক নিজের দায়িত্বে গ্রহণ করেছিলেন। যে জোড়া তিনি একবার ব্যবহার করতেন, দ্বিতীয়বার তা ব্যবহার করতেন না। মাত্র একবার ব্যবহার করেই কোন দরিদ্র ছাত্রকে দিয়ে দিতেন।[৮৬]

এখানে উল্লেখ্য যে, ধর্মীয় মর্যাদাসম্পন্ন 'আলিম ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যেহেতু দীনের ধারক ও বাহক এবং তাঁদের দায়িত্ব হলো, উম্মাতের লোকদেরকে নিজেদের কথার মাধ্যমে, 'আমল-আখলাক ও আচার-ব্যবহারের মাধ্যমে দীনের শিক্ষা দান করা ও পরিশুদ্ধ করা, সেহেতু তাঁদের উচিত, দীনের শান-মর্যাদা ও 'ইলমের গুরু-গাম্ভীর্য রক্ষার খাতিরে এ ধরনের পোশাক পরিধান করা, যাতে তাঁদের ধর্মীয় পরিচিতি ও ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠে। এ কারণে তাঁদের পোশাক সাধ্যমতো অতি পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি, উত্তম ও প্রশস্ত হওয়া দরকার। তবে শর্ত

---

৮৪. হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৭৩৬৯
হাকিম (রাহ.) বলেন, এটি ইমাম মুসলিম (রাহ.)-এর শর্তে উত্তীর্ণ একটি সহীহ হাদীস।
৮৫. যায়লা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৮, পৃ.৩৮৪
৮৬. শফী', *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৩

www.pathagar.org

হলো, এতে ধর্মীয় অহমিকাবোধ, আত্মম্ভরিতা ও প্রদর্শনেচ্ছা সৃষ্টি হতে পারবে না।[৮৭]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও পূর্ববর্তী মনীষীদের মধ্যে হযরত 'উমার (রা.) এবং আরো কয়েকজন সাহাবী থেকে মামুলী কিংবা তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করার কথাও বর্ণিত রয়েছে।[৮৮] এর কারণ ছিল- প্রথমত, তাঁদের হাতে যে ধন-সম্পদ আসতো তা প্রায়ই ফকীর-মিসকীন ও দীনী কাজে ব্যয় করে

---

৮৭. মালিকী ও হাম্বলী ইমামগণের মতে- সাধারণ্যে প্রচলিত কাপড়ের চাইতে 'আলিমগণের পোশাক অতি ঢোলাঢালা হওয়া, নিসফে সাক থেকে লম্বা হওয়া ও জামার আস্তিন দীর্ঘ হওয়া মাকরূহ। কারণ এতে কাপড়ের অপচয় হয়। (*আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রাগুক্ত, খ. ৬, পৃ. ১৪১; ইবনুল হাজ্জ, *আল-মাদখল*, খ. ১, পৃ. ১২৪, ১২৯ ও ১৩৫)
'আলিমগণের জন্য 'আলিমসমাজে প্রচলিত পোশাক পরিধান করতে কোন অসুবিধা নেই; বরং ধর্মীয় পরিচিতি ও ব্যক্তিত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যে 'আলিমগণের পোশাক পরলে তাতে ছওয়াবও পাওয়া যাবে। বর্ণিত রয়েছে, একদা বিখ্যাত ফাকীহ হযরত ইয্য ইবনু আবদুস সালাম (রাহ.) মক্কা শরীফে হজ্জের সময় সুফীদের পোশাক পরেছিলেন। এ সময় তিনি লোকদেরকে ন্যায়ের আদেশ ও অন্যায় থেকে বারণ করতে প্রবৃত্ত হলে লোকেরা তাঁকে অবজ্ঞা করল এবং তাঁকে বলল: এটা তোমার কাজ নয়; 'আলিমগণই কেবল এটা করতে পারেন। পরে যখন তিনি 'আলিমগণের সুপ্রশস্ত 'আবা ও চাদর পরিধান করলেন, তখন দেখা গেল, লোকেরা ঠিকই তাঁর কথা মেনে চলছে ও নির্দেশ পালন করছে। এ ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, অহমিকা দূর করার উদ্দেশ্যে নিম্নমানের কাপড় পরার চাইতে ধর্মীয় পরিচিতি রক্ষার উদ্দেশ্যে আলিমগণের জন্য তাদের প্রচলিত পোশাক পরা অধিকতর শ্রেয়। তবে এ নির্দিষ্ট পোশাক একমাত্র সুন্নাতী লিবাস হওয়ার কারণে পরবে না; বরং উপর্যুক্ত মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে পরবে। এ উদ্দেশ্যে পরলে ছওয়াবও পাওয়া যাবে।

৮৮. যেমন আবূ বুরদাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَأَخْرَجَتْ إِلَيْنَا إِزَارًا غَلِيظًا مِمَّا يُصْنَعُ بِالْيَمَنِ وَكِسَاءً مِنَ الَّتِي يُسَمُّونَهَا الْمُلَبَّدَةَ – قَالَ – فَأَقْسَمَتْ بِاللَّهِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– قُبِضَ فِي هَذَيْنِ الثَّوْبَيْنِ.

''আমি উম্মুল মু'মিনীন 'আয়িশা (রা.)-এর নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে মোটা কাপড়ের একটি ইয়ামানী ইযার এবং তালিযুক্ত একটি বড় চাদর বের করলেন, যাকে তাঁরা 'মুলাব্বাদাহ' (পরস্পর তালিযুক্ত) নামে অভিহিত করতো। এরপর তিনি আল্লাহ তা'আলার নামে শপথ করে বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দুটি কাপড় পরিহিত অবস্থায় ইন্তিকাল করেছেন। (বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ২৯৪১; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ৫৫৬৩)
আনাস ইবনু মালিক (রা.) বলেন,

رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ وَقَدْ رَقَعَ بَيْنَ كَتِفَيْهِ بِرِقَاعٍ ثَلاَثٍ لَبَّدَ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ

''আমি 'উমার (রা.)কে দেখেছি, তিনি তাঁর (জামার) দু কাঁধের মাঝে তিন তিনটি তালি লাগিয়েছেন। তন্মধ্যে একটি অপরটির সাথে সংযুক্ত। ঐ সময় তিনি মাদীনার আমীর (অর্থাৎ আমীরুল মু'মিনীন ছিলেন।" (মালিক, *মুওয়াত্তা*, [কিতাবুল লিবাস], হা. নং: ৩৪০০)

www.pathagar.org

ফেলতেন। নিজের জন্য এমন কিছুই অবশিষ্ট থাকতো না, যা দিয়ে উত্তম পোশাক নিতে পারতেন। দ্বিতীয়ত, তাঁরা ছিলেন সবার অনুসৃত। সাদাসিধে ও সস্তা পোশাক পরে অন্যান্য শাসনকর্তাকে শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য ছিল, যাতে সাধারণ দরিদ্র ও ফকীরদের ওপর তাঁদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের প্রভাব না পড়ে।

পোশাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবী ও তাবি'ঈ (রা.)গণের সুন্নাতের সারকথা হলো এই যে, এ ব্যাপারে লৌকিকতা পরিহার করতে হবে। যেরূপ পোশাক সহজ লভ্য তা-ই কৃতজ্ঞতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। মোটা ও কম দামী কাপড় জুটলে যে কোন উপায়ে, এমন কি কর্জ করে হলেও উৎকৃষ্টটি অর্জনের জন্য চেষ্টিত হবে না। তদ্রূপ উৎকৃষ্ট পোশাক জুটলে তাকে জেনে শুনে খারাপ মনে করবে না অথবা তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে না। উৎকৃষ্ট পোশাকের পেছনে লেগে থাকা যেমন লৌকিকতা, তেমনি উৎকৃষ্টকে খারাপ মনে করা কিংবা তা বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করাও নিন্দনীয় লৌকিকতা।

খ. সূফীদের গুদড়ী পরা

গুদড়ী সূফীদের বহু তালিযুক্ত পুরানো মামূলী জুব্বা। তাঁদের অনেকের মতে, এ ধরনের কাপড় পরিধান করা সুন্নাত। হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে উদ্দেশ্য করে বললেন:

لَا تَسْتَخْلِقِي ثَوْبًا حَتَّى تُرَقِّعِيهِ

"হে 'আয়িশা, কাপড়কে পুরাতন মনে করো না, যতক্ষণ না তাতে তালি লাগিয়ে পরিধান করবে।"[৮৯]

হযরত 'উমার (রা.)-এর কাপড়ে ত্রিশ-ত্রিশটি তালি লাগানো থাকত। তিনি বলতেন, যে কাপড়ের মূল্য যত কম, সে কাপড় ততোই উত্তম। হযরত হাসান বাসরী (রাহ.) বলেন, আমি হযরত সালমান ফারসী (রা.)কে তালি লাগানো কাপড় পরতে দেখেছি। হযরত হাসান বাসরী, মালিক ইবন দীনার ও সুফইয়ান ছাওরী (রাহ.) প্রমুখ তালিযুক্ত গুদড়ী পরিধান করতেন। হযরত ইবরাহীম ইবন আদহাম (রাহ.)ও তালিযুক্ত পশমী কাপড় পরিধান করতেন। উপর্যুক্ত হাদীস ও

---

৮৯. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত* (লিবাস), হাদীস নং: ১৭০২
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন: "হাদীসটি গারীব। সালিহ ইবনু হাসসানের সূত্র ছাড়া অন্য কোন সূত্রে হাদীসটি আমি পাইনি। উপরন্তু, আমি বর্ণনাকারী মুহাম্মাদকে তাঁর সম্পর্কে এ মন্তব্য করতে শুনেছি যে, তিনি হলেন একজন 'মুনকারুল হাদীস' অর্থাৎ দুর্বল ও ভিত্তিহীন হাদীস বর্ণনাকারী।"

www.pathagar.org

সূফীগণের জীবনের বাস্তব উদাহরণ ছাড়াও তাঁদের নীতি নিম্নলিখিত হাদীসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"যে ব্যক্তি অন্য জাতির বেশ-ভূষা গ্রহণ করে, সে তাদের মধ্যে পরিগণিত হয়।"

যেহেতু আল্লাহর প্রিয় বান্দাহদের অধিকাংশই ছেঁড়া-ফাটা ও তালিযুক্ত পোশাক পরিধান করতেন, সেহেতু আল্লাহর বান্দাহদের কর্তব্য তাঁদের অনুসরণ করা এবং এটাই সত্যের নিকটবর্তী হওয়ার পন্থা।[৯০]

আমরা মনে করি, তাসাউফ বা ধর্মনিষ্ঠতা কোন বিশেষ পোশাকের ওপর নির্ভরশীল নয়; বরং এর ভিত্তি হল মানুষের আমল এবং তার অন্তরের অবস্থা। যিনি প্রকৃতই সূফী এবং তারীকাতের বিশেষ মাকামে উপনীত, তাঁর আমীরানা পোশাকও গরীবানা বা সাধারণ পোশাকে পরিণত হয়। অপরদিকে যার আমল ও অন্তর বিশুদ্ধ নয়, তার গুদড়ীই কিয়ামাতের দিন তার জন্য অনিষ্ট ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। হযরত দাতা গঞ্জেবখ্শ [৪০০-৪৬৫ হি.] (রাহ.) গুদড়ী পরিধানকারীদেরকে সম্বোধন করে বলেন:

> "হে গুদড়ী পরিধানকারী, তোমার যদি উদ্দেশ্য এই হয় যে, ঐ পোশাকের মাধ্যমে আল্লাহ তোমাকে চিনবেন, তবে মনে রেখ, এ পোশাক ব্যতীতও আল্লাহ তা'আলা তোমাকে চিনতে পারবেন। যদি তোমার এ উদ্দেশ্য হয় যে, এ পোশাক দেখে লোকে তোমাকে আল্লাহর ওলী বলবে, তাহলে তুমি দুটি অবস্থার যে কোন একটি অবস্থার মধ্যে পতিত হবে। যদি তুমি সত্যিকার ওলী হও, তবে এর প্রকাশ তোমার জন্য রিয়ায় পরিণত হবে। আর যদি ওলী না হও তবে তা হবে তোমার জন্য মুনাফিকী।"[৯১]

দ্বিতীয়ত পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, পোশাক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সাহাবী ও তাবি'ঈ (রা.)গণের সুন্নাতের সারকথা হলো, যেরূপ পোশাক সহজ লভ্য তা-ই কৃতজ্ঞতার সাথে ব্যবহার করতে হবে। মোটা ও কম দামী কাপড় জুটলে যেমন তা পরবে, তেমনি উৎকৃষ্ট পোশাক জুটলে তাকে জেনে শুনে খারাপ মনে করবে না অথবা তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকবে না। উৎকৃষ্ট পোশাকের পেছনে লেগে থাকা যেমন নিন্দনীয়, তেমনি উৎকৃষ্টকে খারাপ মনে করা কিংবা তা বাদ দিয়ে নিকৃষ্ট বস্তু ব্যবহার করাও নিন্দনীয়। হযরত

---

৯০. হযরত দাতা গঞ্জেবখ্শ, *কাশফুল মাহজূব* (অনু.: মুহাম্মাদ সিরাজুল হক, মারেফাতের মর্মকথা), ঢাকা: ইসলামিয়া কোরান মহল, ১৯৯৯, পৃ. ৫২-৩

৯১. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪

www.pathagar.org

দাতা গঞ্জেবখ্শ (রাহ.) বলেনঃ

> "আমি যখন যা সহজলভ্য, তা-ই পরিধান করে থাকি। যখন কাবা[৯২] পাই, তখন তা পরিধান করি, আবার যখন গুদড়ী পাই তখন তাও পরিধান করি। .. বরং সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা হল, কোন কিছুই স্বভাবে পরিণত না করা। কারণ, স্বভাবসিদ্ধ বস্তু মানুষের প্রিয় হয়ে থাকে এবং এটা তার ধর্মের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। .. আমার পীর শায়খ আবুল ফদল মুহাম্মদ ইবন হাসান খাত্তালী (রাহ.)-এরও এ নীতি ছিল। তিনি সূফীদের পোশাক থেকে দূরে থাকতেন। তিনি যা পেতেন, তা পরিধান করতেন।..."[৯৩]

উল্লেখ্য যে, খ্যাতি লাভ করার উদ্দেশ্যে যে কোন ধরনের কাপড় পরা মাকরূহ। যে কোন বস্ত্র, যে কোন ডিজাইন বা যে কোন রঙের কাপড় স্থায়ীভাবে পরিধান করলে তাতে খ্যাতি অর্জিত হয়। আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (রাহ.) বলেনঃ একবার ছাল্ত নামক এক দরবেশ পশমের জুব্বা, ইযার ও পাগড়ী পরে বিখ্যাত তাবি'ঈ মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (রাহ.)-এর দরবারে প্রবেশ করলেন। মুহাম্মাদ ইবনু সিরীন (রাহ.) তাঁর এ পোশাক দেখে অত্যন্ত অপছন্দ করলেন এবং বললেনঃ আমার ধারণা, কিছু লোক পশমী কাপড় পরিধান করে এবং দলীল হিসেবে পেশ করে যে, হযরত 'ঈসা (আলাইহিস সালাম)ও এ কাপড় পরিধান করেছিলেন।[৯৪] অথচ বিশ্বস্ত রাবীগণ আমাকে বর্ণনা করেছেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লিনেন, তুলা, কার্পাস ও পশমের কাপড়ের মধ্যে যখন যা জুটেছে তা-ই পরিধান করেছেন। আর আমাদের রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাতই আমাদের জন্য অধিক অনুসরণের উপযোগী।"[৯৫]

তদুপরি, ইসলামে কোন প্রিস্টহুড বা পুরোহিত তন্ত্র নেই। কাজেই ইয়াহুদী ধর্মগুরু রাব্বী, খ্রিস্টান পাদ্রী বা ফাদার-ব্রাদার-সিস্টার, হিন্দু ধর্মগুরু মোহান্ত-পুরুত-ঠাকুর, বৌদ্ধ ভিক্ষু বা বাউলদের ন্যায় কোন নির্ধারিত ধর্মীয় পোশাক ইসলামে নেই। পীর-ফকীর, আউলিয়া-দরবেশ, ইমাম-মুয়াযযিন, ফাকীহ-আলিম, মুফাস্সির-মুহাদ্দিস, মুফতী-উস্তাদ কারো জন্য নির্ধারিত বা সুনির্দিষ্ট

---

৯২. কাবাঃ আলখাল্লা জাতীয় ঢিলেঢালা পোশাক বিশেষ, যা কামীস বা অন্য কোন কাপড়ের ওপর পরিধান করা হয়।

৯৩. হযরত দাতা গঞ্জেবখ্শ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫-৫৬

৯৪. অর্থাৎ তারা মনে করে যে, সব সময় পশমী কাপড় পরাই শ্রেয়। এ কারণে তারা সর্বদা পশমী কাপড় তালাশ করতে থাকে এবং অন্য কোন কাপড় পরা থেকে নিজেদেরকে বারণ করে। তদুপরি তারা সর্বদা একই ধরনের পোশাক পরার জন্য সচেষ্ট থাকে, যা লঙ্ঘন করাকে তারা অন্যায় মনে করে।

৯৫. ইবনুল কাইয়্যিম, *যাদুল মা'আদ*, খ. ১, পৃ. ১৪৩

www.pathagar.org

পোশাক ইসলামে নেই বা তেমনটা দাঁড় করানোর সুযোগও শারী'আত দেয়নি। পোশাকের ভিন্নতার মাধ্যমে ধর্মবেত্তা ও সাধারণ মানুষকে দুভাগে ভাগ করে মুসলিম উম্মাহর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টির সামান্যতম সুযোগও দেয়নি ইসলামী শারী'আহ। সুতরাং সুফী-দরবেশ ও আলিমদের পোশাক বলে আলাদা কোন পোশাক ইসলামে নেই।

গ. জুমু'আবার ও 'ঈদের দিনসমূহে সুন্দর ও উন্নত পোশাক পরা

জুমু'আবার ও 'ঈদের দিনসমূহে সুন্দর কাপড় পরা মুস্তাহাব। সামর্থ্য থাকলে এ দিনসমূহে সুন্দর ও উত্তম পোশাক পরিহার করা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দিনগুলোতে তাঁর উত্তম কাপড়সমূহ পরিধান করতেন। হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু 'ঈদে 'হিবারাহ' অর্থাৎ বিভিন্ন রঙের ডোরাকাটা চাদর পরতেন।[৯৬] জাবির (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু 'ঈদে ও জুমু'আয় পাগড়ী বাঁধতেন ও লাল চাদর পরতেন।[৯৭] তাঁর অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি জুব্বা ছিল। এটা তিনি দু 'ঈদে ও জুমু'আবারে পরতেন।[৯৮]

আবুল ফারাজ (রাহ.) বলেন: পূর্বসূরী 'আলিমগণ মধ্যম মানের কাপড় পরতেন, বেশি উন্নতও নয়, বেশি নীচ মানেরও নয়। তাঁরা 'ঈদ, জুমু'আ ও মুলাকাতের জন্য মধ্যম মানের কাপড়সমূহের মধ্যে উত্তম ও সেরাটিই বেছে নিতেন।[৯৯]

ঘ. সাধারণ পোশাক ও বেশভূষা ইখতিয়ার করা

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সুন্দর ও উন্নত বেশভূষা পরিত্যাগ করত সাধারণ পোশাক ও বেশভূষা ধারণ করে স্বাভাবিক চলাফেরা করা মুবাহ এবং সচরাচর তা-ই করা হয়ে থাকে। কিন্তু এমন কিছু কিছু অবস্থাও আছে, যাতে সাধারণ বেশভূষা ধারণ করা ওয়াজিবে পরিণত হয়, আবার কখনো সুন্নাত বা মুস্তাহাব, আবার কখনো বা মাকরূহও হয়ে থাকে। নিম্নে এ ধরনের অবস্থাসমূহ উল্লেখ করা হল:

ওয়াজিব: স্বামীর মৃত্যুতে শোক পালনের সময় স্ত্রীর জন্য সাধারণ বেশভূষা ধারণ করা ওয়াজিব। এ অবস্থায় কোনরূপ সাজসজ্জা করা তার জন্য জায়িয নেই।

---

৯৬. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ২, পৃ. ৩৭০
৯৭. আল বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৩, পৃ. ২৮০
৯৮. ইবনু খুযায়মাহ, *আস-সাহীহ*, খ. ৩, পৃ. ১৩২
৯৯. *আল-মাওসু'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ১৩৯

www.pathagar.org

এসময় সে সুগন্ধি, অলঙ্কার, সুরমা ও তেল প্রভৃতির ব্যবহার এবং কারুকার্যকৃত ও ঝলমলে রঙিন কাপড় পরিধান পরিহার করবে। চূড়ান্তরূপে তালাকপ্রাপ্তা মহিলাদের জন্যও ইদ্দত পালনকালীন সময়ে সাধারণ বেশভূষা গ্রহণ করা ওয়াজিব।

সুন্নাত: ইস্তিস্কা'র সময় সাধারণ বেশভূষা ধারণ করা সুন্নাত। এ সময়ে লোকেরা নিত্য ব্যবহার্য সাধারণ পোশাক পরে অতিশয় বিনয় ও নম্রতার সাথে মাঠে বের হবে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইস্তিস্কা'র উদ্দেশ্যে সাধারণ পোশাক পরে অতিশয় বিনীত ও নম্রভাবে বের হয়ে নামাযগাহে আসলেন।"[১০০]

মাকরূহ: জুমু'আ ও 'ঈদের দিনসমূহে সাধারণ বেশভূষা অবলম্বন করা মাকরূহ। এ দিনসমূহে সাধ্যমতো সাজসজ্জা করা মুস্তাহাব। এ দিনসমূহে গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মিসওয়াক করা, কাপড় পরা, চুল ছাটা ও আঁচড়ানো, নখ কাটা, বগল ও নাভীর নিচের কেশ পরিষ্কার করা এবং সাদা চুলে মেহেদীর খিযাব ব্যবহার করা প্রভৃতি সওয়াবের কাজ। এ প্রসঙ্গে অনেক হাদীস রয়েছে।[১০১] উপর্যুক্ত বিধানটি কেবল পুরুষদের জন্য। মহিলারা যদি জুমু'আ ও ঈদে উপস্থিত হতে চায়, তবে তারা কেবল পরিষ্কার-পরিচ্ছনতার প্রতি গুরুত্ব দেবে। কোনরূপ সুগন্ধি ব্যবহার করবে না।

তাছাড়া কোন মজলিসে উপস্থিত হওয়ার জন্য কিংবা লোকদের সাথে সাক্ষাতের সময় ভাল ও সুন্দর কাপড় পরা এবং প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা করাও মুস্তাহাব। এসময় সাধারণ ও নিত্য ব্যবহার্য বেশভূষা ধারণ করা কাম্য নয়; বরং মাকরূহ।

---

১০০. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, বাব: সালাতুল ইস্তিসকা', হা. নং: ১, খ. ২, পৃ. ৩৫৮

১০১. এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ وَمَسَّ مِنْ طِيبٍ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلَمْ يَتَخَطَّ أَعْنَاقَ النَّاسِ ثُمَّ صَلَّى مَا كَتَبَ اللهُ لَهُ ثُمَّ أَنْصَتَ إِذَا خَرَجَ إِمَامُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ جُمُعَتِهِ الَّتِي قَبْلَهَا.

"যে ব্যক্তি জুমু'আবার গোসল করল, অধিকতর সুন্দর কাপড় পরল এবং আতর ব্যবহার করল যদি তা তার কাছে থাকে, অতঃপর জুমু'আয় আসল এবং কোনরূপ মানুষের ঘাড় না ডিঙিয়ে বিধিবদ্ধ নামায আদায় করল এবং ইমাম আসার পর থেকে চুপ মেরে বসে থাকল এবং এভাবে পুরো নামায শেষ করল, তাহলে তার এ 'আমল এ জুমু'আ এবং পরবর্তী জুমু'আর মধ্যবর্তী সকল ভুল-ত্রুটির জন্য কাফ্ফারা হবে।" (আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, বাব: আল-গুসল ইয়াওমুল জুমু'আহ, হা. নং: ৩৪৩)

www.pathagar.org

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পর একে অপরের কাছে যাওয়ার জন্য সাজসজ্জা করাও মুস্তাহাব। নিত্য ব্যবহার্য বেশভূষা নিয়ে একে অপরের কাছে গমন করা মাকরূহ। ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) স্ত্রীর কাছে যাওয়ার জন্যও উত্তম কাপড় পরতেন। তিনি বলতেন: আমার বিবিদের উদ্দেশ্যে আমি সাজসজ্জা করি, যাতে অন্য কারো প্রতি তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট না হয়।

নামাযের মধ্যেও ব্যবহারের নিতান্ত সাধারণ পোশাক পরা মাকরূহ। একাকী অবস্থায় হোক কিংবা জামাতের সাথে, ইমাম হোক কিংবা মুক্তাদী- সর্বাবস্থায় নামাযীদের জন্য এ ধরনের পোশাক পরা মোটেই উচিত নয়। সুন্দর ও ভাল কাপড় পরে নামায আদায় করা মুস্তাহাব।[১০২] নামাযের মাধ্যমে বান্দা মূলত আল্লাহ তা'আলার সাথে মুনাজাত বা আলাপে রত হয়ে থাকে। এ জন্য বান্দার উচিত, আল্লাহর সামনে উত্তম ও সুন্দর পোশাক পরিধান করে হাজির হওয়া। হযরত হাসান ইবনু 'আলী (রাহ.) সর্বদা নামাযের সময় উত্তম পোশাক পরতেন। তিনি বলতেন: আল্লাহ তা'আলা সৌন্দর্য পছন্দ করেন। তাই আমি আমার রাব্বের সামনে সুন্দর পোশাক পরে হাজির হই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ .

"হে বনী আদম! তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় তোমাদের সাজসজ্জা গ্রহণ কর।"[১০৩]

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, নামাযের সময় সামর্থ্য অনুযায়ী সুন্দর ও উত্তম পোশাক পরিধান করা প্রয়োজন। আমরা অনেকেই ঘরে নামায পড়ার সময় একেবারে সাধারণ কাপড় পরে নামায পড়ে থাকি। কখনো বা আবার খালি গায়ের ওপর একখণ্ড গামছা বা চাদর জড়িয়েও নামায পড়ি। আবার কখনো বা এমন কাপড় পরে নামায পড়ি, যা পরে কারো সামনে যেতে লজ্জা বোধ করি। এরূপ করা মোটেই সমীচীন নয়।

বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, নামাযের সময় শরীরের নিম্নাংশের জন্য ইযার বা পায়জামা, উর্ধ্বাংশের জন্য কামীস (জামা) এবং মাথা আবৃত করার জন্য টুপি পরিধান করা শ্রেয়; জুব্বা ও পাগড়ি পরিধান করাও ভাল, বিশেষত জুমু'আ ও 'ঈদের নামাযের জন্য।

---

১০২. যায়লা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, বাব: মা ইয়ুফ্সিদুস সালাতা...
১০৩. আল-কুর'আন, ৭ (আল-আ'রাফ): ৩১

www.pathagar.org

নিষিদ্ধ পোশাক ও ডিজাইন

ক. মিহি কাপড় পরা

এ ধরনের পাতলা ও মিহি কাপড় পরা জায়িয নেই, যা পরলে লজ্জাস্থান দেখা যায়, চামড়ার সাদা, কিংবা লাল বা কাল রঙ প্রকাশ পায়। এ ধরনের কাপড় পরে নামায পড়লে সহীহ হবে না। তদ্রূপ এ ধরনের পাতলা কাপড় ব্যবহার করাও মাকরূহ, যা পরলে গুপ্তাঙ্গ দেখা যায় না বটে; কিন্তু তার বডি আউটলাইন (যেমন শরীরের রেখা/আকৃতি/গড়ন/গঠনকাঠামো) বা বডি প্রোফাইল (যেমন শরীরের বাঁকসমূহ) বাইর থেকে ফুটে ওঠে। এ কারণে সী থ্রু বা পাতলা ফিনফিনে, ট্রান্সপারেন্ট বা দৃষ্টি পেরোতে পারে- এমন পাতলা ও মিহি কাপড় পরা জায়িয হবে না। কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকা কাফির মুশরিকদের ফ্যাশন, যা মুসলিম নর-নারীরা কখনোই গ্রহণ করতে পারে না। হযরত জারীর ইবন 'আবদুল্লাহ (রা.) বলেন :

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْتَسِي وَهُوَ عَارٍ، يَعْنِي الثِّيَابَ الرِّقَاقَ.

"লোকেরা নিঃসন্দেহে কাপড় পরবে; কিন্তু তাদেরকে দেখে উলঙ্গই মনে হবে। অর্থাৎ তারা পাতলা কাপড় পরবে।"[১০৪]

উল্লেখ্য যে, লজ্জাস্থান ব্যতীত শরীরের অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আবৃত করার উদ্দেশ্যে পাতলা ও মিহি কাপড় পরা যেতে পারে। সালাফে সালিহীনের মধ্যে কেউ কেউ এরূপ কাপড়, বিশেষ করে জামা, চাদর ও পাগড়ির ক্ষেত্রে পাতলা কাপড় পরতেন বলে জানা যায়।[১০৫] 'ইকরামাহ (রাহ.) বলেন, 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর একটি পাতলা চাদর ছিল।[১০৬] হাবীব (রাহ.) বলেন, ''আমি ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর পরনে একটি পাতলা জামা দেখতে পেয়েছি। জামাটি এতোই পাতলা ছিল যে, তার নিচের ইযার দেখা যেত।"[১০৭] উনাইস আবুল 'উরয়ান (রাহ.) বলেন, ''আমি হাসান ইবনু মুহাম্মদ ইবন্ আলী (রাহ.)-এর পরনে পাতলা জামা ও পাতলা পাগড়ি দেখতে পেয়েছি।"[১০৮]

---

১০৪. বাইহাকী, শু'*আবুল ঈমান*, বাব: আল-মালাবিস.., হা. নং: ৬২৩২; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, বাব: জীম, হা. নং: ২২১৫

১০৫. দ্র. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, কিতাব: আল-লিবাস, অধ্যায়: لُبْسِ الثِّيَابِ السَّابِرِيَّةِ, খ. ৮, পৃ. ১৭৬-১৭৮।

১০৬. ইবনু আবী শায়বাহ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ২৫২০৬

১০৭. ইবনু আবী শায়বাহ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ২৫২০০

১০৮. ইবনু আবী শায়বাহ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ২৫১৯৯

www.pathagar.org

খ. ব্যতিক্রমধর্মী ও খ্যাতিজনক পোশাক পরা

মানুষেরা স্বাভাবিকভাবে যে বস্ত্র, রঙ ও ডিজাইনের পোশাক পরিধান করে এগুলোর ব্যতিক্রম কোন পোশাক পরা কিংবা সাধারণের মাঝে চর্চা সৃষ্টি হয়- এমন কোন কাপড় পরা মাকরূহ। কেননা, এধরনের কাপড় পরিধানকারী সর্বসাধারণের আলোচনার পাত্রে পরিণত হয়। তারা তার প্রতি ইঙ্গিত করে হাস্যরস করে। উপরন্তু, এ ধরনের কাপড় লোকদেরকে পরচর্চায় অভ্যস্ত করে তোলে। এ ধরনের কাপড় গর্ব ও অহংকার বশত কিংবা বিনয় ও দরবেশী প্রকাশার্থে পরিধান করা হারাম। হযরত ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন :

مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে খ্যাতিজনক পোশাক পরবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তাকে অপমানজনক পোশাক পরাবেন।[১০৯]

অর্থাৎ যে ব্যক্তি গর্ব ও অহংকারবশত দুনিয়ায় খ্যাতিজনক পোশাক পরবে, আল্লাহ তা'আলা শাস্তিস্বরূপ কিয়ামাতের দিন তাকে এমন কাপড় পরাবেন, যার হীনতা ও তুচ্ছতা সকলের মাঝে চর্চা হবে। হযরত আবুদ দারদা' (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ رَكِبَ مشهوراً مِن الدَّوابِّ، ولَبِسَ مشهوراً مِن الثِّيابِ أعْرَضَ اللهُ عنه مادامَ عليه، و إنْ كانَ عليه كريماً.

"যে ব্যক্তি কোন প্রসিদ্ধ বাহনে আরোহন করল কিংবা কোন প্রসিদ্ধ পোশাক পরিধান করল, আল্লাহ তা'আলা তার দিক থেকে তাঁর সুদৃষ্টি ফিরিয়ে নেবেন, যতক্ষণ ধরে সে তার সেই বাহনে আরোহন করবে এবং সেই কাপড় পরিধান করবে। যদিও আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি সদয়।"[১১০]

উল্লেখ্য যে, উৎকৃষ্ট ও দামী কাপড়ই কেবল সর্বদা খ্যাতিজনক ও ব্যতিক্রম হয়ে থাকে, তা নয়; বরং অনেক সময় নিকৃষ্ট ও সস্তা মানের কাপড়ও খ্যাতিজনক ও ব্যতিক্রম হতে পারে। যেমন কোন দরবেশ যদি সাধারণ্যে ব্যবহৃত কাপড়ের

---

১০৯. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৫৮; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৫৭
অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে: أَلْبَسَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَوْبًا مِثْلَهُ ثُمَّ تُلَهَّبُ فِيهِ النَّارُ ...-" আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তাকে সে ধরনেরই একটি কাপড় পরাবেন। অতঃপর সে কাপড়েই জাহান্নামের আগুন প্রজ্বলিত হবে।" (আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৫৮)

১১০. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, কিতাবুল লিবাস, হা. নং: ২৫২৬৮

www.pathagar.org

ব্যতিক্রম কোন নিম্ন মানের পোশাক (যেমন গুদড়ী) দরবেশী প্রকাশার্থে পরিধান করে থাকে, তাও ব্যবহার করা জায়িয নয়। ইমাম ইবনু তাইমিয়াহ (রাহ.) বলেন,

"খ্যাতিজনক কাপড় পরা মাকরূহ। আর তা হল সাধারণ্যে অপ্রচলিত উৎকৃষ্ট কাপড় আর সাধারণ্যে অপ্রচলিত নিম্ন মানের কাপড়। সালাফে সালিহীন উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট-দুধরনের কাপড়ের খ্যাতিকেই অপছন্দ করতেন।"[১১১]

হযরত 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

إِيَّاكُمْ لُبْسَتَيْنِ : لُبْسَةٌ مَشْهُورَةٌ وَلُبْسَةٌ مَحْقُورَةٌ .

"তোমরা দু ধরনের পোশাক ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবে। সেগুলো হল: খ্যাতি জনক পোশাক ও নিতান্ত তুচ্ছ পোশাক।"[১১২]

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দু ধরনের খ্যাতি অর্জন করা থেকে নিষেধ করেছেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ, খ্যাতি দু'টি কী কী? তিনি বললেন :

رِقَّةُ الثِّيَابِ وغِلظُها، و لِينُها وخُشونتُها، وطُولُها وقِصَرُها ؛ ولكنْ سداداً بينَ ذلكَ و اقتصاداً .

"তা হলো কাপড় মিহি হওয়া ও মোটা হওয়া, কোমল হওয়া ও খসখসে হওয়া এবং লম্বা হওয়া ও বেঁটে হওয়া। এগুলোর মাঝেই হলো সঠিক ও মধ্যম ব্যবস্থা।"[১১৩]

গ. আঁটসাঁট কাপড় পরা

এ ধরনের আঁটসাঁট পোশাক ব্যবহার করাও অনুচিত, যা পরলে গুপ্তাঙ্গের অবয়ব/গড়ন/গঠন কাঠামো/বাঁকসমূহ বাইর থেকে ফুটে ওঠে, ঠিকভাবে নামায আদায় করতে ও সহজভাবে বসে হাজত পূরণ করতে কষ্ট হয়। মুসলিমদের কাপড় এমন ঢিলেঢালা হওয়া উচিত, যা পরে সহজে নামায আদায় করা যায়, ঠিক মতো পবিত্রতা রক্ষা করা যায় এবং সহজভাবে বসে হাজত পূরণ করা যায়। এ কারণে শরীরের সাথে লেপ্টে থাকা, স্কীন টাইট বা আঁটসাঁট পোশাক পরা

---

১১১. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ২২, পৃ. ১৩৮
১১২. মাওয়ার্দী, *আদাবুদ্দুন্‌য়া ওয়াদ্দীন*, খ. ১, পৃ. ৪৫০
১১৩. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হা. নং: ৫৯৬১

www.pathagar.org

জায়িয নয়। তা ছাড়া মুসলিমদের জন্য সুইমিং কস্টিউম, বিকিনি, মিনি, মিডি, টেডি ইত্যাদি পরা নিষিদ্ধ। খেলাধুলা, সাঁতার বা অন্য অজুহাত এ ক্ষেত্রে দেখানো যাবে না। হযরত মু'আবিয়া ইবন কুর্‌রাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন:

"একদা আমি মুযায়না গোত্রের লোকদের সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে আসলাম। তাঁরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাতে বাই'আত করলেন। সে সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামার বোতাম খোলা ছিল। তখন আমি আমার হাতখানা তাঁর জামার ভেতর ঢুকালাম এবং মোহরে নুবুওয়াত স্পর্শ করলাম।"[১১৪]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জামা এতোই ঢিলেঢালা ছিল যে, লোকটি সহজেই এর ভেতরে হাত ঢুকিয়ে মোহরে নুবুওয়াত স্পর্শ করতে সক্ষম হয়। এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, বোতাম বন্ধ রেখে যেমন জামা পরা যাবে, তেমনি বোতাম খোলা রেখেও পরতে কোন দোষ নেই, যদি না তাতে গুপ্তাঙ্গ প্রকাশ পায়। হযরত 'উরওয়া (রাহ .) বলেন, আমি হযরত মু'আবিয়া ও তাঁর পুত্র কুররাহ (রা.)কে শীত কি গরমে সর্বদা খোলা বোতামেই দেখেছি।[১১৫]

ঘ. ক্রুস চিহ্নিত কাপড় পরা

মুসলিম পুরুষ বা নারীর পোশাকে ক্রুস চিহ্ন দিয়ে কোন ডিজাইন করা জায়িয নয়। হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصْلِيبٌ إِلَّا قَضَبَهُ

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘরের এমন কোন বস্তুকে না ছিঁড়ে রাখতেন না, যাতে ক্রুস চিহ্ন থাকত।"[১১৬]

---

১১৪. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২. পৃ. ৫৬৪
লোকটির সাথে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গভীর মহব্বতের সম্পর্ক ছিল। তাই তিনি এমনটি করেছেন।

১১৫. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল লিবাস, হা. নং: ৩৫৬০; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল লিবাস, হা.নং: ৩৫৬০ ও আহমাদ, হা. নং: ১৫৬৫৫

১১৬. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৮০; আবূ আউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৭২

www.pathagar.org

এ হুকুমের মধ্যে পোশাক ছাড়াও বিছানাপত্র, ঘরের পর্দা ও যন্ত্রপাতি, বাড়িঘর, দেয়াল, অফিস, ভবন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কারণে গলায় ক্রুস চিহ্নের লকেটও মুসলিমরা ঝুলাতে পারবে না। এ ধরনের কোন বস্তু মুসলিমদের ব্যবহার করতে হলে হয়ত ক্রুস চিহ্নিত স্থানটি কেটে ফেলতে হবে অথবা মুছে ফেলতে হবে অথবা অসম্মানজনক স্থানে ব্যবহার করতে হবে।

ঙ. নেকটাই বাঁধা

গলায় টাই বাঁধাও উচিত নয়।[১১৭] কারণ টাই পরার উৎপত্তি খ্রিস্ট জগত থেকে এবং এটা যদিও কোন ধর্মীয় পোশাক নয়; তথাপি এটি খ্রিস্টানদের ধর্মীয় নিদর্শন। একে অনেক বিজ্ঞ আলিম ও মুসলিম পণ্ডিতই 'ক্রুস'-এর রূপান্তরিত রূপ বলে মনে করেন। যদি বাস্তবে তা-ই হয়ে থাকে, তা হলে এটা ব্যবহার করা হারাম হবে।[১১৮] আর যদি তা ক্রুস-এর রূপান্তরিত রূপ হবার যথার্থ কোন প্রমাণ

---

১১৭. *দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম*, (সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০), পৃ. ১১৩ ও ১২২; থানবী, মাওলানা আশরফ আলী, *বেহেশতী জেওর* (অনু: মাও: আবুল খায়ের মো: ছিদ্দিক), ঢাকা : সালমা বুক ডিপো, ১৯৯৯, খ. ৬, পৃ. ২২৪; হাসানুজ্জামান চৌধুরী, প্রফেসর ড., *ইসলামে পোশাক: প্রাথমিক সূত্র ও শর্তসমূহ*, (ঢাকা: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০৩), পৃ. ১১-১২

১১৮. তাঁদের বক্তব্য হল- খ্রিস্টানদের মতে, হযরত 'ঈসা (আ)কে শূলীতে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে। তাদের এ মিথ্যা ধারণা অনুযায়ী যেহেতু তিনি জগতের সকল পাপ হরণ করে নিজের জীবনকে শূলীবিদ্ধ করে, কুরবানী করে সকল মানুষের পাপ দূর করে গেছেন, তাই খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বী যে কেউ হোক, তাকে শূলী কাষ্ঠের চিহ্ন সবসময় গলায় ধারণ করতে হবে। এ কারণেই খ্রিস্টানরা শূলী কাষ্ঠের চিহ্নস্বরূপ নেকটাই ব্যবহার করে থাকে। সুতরাং নেকটাই ধারণ করা কোন মুসলিমের জন্য কোনভাবেই উচিত নয়। কারণ, মুসলিমদের প্রত্যহ পাঁচবার আল্লাহকে সিজদা করতে হয়। মিথ্যের প্রতীক গলায় ঝুলিয়ে সত্য আল্লাহর দরবারে যাওয়া কীভাবে সম্ভব হতে পারে? যারা পরানুকরণের মতো নীচাশয়তা ভেতরে রাখে, তাদের দ্বারা জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আশা করা যায় কি?

কেউ যদি খ্রিস্টানদের এ মিথ্যে ধারণা পোষণ না করে কিংবা পরাণুকরণের ইরাদা না করে শুধু মাত্র নিজের সৌন্দর্যের জন্য বা আরামের জন্য অথবা নিজের নাফসের খাহেশের জন্য করে থাকে, তাহলে দেখতে হবে যে, তার এরূপ খাহেশ হচ্ছে কেন? অপরের দেখাদেখিই তো হচ্ছে। সুতরাং গোপনভাবে অনুকরণের ইচ্ছা অবশ্যই আছে। আর যদি অনুকরণের ইচ্ছেকে রদ করে দিয়ে শুধু নিজের সৌন্দর্যের জন্য বা আরামের জন্য করে থাকে, তাহলে কথা হলো: ঈমানের মূল ভিত্তি হল আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য তথা তাঁদের মুহাব্বতের ওপর। আর কারো প্রতি মুহাব্বত ততক্ষণ প্রমাণিত হতে পারে না, যে পর্যন্ত তার অপছন্দনীয় বস্তুর প্রতি ঘৃণা, বিরক্তি বা অসন্তোষ পোষণ করবে না। সুতরাং আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি ভালোবাসা ততক্ষণ প্রমাণিত হবে না, যে পর্যন্ত ইয়াহুদী-খ্রিস্টান ও মুশরিকদের আচার-অনুষ্ঠান ও রীতি-নীতি পরিহার করা না হবে। তাই বিজাতিদের ধর্মীয় প্রতীক ধর্মীয় বিশ্বাসের নিদর্শন স্বরূপ বা অনুকরণের জন্য তো নয়ই; সৌন্দর্য বা আরামের জন্যেও ধারণ করা কোন মুসলিমের জন্য কোনভাবেই উচিত নয়।

www.pathagar.org

পাওয়াও না যায়, তথাপি তার ব্যবহার পরিহার করে চলা উচিত। কেননা, এমতাবস্থায় তা সন্দেহ থেকে মুক্ত নয়। আর ঈমানদারদের সন্দেহযুক্ত জিনিস ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকা প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে সন্দেহযুক্ত বিষয় পরিহার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।[১১৯] এ কারণে অনেক বিশিষ্ট 'আলিম ও মুসলিম গবেষক পারতপক্ষে তার ব্যবহার থেকে বিরত থাকাকে উত্তম বলেছেন।[১২০] ড. 'আবদুল্লাহ আল-ফাকীহ বলেন, الأولى للمسلم تركها على كل حال. -"মুসলিমের জন্য সর্বাবস্থায় তার ব্যবহার ছেড়ে দেয়া উত্তম।"[১২১]

উল্লেখ্য যে, টাই-এর মধ্যে দু'টি রূপ রয়েছে। একটি লম্বাভাবে আর একটি গলার সাথে লেগে থাকে এবং দু'পাশে দু'টি ত্রিভুজাকারের মত হয়। বর্তমান সময়ের অনেক মুসলিম পণ্ডিত লম্বা টাই পরাকে না জায়িয মনে করেন না (যদিও এতে অনেকের দ্বিমত রয়েছে)। তবে গলার সাথে লেগে থাকা টাইকে অন্য ধর্মের নিদর্শন ক্রুস-এর মত মনে হয় বলে অধিকাংশের মতে এটা পরিহার করা উচিত।

চ. মানুষ ও জীবজন্তুর চিত্র সম্বলিত কাপড় পরা

ছোট-বড় সকলের জন্য মানুষ ও জীবজন্তুর চিত্র সম্বলিত কাপড় পরা না-জায়িয। কারণ, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবজন্তুর চিত্র অঙ্কন নিষিদ্ধ করেছেন। হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একসময় তাঁর ঘরের দরজায় চিত্রাঙ্কিত পর্দা দেখতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং পর্দাটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন :

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ.

---

১১৯. যেমন তিনি বলেন: فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ. -"যে নিজেকে সন্দেহজনক কাজ বা আচরণ থেকে রক্ষা করল, সে-ই মূলত নিজের দীন ও ইজ্জত-আব্রুকে রক্ষা করল।" (মুসলিম, *আস-সাহীহ*, বাবু আখযিল হালাল..., হা. নং: ৪০৭০; দারিমী, *আস-সুনান*, বাব: আল-হালালু বাইয়িনুন..., হা. নং: ২৪৩৬; আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হা. নং: ৩৩৩০)
অন্য হাদীসে তিনি আরো বলেন, دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ -"সন্দেহজনক কাজ ছেড়ে কেবল সন্দেহমুক্ত কাজই সম্পাদন কর।"(তিরমিযী, *আস-সুনান*, কিতাব: সিফাতুল কিয়ামাহ..., হা. নং: ২৫১৮; নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, বাব: আল-হুকমু বি ইত্তিফাকি আহলিল 'ইলম, হা. নং: ৫৪১২)

১২০. মুহাম্মাদ সালিহ, *ফাতাওয়াল ইসলাম*, ফা. নং: ১৩৯৯।

১২১. www.islamweb.net

www.pathagar.org

"কিয়ামাতের দিন কঠিনতম শাস্তি ভোগ করবে যারা এসব চিত্র অঙ্কন করে।"[১২২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আরো বলেন :

لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا تَصَاوِيرُ.

"ফেরেশতাগণ সে ঘরে প্রবেশ করেন না,[১২৩] যাতে কুকুর রয়েছে এবং (প্রাণীর) ছবি রয়েছে।"[১২৪]

হযরত আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকেও বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ لِي أَتَيْتُكَ الْبَارِحَةَ فَلَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أَكُونَ دَخَلْتُ إِلاَّ أَنَّهُ كَانَ عَلَى الْبَابِ تَمَاثِيلُ وَكَانَ فِي الْبَيْتِ قِرَامُ سِتْرٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ

---

১২২. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হাদীস নংঃ ৫৬৪৪
অন্য একটি হাদীসে হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে আরো বর্ণিত রয়েছে, তিনি বলেনঃ একদা তিনি প্রাণীর চিত্র সম্বলিত একটি তাকিয়া কিনেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা দেখে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন, ভেতরে ঢুকলেন না। হযরত 'আয়িশা (রা.) তাঁর চেহারায় অপছন্দের ভাব দেখতে পেয়ে বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমি তাওবা করছি, আমার কি কোন অপরাধ হয়ে গেল? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জবাব দিলেনঃ তাকিয়াটির এ কী হাল? আমি বললাম, এটা তো আমি আপনার বসার ও হেলান দেয়ার জন্য কিনেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعَذَّبُونَ فَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ وَقَالَ إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي فِيهِ الصُّوَرُ لَا تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ

"কিয়ামাতের দিন এসব চিত্রের অঙ্কনকারীদেরকে শাস্তি প্রদান করা হবে এবং বলা হবেঃ তোমরা যা সৃজন করেছ, তাতে জীবন দাও। অধিকন্তু, যে ঘরে চিত্র থাকে, সে ঘরে ফেরেশতা প্রবেশ করে না।" (বুখারী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল লিবাস, হা. নংঃ ৫৬১২, ৫৬১৬; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল লিবাস, হা. নংঃ ৫৪৯৯)
এ হাদীসগুলো দ্বারা বুঝা যায়, যে কোন ধরনের প্রাণীর চিত্র, চাই তা শরীরী হোক কিংবা অশরীরী, অঙ্কিত হোক বা মুদ্রিত - ইসলামে হারাম। কতিপয় আলিমের বক্তব্য শুনে আশ্চর্য লাগে। তাঁরা বলেন- ছবির নিষেধাজ্ঞাটি হাতে গড়া মূর্তি কিংবা প্রতিকৃতির জন্য প্রযোজ্য। অথচ এ বিশুদ্ধ হাদীসগুলোতে যে চিত্রসমূহের কথা বলা হয়েছে, তা নিঃসন্দেহে হাতে গড়া প্রাণীর মূর্তি কিংবা প্রতিকৃতি ছিল না। তা ছিল সম্পূর্ণ অঙ্কিত।

১২৩. এমন ধরনের ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না; কিন্তু যেসব ফেরেশতা মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করেন কিংবা মানুষের হিফাযতে নিয়োজিত থাকেন অথবা রূহ কবজ করার জন্য আসেন তাঁরা এর অন্তর্ভুক্ত নন।

১২৪. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৮০; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২০০; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৭২; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৯৯; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৬০

www.pathagar.org

وَكَانَ فِي الْبَيْتِ كَلْبٌ فَمُرْ بِرَأْسِ التِّمْثَالِ الَّذِي فِي الْبَيْتِ يُقْطَعُ فَيَصِيرُ كَهَيْئَةِ الشَّجَرَةِ وَمُرْ بِالسِّتْرِ فَلْيُقْطَعْ فَلْيُجْعَلْ مِنْهُ وِسَادَتَيْنِ مَنْبُوذَتَيْنِ تُوطَآنِ وَمُرْ بِالْكَلْبِ فَلْيُخْرَجْ.

"একদা জিব্রাইল (আ.) আমার কাছে এসে বললেন, আমি গত রাত্রিতেও আপনার কাছে এসেছিলাম; কিন্তু দরজায় (প্রাণীর) চিত্রাঙ্কিত পর্দা এবং ঘরের মধ্যে কুকুর দেখে আমি ফিরে গিয়েছিলাম। অতএব, আপনি চিত্রগুলোর মাথা কেটে গাছের আকৃতিতে রূপ দিতে, পর্দা ছিড়ে তাকে দুটি বালিশে পরিণত করতে এবং কুকুরকে ঘর থেকে বের করে দিতে নির্দেশ দান করুন।"[১২৫]

এ হাদীসগুলো থেকে বুঝা যায়, যে পোশাকে প্রাণীর চিত্র রয়েছে তা ব্যবহার করা বৈধ নয়। জন্তু-জানোয়ারের মুখোস পরাও বৈধ নয়। এমনকি আনন্দের ছলেও নয়।

মাথাবিহীন প্রাণীর চিত্র বা এ ধরনের কোন প্রাণীর চিত্র- যা থেকে এমন কোন অঙ্গ কেটে ফেলা হয়েছে, যা না থাকলে প্রাণও থাকে না (যেমন মাথা)- তা ব্যবহার করতে কোন অসুবিধে নেই। তদুপরি প্রাণী ছাড়া অন্যান্য বস্তু যেমন গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, চাঁদ-সুরুজ প্রভৃতির চিত্র সম্বলিত কাপড় পরতে কোন বাধা নেই। কেননা, বর্ণিত রয়েছে, একবার এক চিত্রকর হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.)কে বললেন: আমি এ ছাড়া কোন কাজ জানি না। তখন তিনি বললেন:

إِنْ كُنْتَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لاَ نَفْسَ لَهُ

---

১২৫. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৩২২৭; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হা. নং ২৭৩০; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা.নং: ৫২৭০; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৭৭০১

ইমাম তিরমিযী (রাহ.) এ হাদীসকে হাসান ও সহীহ বলেছেন।

মুসলিমগণ, লক্ষ্য করুন! রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরজার পর্দায় যে চিত্র ছিল তা ছিল অশরীরী। এতদসত্ত্বেও জিব্রাইল (আ.) তাঁর ঘরে প্রবেশ করলেন না। এ থেকে বুঝা যায়, যে কেউ হোক, ধর্মের বিধান সকলের জন্য অবশ্যই পালনীয়। এমনকি আল্লাহর রাসূল হলেও। এ ক্ষেত্রে কারো জন্য কোন ধরনের শিথিলতা প্রদর্শন কিংবা পক্ষপাতিত্ব ন্যায়সঙ্গত নয়। বিভিন্ন রিওয়ায়াত দ্বারা জানা যায়, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘরে প্রাণীর চিত্র থাকার ব্যাপারটি জানতেন না। হযরত জিব্রাইল (আ.) থেকে জানার পর তিনি পর্দাটি সম্পর্কে হযরত 'আয়িশা (রা.)কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি জবাব দিলেন: এক সফরে জনৈকা মহিলা তাঁকে এ চিত্রাঙ্কিত পর্দাটি হাদিয়া দিয়েছিল।

অতএব, প্রাণীর চিত্রের ব্যাপারে যখন ইসলামের এ কঠোর অবস্থান, তাহলে একজন মুসলিমের ঘরে কীভাবে প্রাণীর চিত্র শোভা পেতে পারে! এটা ভাবতে আশ্চর্য লাগে।

www.pathagar.org

"যদি তোমার নেহায়ত প্রয়োজন হয়, তাহলে তুমি গাছ'পালা এবং এমন সব বস্তুর চিত্র আঁকতে পার, যাদের কোন প্রাণ নেই।"[১২৬]

বিদঘুটে নক্সা সম্বলিত পোশাকও মুসলিমদের পরিহার করে চলা উচিত।

ছ. কুর'আনের আয়াত ও হাদীস লিখিত কাপড় পরা

কোন কাপড়ে কুর'আনের আয়াত লিপিবদ্ধ করা হলে তা পরা জায়িয নয়। কেননা, এ ধরনের কাপড় পরা কুর'আনকে অবমাননা করার নামান্তর।[১২৭] তদ্রূপ কোন কাপড়ে কোন হাদীস লিপিবদ্ধ করা হলে তাও পরা উচিত নয়।

জ. বিভিন্ন লেখা সম্বলিত কাপড় পরা

আজে-বাজে কিংবা অমার্জিত লেখা সম্বলিত পোশাকও মুসলিমদের পরিহার করে চলা উচিত। তাছাড়া যেসব লেখায় কোন কাফির কিংবা ফাসিকের প্রতি সম্মান প্রদর্শন বুঝা যায়, এ ধরনের লেখা সম্বলিত কোন কাপড়ও ব্যবহার করা মুসলিমের জন্য জায়িয নয়।

ঝ. অপবিত্র কাপড় পরা

নামায ব্যতীত অন্য সময় প্রয়োজনে লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য অপবিত্র কাপড় পরা জায়িয আছে। তবে কেউ যদি নামাযের জন্য অপবিত্র কাপড় ছাড়া অন্য কোন কাপড় না পায়, তা হলে সে কী করবে? এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হাম্বলীগণের মতে- সে তা দিয়েই লজ্জাস্থান আবৃত করবে; উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়বে না। আর এটাই হল, মালিকী ও শাফি'ঈগণের দুটি মতের একটি মত। তাঁদের অপর মতটি হল: সে উলঙ্গ অবস্থায় নামায পড়বে; নাপাক কাপড় দিয়ে লজ্জাস্থান আবৃত করবে না। হানাফীগণের মতে- যদি কাপড়ের এক চতুর্থাংশ পবিত্র হয়, তাহলে তা দ্বারা লজ্জাস্থান আবৃত করা ওয়াজিব; উলঙ্গ অবস্থায় সে নামায পড়বে না। আর যদি কাপড় এক চতুর্থাংশের চাইতে কম পবিত্র হয়, তাহলে তার ইখতিয়ার থাকবে যে, সে চাইলে তা পরেও নামায পড়তে পারবে এবং ইচ্ছে করলে উলঙ্গ অবস্থায়ও নামায পড়তে পারবে। আর যদি পুরো কাপড়ই অপবিত্র হয়, তাহলে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর মতে- সে তা পরেই নামায আদায় করবে; উলঙ্গ হয়ে নামায পড়বে না। কেননা, নাপাক কাপড় পরে নামায পড়া হলে তখন শুধু একটি ফারযই ত্যাগ করা হচ্ছে। আর উলঙ্গ হয়ে নামায পড়া হলে তখন অনেক ফারযই যেমন কিয়াম ,রুকু ও সিজদা প্রভৃতি ত্যাগ করা হয়। কারণ, তখন তাকে বসেই ইশারার মাধ্যমে নামায আদায় করতে

---

১২৬. মুসলিম, *প্রাগুক্ত* , খ. ২, পৃ. ২০২

১২৭. সাফারিনী, *গিযা'উল আলবাব ফী শারহি মানযুমাতিল আদাব*, বাব: কারাহাতু কিতাবাতিল কুর'আন...; খ. ৩, পৃ. ১৩৭

www.pathagar.org

হয়। তবে এ অবস্থায় ইমাম আবূ হানীফাহ ও আবূ ইউসূফ (রাহ.) প্রমুখ প্রকৃত নাপাক বস্তু যেমন প্রক্রিয়াজাত বিহীন মৃত প্রাণীর চামড়া এবং নাপাক লাগা বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করেছেন। প্রকৃত নাপাক বস্তু হলে তা দিয়ে সাতর আবৃত করবে না। আর নাপাক লাগা বস্তু হলে তা দিয়ে সাতর ঢাকবে।[১২৮]

পোশাক সম্পর্কে ইসলামের সার কথা:

পোশাকের ব্যাপারে ইসলামের মূল বক্তব্য হল- ইসলামের উপর্যুক্ত সুনির্দিষ্ট মৌলিক নীতিমালা ও শর্তসমূহ পালন করা হলে মুসলিমদের জন্য যে কোন পোশাকই পরিধান করা মুবাহ। তাদের জন্য কুর্তা, শার্ট, ফতুয়া, পাঞ্জাবী, ফুলপ্যান্ট, পায়জামা, লুঙ্গি, জুব্বা, চাদর, কাবা, তুব্বান, কোট, ওভারকোট, সাফারী, শিরওয়ানী, আচকান, পিরহান, ইযার, গেঞ্জী, অন্তর্বাস, সোয়েটার, জ্যাকেট, টুপি, পাগড়ী, মোজা, মাফলার প্রভৃতিই বৈধ। আমাদের দেশে 'আলিম, ইমাম ও মাশায়িখগণ যে পোশাক পরেন, তাকে একমাত্র সুন্নাতী পোশাক মনে করা অযৌক্তিক; বরং উপর্যুক্ত সীমারেখার মধ্যে যত রকম পোশাক হতে পারে সবই শরী'আতসম্মত পোশাক হিসেবে গণ্য হবে। ইসলামে যেহেতু সুনির্দিষ্ট কোন পোশাক নেই, তাই কোন পোশাককে একমাত্র 'সুন্নাতী লিবাস' বলে চালিয়ে দেয়া, অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়া এবং যারা পরিধান করে না তাদেরকে মন্দ বলা প্রভৃতি সুস্পষ্ট বিদ'আতের নামান্তর। আমার কথায় উক্ত পোশাকের প্রতি কোনরূপ বিদ্বেষ প্রচার করা উদ্দেশ্য নয় এবং তা পরতে নিষেধ করাও হয়নি; উপরন্তু, আমি মনে করি, পারতপক্ষে উক্ত পোশাক পরিধান করে চলা উচিত। তবে আমার কথার উদ্দেশ্য হল, একে একমাত্র 'সুন্নাতী লিবাস' বলে চালিয়ে দেয়া এবং একে অত্যধিক গুরুত্ব দেয়া ঠিক নয়।

আসল কথা হল, ইসলামে পোশাক প্রশ্নে শারী'আতের নির্ধারিত সীমা মেনে চলাটাই হল বিধান। তন্মধ্যে কোন কোনটা অবশ্যই সুন্নাত। তবে বিশাল সংখ্যক হল মুবাহ। দেশ-সমাজ, পরিবেশ-প্রতিবেশ, আবহাওয়া, অবস্থান, রুচি, সামর্থ্য, স্বস্তি-স্বাচ্ছন্দ্য, সুবিধা-উপযোগ, প্রয়োজন-প্রাধিকার প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতে সারা দুনিয়ায় মুসলিমদের পোশাকে বিভিন্নতা থাকবেই। সকল দেশের-স্থানের, সকল কালের-সময়ের, সকল সংস্কৃতি-অর্থনীতি-সামাজিকতা-অভ্যাসের সাথে মিলিয়েই আল্লাহর নির্দেশ মেনে লজ্জাস্থান ঢেকে রেখে যে কোন রকম সংযমশীল পবিত্র

---

১২৮. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার 'আলাদ দুররিল মুখতার*, খ. ১, পৃ. ২৭৬; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ১, পৃ. ১৮৪

www.pathagar.org

পোশাকই ইসলামে গ্রহণযোগ্য। পোশাকের প্রশ্নে এ-ই হল ইসলামের ব্যাপকতম গ্রহণযোগ্য নীতি। এর পরও, এত বৈচিত্রের মধ্যেও পোশাকে ঐক্য থাকবে কেবল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দিক-নির্দেশনা পালনে এবং শারী'আত প্রদত্ত পোশাকের ব্যাপারে দেয়া শর্তাদি মেনে চলার মধ্যেই। পোশাকের শার'ঈ মূলনীতিগুলো মেনে যে কোন পোশাক পরা আল্লাহ তা'আলার সার্বক্ষণিক 'ইবাদাত। কেননা, মুসলিমদের এ ধরনের পোশাক পরিধান কেবল আল্লাহরই নির্দেশ এবং তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে পালনীয়।

পোশাক পরার আদব ও দু'আ

ক. ডান দিক থেকে কাপড় পরা

কাপড় পরার সময় ডান দিক থেকে শুরু করবে। এটাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সুন্নাত। প্রথমে কাপড়ের ডান দিকে ডান হাত বা ডান পা ঢুকাবে। অতঃপর বাম দিকে বাম হাত বা বাম পা ঢুকাবে। আর খোলার সময় প্রথমে বাম হাত বা বাম পা বের করবে। অতঃপর ডান হাত বা ডান পা বের করবে। হযরত আবূ হুরাইরাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَبِسَ قَمِيصًا بَدَأَ بِمَيَامِنِهِ

''রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন জামা পরতেন, তখন ডান দিক থেকে শুরু করতেন।''[১২৯]

এ হাদীসে জামার কথা উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর অন্য বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন

إِذَا لَبِسْتُمْ وَإِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ.

"যখন তোমরা কাপড় পরবে ও ওযু করবে তখন ডান দিক থেকে শুরু করবে।[১৩০]

খ. শালীন ও ভদ্রভাবে কাপড় পরা

কাপড় এমন সুন্দর ও ভদ্রভাবে পরা উচিত, যাতে লোকের ব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা ফুটে উঠে। এভাবে কাপড় পরা জায়িয নেই, যাতে লোকের নির্লজ্জতা ও রুচিহীনতা প্রমাণিত হয়; তবে কোন ওজরের কারণে হলে তা অন্য কথা। রাসূলুল্লাহ

১২৯. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০৬
১৩০. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৭১

www.pathagar.org

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরূপ কুরুচিপূর্ণ ও নির্লজ্জতাজ্ঞাপক কাপড় পরা থেকে নিষেধ করেছেন। হযরত আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রা.)থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ইশতিমালুছ ছাম্মা[১৩১] অর্থাৎ গুটি মেরে বসতে এবং ইহতিবা[১৩২] অর্থাৎ একটি মাত্র কাপড় এমন ভাবে পরতে নিষেধ করেছেন, যাতে তার লজ্জাস্থানের ওপর ঐ কাপড়ের কিছু থাকে না।[১৩৩]

গ. নতুন কাপড় পরার দু'আ

যে কোন নতুন কাপড় পরার সময়- চাই তা জামা হোক বা ইযার কিংবা পাগড়ী বা চাদর- প্রথমে বিসমিল্লাহ পড়বে। অতঃপর নিম্নের যে কোন একটি দু'আ পড়বে।

হযরত আবূ সা'ঈদ আল খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন কোন নতুন কাপড় পরতেন, তখন প্রথমে তার নামকরণ করতেন। যেমন বলতেন: এটি পাগড়ী, জামা অথবা চাদর। তারপর বলতেন :

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ كَسَوْتَنِيهِ أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِهِ وَخَيْرِ مَا صُنِعَ لَهُ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ وَشَرِّ مَا صُنِعَ لَهُ

"হে আল্লাহ, তোমারই জন্য সকল প্রশংসা! তুমিই এ কাপড় আমাকে পরিয়েছো! আমি তোমার নিকট এর কল্যাণ ও যে উদ্দেশ্যে এটা তৈরি করা হয়েছে এরও কল্যাণ কামনা করছি। আর এর অনিষ্ট ও যে উদ্দেশ্যে এটা তৈরি করা হয়েছে এর অনিষ্ট থেকেও পানাহ চাই।"[১৩৪]

হযরত আবূ মাত্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার হযরত 'আলী (রা.) তিন দিরহাম দিয়ে একটি কাপড় ক্রয় করলেন। এ কাপড়টি পরার সময় তিনি এ

---

১৩১. 'ইশতিমালুছ ছাম্মা' হল: চাদরের উভয় মাথা বিপরীত দিক থেকে কাঁধের ওপর তুলে শরীর জড়িয়ে পরা। ফলে হাত দু'টি চাদরের ভেতরে এমনভাবে আটকা পড়ে যে, প্রয়োজনে উঠানো কিংবা নামানো সহজ হয় না।

১৩২. 'ইহতিবা' হল: পাছা মাটিতে ঠেকিয়ে হাটু দু'টি খাঁড়া করে দু'হাত দিয়ে হাঁটুকে জড়িয়ে বসা। এমতাবস্থায় লজ্জাস্থান খুলে যাওয়ার আশংকা থাকে।

১৩৩. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৮৬৬; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ১৯৮; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬৪; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০৬; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৯৯; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ২৫৪

১৩৪. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৫৮; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৩০৬

www.pathagar.org

দু'আটি পড়লেন :

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي رَزَقَنِي مِنْ الرِّيَاشِ مَا أَتَجَمَّلُ بِهِ فِي النَّاسِ وَأُوَارِي بِهِ عَوْرَتِي.

"সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য, যিনি আমাকে এমন পোশাক দান করেছেন, যার সাহায্যে আমি লোক সমাজে সৌন্দর্য প্রকাশ করার প্রয়াস পাই এবং আমার সাতর আবৃত করি।"

অতঃপর তিনি বললেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে এরূপ বলতে শুনেছি।[১৩৫]

হযরত মু'আয ইবনু আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "যে ব্যক্তি নতুন কাপড় পরে এই দু'আ পড়ে

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا قُوَّةٍ.

(অর্থাৎ সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমার কোন শক্তি ও সামর্থ্য ছাড়াই এ কাপড় আমাকে পরিয়েছেন এবং দান করেছেন।) তার আগের ও পরের সমস্ত গুনাহ মা'ফ করে দেয়া হবে।"[১৩৬]

---

১৩৫. আহমাদ, *আল-মুসনাদ* (মুসনাদুল 'আশারা), হাদীস নং: ১২৮১; নূ'মানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ২৮৫

১৩৬. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৫৮

www.pathagar.org

তৃতীয় অধ্যায়
পুরুষদের সাজসজ্জা

ইসলামে সাজসজ্জা

সাজসজ্জা মানুষের জন্মগত চাহিদা। স্বভাবগত ধর্ম হিসেবে ইসলামে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য সামগ্রীর ব্যবহার সাধারণত বৈধ ও কাম্য; ক্ষেত্রবিশেষে মুস্তাহাব ও ওয়াজিবও বটে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾

"বল, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাহদের জন্যে যেসব শোভার বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তাকে কে হারাম করেছে?"[১]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

"হে আদম সন্তান, তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান কর।"[২]

এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা যায় যে, সুন্দর ও মার্জিত সাজসজ্জা ইসলামে কাম্য; বরং মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ .

"আল্লাহ তা'আলা নিজেও সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।"[৩]

তবে অবশ্যই সাজসজ্জার ক্ষেত্রে শরী'আত প্রদত্ত সীমারেখার মধ্যে অবস্থান করতে হবে। কোনভাবেই তা লঙ্ঘন করা চলবে না। পোশাকের মতো সাজসজ্জাও রুচিসম্মত, শালীন ও ব্যক্তির মর্যাদা অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। গৌরব ও অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে সাজসজ্জা করা হারাম।

---

১. আল-কুর'আন, ৭ (আল-আ'রাফ): ৩২
২. আল-কুর'আন, ৭ (আল-আ'রাফ): ৩১
৩. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল ঈমান), হা. নং: ২৬১; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৬৭৫৫

www.pathagar.org

সাজসজ্জার ইসলামী মূলনীতিসমূহ

১. দৈহিক কাঠামোতে পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন করা হারাম

আল্লাহ প্রদত্ত দৈহিক কাঠামোতে কোনরূপ পরিবর্তন বা বিকৃতি সাধন করে যে কোন ধরনের সাজসজ্জা করা ইসলামে জায়িয নেই। যারা এরূপ করে আল্লাহ তা'আলা তাদের প্রতি লা'নত করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَعَنَ اللهُ .... الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ .

"যে সব মহিলা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, তাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন।"[৪]

ইমাম আবূ জা'ফার আত-তাবারী [২২৪-৩১০ হি.] (রাহ.) বলেন, "সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শরীরের গঠন, গড়ন ও কাঠামোর কোনরূপ বৃদ্ধি কিংবা ঘাটতি করে পরিবর্তন সাধন করা জায়িয নেই।" তবে কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কারণে কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে বা স্বাভাবিক চলাফেরা করতে কষ্ট হলে তা ভিন্ন কথা।

২. সাজসজ্জা সুস্থ রুচিসম্পন্ন ও ভদ্রজনোচিত হওয়া প্রয়োজন

সাজসজ্জা করলে যাতে সুন্দর ও ভদ্র দেখায় সে দিকে নজর রাখতে হবে। যে সাজসজ্জা মানুষের চেহারা বা দেহকে অসুন্দর বা কুৎসিত করে, তা মুসলিমের জন্য জায়িয হতে পারে না।

৩. নারী-পুরুষ একে অপরের সাজসজ্জা গ্রহণ করা হারাম

নারী-পুরুষ একে অপরের সাজসজ্জা গ্রহণ করা হারাম। পোশাক-পরিচ্ছদের ক্ষেত্রে যেমন পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য থাকা দরকার, তেমনি সাজসজ্জা, অলঙ্করণ, সৌন্দর্যচর্চা, চলাফেরা ও কথাবার্তা প্রভৃতি ক্ষেত্রেও পার্থক্য থাকা প্রয়োজন। তবে স্বভাবগত কারণে যদি কারো চলাফেরা কিংবা কথাবার্তা ও বলার ঢঙ পরস্পর মিলে যায়, তবে তা ধর্তব্য হবে না। কারণ, এক্ষেত্রে বান্দাহর কোন ইখতিয়ার নেই।

৪. অমুসলিম কিংবা পাপিষ্ঠদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা সমীচীন নয়

কোন মুসলিমের জন্য এ ধরনের সাজসজ্জা করা সমীচীন নয়, যাতে মুসলিম

---

৪. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তাফসীর), হা. নং: ৪৬০৪, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং ৫৫৯৫; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৫৩৮

www.pathagar.org

হিসেবে নিজের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা নষ্ট হয়ে যায় এবং নিজের হীনমন্যতার পরিচয় বহন করে। মুসলিমদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لا تَشَبَّهُوا بِالأَعَاجِمِ.

"তোমরা পারসিকদের অনুকরণ করো না।"[৫]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

خَالِفُوا اليهودَ و النصارى .

"তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের বিপরীত কর।"[৬]

তিনি আরো বলেছেন:

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

"যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্য গ্রহণ করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"[৭]

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا لا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَلا بِالنَّصَارى.

"যে আমাদেরকে ত্যাগ করে অন্যদের অনুকরণ করবে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।"[৮]

অমুসলিমদের সাজসজ্জার মতো বখাটে পাপিষ্ঠদের নির্দিষ্ট সাজসজ্জার অনুকরণ করাও জায়িয নয়। হযরত ইবনু মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ رَضِيَ عَمَلَ قَوْمٍ كَانَ مِنْهُمْ.

"যে ব্যক্তি কোন জাতি বা গোষ্ঠীর কাজে সন্তুষ্ট থাকে, সে মূলত তাদেরই অন্তর্ভুক্ত।"[৯]

---

৫. ইবনুল কাইয়্যিম, *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, পৃ. ১১২
৬. ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, কিতাবুস সালাত, হা. নং: ২১৮৬
৭. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৫৯
৮. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ২৬৯৫
৯. সান'আনী, *সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মুরাম*, (বাবুত তাহযীর মিন হুব্বিদ্ দুনিয়া), খ. ৭, পৃ. ১০৭

www.pathagar.org

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, কাফিরদের মতো পাপিষ্ঠদের নির্দিষ্ট সাজসজ্জা ও বেশভূষার অনুকরণ করাও সমীচীন নয়।

এ সাদৃশ্য যেমন পোশাক-পরিচ্ছদ ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে হতে পারে[১০], তেমনি সাজসজ্জার বেলায়ও হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ

"ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা সাদা চুলে রঙিন খিযাব ব্যবহার করে না। তোমরা তাদের বিপরীত কর।"[১১]

৫. অপচয় না করা এবং অহংকারের উদ্দেশ্য না থাকা

সাজসজ্জা ব্যক্তির মর্যাদা ও অবস্থা অনুযায়ী হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে গৌরব ও অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে উন্নত সাজসজ্জা ও দামী সৌন্দর্য সামগ্রী ব্যবহার করা হারাম। তদুপরি সাজসজ্জা করতে গিয়ে অপচয় করাও জায়িয নয়।

বর্তমান নারী সমাজের অনেকেই দীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য না রেখে নিজেদের এবং স্বামীর উপার্জিত অর্থের অধিকাংশই সৌন্দর্য চর্চায় ব্যয় করে থাকে। তাদের এ ব্যয়ভার প্রতিদিন এতো বেড়ে যাচ্ছে যে, তা বহন করার আর্থিক সঙ্গতিও তাদের অনেকের নেই। আবার তাদের অনেকেই বড় মানুষী প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশভূষা, সাজসজ্জা ও অলঙ্কার-গহনা প্রভৃতিতে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে গিয়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত সারি সারি পোশাক ও গহনা প্রভৃতি সংগ্রহ করে থাকে, যা কোনোভাবে কাম্য নয়। এরূপ করা জায়িয নয়।

---

১০. ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে বিপরীত করা প্রসঙ্গে অনেক হাদীস রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ এখানে একটি হাদীস উল্লেখ করা হল- বর্ণিত আছে যে, ইয়াহুদীরা শুধু 'আশুরার দিন রোযা রাখত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ দিনে রোযা রাখা প্রসঙ্গে বললেন:

لَئِنْ عِشْتُ إِلَى قَابِلٍ لَأَصُومَنَّ التَاسِعَ.

"আমি যদি আগামী বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকি, তাহলে আমি অবশ্যই নবম দিবসেও রোযা রাখব।" ('আবদ ইবনু হুমায়দ, *আল-মুসনাদ*, কায়রো: মাকতুবাতুস সুন্নাহ, ১৯৮৮, খ. ১, পৃ. ২২৪) এ ধরনের আরো বেশ কয়েকটি হাদীস রয়েছে।

১১. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৪৭৭; আবূ দাউদ, (কিতাবুত তারাজ্জুল), হা.নং: ৪২০৩; বায়হাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, (বাব: খিযাবুর রাজুল), হা. নং: ১৫১৭৯

www.pathagar.org

৬. অপবিত্র বস্তু দ্বারা সাজসজ্জা করা জায়িয নয়

সাজসজ্জার বস্তুও পবিত্র হওয়া দরকার। তাই যে সকল বস্তু যোগে সাজসজ্জা করা হয়, তা যদি অপবিত্র হয়, তা ব্যবহার করা জায়িয নয়। তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, অপবিত্র উপাদান দ্বারা তৈরি বস্তু (যেমন শূকরের চর্বি দিয়ে তৈরি সাবান) ব্যবহার করা দূষণীয় নয়, যদি তা প্রক্রিয়াজাত হয় এবং তার মূল গুণাগুণ পরিবর্তন হয়ে যায়। তবে এ বিষয়ে যেহেতু ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, তাই অধিকতর সতর্কতা ও উত্তম হল, অপবিত্র উপাদান দ্বারা তৈরি বস্তুর ব্যবহার পরিহার করে চলার চেষ্টা করা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ .

"যে নিজেকে সন্দেহজনক কাজ বা আচরণ থেকে রক্ষা করল, সেই মূলতঃ নিজের দীন ও ইজ্জত-আব্রুকে রক্ষা করল।"[১২]

তিনি আরো বলেন,

دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ .

"সন্দেহজনক কাজ ছেড়ে কেবল সন্দেহমুক্ত কাজই সম্পাদন কর।"[১৩]

৭. প্রতারণামূলক সাজসজ্জা করা হারাম

সাজসজ্জার মধ্যে কোনরূপ প্রতারণা কিংবা ছলচাতুরীর আশ্রয় নেয়া জায়িয নেই। যেমন বয়স্ক লোকের নিজেকে যুবক হিসেবে যাহির করার উদ্দেশ্যে, তদ্রূপ যুবকের নিজেকে বয়স্ক হিসেবে যাহির করার জন্য সাজসজ্জা করা জায়িয নেই। তা ছাড়া নিজের প্রকৃত চেহারা ও রঙকে গোপন করার উদ্দেশ্যেও সাজসজ্জা করা জায়িয নেই।

বর্ণিত রয়েছে, একদা জনৈক ব্যক্তি হযরত 'উমার (রা.)-এর আমলে চুলে কাল খিযাব লাগিয়ে এক মেয়েকে বিয়ে করেছিল। খিযাব সরে যাওয়ার পর যখন সাদা চুল দেখা গেল, তখন মেয়ের পরিবার অসন্তুষ্ট হয়ে হযরত 'উমার (রা.)-এর নিকট নালিশ পেশ করল। তখন ঘটনা যাচাই করে তিনি বিয়ে ভেঙে দিলেন এবং

---

১২. মুসলিম, *প্রাগুক্ত, আস-সহীহ*, (বাবু আখযিল হালাল...), হা. নং: ৪০৭০; আদ-দারিমী, *আস-সুনান*, (বাব: আল-হালালু বাইয়িনুন...), হা. নং: ২৪৩৬; আবূ দাউদ, *আস-সুনান*, হা. নং: ৩৩৩০

১৩. তিরমিযী, (কিতাব: সিফাতুল কিয়ামাহ...), হা. নং: ২৫১৮; নাসা'ঈ, (বাব: আল-হুকমু বি ইত্তিফাকি আহলিল 'ইলম), হা. নং: ৫৪১২

www.pathagar.org

লোকটিকে শাস্তি দিলেন। অতঃপর বললেন,

غَرَرْتَ الْقَوْمَ بِالشَّبَابِ وَلَبِسْتَ عَلَيْهِمْ شَيْبَك.

"তুমি লোকদের সাথে যৌবনত্ব নিয়ে প্রতারণা করেছ এবং বার্ধক্যকে লুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করেছ!"[১৪]

৮. সময়, অবস্থা ও পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাজসজ্জা করা

সাজসজ্জার ক্ষেত্রে সময়, অবস্থা ও পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। সবসময়, সকল অবস্থায় ও জায়গায় সাজসজ্জা করতে হবে, এ ধরনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই; বরং কোন কোন সময়, অবস্থা ও পরিবেশ এমনও আছে, যখন সাজসজ্জা পরিত্যাগ করে নিতান্ত সাধারণ বেশভূষা ধারণ করা উত্তম। যেমন ইহরামের সময়, বিধবা মহিলাদের শোক পালনের সময়, তালাক প্রাপ্তা মহিলাদের ইদ্দত পালনের সময় সাজসজ্জা করা জায়িয নয়। তা ছাড়া কোন রোগীকে দেখতে যাওয়ার কালে এবং ইস্তিস্কা'র সময়ও সাজসজ্জা করা অনুচিত। তদুপরি সময়, অবস্থা ও পরিবেশ ভেদে সাজসজ্জার মধ্যে তারতম্যও হতে পারে। যেমন স্বাভাবিক অবস্থার সাজসজ্জার চাইতে জুম'আর সাজসজ্জার মান, আবার জুম'আর সাজসজ্জার চাইতে ঈদের সাজসজ্জার মান ভিন্ন হয়ে থাকে। নামাযের উদ্দেশ্যে যেরূপ সাজসজ্জা করা হয়, তা মানুষের সাথে সাক্ষাত কিংবা অফিসের উদ্দেশ্যে কৃত সাজসজ্জার চাইতে ভিন্ন হতে পারে।

সাজসজ্জার হুকম

ক. ওয়াজিব। যেমন- স্বামীর উদ্দেশ্যে স্ত্রীর সাজসজ্জা করা ওয়াজিব, যদি স্বামী তা কামনা করে।

খ. সুন্নাত বা মুস্তাহাব। যেমন- জুম'আ ও ঈদের দিনের সাজসজ্জা করা। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্বামীর সাজসজ্জা করাও মুস্তাহাব।

গ. মাকরূহ। যেমন-পুরুষদের জন্য যা'ফরানী ও কসুম্বা রঙের কাপড় পরা এবং হাত ও পায়ে মেহেদী লাগানো।

ঘ. হারাম। যেমন নারী-পুরুষের পরস্পর একে অপরের মত সাজসজ্জা করা

---

১৪. আল-কুরাশী, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ, *মা'আলিমুল কুরাবাহ ফী তালাবিল হিসবাহ*, কেম্ব্রিজঃ দারুল ফুনুন, পৃ. ২৫৯

www.pathagar.org

এবং পুরুষদের জন্য চেহারার মেকআপ করা হারাম। দাড়ি অপসারণ করাও হারাম। তা ছাড়া পুরুষদের জন্য রেশমের পোশাক এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার পরা হারাম।

ঙ. মুবাহ। যেমন- পুরুষদের জন্য রৌপ্যের আংটি পরা।

চেহারা উজ্জ্বল ও সুন্দর করা

শরী'আতের সীমার মধ্যে থেকে চেহারার সৌন্দর্য ও মাধুর্য বৃদ্ধি করা দূষণীয় নয়; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা কাম্যও। তাই যেসব সৌন্দর্য উপকরণ বা কর্মকাণ্ড চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে, চেহারার কোন ক্ষতি সাধন করে না এবং তাতে যদি চেহারার আসল রূপ ছাপা না পড়ে এবং দেখতে মহিলাদের মতো না লাগে, তা ব্যবহার কিংবা সম্পাদন করতে কোন অসুবিধা নেই।

গোঁফ ছাটা বা মুণ্ডিয়ে ফেলা

গোঁফ ছেটে ছোট করা সুন্নাত।[১৫] সকল নবী-রাসূল গোঁফ ছাটতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ ...

"নবীগণের দশটি সুন্নাত হল গোঁফ খাট করা,...।"[১৬]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গোঁফ খাট করার নির্দেশ দিয়ে বলেন,

أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللِّحَى .

"তোমরা গোঁফ খাট করে ফেল এবং দাড়ি লম্বা করে রাখ।"[১৭]

তিনি আরো বলেন,

مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

"যে গোঁফ ছেটে ছোট করবে না, সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়।"[১৮]

---

১৫. গোঁফ মুণ্ডিয়ে ফেলাও জায়িয; তবে গোঁফ ছাটা এবং মুণ্ডানোর মধ্যে কোনটি উত্তম, তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ ইমামের মতে, ছেটে ফেলাই উত্তম। হানাফীগণের মতে, মুণ্ডিয়ে ফেলা উত্তম।

১৬. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (বাবঃ আল-ইস্‌তিত্বাবাহ), হা. নংঃ ২৬১; আবূ দাউদ, (বাবঃ গুসলুস সিওয়াক), হা. নংঃ ৫৩

১৭. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (বাবঃ খিসালুল ফিতরাত), হা. নংঃ ২৫৯; তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নংঃ ১১৭২৪

www.pathagar.org

হানাফী ইমামগণের মতে, শত্রুদের কাছে ভয়-ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে শত্রুভূমিতে যোদ্ধাদের জন্য গোঁফ লম্বা করতে কোন দোষ নেই; বরং মুস্তাহাব।

নিয়ম হল, গোঁফ যখন একটু লম্বা হবে, সাথে সাথে ছেটে ছোট করে নেয়া। মুস্তাহাব হল- ডান দিক থেকে গোঁফ ছাটা এবং এভাবে গোঁফ ছাটা, যাতে মূল উৎপাটিত না হয়, অধরও প্রকাশ পাবে এবং দেখতে প্রায় ভ্রূর মতো মনে হবে। প্রয়োজনে গোঁফের দুদিকে মুণ্ডিয়ে ফেলবে। প্রতি সপ্তাহে একবার করে গোঁফ ছাটা মুস্তাহাব। পনের দিনে একবার ছাটলেও জায়িয হবে। তবে চল্লিশ দিনের বেশি গোঁফ ছেড়ে রাখা জায়িয নেই। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

وُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الأَظْفَارِ وَنَتْفِ الإِبْطِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ أَنْ لاَ نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জন্যে গোঁফ ছাটা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়ানো এবং নাভির নিচের পশম মুণ্ডানোর জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়ে বলেন যে, আমরা যেন চল্লিশ দিনের অধিক এগুলো ফেলে না রাখি।"[১৯]

প্রতি জুমু'আবার জুমু'আর নামাযের আগে[২০] অর্থাৎ সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার আগে কিংবা বৃহস্পতিবার আসরের পর[২১] গোঁফ ছাটা মুস্তাহাব। গোঁফ নিজেও ছাটতে পারে এবং ইচ্ছে করলে অপরের সাহায্যেও ছেটে নেয়া যায়।

---

১৮. নাসা'ঈ, *আস-সুনানুল কুবরা*, (বাব: কাছছুস শারিব), হা. নং: ১৪; তিরমিযী, (কিতাবুয আদাব), হা. নং: ২৭৬১

১৯. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (বাব: খিসালুল ফিতরাত), হা. নং: ২৫৮

২০. সাইয়িদুনা আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أن رسول الله ﷺ كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يخرج إلى الصلاة.

''রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জুমু'আবার জুমু'আর নামাযের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার আগে নিজের নখগুলো কাটতেন এবং গোঁফ ছাটতেন।" (বাযযার, *আল-মুসনাদ* [মুসনাদু আবী হুরাইরা রা.], হা. নং: ৮২৯১) হাদীসটির সনদ দুর্বল।
সালাফে সালিহীনের মধ্যে অনেকেই প্রতি জুমু'আবার গোঁফ ছাটতেন বলে জানা যায়। (দ্র. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. ৬১৭৬, ৬১৭৭)

২১. সাইয়িদুনা 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ''আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বৃহস্পতিবার নখ কাটতে দেখেছি।" এরপর তিনি বলেছেন,

يا علي قص الظفر ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس..

''হে আলী, নখ কাটা, বগল পরিষ্কার করা ও নাভির নিচের কেশ মুণ্ডানোর কাজ বৃহস্পতিবার।.." (দাইলামী, *আল-ফিরদাউস..*, খ. ৫, পৃ. ৩৩৩, হা. নং: ৮৩৫০; আলী আল-হিন্দী, *কানযুল 'উম্মাল*, হা. নং: ১৭৩৮৪) হাদীসটির সনদ দুর্বল।

www.pathagar.org

দাড়ি রাখা

দুই চোয়াল ও থুতনি জুড়ে কিংবা শুধু থুতনিতে যে লোম গজিয়ে ওঠে তা-ই হল দাড়ি। এ লোমগুলো ছেটে না ফেলে কিংবা মুণ্ডিয়ে না ফেলে ছেড়ে রেখে লম্বা করাই হল সুন্নাত[২২] এবং মুণ্ডিয়ে ফেলা মাকরূহ তাহরীমী বা হারাম। দাড়ি পুরুষদের জন্য বিশেষ সৌন্দর্য ও পুরুষত্বের পরিচায়ক। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেই দাড়ি রেখেছেন। তাঁর দাড়ি ঘন এবং আবক্ষ পরিপূর্ণ ও লম্বিত ছিল। হযরত ইয়াযীদ আল-ফারিসী (রা.) বলেন,

..قَدْ مَلأَتْ لِحْيَتَهُ مِنْ لَدُنْ هَذِهِ إِلَى هَذِهِ – وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى صُدْغَيْهِ – حَتَّى كَادَتْ تَمْلأُ نَحْرَهُ

"... তাঁর দাড়ি এখান থেকে এখান পর্যন্ত এভাবে ভরপুর ছিল যে,- (এই বলে তিনি তার দুই কানের লতির দিকে ইঙ্গিত করলেন-) তা তার বক্ষদেশকে পূর্ণ করে ফেলেছিল।"[২৩]

সকল নবী-রাসূলও দাড়ি রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ ....وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ ...

"নবীগণের দশটি সুন্নাত হল ... দাড়ি লম্বা করা,... ।"[২৪]

প্রাচীনকালে আরব মুশরিক, অগ্নিউপাসক ও ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের মধ্যে দাড়ি মুণ্ডন করার বা ছোট করে রাখার রীতি প্রচলিত ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর উম্মাতকে এ সকল সম্প্রদায়ের বিরোধিতা করতে এবং দাড়ি বৃদ্ধি করতে নির্দেশ দেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবুন 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفِّرُوا اللِّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ .

---

২২. ফাকীহ আবূ 'আওয়ানা ইয়াকূব ইবনু ইসহাক [মৃ. ৩১৬ হি.] (রাহ.)-এর মতে, দাড়ি রাখা ও বাড়ানো ওয়াজিব এবং ইমাম ইবনু হাযম [মৃ. ৪৫৬ হি.] (রাহ.)-এর মতে, ফরয।

২৩. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, [মুসনাদু ইবনি 'আব্বাস রা.], হা. নং: ৩৪১০; ইবনু আবী শায়বাহ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ৩২৪৬৩

২৪. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (বাব: আল-ইস্‌তিত্বাবাহ), হা. নং: ২৬১; আবূ দাউদ, (বাব: গুসলুস সিওয়াক), হা. নং: ৫৩

www.pathagar.org

"তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কর, দাড়ি লম্বা করে রাখ এবং গোঁফ খাট কর ফেল।"[২৫]

দাড়ি এভাবে লম্বা করে রাখা উচিত, যাতে দূর থেকে স্পষ্ট দাড়ি দেখা যায়। অধিকাংশ ইমামের মতে, তা এক মুষ্টি পরিমাণ হতে হবে। এর অতিরিক্ত অংশ কেটে নেয়া যাবে এবং চতুর্দিক থেকে ভারসাম্যহীন লম্বা লোমগুলো ছেটে সমান ও গোল করা যাবে।[২৬] কারো মতে, এ অতিরিক্ত অংশ কেটে নেয়া মুস্তাহাব, আবার কারো মতে, সুন্নাত। কারণ, এক মুষ্টির অতিরিক্ত হলে দাড়ি, এমন কি চেহারাও অনেক সময় দেখতে বিশ্রী ও কুৎসিত লাগে। বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ উভয় দিক থেকে দাড়ি ছেটে নিতেন।[২৭] হযরত 'আবদুল্লাহ ইবুন 'উমার (রা.), হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) ও তাবি'ঈগণের একটি বিরাট সংখ্যা মুষ্টির অতিরিক্ত অংশ কেটে নিতেন।[২৮] বর্ণিত রয়েছে, হযরত 'আবদুল্লাহ ইবুন 'উমার (রা.) হজ্জ বা 'উমরার সময় মুষ্টি দিয়ে দাড়ি ধরে তার অতিরিক্ত অংশ কেটে নিতেন।[২৯] এটাই হল অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ও আবূ ইউসূফ (রহ.) প্রমুখও এ মত পোষণ করেন। হযরত ইব্রাহীম নাখ'ঈ (রহ.) বলেন, দীর্ঘ শ্মশ্রুবিশিষ্ট জ্ঞানী লোক দেখে আমার আশ্চর্য লাগে। কারণ, প্রত্যেকটি বিষয়ে ভারসাম্য রক্ষাই হল উত্তম পন্থা। এ জন্য বলা হয়ে থাকে যে,

---

২৫. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৫৫৩ ও বায়হাকী, (কিতাবুত তাহারত), হা. নং: ৬৯৬

২৬ অনেকের মতে, যেহেতু হাদীসে দাড়ি লম্বা করতে বলা হয়েছে এবং লম্বা করার কোন নির্দিষ্ট সীমা উল্লেখ করা হয়নি, তাই দাড়িকে ছেড়ে রাখাই উত্তম। প্রখ্যাত তাবি'ঈ হাসান ও কাতাদাহ (রাহ.) প্রমুখ মুষ্টির অতিরিক্ত অংশ ছেটে ফেলাকে মাকরূহ বলেছেন। শাফি'য়ী ও হাম্বালী মাযহাবের অধিকাংশ আলিমই এ মত পোষণ করেন। আবার কেউ কেউ মনে করেন, এক মুষ্টির কম হলেও দাড়ি ছেটে ছোট করতে কোন দোষ নেই। এ মতের কোন ভিত্তি নেই। তাই এটি কোনভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অধিকাংশের মতে, এ ধরনের করা জায়িয নয়।

২৭. তিরমিযী, হা. নং: ২৭৬২
তবে এ হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। কেউ কেউ মাওদূ' (জাল)ও বলেছেন। (আলবানী, *আস-সিলসিলাতুদ দা'য়ীফাহ*, হা. নং: ২৮৮) এ হাদীসের রাবী 'উমার ইবনু হারূন আল-বালখী অত্যন্ত সমালোচিত। বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ ইয়াহয়া ইবনু মা'ঈন (রাহ.) তাকে বড্ড মিথ্যুক এবং ইমাম নাসা'ঈ (রাহ.) 'মাতরূক' (প্রত্যাখ্যানযোগ্য) বলেছেন। (ইবনুল জাওযী, *আল-'ইলালুল মুতনাহিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ৬৮৬)

২৮. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা. নং: ২৫৪৮১,২৫৪৮৩, ২৫৪৮৪,২৫৪৮৮

২৯. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৫৫৩; আবূ দাউদ, (কিতাবুস সাওম), হা. নং: ২৩৫৭

www.pathagar.org

كُلَّمَا طَالَتْ اللِّحْيَةُ نَقَصَ الْعَقْلُ.

"দাড়ি যতই লম্বা হবে জ্ঞান-বুদ্ধিও তত কম হবে।"[৩০]

দাড়ি উপর দিকে উঠিয়ে রাখা সমীচীন নয়; বরং নিচের দিকে স্বাভাবিক গতিতে লম্বা হতে দেওয়া উচিত। কেননা, দাড়ি উপর দিকে উঠিয়ে রাখা হলে দাড়ির আসল রূপ বিকৃত হয় পড়ে এবং তাতে এক ধরনের বক্রতা সৃষ্টি হয়। হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাড়িকে স্বাভাবিক গতিতে বাড়তে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। থুতনির নিচের ও গলার দিকের লোমগুলো মুণ্ডাতে কোন দোষ নেই।

আজকাল মুসলিম দেশগুলোতে পাশ্চাত্য কৃষ্টি ও চালচলনের প্রভাব এতোই বেড়ে গেছে যে, দাড়ি রাখা, বিশেষ করে দাড়ি বৃদ্ধি করা অনেকের কাছে খুবই কঠিন মনে হয়। ফলে অধার্মিক লোকতো বটেই; অনেক ধর্মপরায়ণ লোকও নিয়মিত দাড়ি মুণ্ডন করেন বা ছেটে ছোট করে ফেলেন। আবার তাদের অনেকেই দাড়িকে আধুনিক সাজসজ্জার পরিপন্থী ও রক্ষণশীলতার প্রতীকও মনে করে। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক। মনে রাখা দরকার, যারা দাড়ি রাখাকে এভাবে নিন্দনীয় মনে করে, শ্মশ্রুধারীদের নিয়ে উপহাস করে এবং দাড়ি রাখার কারণে কাউকে অসামাজিক ভাবে, তাদের ঈমানের নিষ্কলুষতায় যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। আবার অনেকে নিজেকে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক দেখানোর জন্য দাড়ি কামিয়ে আত্মপ্রতারণার আশ্রয় নিয়ে থাকে। তারা অতি নম্র-ভদ্র স্বরে বলে থাকে, 'নিজেকে এত অল্প বয়সে মুরব্বীদের কাতারে দাঁড় করাতে চাই না।' এটাও এক ধরনের বক্র চিন্তার ফসল। বয়স তো আল্লাহর দান। বয়স যত বৃদ্ধি পেল, বান্দাহর প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের পরিমাণও ততই বৃদ্ধি পেল। কাজেই একে গোপন রাখার প্রবণতা নিয়ামতের না-শুকরী করারই শামিল। আবার অনেকের কাছে দাড়ি রাখা লজ্জার ব্যাপার। আল্লাহ না করুক, অদ্ভূত লজ্জাবোধের এ বিকৃত মানসিকতার ফলশ্রুতিস্বরূপ এসব ঈমানদারের পক্ষে কোন সময় ইসলামের গুরু থেকে গুরুতর বিধিবিধানগুলোকেও সানন্দে বিদায় জানানো বিচিত্র কিছু নয়।

---

৩০. আল-খাদিমী, *বারীকাতুন মাহমুদিয়্যাহ*, খ. ৬, পৃ. ১৪৬

www.pathagar.org

দাড়িতে খিযাবের ব্যবহার

দাড়িতে কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করা জায়িয নয়।[৩১] কেননা, কালো রঙের খিযাব ব্যবহার অবশ্য-প্রকাশমান বার্ধক্যকে গোপন করে রাখার এক ধরনের অপচেষ্টা, যা স্বাভাবিক খোদায়ী রীতির পরিবর্তন সাধন করার নামান্তর। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে এ ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

"শেষ জমানায় কিছু লোক কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করবে। তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।"[৩২]

হযরত আবুদ দারদা' (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَنْ خَضَّبَ بِالسَّوَادِ سَوَّدَ اللهُ وَجْهَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"যে ব্যক্তি কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করবে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা তার চেহারাকে কাল করে দেবেন।"[৩৩]

হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত আবূ বাকর সিদ্দীক (রা.)-এর পিতা আবূ কুহাফাকে মক্কা বিজয়ের দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে উপস্থিত করা হয়। তখন তাঁর মাথা ও দাড়ি ছিল সাদা ছাগামা[৩৪] বৃক্ষের মত শুচিশুভ্র। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন,

غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.

"এগুলো পরিবর্তন করে নাও; তবে কাল রঙ থেকে বিরত থাকবে।"[৩৫]

অন্য হাদীসে কাল রঙের খিযাবকে خِضَابُ أَهْلِ النَّارِ -'জাহান্নামীদের খিযাব'[৩৬] ও

---

৩১. কেউ কেউ আবার মাকরূহ তানযীহও বলেছেন। তবে ইমাম নববীর মতে গ্রহণযোগ্য মত হল: কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করা হারাম।

৩২. আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তারাজ্জুল), হা. নং: ৪২১২; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নং: ৫০৯০; আল বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নং: ১৪৬০১

৩৩. সাফারীনী, *গিযাউল আলবাব*, খ.২, পৃ.১৮২ (তাবারানীর সূত্রে বর্ণিত)

৩৪. ছাগামা: এক প্রকার উদ্ভিদ, যার ফল ও ফুল দুটোই সাদা হয়ে থাকে।

৩৫. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৪৭৫; আবূ দাউদ, (কিতাবুত তারাজ্জুল), হা. নং: ৪২০৪; নাসা'ঈ, (কিতাবুয যীনাত), হা. নং: ৫০৯১

www.pathagar.org

خِضَابُ الْكُفَّارِ 'কাফিরদের খিযাব'[৩৭] বলা হয়েছে। বর্ণিত রয়েছে, সর্বপ্রথম ফিরাউনই কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করেছিল।[৩৮]

তবে লাল রঙের খিযাব ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই। কারো কারো মতে, লাল রঙের খিযাব ব্যবহার পুরুষদের জন্য সুন্নাত। তদুপরি এটি মুসলিমদের জন্য বিশিষ্ট নিদর্শনও। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে খিযাব ব্যবহারের এবং লাল রঙের খিযাব ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন এক হাদীসে তিনি বলেন,

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ .

"ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা খিযাব ব্যবহার করে না। তোমরা তাদের বিপরীত কর।"[৩৯]

অন্য হাদীসে তিনি আরো বলেছেন,

اخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيحِ.

"তোমরা মেহেদী দিয়ে খিযাব লাগাও। কারণ এটা সুগন্ধিময়।"[৪০]

সমসাময়িক লোকদের ওপর মর্যাদা ও গুরুত্ব লাভের জন্য বয়স যাহির করার উদ্দেশ্যে সালফার বা এ জাতীয় কোন বস্তুর সাহায্যে কাল দাড়িতে সাদা রঙের খিযাব লাগানোও জায়িয নেই। তবে অসৎ কোন উদ্দেশ্য না থাকলে প্রয়োজনে সাদা খিযাব লাগাতে কোন দোষ নেই।

গণ্ডদেশের লোমগুলো মুণ্ডিয়ে ফেলা

গণ্ডদেশের লোমগুলো মুণ্ডিয়ে ফেলা যাবে কিনা তা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। ইমাম মালিকের (রাহ.) মতে- তা মুণ্ডিয়ে ফেলা মাকরূহ। তিনি বলেন, এটা অগ্নি উপাসকদের অভ্যাস। তাই এটা পরিহার করে চলা উচিত। অন্যদের মতে, তা মুণ্ডিয়ে ফেলতে কোন দোষ নেই; বরং তা মুণ্ডিয়ে ফেলা সৌন্দর্যেরই অংশ।

---

৩৬. আবুল ফাদল আল-'ইরাকী, *আল-মুগনী 'আন হামলিল আসফার*, হা. নং: ৩৫০
৩৭. হারাভী, আল-কাসিম ইবনু সালাম, *আল-ঈমান*, খ. ১, পৃ. ৩৪
৩৮. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, হা. নং: ৮৬; আল-কুরাশী, *মা'আলিমুল কুরাবাহ ফী তালাবিল হিসবাহ*, পৃ. ২৫৯
৩৯. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৪৭৭; আবূ দাউদ, (কিতাবুত তারাজ্জুল), হা. নং: ৪২০৩; আল বাইহাকী, *আস-সুনান আল-কুবরা*, (বাব: খিযাবুর রাজুল), হা. নং: ১৫১৭৯
৪০. আবূ ই'য়ালা, *আল-মুসনাদ*, হা.নং: ৩৬২১

www.pathagar.org

গণ্ডদেশে গজানো চুল উৎপাটন বা অপসারণ

গণ্ডদেশে গজিয়ে ওঠা লোমগুলো অপসারণ বা উৎপাটন করতে কোন দোষ নেই, যদি এতে চেহারা দেখতে মহিলাদের মতে না দেখায়। ইমাম আহমাদ (রাহ.)-এর মতে, গণ্ডদেশে গজিয়ে ওঠা লোমগুলো অপসারণ বা উৎপাটন পুরুষদের জন্য মাকরূহ। তবে ইমাম ইবনু 'আরাফাহ [৭১৬-৮০৩ হি.] (রাহ.)-এর মতে-জায়িয।

নাকের কেশ ছাটা বা উৎপাটন

নাকের ভেতরের লোমগুলো ছেটে ফেলা মুস্তাহাব; উৎপাটন করা উচিত নয়। কারণ, এ লোমগুলো কুষ্ঠ রোগের প্রতিষেধক হিসেবে কাজ করে। আর উপড়িয়ে ফেললে এর ফলে খুজলি সৃষ্টি হতে পারে।

গলদেশের লোম মুণ্ডিয়ে ফেলা

গলদেশের লোমগুলোও মুণ্ডিয়ে ফেলা উচিত নয়। তবে ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ.)-এর মতে, এগুলো মুণ্ডিয়ে ফেলাতে কোন দোষ নেই।

ভ্রূ মুণ্ডিয়ে ফেলা বা ছাটা

ভ্রূ মুণ্ডিয়ে ফেলা বা ছেটে মহিলাদের মতো বিশেষ আকৃতির ভ্রূ তৈরি করা জায়িয নয়। তবে দীর্ঘ ভ্রূর কারণে কষ্ট হলে প্রয়োজন অনুযায়ী ছেটে নিতে অসুবিধা নেই।

নিচের ওষ্ঠ ও থুতনীর মধ্যবর্তী লোমসমূহের অপসারণ

নিচের ওষ্ঠ ও থুতনীর মধ্যবর্তী লোমসমূহের অপসারণ করা জায়িয নয়। তবে লম্বা হওয়ার কারণে বিশ্রী দেখালে সমান করে নিতে কোনো দোষ নেই।

চোখে সুরমা ব্যবহার

চোখে সুরমা ব্যবহারের পেছনে দু'টি উদ্দেশ্য হতে পারে।

এক. সৌন্দর্য বৃদ্ধি ছাড়াই কেবল চোখের দৃষ্টিশক্তি শক্তিশালী করা, চোখের ছানি ও আবরণ দূর করা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা। এ উদ্দেশ্যে সুরমা ব্যবহার করতে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইর জন্যে কোন অসুবিধা নেই; বরং তা ব্যবহার করা উচিত। বিশেষভাবে যদি তা খাঁটি ইছমিদ[৪১] দ্বারা হয়, তা চোখের জন্য বিশেষ উপকারী। নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

৪১. ইছমিদ (antimony): এক প্রকারের শক্ত কাল রঙের উজ্জ্বল পাথর বিশেষ, যা ইস্পাহানে পাওয়া যায়। তা থেকে সুরমা তৈরি করা হয়।

www.pathagar.org

সাল্লাম)ও প্রায়শ এ ধরনের সুরমা ব্যবহার করতেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ঘুমানোর আগে প্রত্যেকটি চোখে কাঠি দিয়ে তিন তিন বার ইছমিদ সুরমা ব্যবহার করতেন।"[৪২] হযরত জাবির (রা.) থেকেও বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)

عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ

"ঘুমানোর সময় ইছমিদ সুরমা ব্যবহার করবে। এতে দৃষ্টিশক্তি প্রখর হবে ও চোখে চুল গজাবে।"[৪৩]

দুই. কেবল সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যেই ব্যবহার করা। এ উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য তা ব্যবহার করা জায়িয। তবে পুরুষরা এ উদ্দেশ্যে সুরমা ব্যবহার করতে পারবে কিনা তা গবেষণার বিষয়। হানাফী ইমামগণের মতে, এ উদ্দেশ্যে সুরমা ব্যবহার করা পুরুষদের জন্যে বিধেয় নয়। তবে কোন কোন হানাফী 'আলিম বলেন, সুরমা ব্যবহারের পেছনে উদ্দেশ্য যদি সাজসজ্জার মাধ্যমে বড় মানুষী প্রকাশ করা হয়, তবেই তা ব্যবহার করা না-জায়িয হবে। নিরেট সৌন্দর্য ও সুরুচিতা বৃদ্ধি করার জন্যে হলে তা ব্যবহার করা দূষণীয় নয়। ইমাম মালিকের (রাহ.) এক মতানুযায়ী তা ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য জায়িয। অন্য মতানুসারে মেয়েদের সাথে সাদৃশ্য হওয়ায় মাকরূহ বলেছেন।

হাম্বলী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, বেজোড় সংখ্যক সুরমা লাগানো মুস্তাহাব। কেননা, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

مَنْ اكْتَحَلَ فَلْيُوتِرْ مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ.

"যে সুরমা লাগাবে সে যেন বেজোড় সংখ্যক লাগায়। যে এরূপ করল সে ভালই করল। আর যে করল না তার জন্যও কোন অসুবিধা নেই।"[৪৪]

বেজোড় সংখ্যক সুরমা লাগানোর জন্য দুটি রীতি অনুসরণ করা যেতে পারে। একটি হল: প্রত্যেক চোখে কাঠি দিয়ে তিন তিন বার সুরমা লাগানো। এটিই হল

---

৪২. তিরমিযী, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ১৭৫৭; ইবনু মাজাহ, (কিতাবুত ত্বিব), হা.নং: ৩৪৯৯; আল বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৮৩৫০; হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, (কিতাবুত ত্বিব), হা. নং: ৮২৪৯

৪৩. ইবনু মাজাহ, (কিতাবুত ত্বিব), হা. নং: ৩৪৯৫, ৩৪৯৬; তিরমিযী, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ১৭৫৭

৪৪. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তাহারত), হা. নং: ৩৫; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (তাহারত), হা. নং: ৩৩৮, (ত্বিব), হা. নং: ৩৪৯৮

www.pathagar.org

অধিকতর বিশুদ্ধ রীতি। হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর উপর্যুক্ত হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও এরূপ করতেন। অপরটি হলঃ প্রথমে ডান চোখে তিন বার, অতঃপর বাম চোখে দুবার অথবা প্রথমে এক চোখে তিনবার, অতঃপর অপর চোখে চার বার সুরমা লাগানো। এভাবে বেজোড় সংখ্যক সুরমা লাগানো হয়ে যাবে।

কারো কারো মতে, 'আশূরার দিন সুরমা ব্যবহার করা মুস্তাহাব। তাদের এ মতটি যথার্থ নয়। কারণ এ সম্পর্কে কোন বিশুদ্ধ হাদীস পাওয়া যায় না।[৪৫] তাই কেউ কেউ এ দিন সুরমা ব্যবহার করাকে বিদ'আতও বলেছেন।[৪৬]

দাঁত পরিষ্কার রাখা

দাঁত নিয়মিত পরিষ্কার করা দরকার। এতে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয় এবং দাঁতে কোন ধরনের ময়লা জমতে দেয় না। তদুপরি দেখতেও সুন্দর লাগবে। এ জন্য ইসলাম প্রত্যেক নামাযের পূর্বে নিয়মিত মিসওয়াক করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। ইমামগণের মতে, প্রত্যেক ওযুর সময় কিংবা নামাযের পূর্বে মিসওয়াক করা সুন্নাত।[৪৭] বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মতকে মিসওয়াক করার তাগিদ দিয়েছেন। যেমন- এক হাদীসে তিনি বলেনঃ

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ . (في رواية : عِنْدَ كُلِّ وُضُوءٍ)

"যদি আমার উম্মাতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তাহলে আমি অবশ্যই প্রত্যেক নামাযের সময় (অন্য বর্ণনায় রয়েছে, প্রত্যেক ওযুর সাথে) তাদেরকে মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম।"[৪৮]

---

৪৫. এ প্রসঙ্গে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস পাওয়া যায়। তা হলঃ

مَن اكْتحلَ بالإثْمدِ يومَ عاشوراءَ لَمْ يَرَ رَمَداً أبداً.

"যে 'আশূরার দিন ইছমিদ সুরমা লাগাবে, তার কোন দিন চোখ ওঠবেনা।" (আল বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হা. নংঃ ৩৬৩৬)

হাদীসটিকেই অনেকেই দুর্বল ও ভিত্তিহীন বলেছেন। এ হাদীসের বর্ণনাকারী দাহ্হাকের সাথে ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর সাক্ষাত হয়নি। তদুপরি ইবনুল জাওযী (রাহ.) হাদীসটি অন্য সূত্রে তাঁর মাওযূ'আতের মধ্যে হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে নকল করেছেন।

৪৬. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রবন্ধঃ ইকতিহাল

৪৭. ইমাম ইসহাক ইবনু রাহ্ওয়াইহ (রাহ.)-এর মতে, ওয়াজিব।

৪৮. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (জুমু'আ), হা. নংঃ ৮৪৭, (তামান্নী), হা. নংঃ ৬৮১৩; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (তাহারাত), হা. নংঃ ৫৮৮; আবূ দাউদ, (তাহারাত), হা. নংঃ ৪৭; তিরমিযী, (তাহারাত), হা. নংঃ ২২,২৩; নাসা'ঈ, (তাহারাত), হা. নংঃ ৭; ইবনু মাজাহ,

www.pathagar.org

হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ

"মিসওয়াক হল মুখের পবিত্রতা রক্ষাকারী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উপলক্ষ।"[৪৯]

গাছের ডাল দ্বারা মিসওয়াক করা সুন্নাত।[৫০] লম্বায় অর্ধ হাত (এক বিগত)[৫১] ও মোটায় কনিষ্ঠা আঙ্গুলের সমান হওয়া পছন্দনীয়।[৫২] সুন্নাত হল- প্রথমে ডান দিকের উপরের দাঁত থেকে মিসওয়াক শুরু করা, তারপর বামদিকের উপরের দাঁতগুলো মিসওয়াক করা। অতঃপর এভাবে নিচের সারির দাঁতসমূহ মিসওয়াক করা। এরপর জিহ্বা ও তালুতে মিসওয়াক করা। এভাবে কমপক্ষে তিনবার মিসওয়াক করা এবং প্রতিবারে পানিতে ভেজানো উত্তম।[৫৩] মিসওয়াক ব্যবহারের পূর্বে ধুয়ে নেবে, যাতে ময়লা দূর হয়ে যায়। তদ্রূপ ব্যবহারের পরেও ধুয়ে নেবে। মিসওয়াক চুষবে না। তাছাড়া মিসওয়াক শুষ্ক হলে পানির মধ্যে ভিজিয়ে নরম করে নেয়া মুস্তাহাব। মিসওয়াক উভয় দিক থেকে না করে এক দিক থেকে করা ভাল।[৫৪]

মিসওয়াকের ধর্মীয় ও স্বাস্থ্যগত বিবিধ উপকারিতা রয়েছে।[৫৫] এতদসত্ত্বেও অনেকেই আধুনিকতার নাম দিয়ে মিসওয়াকের ব্যবহার ছেড়ে দিয়েছে এবং এর পরিবর্তে ব্রাশ ও নানা ধরনের মাজন দ্বারা দাঁত পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করে

(তাহারাত), হা. নং: ২৮৭

৪৯. নাসাঈ, *প্রাগুক্ত*, (তাহারাত), হা. নং: ৫, ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (তাহারাত), হা. নং: ২৮৯; আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ৭, ৬৩, ২৩৬৮৩, ২৪৪০৪

৫০. নিম বা যায়তুন গাছের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা বিশেষ উপকারী। তবে অজানা বৃক্ষের ডাল দিয়ে মিসওয়াক করা উচিত নয়। কারণ, অনেক বৃক্ষের ডাল বিষাক্ত থাকে। তদুপরি মিসওয়াকের ডগা অধিক নরম কিংবা বেশি শক্ত হওয়া ঠিক নয়; বরং মধ্যম ধরনের হওয়া উচিত। তাছাড়া তা পরিষ্কার ও সোজা হওয়া এবং গিরা বিশিষ্ট না হওয়াও বাঞ্ছনীয়।

৫১. পরবর্তীতে কমে গেলে অসুবিধা নেই।

৫২. খাদিমী, *বারীকাতুন মাহমূদিয়্যাহ*, খ. ৩, পৃ. ১১৫

৫৩. 'আল্লামা 'আয়নী (রাহ.) বলেন, মিসওয়াকের ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন সংখ্যা নেই। যে পর্যন্ত দুর্গন্ধ এবং দাঁতের হলুদ রঙ দূর না হয়, সেই পর্যন্ত মিসওয়াক করতে হবে। তবে বেজোড় বার হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫৪. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রবন্ধ: ইস্তিয়াক

৫৫. দ্র. *'নিহায়াতুল আমল'*। এতে মিসওয়াকের ৭২টি উপকারিতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.org

থাকে। উল্লেখ্য যে, ব্রাশ ও মাজন ব্যবহারে মিসওয়াকের সুন্নাত আদায় হবে না; তথাপি কেউ তা করলে দাঁত পরিষ্কার করার সওয়াব পাবে।[৫৬] তবে মাজন ব্যবহারে দাঁতের কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে তা ব্যবহার করা মাকরূহ। তাছাড়া চাকু, ছুরি ও লৌহজাত দ্রব্য দ্বারা দাঁত পরিষ্কার করার চেষ্টা করাও অনুচিত। এতে দাঁত দ্রুত দুর্বল হয়ে ভেঙে যাওয়ার আশংকা থাকে।

কান ছিদ্র করা

ছেলেদের কান ছিদ্র করা জায়িয নয়।[৫৭] যেহেতু ছেলেদের অলঙ্কার পরার কোন বিধান নেই, তাই তাদের কান ছিদ্র করার প্রয়োজনীয়তাও নেই। এ কারণে তাদের কান ছিদ্র করা অঙ্গের পরিবর্তন সাধন হিসেবে গণ্য হবে। তদুপরি এতে মেয়েদের সাথে সাদৃশ্যও তৈরি হয়।[৫৮]

আয়না দেখা

চেহারার ময়লা কিংবা অযাচিত বস্তু দূর করে তার সৌন্দর্য ও মাধুর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে আয়না দেখা সুন্নাত। এ সময় এ দু'আ পড়বে

اللَّهُمَّ كَمَا حَسَّنْتَ خَلْقِي فَحَسِّنْ خُلُقِي.

"হে আল্লাহ, যেভাবে আপনি আমার দেহকাঠামোকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তেমনি আমার চরিত্রকেও সুন্দর করে দিন। আর আমার চেহারাকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দিন।"[৫৯]

তবে স্বর্ণ-রৌপ্যের তৈরি আয়নাতে মুখ দেখা মাকরূহ।

চুলের সাজ

ছোট বালকদের মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেলা ভাল। তা ছাড়া পুরুষদেরও মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলা জায়িয আছে। আগে পেছনে সমান করে ছেটে রাখাও জায়িয আছে। আর যদি কেউ কান পর্যন্ত লম্বা করে রাখে, তবে তাও জায়িয আছে; বরং এতে যদি প্রদর্শনেচ্ছা বা ফকিরী যাহিরের নিয়ত না থেকে সুন্নাত পালনের নিয়ত থাকে, তবে সুন্নাতের সওয়াবও পেতে পারে।

---

৫৬. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যা*, প্রবন্ধঃ ইস্তিয়াক
৫৭. ইমাম আহমাদ (রাহ.)-এর মতে, মাকরূহ। ইবনুল জাওযী (রাহ.) হারাম বলেছেন।
৫৮. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪০৮
৫৯. নববী, *আল-আযকার*, পৃ. ৩০৪

www.pathagar.org

চুল আঁচড়ানো

মাথার চুলগুলো, এমনকি দাড়িও সুন্দর এবং পরিপাটি করে রাখা দরকার। এজন্য শরী'আতের সীমারেখার মধ্যে থেকে সব সময় তার সৌন্দর্য ও পরিপাটিত্বের প্রতি যত্ন নেয়া উচিত। এ উদ্দেশ্যে নিয়মিত চুল আঁচড়ানো প্রয়োজন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও নিয়মিত চুল আঁচড়াতেন।[৬০] কখনো তিনি নিজ হাতে চুল আঁচড়াতেন। আবার কখনো তাঁর সহধর্মিণীগণ (রা.) তাঁকে আঁচড়িয়ে দিতেন। বর্ণিত রয়েছে, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে নববীতে উপবিষ্ট ছিলেন। ইত্যবসরে জনৈক ব্যক্তি তাঁর দরবারে প্রবেশ করলেন, এমতাবস্থায় তার মাথা ও দাড়ির চুলগুলো ছিল এলোমেলো। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে হাতে ইঙ্গিত করে বললেন, বাইর হয়ে মাথা ও দাড়ির চুলগুলো সুন্দর ও ঠিকঠাক করে আসতে। লোকটি বাইরে গিয়ে চুলগুলো ঠিকঠাক করে যখন ফিরে আসল তখন তিনি বললেন,

أَلَيْسَ هَذَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدُكُمْ ثَائِرَ الرَّأْسِ كَأَنَّهُ شَيْطَانٌ

"দেখতে শয়তানের মত লাগবে এ ধরনের এলোমেলো মাথার চুল নিয়ে আসার চাইতে এভাবে আসা কি উত্তম নয়?"[৬১]

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ -"যার চুল রয়েছে তার উচিত চুলকে মর্যাদা দেয়া।"[৬২] চুলের মর্যাদা দেয়ার অর্থ হলঃ চুলের সৌন্দর্য ও পরিপাটিত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখা। এ উদ্দেশ্যে চুল নিয়মিত পরিষ্কার রাখা, ধোয়া, তেল দেয়া ও আঁচড়ানো প্রয়োজন, যাতে চুলগুলো এলোমেলো না হয় বা জট পেকে না যায়। অধিকাংশ ইমামের মতে, মসজিদের মধ্যেও ই'তিকাফকারীদের জন্য চুল আঁচড়ানো জায়িয। হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মসজিদে নববীতে বসে আমার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে দিতেন। আমি তাঁর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম। আর তখন আমি মাসিক

---

৬০. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ كَانَ رَسُولُ اللهِ يُكْثِرُ دُهْنَ رَأْسِهِ وَ يُسَرِّحُ لِحْيَتَهُ. -"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অধিক হারে মাথায় তেল দিতেন এবং দাড়ি আঁচড়াতেন।" (বাইহাকী, শু'*আবুল ঈমান*, হা. নংঃ ৬৪৬৫)

৬১. মালিক, *আল-মুয়াত্তা*, (কিতাবুশ শা'আর), হা. নংঃ ৮১৭; বাইহাকী, শু'*আবুল ঈমান*, হা. নংঃ ৬৪৬২

৬২. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তারাজ্জুল), হা. নংঃ ৪১৬৩

www.pathagar.org

রক্তস্রাবরত অবস্থায় ছিলাম।"[৬৩] তবে ইহরাম অবস্থায় চুল আঁচড়ানো জায়িয নেই।[৬৪] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

الْحَاجُّ الشَّعِثُ التَّفِلُ.

"হাজীর পরিচয় হল তার চুল হবে এলোমেলো এবং শরীরে কোন ধরনের সুগন্ধি ও সাজসজ্জা থাকবে না।"[৬৫]

মুস্তাহাব হল, এক দিন পর পর নিয়মিত চুল আঁচড়ানো। কোন প্রয়োজন ছাড়া প্রত্যহ এবং বারবার চুল আঁচড়ানো মাকরূহ। তবে প্রয়োজনে প্রত্যহ নিয়মিত চুল আঁচড়ালে তা দূষণীয় নয়। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু মুগাফ্ফল (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- عَنِ التَّرَجُّلِ إِلاَّ غِبًّا.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যহ মাথা আচঁড়ানো থেকে নিষেধ করেছেন। তবে এক দিন পর পর।"[৬৬]

অন্য এক হাদীস জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْمٍ

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রত্যহ আমাদেরকে মাথা আঁচড়াতে নিষেধ করেছেন।"[৬৭]

এসব হাদীসের উদ্দেশ্য হল, চুল আঁচড়ানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সর্বদা চুলের পরিপাটিত্ব রক্ষায় ব্যতিব্যস্ত থাকা উচিত নয়।

---

৬৩. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল ই'তিকাফ), হা. নং: ১৯২৪, ১৯২৫, মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল হায়য), হা. নং: ৬৮২; আবূ দাউদ, (কিতাবুস সিয়াম), হা. নং: ২৪৬৭; নাসা'ঈ, (কিতাবুত তাহারত), হা. নং: ২৭৬, (কিতাবুল হায়য), হা. নং: ৩৮৭

৬৪. তবে হাম্বলী ইমামগণের মতে, চুল ঝরে পড়ার আশঙ্কা না থাকলে চুল আঁচড়াতে কোন দোষ নেই।

৬৫. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (তাফসীরুল কুর'আন), হা. নং: ২৯৯৮; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (আল-মানাসিক), হা. নং: ২৮৯৬; আল-বায্যার, *আল-মুসনাদ*, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ১৮২ 'আল্লামা সুয়ূতী (রাহ.)-এর মতে, হাদীসটি সাহীহ। তবে শায়খ আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা মতে, হাদীসটি দুর্বল।

৬৬. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (আত-তারাজ্জুল), হা. নং: ৪১৫৯; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নং: ৫০৭০; হাদীসটি সাহীহ।

৬৭. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (তাহারাত), হা. নং: ২৮; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (যীনাত), হা. নং: ৫০৯৬; হাকিম, *প্রাগুক্ত*, (তাহারাত), হা. নং: ৫৯৬; হাদীসটি সাহীহ।

www.pathagar.org

মাথার ডান দিক থেকে চুল আঁচড়ানোও মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রতিটি কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন। হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেণ্ডেল পরা, মাথা আঁচড়ানো ও পবিত্রতা অর্জন, এমনকি প্রত্যেকটি কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা পছন্দ করতেন।"[৬৮]

মাথায় সিঁথি কাটা

মাথায় সিঁথি কাটা মুস্তাহাব। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও সিঁথি কেটেছেন এবং সিঁথি কাটার জন্য নির্দেশও দিয়েছেন।" মাথার চুলগুলোকে সামনের দিকে কিংবা পেছনের দিকে অথবা ডান বা বাম দিকে ভাগ করে রকমফের সিঁথি কাটা যায়। তবে মুস্তাহাব হল, মাথার সামনের দিকের ঠিক মাঝখান থেকে উপরের দিকে সিঁথি কাটা। এক পার্শ্বে সিঁথি কাটা সমীচীন নয়। তদুপরি তা বিজাতীয়দের অনুকরণ। তাই তা পরিহার করে চলা উচিত।[৬৯]

চুলে তেল ব্যবহার

মাথার চুল ও দাড়ির সৌন্দর্য ও পরিপাটিত্ব রক্ষার জন্য চুলে নিয়মিত তেল মাখা মুস্তাহাব। চাই তা সুগন্ধিময় হোক কিংবা গন্ধহীন। বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও মাথায় ও দাড়িতে তেল দিতেন। কারো কারো মতে, মুস্তাহাব হল মাথায় এক এক দিন পর তেল দেয়া। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, ادْهنُوا غِبًّا. -"এক দিন পরপর মাথায় তেল দাও।"[৭০] তা ছাড়া বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে যেমন- জুমু'আর নামায, 'ঈদ ও জনসমাবেশে উপস্থিতির উদ্দেশ্যে মাথা ও দাড়িতে তেল দেয়াও মুস্তাহাব। তবে ইহরাম অবস্থায় তেল দেয়া জায়িয নেই।

চুল কোঁকড়ানো

চুল কোঁকড়াতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়, এটাই হল মূল বিধান। তবে কেউ

---

৬৮. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ১৬৬, ৫০৬৫, ৫৫১৬

৬৯. আল-আছারী, মুহাম্মাদ ইবনু রিয়াদ, *আল-লিবাস ওয়ায যীনাত*, (বৈরূত: 'আলামুল কুতুব, ২০০৩), পৃ. ১০৮

৭০. গাযালী, *ইহয়াউ উলূমিদ্দীন*, খ. ১, পৃ. ১৪৭
হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল। বিশিষ্ট মুহাদ্দিস ইবনুস সালাহ (রাহ.) বলেন, এ হাদীসের কোন ভিত্তি আমি খোঁজে পাইনি। (আবুল ফাদল আল-'ইরাকী, *আল-মুগনী 'আন হামলিল আসফার*, খ. ১, পৃ. ৮৬)

www.pathagar.org

যদি বিজাতি কিংবা পাপিষ্ঠদের অনুকরণে চুল কোঁকড়ায়, তবে তাও জায়িয হবে না। কারণ, এতে মুসলিমদের স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্য নষ্ট হয়ে যায় এবং দুর্বল ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়।

সাদা চুল উপড়ে ফেলা

সাধারণত সাদা চুল উপড়ে ফেলা জায়িয নয়। বিশেষ কোন প্রয়োজন ও উদ্দেশ্যে উপড়ে ফেলতে হলে তা ভিন্ন কথা। যেমন রণক্ষেত্রে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে যোদ্ধাদের জন্য সাদা চুল উপড়ে ফেলা জায়িয।[৭১] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দাড়ি ও মাথার সাদা চুল উপড়ে ফেলাকে অপছন্দ করতেন। তা ছাড়া তিনি অনেক হাদীসে সাদা চুল উপড়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ.

"তোমরা সাদা চুলগুলো উপড়িয়ে ফেলবে না। কারণ এগুলো মুসলিমদের জন্য আলো স্বরূপ।"[৭২]

সাদা চুলগুলো জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকদেরকে আত্মপ্রবঞ্চনা থেকে বিরত রাখে, আত্মসমালোচনার মাধ্যমে ভবিষ্যতের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতে উদ্বুদ্ধ করে, অযাচিত লালসা চরিতার্থ করার প্রবণতা নস্যাত করে এবং আল্লাহ তা'আলার ইবাদাত-বন্দেগীর প্রতি অনুপ্রাণিত করে তোলে। এ জন্য হাদীসে সাদা চুলগুলোকে 'নূর' (আলো) বলা হয়েছে। কোন কোন হাদীসে সাদা চুলগুলোকে কিয়ামাত দিনের আলো হিসেবেও উল্লেখ করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন

لَا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ إِلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةً

"সাদা চুলগুলো উপড়িয়ে ফেলবে না। কেননা, যে কোন মুসলিমের মুসলিম থাকা কালে কোন চুল সাদা হলে, কিয়ামাতের দিন তা তার জন্য আলোতে পরিণত হবে। (অর্থাৎ চুলটি আলোতে পরিণত হয়ে হাশরের ময়দানের গহীন অন্ধকারে তাকে পথ দেখাবে এবং সে উক্ত আলোর সাহায্যে পথ চলতে চলতে জান্নাতে প্রবেশ করবে।) তদুপরি আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক সাদা

---

৭১. *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৯

৭২. আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ৬৯২৩; আল বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নং: ১৫১৯৬

www.pathagar.org

চুলের বিনিময়ে তাকে একটি করে নেকী দান করবেন, একটি পাপ মোচন করে দেবেন এবং একটি করে মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন।"[৭৩]

এ হাদীসের অন্য একটি সূত্রে বর্ণিত রয়েছে, এ সময় তাঁর দরবারে উপস্থিত জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, অনেক লোকেই তো সাদা চুল উপড়িয়ে নেয়। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, مَنْ شَاءَ فَلْيَنْتِفْ نُورَهُ. - "যে চাহে তো তার আলোকে উপড়িয়ে নিক!"[৭৪] উপরন্তু, সাদা চুল মুসলিমদের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট মর্যাদা বৃদ্ধি ও আযাব থেকে নিস্কৃতি লাভের একটি বড় উপলক্ষ। আল্লাহ তা'আলা সাদা চুলের মুসলিমদেরকে সম্মানের চোখে দেখেন এবং তাদেরকে আযাব দিতে লজ্জা বোধ করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِنَّ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْآنِ .

"আল্লাহ তা'আলার একটি মহানুভবতা হলঃ সাদা চুলধারী মুসলিম ও কুর'আনের হাফিযের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।"[৭৫]

হাদীসে কুদসীতে রয়েছে,

يقولُ اللهُ إِنِّي لأَسْتَحْيِي مِنْ عَبْدِي و أَمَتِي يَشِيْبَانِ فِي الإِسْلامِ ثُمَّ أُعَذِّبُهُمَا .

"আল্লাহ তা'আলা বলেন, আমার যেসব বান্দা ও বান্দীর চুল মুসলিম অবস্থায় সাদা হয়েছে আমি তাদেরকে আযাব দিতে লজ্জা বোধ করি।"[৭৬]

---

৭৩. আবূদাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তারাজ্জুল), হা. নংঃ ৪২০২, ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, হা. নংঃ ২৯৮৫; আহমাদ, হা. নংঃ ৬৬৩৭; আল বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নংঃ ১৫১৯৭, ১৫১৯৮

৭৪. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নংঃ ১৫১৭৯; আল-বযযার, *আল-মুসনাদ*, হা. নংঃ ৩১৭৩
এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত মুহাদ্দিস দায়লামী (রাহ.) হযরত আনাস (রা.)-এর সূত্রে একটি রিওয়ায়াত নকল করেছেন। তা হলঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহিা ওয়া সাল্লাম) বলেন,
أَيُّمَا مُسْلِمٍ نَتَفَ شَعْرَةً بَيْضَاءَ مُتَعَمِّدًا صَارَتْ رُمْحًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُطْعَنُ بِهِ .
"যে মুসলিম ইচ্ছাকৃতভাবে কোন সাদা চুল উপড়ে ফেলবে তা কিয়ামাতের দিন বর্শায় পরিণত হয়ে তাকে আঘাত করতে থাকবে।" (সাফারিনী, *গিযা'উল আলবাব*.., খ. ২, পৃ. ১৯০) তবে এ হাদীসটি অত্যন্ত দুর্বল।

৭৫. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হা. নংঃ ৪৮৪৩

৭৬. আবূ ই'য়ালা, *আল-মুসনাদ*, হা. নংঃ ২৭৬৪

www.pathagar.org

মাথা মুণ্ডন

গোটা মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলতে কোন দোষ নেই। তবে অধিকাংশ ইমামের দৃষ্টিতে- মাথা মুণ্ডানোর চাইতে মাথায় চুল রাখা উত্তম। চুল হল মাথার সৌন্দর্যের উপকরণ। তাই এই সৌন্দর্য নষ্ট করা সমীচীন নয়। মালিকীগণের মতে, মাথার চুল মুণ্ডানো একটি নিন্দিত বিদ'আত। বিশিষ্ট ফকীহ মাররূযী ও মা'মার (রাহ) প্রমুখ বিনা প্রয়োজনে মাথা মুণ্ডানোকে মাকরূহ বলেছেন। কোন বিশুদ্ধ হাদীস থেকে এটা জানা যায় না যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হজ্জ ও 'উমরা ছাড়া কখনো তাঁর মাথা মুণ্ডিয়েছেন। তা ছাড়া খারিজীদের পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ. - "তাদের চেনার উপায় হল মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলা।"[৭৭] অন্য একটি হাদীসে তিনি বলেন,

لا تُوضَحُ النَّوَاصِي إلَّا فِي حجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ .

"হজ্জ কিংবা 'উমরা ছাড়া কপালগুলো যেন পুরো প্রকাশ না পায়।"[৭৮]

তবে হানাফী ইমামগণের মধ্যে ইমাম তাহাভী (রাহ.)-এর মতে মাথা মুণ্ডানো সুন্নাত। আবার তাদের কেউ কেউ প্রতি জুমু'আবার মাথা মুণ্ডানোকে মুস্তাহাবও বলেছেন। আমি মনে করি, এ মতগুলো দুর্বল। তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলতে কোন অসুবিধা নেই। আসল কথা হল, মাথার চুল রাখতে পারলেই উত্তম। তবে রাখলে তার সৌন্দর্য ও পরিপাটিত্বের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। তাই নিয়মিত আঁচড়ানো ও মাথায় তেল দেয়া প্রয়োজন। আর তা সম্ভব না হলে মুণ্ডিয়ে ফেলাই উত্তম।

মুস্তাহাব হল, ডান দিক থেকে মাথা মুণ্ডানো শুরু করা অর্থাৎ প্রথমে মাথার ডানপার্শ্ব, তার পর বাম পার্শ্ব মুণ্ডাবে। তবে এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, ডান-বামের হিসাব কি যার মাথা মুণ্ডানো হচ্ছে তার ভিত্তিতে হবে, নাকি নাপিতের ভিত্তিতে হবে। অধিকাংশ ইমামের মতে, যার মাথা মুণ্ডানো হচ্ছে তার ভিত্তিতে হবে। ইমাম আবূ হানীফার (রাহ.) মতে, নাপিতের ভিত্তিতে হবে।

পেছনের ঘাড়ের দিকের চুলগুলো মুণ্ডিয়ে ফেলতে কোন দোষ নেই। তবে হাম্বলী

---

৭৭. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুস সুন্নাহ), হা. নংঃ ৪৭৬৫, ৪৭৬৬; আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নংঃ ১০৬৩৫

৭৮. তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা. নংঃ ৯৪৭৫

www.pathagar.org

ইমামগণের দৃষ্টিতে- যদি মাথা মুণ্ডানো না হয়, তাহলে পেছনের ঘাড়ের দিকের চুলগুলো মুণ্ডিয়ে ফেলা মাকরূহ। তাদের কথা হল, অগ্নি উপাসকরা মাথার চুল ছাটার সময় পেছনের ঘাড়ের দিকের চুলগুলো মুণ্ডিয়ে ফেলত। তাই তাদের অনুকরণে এরূপ করা জায়িয হবে না।

নব জাতকের মাথা মুণ্ডন

নবজাতক ছেলে হোক বা মেয়ে হোক মাথা মুণ্ডানো সুন্নাত। মাথার অংশবিশেষ মুণ্ডানো কিংবা চুল ছাটা যথেষ্ট নয়। যদি মাথায় কোন চুলই না থাকে, তবে মুস্তাহাব হল- মাথার ওপর দিয়ে ক্ষুর চালিয়ে নেয়া।

মাথায় বিভিন্ন আকৃতি ও দৈর্ঘ্যের চুল রাখা

মাথায় বিভিন্ন আকৃতি ও দৈর্ঘ্যের চুল রাখতে কোন অসুবিধা নেই। কানের লতি (وَفْرَة) কিংবা কানের নিচ (لِمَّة) বা কাঁধ পর্যন্ত (جُمَّة) ঝুলিয়ে চুল রাখা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও এ তিন ধরনের চুল রেখেছেন। তবে চুল একটু লম্বা হলে তার সৌন্দর্য ও পরিপাটিত্বের প্রতি যত্ন নিতে হবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, مَنْ كَانَ لَهُ شَعْرٌ فَلْيُكْرِمْهُ. - "যার চুল রয়েছে তার উচিত চুলকে মর্যাদা দেয়া।"[৭৯]

বিজাতি কিংবা বখাটে পাপিষ্ঠ বা মহিলাদের অনুকরণে চুল রাখা জায়িয নয়। কারণ, এতে হীনমন্যতা ও রুচি বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

মাথার চুল ছেটে ফেলা

মাথার চুল লম্বা হলে পুরুষদের জন্য সুন্দর করে ছেটে ফেলা সুন্নাত। তবে বিজাতি কিংবা বখাটে পাপিষ্ঠদের অনুকরণে বিশেষ স্টাইলে চুল ছাটা সমীচীন নয়। কারণ, এতেও হীনমন্যতা ও রুচি বিকৃতির পরিচয় পাওয়া যায়।

মাথায় টিকি রাখা

মাথা মুণ্ডালে পুরো মাথাই মুণ্ডিয়ে ফেলতে হবে, আর ছেড়ে রাখলে পুরো মাথার চুলই ছেড়ে রাখতে হবে। মাথার কিছু অংশ মুণ্ডিয়ে ফেলে বাকী কিছু অংশের চুল ছেড়ে রাখা জায়িয নয়। এটা প্রথমত হিন্দু ও ইয়াহুদীদের ধর্মীয় নিয়ম। তারা মাথার প্রায় পুরো ভাগ মুণ্ডিয়ে ফেলে তালুর ওপরে কিছু চুল ছেড়ে রাখে। এটাকে মাথায় 'টিকি' রাখা বলা হয়। দ্বিতীয়ত, এতে মাথার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। তৃতীয়ত এটা বখাটেদের রীতি। 'টিকি' আরো কয়েক ধরনের হতে পারে।

---

৭৯. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তারাজ্জুল), হা. নং: ৪১৬৩; হাদীসটি সাহীহ।

www.pathagar.org

যেমন-

ক. মাথার কিছু জায়গা মুণ্ডিয়ে ফেলা আর কিছু জায়গা না মুণ্ডিয়ে ছেড়ে রাখা।

খ. মাথার মধ্যবর্তী উপরের তালু মুণ্ডিয়ে ফেলা আর পার্শ্বস্থ অংশগুলো ছেড়ে রাখা।

গ. মাথার পার্শ্ববর্তী অংশসমূহ মুণ্ডিয়ে ফেলা আর মাথার মধ্যবর্তী উপরের তালু ছেড়ে রাখা।

ঘ. মাথার সামনের ভাগ মুণ্ডিয়ে ফেলা আর পেছনের অংশ ছেড়ে রাখা।

ঙ. মাথার পেছনের অংশ মুণ্ডিয়ে ফেলা আর সামনের ভাগ ছেড়ে রাখা।

চ. মাথার কোন এক পার্শ্বের কিছু অংশ মুণ্ডিয়ে ফেলা আর অবশিষ্ট সব অংশ ছেড়ে রাখা।

উপর্যুক্ত যে কোন ধরনের টিকি রাখা সমীচীন নয়। তবে চিকিৎসার প্রয়োজনে হলে ভিন্ন কথা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মাথায় টিকি রাখা থেকে নিষেধ করেছেন।[৮০] হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক বালককে এভাবে দেখতে পেলেন যে, তার মাথার কিছু অংশ মুণ্ডিয়ে ফেলা হয়েছে আর কিছু অংশ ছেড়ে রাখা হয়েছে। ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সবাইকে এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ দিয়ে বললেন,

احْلِقُوهُ كُلَّهُ أَوْ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ .

"মাথা মুণ্ডালে পুরো মাথাই মুণ্ডিয়ে ফেল আর ছেড়ে রাখলে পুরো মাথাই ছেড়ে রাখ।"[৮১]

কেউ কেউ মনে করে, এ ধরনের টিকি রাখা কেবল প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যে অবৈধ; অপ্রাপ্ত বয়স্করা যেহেতু শার'ঈ নির্দেশের গণ্ডী বহির্ভূত, তাই তাদের পক্ষে এ ধরনের টিকি রাখা অবৈধ হবে না। এ ধারণা সম্পূর্ণ অমূলক। মুকাল্লাফ (শরী'আতের আদিষ্ট) না হওয়ার কারণে বাচ্চাদের গুনাহ না হতে পারে, তবে তাদের অভিভাবকরা তো আর গায়র-মুকাল্লাফ নয়। তারা কেন বাচ্চাদের এভাবে চুল কাটতে দিল, তজ্জন্য তাদের গুনাহ হবে।

---

৮০. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৫৭৬; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৫২৪; আবূ দাউদ, (কিতাবুত তারাজ্জুল), হা. নং: ৪১৯৩; নাসা'ঈ, (কিতাবুয যীনাত), হা. নং: ৫০৬৫

৮১. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তারাজ্জুল), হা. নং: ৪১৯৫; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নং: ৫০৬৩; হাদীসটি সাহীহ।

www.pathagar.org

সামনের কিংবা মাঝের চুলগুলো লম্বা করে রাখা

বিজাতিদের দেখাদেখি অনেক মুসলিমও পেছনের দিকের চুলগুলো খুব ছোট করে সামনের দিকের চুলগুলো অনেক লম্বা করে রাখে। আবার অনেকেই মাথার চতুর্দিক ছোট করে মাঝখানের চুলগুলো লম্বা করে রাখে। এ নিয়মগুলো যেহেতু বিজাতিদের অনুকরণে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে, কাজেই তাও ঘৃণ্য এবং বর্জনীয়।[৮২]

জুলফি রাখা

পুরুষদের জন্য জুলফি অর্থাৎ কানের পাশ থেকে গালের কিছু দূর পর্যন্ত চুল রাখা মাকরূহ।

চুলে কাল, বাদামী ও বিভিন্ন রঙের খিযাব ব্যবহার

বার্ধক্য কিংবা অন্য কোন কারণে চুল সাদা হয়ে গেলে তাতে বাদামী, হলুদ ও লাল প্রভৃতি রঙের খিযাব ব্যবহার করা জায়িয। তবে অনেকেই লাল রঙের খিযাব ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য সুন্নাত বলেছেন। তাদের মতে, লাল রঙের খিযাব মুসলিমদের বিশিষ্ট নিদর্শন।[৮৩] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে খিযাব ব্যবহারের এবং লাল রঙের খিযাব ব্যবহারের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। যেমন তিনি বলেন,

إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ .

"ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা খিযাব ব্যবহার করে না। তাই তোমরা তাদের বিপরীত কর।"[৮৪]

তিনি আরো বলেন,

اخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيحِ .

"তোমরা মেহেদী দিয়ে খিযাব লাগাও। কারণ, এটা সুগন্ধিময়।"[৮৫]

কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করা জায়িয নয়।[৮৬] কারণ, তা এক প্রকার আল্লাহর

---

৮২. থানবী, *বেহেশতী জেওর*, খ. ৬, পৃ. ১৮৩
৮৩. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ২৯, পৃ. ৩৪৪
৮৪. আবূ দাউদ, (কিতাবুত তারাজ্জুল), হা. নং: ৪২০৩
৮৫. আবূ ই'য়ালা, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৩৬২১
৮৬. ইমাম নববী (রাহ.)-এর মতে, হারাম। তবে অনেকের মতে, মাকরূহ তাহরীমী। আবার অনেকের মতে, মাকরূহ তানযীহী। আবার কারো কারো মতে, সাধারণভাবে কাল রঙের খিযাবের ব্যবহার করা দূষণীয় নয়। সা'দ ইবনু আবী ওয়াক্কাস, 'উকবা ইবনু 'আমর, হাসান, হুসায়ন ও জারীর (রা.) প্রমুখ সাহাবী ও তাবি'ঈগণ এ মত পোষণ করেন। তবে

www.pathagar.org

সৃষ্টির চিরাচরিত বিধিকে পরিবর্তন করার নামান্তর। তবে কাল রঙের সাথে অন্য কোন রঙ মিশানো হলে এবং তা যদি ধূসর রঙে পরিণত হয়, তাহলে তা ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ.

"বার্ধক্যের এ শুভ্রতাকে পরিবর্তন কর। তবে কাল রঙ থেকে দূরে থেকো।"[৮৭]

অন্য হাদীসে তিনি বলেন:

غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

"তোমরা বার্ধক্যের এ শুভ্রতাকে পরিবর্তন কর। ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য অবলম্বন কর না। কাল রঙ থেকে দূরে থেকো।"[৮৮]

তিনি আরো বলেন,

خَيْرُ شَبَابِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِكُهُولِكُمْ، وَشَرُّ كُهُولِكُمْ مَنْ تَشَبَّهَ بِشَبَابِكُمْ

"তোমাদের মধ্যে উৎকৃষ্ট যুবক হল- যে তোমাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠদের সাথে অধিক সাদৃশ্য রক্ষা করে চলে আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট বৃদ্ধ হল- যে তোমাদের যুবকদের সাথে অধিকতর সাদৃশ্য রক্ষা করে চলে।"[৮৯]

অধিকাংশ ইমামের পছন্দনীয় মত হল, কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করা মাকরূহ। (ইবনু হাজার 'আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, খ. ১০, পৃ. ৩৫৪-৩৫৫) কিন্তু প্রতারণা করার উদ্দেশ্যে কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করা হলে (যেমন বিয়ের সময় নিজের বয়স কিংবা চুলের রং লুকানোর উদ্দেশ্যে কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করা) তা সর্বসম্মতভাবে হারাম। তদুপরি নিজেকে নিরেট যুবক হিসেবে প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে যদি কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করা হয়, তাও হবে মাকরূহ। যোদ্ধাদের জন্য রণক্ষেত্রে নিজেকে যুবক হিসেবে যাহির করে শত্রুদের মনে ভয়-ভীতি সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করা মুস্তাহাব। স্ত্রীর কাছে যাওয়ার জন্য সাজসজ্জা হিসেবে যদি এটা করা হয়, তাহলে অনেকেই এটাকে মাকরূহ বললেও কারো কারো পছন্দনীয় মত হল- জায়িয। ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ.) থেকে এ ধরনের মত বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, তার (স্ত্রীর) সাজসজ্জা যেমন আমাকে মুগ্ধ করে, তেমনি আমার সাজসজ্জাও তাকে মুগ্ধ করে তুলবে। (যায়দান, খ. ৩, পৃ. ৩৫৭) ইবনুল কাইয়িম (রাহ.)-এর মতে, কেবল প্রতারণার উদ্দেশ্যে হলে কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। অন্যথায় জায়িয। (মুবারাকপুরী, *তুহফাতুল আহওয়াযী*, খ. ৫, পৃ. ৪৪২)

৮৭. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (লিবাস), হা. নং: ৫৪৭৫; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (তারাজ্জুল), হা. নং: ৪২০৪; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নং: ৫০৯১

৮৮. নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নং: ৫০৮৮; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নং: ১৪৬০০

৮৯. আবূ ই'য়ালা, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৭৪৮৩; আল বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হা. নং: ৭৮০৫, ৭৮০৬; তাবারানী, *আল-মু'জামুল আওসাত*, হা. নং: ৫৯০৪, তাবারানী, আল-*মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ২০২

www.pathagar.org

ইতঃপূর্বে দাড়িতে খিযাব ব্যবহার প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে যে, যারা চুলে কাল রঙের হিযাব ব্যবহার করে, তাদেরকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্নভাবে হুঁশিয়ার করেছেন। এ থেকে জানা যায় যে, চুলে কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করা জায়িয হবে না। তবে শত্রুদের মাঝে ভয়-ভীতি সঞ্চার করার উদ্দেশ্যে যোদ্ধাদের জন্য রণক্ষেত্রে কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করা জায়িয রয়েছে।

চুল সাদা না হলে তাকে স্বাভাবিক অবস্থায় রেখে দিতে হবে। কোন ধরনের রঙ লাগিয়ে তাকে পরিবর্তন করা উচিত নয়, যদি তার রঙ কুৎসিত না হয়। যদি চুলের রঙ কুৎসিত ও বিশ্রী হয়, তবেই তাতে উপযোগী রঙ লাগিয়ে তার বিশ্রীতা দূর করা যেতে পারে।

উল্লেখ্য যে, অমুসলিম কিংবা পাপিষ্ঠদের অনুকরণে চুলকে বিশেষ রঙে ও ঢঙে রাঙানো কোন মতেই জায়িয হবে না। এতে তাদের সাথে সাদৃশ্য রক্ষা হয়, যা থেকে শরী'আত মুসলিমদেরকে নিষেধ করেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ .

"যে অন্য কোন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে।"

অনেকেই বয়স ঢেকে রাখার জন্য চুলে স্থায়ীভাবে কালো বা বাদামী রঙ ব্যবহার করে থাকে। এটা চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকেও সঠিক নয়। এসব রঙে কোলটার ডাই থাকে। কোলটার ডাই একটি ক্যান্সার উৎপাদনকারী পদার্থ। দীর্ঘদিন নিয়মিতভাবে চুলে এসব স্থায়ী কালো বা বাদামী রঙ লাগালে কিছু মারাত্মক ক্যান্সার যেমন নন হেজকিনস কিম্ফোময়, হজকিংস, লিম্ফোমা, মাল্টিফল ও মায়ালোমা ইত্যাদি হতে দেখা যায়।[৯০]

চুলে মেহেদী ও কাতামের[৯১] খিযাব ব্যবহার

সাদা চুলে মেহেদী ও কাতামের খিযাব ব্যবহার করা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, غَيِّرُوا الشَّيْبَ -"তোমরা সাদা চুলকে পরিবর্তন করে নাও।"[৯২] এ হাদীসে সাদা চুলকে পরিবর্তন করার নির্দেশ দেয়া

---

৯০. ডা. শাহজাদা সেলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮

৯১. কাতাম হল এক প্রকার ঘাস, যা চুলে লাগানো হলে তা ছাই রঙের মতো দেখায়।

৯২. নাসাঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নং: ৫০৮৮; আল বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নং: ১৪৬০০

www.pathagar.org

হয়েছে।[৯৩] অন্য হাদীসে তিনি মেহেদী দ্বারা খিযাব লাগানোর নির্দেশ দিয়ে বলেন,

اخْتَضِبُوا بِالْحِنَّاءِ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيحِ .

"তোমরা মেহেদী দিয়ে খিযাব লাগাও। কারণ এটা সুগন্ধিময়।"[৯৪]

অন্য হাদীসে তিনি আরো বলেন,

إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ هَذَا الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ

"সাদা চুলকে পরিবর্তন করে নেয়ার জন্য সর্বোত্তম বস্তু হল মেহেদী আর কাতাম।"[৯৫]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, সাদা চুলগুলোকে রাঙানোর জন্য মেহেদী ও কাতামোই হল সর্বোত্তম বস্তু। তবে এ দুটির বাইরেও কাল রঙ ছাড়া অন্যান্য বস্তুর সাহায্যেও সাদা চুলগুলোকে রাঙাতে কোন অসুবিধা নেই। হযরত আনাস (রা.) বলেন, "হযরত আবূ বাকর (রা.) মেহেদী ও কাতামের খিযাব লাগাতেন এবং হযরত 'উমার (রা.) শুধু মেহেদীর খিযাব লাগাতেন।"[৯৬]

নবজাতকের মাথায় যা'ফরান কিংবা খলূকের খিযাব ব্যবহার

নবজাতকের মাথায় যা'ফরান কিংবা খলূকের খিযাব ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই। কারো মতে- তা মুস্তাহাব। তবে আকীকার জন্তুর রক্ত নবজাতকের মাথায় মাখা মাকরূহ। এটা জাহিলী যুগে প্রচলিত একটি কুসংস্কার।[৯৭] তদুপরি এটা এক ধরনের মাথাকে অপবিত্র করা ও সন্তানকে অনর্থক কষ্ট দেয়ার নামান্তর। তাই রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

يُعَقُّ عَنْ الْغُلَامِ وَلَا يُمَسُّ رَأْسُهُ بِدَمٍ

---

৯৩. তবে এ নির্দেশ অবশ্যই মুস্তাহাব্বী নির্দেশ।
৯৪. আবূ ই'য়ালা, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৩৬২১
৯৫. আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তারাজ্জুল), হা. নং: ৪২০৫; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নং: ৫০৯৩
৯৬. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, প্রবন্ধ: ইখতিযাব
৯৭. হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "জাহিলী যুগে আমাদের কারো কোন ছেলে হলে তার জন্য একটি ছাগল জবেহ করা হত। অতঃপর জবেহকৃত প্রাণীর রক্ত নিয়ে সন্তানের মাথায় মেখে দেয়া হত। ইসলামের আবির্ভাবের পর আমরাও নবজাতক ছেলের জন্য ছাগল জবেহ করতাম, তার মাথা মুণ্ডন করতাম। তবে আমরা তার মাথায় যা'ফরান মাখতাম।" (হাকিম, *আল-মুস্তাদরাক*, কিতাবুয যাবাইহ, হা. নং: ৭৫৯৪)

www.pathagar.org

"ছেলের পক্ষ থেকে আকীকা দেয়া হবে। তবে আকীকার রক্ত নিয়ে মাথায় যেন না লাগানো হয়।"[৯৮]

তিনি আরো বলেন,

فاهْرِيقُوا عنه دماً و أمِيطُوا عنه الأذَى.

"তোমরা তার জন্য রক্ত প্রবাহিত কর। অর্থাৎ আকীকা কর। তবে তাকে কষ্ট দিও না।"[৯৯]

এর মর্ম হলো তার মাথায় আকীকার রক্ত মেখে দেবে না। রক্তের পরিবর্তে খলূকের খিযাব প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

اجْعَلُوا مَكانَ الدَّمِ خَلُوقاً .

"তোমরা রক্তের পরিবর্তে খলূক ব্যবহার কর।"[১০০]

চুলে ক্রিম ও শ্যাম্পু ব্যবহার

নিয়মিত সাবান ব্যবহার করলে চুল পরিষ্কার রাখা যায়। চুলে শ্যাম্পু করার উদ্দেশ্য তাই। শ্যাম্পু চুলের তৈলাক্ত আবরণ এবং এর সাথে সংযুক্ত ময়লা দূর করে। আধুনিক শ্যাম্পুর কার্যকর উপাদান হচ্ছে এক ধরনের ডিটারজেন্ট, যার শারীরিক উপকারিতা খুব বেশি সন্তোষজনক নয়। তদুপরি চুলের ক্রিমে থ্যালেট থাকে, যা লিভার, কিডনি, ফুসফুস ইত্যাদির কাজকর্মকে বাধাগ্রস্ত করে।[১০১]

বগল ও নাভীর নিচের লোম উপড়ানো বা মুণ্ডানো

বগলের লোম উপড়িয়ে বা মুণ্ডিয়ে বগল পরিষ্কার করে রাখতে হবে, যাতে লোম এক ধান পরিমাণ অপেক্ষা বেশি লম্বা হতে না পারে। তাই যখনই একটু লম্বা হবে, সাথে সাথে পরিষ্কার করে নিতে হবে। বিশেষ করে চল্লিশ দিনের বেশি এ লোম রাখা জায়িয নেই। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জন্য গোঁফ ছাটা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়ানো এবং নাভির নিচের লোম মুণ্ডানোর জন্য সময় নির্ধারণ করে দিয়ে বলেন যে, আমরা যেন চল্লিশ দিনের অধিক এগুলো ফেলে না

---

৯৮. ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যাবাইহ), হা. নং: ৩১৬৬; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ২৬৮২৭

৯৯. আল হাকিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যাবাইহ), হা. নং: ৭৫৯৩

১০০. আল বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, (কিতাবুদ দাহায়া), হা. নং: ১৯৮২৯; ইবনু হিব্বান, *আস-সহীহ*, (বাব: আল-'আকীকা), হা. নং: ৫৩০৮

১০১. ডা. নাজমুল আলম, প্রসাধনী, *মাসিক পৃথিবী*, নভেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৪৬

www.pathagar.org

রাখি।"[১০২] মুণ্ডানোর চাইতে লোম উপড়িয়ে বগল পরিষ্কার রাখাটা উত্তম। হাদীস শরীফে বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলার কথা এসেছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ.... وَنَتْفُ الْإِبِطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ ....

"দশটি কাজ নবীদের সুন্নাত। এগুলো হল: ... বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা এবং নাভির নিচের লোম মুণ্ডিয়ে ফেলা... ।"[১০৩]

তবে মুণ্ডিয়ে ফেলাও জায়িয। ইমাম গাযালী (রাহ.) বলেন: "বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা মুস্তাহাব।" যারা এতে অভ্যস্ত তাদের জন্য এটা সহজ। তবে মুণ্ডালেও চলবে। কেননা, এর উদ্দেশ্য হল বগলকে পরিষ্কার রাখা এবং এর মাঝে কোন ধরনের ময়লা জমতে না দেয়া, যাতে কোন ধরনের দুর্গন্ধ বগল থেকে বের না হয়। লোম উপড়ানোর মাধ্যমে যেমন এ উদ্দেশ্য লাভ করা যায়, তেমনি মুণ্ডিয়ে ফেলার মাধ্যমেও এ উদ্দেশ্য লাভ করা যায়। প্রথমে ডান বগল, অতঃপর বাম বগল পরিষ্কার করা মুস্তাহাব। বর্তমানে কিছু কিছু মুসলিমকে বিজাতীয়দের অনুকরণে বগলের লোম লম্বা করে রাখতে দেখা যায়। এটাকে তারা সভ্যতা ও ভদ্রতা বলে মনে করে। এ ধরনের নোংরা সভ্যতা (!) বর্জন করা উচিত।

বগলের লোমের মতো নাভির নিচের লোমও মুণ্ডিয়ে বা লোমনাশক লাগিয়ে স্ত্রী-পুরুষ উভয়েরই পরিষ্কার করে রাখতে হবে, যাতে তাও এক ধান পরিমাণ অপেক্ষা লম্বা হতে না পারে। তাই যখনই একটু লম্বা হবে, সাথে সাথে পরিষ্কার করে নিতে হবে।[১০৪] মুস্তাহাব হল- প্রতি সপ্তাহে একবার পরিষ্কার করা। তবে পনের দিনে একবার পরিষ্কার করলেও অসুবিধা নেই। তবে চল্লিশ দিনের বেশি এ লোম রাখা জায়িয নেই।[১০৫]

উপর্যুক্ত হাদীসের মর্মানুযায়ী পুরুষদের জন্য নাভির নিচের লোম সর্বসম্মত মতানুযায়ী মুণ্ডিয়ে ফেলা উত্তম। তবে হানাফী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে, নারীদের জন্য উত্তম হল- নাভির নিচের লোম উপড়িয়ে ফেলা।[১০৬] নাভির নিচ

---

১০২. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (বাব: খিসালুল ফিতরাত), হা. নং: ২৫৮

১০৩. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (বাব: আল-ইস্তিত্বাবাহ), হা. নং: ২৬১; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (বাব: গুসলুস সিওয়াক), হা. নং: ৫৩

১০৪. শাফি'ঈ ও মালিকী ইমামগণের মতে, যদি স্বামী কামনা করে, তাহলে স্ত্রীর জন্য নাভির নিচের লোম পরিষ্কার করা ওয়াজিব। (নববী, *আল-মাজমূ'*, খ. ১, পৃ. ২৮৯)

১০৫. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২৯, পৃ. ২৩৪

১০৬. অধিকাংশ মালিকী ইমামের মতে, নারীদের বেলায়ও মুণ্ডিয়ে ফেলা উত্তম। হাম্বলীদের

www.pathagar.org

থেকে মুণ্ডানো শুরু করা এবং প্রথমে ডান দিক, পরে বাম দিক পরিষ্কার করা, একাকী গোপন স্থানে বসে মুণ্ডানো, গোসলখানা কিংবা পানিতে লোমগুলো না ফেলা এবং অপসারিত লোমগুলোকে পুঁতে রাখা প্রভৃতি মুস্তাহাব।

সপ্তাহে বৃহস্পতিবার[১০৭] কিংবা জুমু'আবার জুমু'আর নামাযের আগে বগল ও নাভির লোম পরিষ্কার করা মুস্তাহাব।[১০৮]

নখ কাটা

নখ কেটে পরিষ্কার করে রাখতে হবে, যাতে তাতে কোন ধরনের ময়লা জমতে না পারে। তাই যখনই একটু লম্বা হবে, সাথে সাথে কেটে ফেলতে হবে। নখ কাটা নবীগণের সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ ....قَصُّ الْأَظْفَارِ....

"দশটি কাজ নবীগণের সুন্নাত। তন্মধ্যে ... নখ কাটা... অন্যতম।"[১০৯] মুস্তাহাব হল- প্রতি জুমু'আবার জুমু'আর নামাযের আগে অর্থাৎ সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ার আগে[১১০] কিংবা বৃহস্পতিবার আসরের পর নখ কাটা। চল্লিশ দিনের বেশি নখ রাখা জায়িয নেই। হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের জন্য গোঁফ ছাটা, নখ কাটা, বগলের লোম উপড়ানো এবং নাভির নিচের পশম মুণ্ডানোর জন্যে

মতে, যে কোনভাবে অপসারণ করলেই চলবে। তবে মুণ্ডিয়ে ফেলাই উত্তম।

১০৭. হযরত 'আলী (রা.) বলেন: আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বৃহস্পতিবার নখ কাটতে দেখেছি। তিনি বলেছেন: "নখ কাটা, বগলের লোম উপড়িয়ে ফেলা এবং নাভির নিচের লোম মুণ্ডানোর কাজ হল বৃহস্পতিবারে। আর গোসল, সুগন্ধি ব্যবহার, ভাল পোশাক পরার দিন হল জুমু'আবার।" (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ১, পৃ. ১৪৫)

১০৮. নববী, *আল-মাজমূ' শারহুল মুহাযযাব*, খ. ১, পৃ. ২৮৭

১০৯. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (বাব: আল-ইস্‌তিত্বাবাহ), হা. নং: ২৬১; আবূ দাউদ, (বাব: গুসলুস সিওয়াক), হা. নং: ৫৩

১১০. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

إِنَّ مَنْ قَصَّ أَظَافِرَهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ دَخَلَ فِيهِ شِفَاءٌ وَخَرَجَ مِنْهُ دَاءٌ .

"যে ব্যক্তি জুমু'আবারে নখ কাটবে, তার মধ্যে আরোগ্য প্রবেশ করবে এবং তার রোগ-ব্যাধি দূর হয়ে যাবে।" (ইবনু মুফলিহ আল-মাকদিসী, *আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ*.., খ. ৪, পৃ. ১) তদুপরি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকেও বর্ণিত, তিনি প্রতি জুম'আবার নখ কাটতেন। (ইবনু মুফলিহ আল-মাকদিসী, *আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ*.., খ. ৪, পৃ. ১)

www.pathagar.org

সময় নির্ধারণ করে দিয়ে বলেন যে, আমরা যেন চল্লিশ দিনের অধিক এগুলো ফেলে না রাখি।"[১১১]

ডান দিক থেকে নখ কাটা মুস্তাহাব। অর্থাৎ প্রথমে ডান হাতের নখগুলো, তারপর বাম হাতের নখগুলো কাটবে। তদ্রূপ প্রথমে ডান পায়ের নখগুলো, পরে বাম পায়ের নখগুলো কাটবে।

নখগুলো কাটার পর আঙ্গুলের মাথাসমূহ ধুয়ে ফেলা এবং নখগুলো নিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলা মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও নখ কাটার পর এগুলো নিয়ে মাটিতে পুঁতে ফেলতন। ইমাম আহমাদ (রাহ.) বলেনঃ হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.)ও এরূপ করতেন।

লম্বা নখ রাখা বর্তমানে ফ্যাশন মনে করা হয়। অথচ এটা মারাত্মক নোংরামী। তদুপরি লম্বা নখ জীবাণু বহন করে। নিয়মিত নখ কেটে পরিচ্ছন্ন রাখা সুরুচির পরিচয় বহন করে।

হাত ও পায়ে মেহেদীর ব্যবহার

পুরুষদের জন্য হাতে ও পায়ে মেহেদী ব্যবহার করা জায়িয নয়। কারণ, মেহেদী দ্বারা হাত ও পায়ের সজ্জায়ন মহিলাদের সাজসজ্জার একটি অংশ, যা অনুকরণ করা পুরুষদের জন্য বৈধ নয়। তবে কোন বিশেষ দরকার বা চিকিৎসার জন্য হলে প্রয়োজন মত ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই।[১১২] হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে জনৈক নপুংসক দু'হাত ও পায়ে মেহেদীর খিযাব লাগিয়ে উপস্থিত হল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে দেখে বললেন, 'এ লোকের এহেন অবস্থা কেন?' উপস্থিত লোকেরা জবাব দিলঃ সে মহিলাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করছে। পরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশে তাকে নকী' নামক একটি জায়গায় নির্বাসিত করা হয়।[১১৩]

জুমু'আবার ও 'ঈদের দিনসমূহে এবং পারস্পরিক সাক্ষাতের সময় সাজসজ্জা করা মুস্তাহাব

জুমু'আবার ও 'ঈদের দিনসমূহে সাধ্যমতো সাজসজ্জা করা মুস্তাহাব। এ

---

১১১. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (বাবঃ খিসালুল ফিতরাত), হা. নংঃ ২৫৮
১১২. নববী, *আল-মাজমূ'*, খ. ১, পৃ. ৩৫২; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়াহ*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৯
১১৩. আবূ দাউদ, (কিতাবুল আদাব), হা. নংঃ ৪৯২৮

www.pathagar.org

দিনসমূহে গোসল করা, সুগন্ধি ব্যবহার করা, মিসওয়াক করা[১১৪], উত্তম কাপড় পরা, চুল ছাটা ও আঁচড়ানো, নখ কাটা, বগল ও নাভির নিচের কেশ পরিষ্কার করা এবং সাদা চুলে মেহেদীর খিযাব ব্যবহার করা প্রভৃতি ছওয়াবের কাজ।

তদুপরি মুসলিমদের পারস্পরিক সাক্ষাতের সময়ও সুন্দর সাজসজ্জা গ্রহণ করা উচিত। ইমাম আবুল 'আলিয়া (রাহ.) বলেন: মুসলিমরা যখন পরস্পর একে অপরের সাথে সাক্ষাতের জন্য যাবে তখন সুন্দর সাজসজ্জা গ্রহণ করবে। হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: এক সময় কয়েক জন সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ঘরের দরজায় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বের হবার জন্য ঘরে সংরক্ষিত একটি কলসির পানিতে নিজের চেহারা দেখে তাঁর দাড়ি ও চুলগুলো সমান করে নিলেন। তখন আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আপনিও এরূপ করছেন! তিনি বললেন, হ্যাঁ, যখন কেউ তার ভাইদের উদ্দেশ্যে বের হবে, তার উচিত নিজেকে তৈরি করে নেয়া। কারণ,

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ .

"আল্লাহ তা'আলা নিজেও সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।"[১১৫]

সুগন্ধির ব্যবহার

সাধারণত সুগন্ধি ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই; বরং কোন কোন বিশেষ সময়ে তা ব্যবহার করা পুণ্যের কাজ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজে সুগন্ধি ব্যবহার করতেন এবং লোকদেরকেও তা ব্যবহার করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন। হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তাঁর হাতের নাগালে থাকা পবিত্রতম সুগন্ধি

---

১১৪. হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِنَّ هَـذَا يَـوْمُ عِـيدٍ جَعَلَـهُ اللهُ لِلْمُسْـلِمِينَ فَمَـنْ جَـاءَ إِلَى الْجُمُعَـةِ فَلْيَغْتَسِـلْ وَإِنْ كَـانَ طِيبٌ فَلْيَمَسَّ مِنْهُ وَعَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ

"এ দিনকে (জুমু'আবার) আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের জন্য ঈদের দিনে পরিণত করেছেন। তাই এ দিন আসলে তোমাদের গোসল করা প্রয়োজন। যদি আতর থাকে, তা ব্যবহার করবে। তোমাদের মিসওয়াক করাও দরকার।" (ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, [কিতাব: ইকামাতুস সালাত], হা. নং: ১০৯৮)

১১৫. ওয়ালী উদ্দীন আল-খতীব আত-তাবরিযী, *মিশকাতুল মাছাবীহ*, (বাবুল গাদাব ওয়াল কিবর), পৃ. ৪৩৩

www.pathagar.org

লাগিয়ে দিতাম, যতক্ষণ না তাঁর চুল ও দাড়িতে সুগন্ধির ঝলক দেখতে পেতাম।"[১১৬] অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ الدُّنْيَا النِّسَاءُ وَالطِّيبُ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

"পার্থিব সামগ্রীর মধ্যে নারী ও সুগন্ধিই আমার কাছে প্রিয়। আর নামাযের মধ্যে আমার চোখ জুড়ানো বস্তু রয়েছে।"[১১৭]

তদুপরি কেউ সুগন্ধি পেশ করলে তা সাদরে গ্রহণে করা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ عُرِضَ عَلَيْهِ طِيبٌ فَلَا يَرُدَّهُ فَإِنَّهُ طَيِّبُ الرِّيحِ خَفِيفُ الْمَحْمَلِ

"যাকে কোন সুগন্ধি পেশ করা হবে, সে যেন তা ফিরিয়ে না দেয়। কেননা, সুগন্ধি হল সুবাসিত বস্তুবিশেষ এবং হালকা বহন উপযোগী।"[১১৮]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, সুগন্ধি ফিরিয়ে দেয়া সুন্নাতের পরিপন্থী। যেহেতু তা যেমন বহন করতে কোন অসুবিধা নেই, তেমনি তা কষ্টদায়ক কোন বস্তুও নয়, তাই তা ফিরিয়ে দেয়ার যৌক্তিক কোন কারণ নেই। পুরুষের সুগন্ধি কীরূপ হবে এ সম্পর্কেও রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নির্দেশনা রয়েছে। তিনি বলেন:

طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ.

"পুরুষের সুগন্ধি হবে, যা গন্ধ ছড়াবে; কিন্তু এর রঙ প্রকাশ পাবে না। অপরদিকে নারীদের সুগন্ধি হবে, যার রঙ প্রকাশ পাবে; কিন্তু গন্ধ ছড়াবে না।"[১১৯]

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, পুরুষদের জন্য সে ধরনের সুগন্ধিই ব্যবহারের উপযোগী, যা কেবল গন্ধ ছড়াবে; কিন্তু তার রঙ প্রকাশ পাবে না। যেমন গোলাপ পুষ্পসার।

---

১১৬. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৫৭৯;
এ হাদীসের প্রেক্ষিতে ইবনু বত্তাল বলেন: পুরুষদের জন্য চেহারায় সুগন্ধি ব্যবহার করা উচিত নয়। (আসকালানী, *ফাতহুল আল বুখারী*, খ. ১০, পৃ. ৩৬৬)

১১৭. নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবু 'ইশরাতুন নিসা), হা. নং: ৩৯৪৯; আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ১১৮৮৪

১১৮. নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নং: ৫২৭৪; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তারাজ্জুল), হা. নং: ৪১৭২

১১৯. নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নং: ৫১৩৩; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হা. নং: ২৭৮৭

www.pathagar.org

পুরুষের জন্য স্বর্ণ-রৌপ্য ও অলঙ্কার ব্যবহার

পুরুষের জন্য সাধারণত স্বর্ণ-রৌপ্যের বা স্বর্ণ-রৌপ্য খচিত[১২০] কোন বস্তুর ব্যবহার জায়িয নয়[১২১] এবং এগুলোর কিংবা অন্য কোন ধাতুর তৈরি কোন অলঙ্কার ব্যবহারও জায়িয নয়।[১২২] রৌপ্য কিংবা অন্যান্য ধাতুর তৈরি আংটি ও বেল্ট ব্যবহার করা জায়িয আছে। তবে বিনা প্রয়োজনে আংটি ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকাই উত্তম।[১২৩] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আংটিটি ছিল রৌপ্যের তৈরি। তিনি সরকারী চিঠিপত্রে মোহর মারার প্রয়োজনে তা তৈরি করেছিলেন।[১২৪] তদুপরি সাধারণভাবে পুরুষদের মাঝে যে আকৃতি ও ধরনের আংটির প্রচলন রয়েছে পুরুষদের আংটি সে আকৃতি ও ধরনের হতে হবে। যদি তা মহিলাদের আংটির মত দেখায়, তবে তা ব্যবহার করা জায়িয নয়। ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুসারে রৌপ্যের আংটির মত প্রয়োজনে রৌপ্যের দাঁত ও নাক ব্যবহার করাও জায়িয আছে।

আমাদের সমাজে অনেক পিতামাতা তাদের অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালকদেরকে স্বর্ণের আংটি, চেইন ও খাড়ু পরতে দেয়। এটা একেবারেই সমীচীন নয়। এ জন্য তাঁরা গুনাহগার হবেন।[১২৫] তবে রৌপ্যের আংটি পরতে দেওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু রৌপ্যের চেইন পরতে দেওয়াও জায়িয নয়। তাছাড়া যে কোন ধাতুর তৈরি হাতের কাঁকন ও পায়ের খাড়ু পরতে দেওয়াও সমীচীন নয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীসটি প্রণিধানযোগ্য। হযরত "আবদুর রাহমান ইবনু ইয়াযীদ (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,

---

১২০. তবে মুসহাফ ও তরবারীর হুক্ম ভিন্ন।

১২১. হানাফীগণের মতে- পুরুষের জন্য অনূর্ধ চার আঙুল পরিমাণ স্বর্ণের কারুকার্য সম্বলিত কাপড় পরতে কোন দোষ নেই। যেমন জামার মধ্যে ঝালর বা পাড় লাগান হয়। তবে এর অতিরিক্ত পরা মাকরূহ। চিকিৎসার জরুরতেও প্রয়োজন মাফিক স্বর্ণ ব্যবহার করা জায়িয রয়েছে।

১২২. কারো কারো মতে- হারাম, কারো মতে- মাকরূহ। আবার কেউ জায়িযও বলেছেন, যদি মহিলাদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ না হয়।

১২৩. উল্লেখ্য যে, বড় মানুষী প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে আংটি ব্যবহার করা মাকরূহ; তবে বড় মানুষী প্রকাশ করার উদ্দেশ্য ছাড়া কেবল সৌন্দর্যের জন্য হলে আংটি ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই। (তাহমায,*প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৬২)

১২৪. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৪৪৮

১২৫. হানাফী ও হাম্বলীগণের মতে- ছোট হোক কিংবা বড়, সকল পুরুষের জন্য বিশেষ কোন প্রয়োজন ছাড়া স্বর্ণ ব্যবহার করা হারাম। মালিকীগণের মতে- ছোটদের জন্য জায়িয; তবে মাকরূহ অর্থাৎ ভাল নয়। শাফি'ঈগণের এক মত অনুযায়ী জায়িয। অন্য মতানুযায়ী- দু বৎসরের পূর্বে হলে জায়িয আর পরে হলে হারাম।

www.pathagar.org

كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَاهُ ابْنٌ لَهُ صَغِيرٌ قَدْ أَلْبَسَتْهُ أُمُّهُ قَمِيصًا مِنْ حَرِيرٍ وَهُوَ مُعْجَبٌ بِهِ قَالَ: فَقَالَ يَا بُنَيَّ " مَنْ أَلْبَسَكَ هَذَا ؟ " قَالَ: " أَدْنِهِ " فَدَنَا مِنْهُ فَشَقَّهُ ثُمَّ قَالَ: " اذْهَبْ إِلَى أُمِّكَ فَلْتُلْبِسْكَ ثَوْبًا غَيْرَهُ "

''একবার আমি হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.)-এর পাশে উপবিষ্ট ছিলাম। এমন সময় তার একটি ছোট্ট ছেলে তাঁর কাছে আসল। ছেলেটিকে তার মা রেশমের একটি জামা পরিয়ে দিয়েছিল। ছেলেটি জামাটি পরে উৎফুল্ল ছিল। তখন 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বললেন, হে প্রিয় বৎস! কে তোমাকে এ জামাটি পরিয়েছে? এরপর তিনি বললেন, ছেলেটিকে কাছে নিয়ে এসো! ছেলেটি কাছে আসলে তিনি জামাটি ছিঁড়ে ফেললেন, এরপর বললেন, তুমি তোমার মাকে গিয়ে বল, তোমাকে অন্য কাপড় পরিয়ে দিতে।"[১২৬]

এ হাদীস থেকে জানা যায়, শিশুরা যদিও শরী'আতের বিধিবিধান পালনে আদিষ্ট নয়; তবুও তাদেরকে ইসলামী আদব-আখলাক ও মূল্যবোধ শিক্ষা দেয়া এবং সেভাবে লালন-পালন করা পিতামাতার একটি গুরু দায়িত্ব। ইসলামে যা কিছু নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয়, তা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা পিতামাতার একটি অপরিহার্য কর্তব্য, যাতে তারা এসবকে অপছন্দ করে এবং এগুলোর প্রতি কোন আকর্ষণ অনুভব না করে।

আংটির ব্যবহার

ছোট-বড় সকল পুরুষের জন্য সোনার আংটি ব্যবহার করা হারাম।[১২৭] রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

أُحِلَّ لِإِنَاثِ أُمَّتِي الْحَرِيرُ وَالذَّهَبُ وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

"আমার উম্মাতের মেয়েদের জন্য সোনা ও রেশমের ব্যবহার হালাল করা হয়েছে এবং পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে।"[১২৮]

---

১২৬. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, খ. ৮, পৃ. ১৯৭, হা. নং: ৫৬৮৮

১২৭. মালিকী ইমামগণের মতে, ছোট ছেলেদের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা জায়িয; তবে ভাল নয়। হানাফীগণের মতে- পুরুষদের জন্য রৌপ্যের আংটিতে সামান্য পরিমাণ স্বর্ণ, (যা রৌপ্যের পরিমাণের চাইতে অনেক কম হবে) ব্যবহার করতে দোষ নেই।

১২৮. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১৯০০৯

www.pathagar.org

হযরত ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) স্বর্ণের একটি আংটি তৈরি করেছিলেন। লোকেরাও তার দেখাদেখি স্বর্ণের আংটি তৈরি করে নিল। অতঃপর একদিন তিনি মিম্বরে দাঁড়িয়ে আংটিটি খুলে ফেলে দিলেন এবং বললেন, আমি এ আংটি কখনো পরব না। এর পর লোকেরাও তাদের নিজ নিজ আংটি ফেলে দিল।"[১২৯] বর্ণিত রয়েছে, একদা রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এক ব্যক্তির হাতে স্বর্ণের একটি আংটি দেখতে পেলেন। তখন তিনি তার হাত থেকে তা খুলে নিয়ে বললেন,

يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِي يَدِهِ.

"তোমরা কি কেউ চাইবে যে, আগুনের অঙ্গার নিয়ে হাতে রাখবে?"[১৩০]

পুরুষের জন্য রৌপ্যের আংটি ব্যবহার করা জায়িয। অনেকের মতে, রৌপ্য ছাড়া অন্য কোন ধাতুর তৈরি আংটি ব্যবহার করা জায়িয নেই। বর্ণিত রয়েছে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আমরা কিসের তৈরি আংটি পরব? তিনি বললেনঃ রৌপ্যের।"[১৩১]

ইমাম আবূ হানীফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ لَا يُتَخَتَّمُ إِلَّا بِالْفِضَّةِ - "কেবল রৌপ্যের আংটি বানানো যাবে।"[১৩২]

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আংটিটি ছিল রৌপ্যের তৈরি এবং এর নগীনাটিও ছিল রৌপ্যের।[১৩৩]

অধিকাংশ ইমামের মতে, পিতল, গিলটি, লোহা, তামা ও দস্তা ইত্যাদির তৈরি আংটি ব্যবহার করা নারী-পুরুষ কারো জন্য জায়িয নয়। হাদীসে লোহার তৈরি

---

১২৯. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নংঃ ৫৫৩৮; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নংঃ ৫৪৪০; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নংঃ ১৭৪১

১৩০. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নংঃ ৫৪৩৯

১৩১. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল খাতম), হা. নংঃ ৪২২৩; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, হা. নংঃ ৫২১০

১৩২. যায়লা'ঈ, *তাবয়ীন*.., খ. ১৬, পৃ. ৩৫১ (ইমাম মুহাম্মাদ (রা.)-এর *'আল-জামি'উস সাগীর'*-এর সূত্রে বর্ণিত।)

১৩৩. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নংঃ ১৭৪০; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নংঃ ৫২১৫

www.pathagar.org

আংটিকে حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ -'জাহান্নামীদের অলঙ্কার'[১৩৪] ও لُبْسَةُ أَهْلِ النَّارِ - জাহান্নামীদের পোশাক'[১৩৫] বলা হয়েছে। একদা জনৈক ব্যক্তির হাতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পিতলের তৈরি আংটি দেখে বলেছিলেন, أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ . -"আমি তোমার থেকে মূর্তির গন্ধ পাচ্ছি।"[১৩৬]

তবে ইমাম নববীর মতে, জায়িয রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, الْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. -"খুঁজে দেখ, যদি লোহার তৈরি আংটিও হয়, (মাহরের জন্য) নিয়ে এসো।"[১৩৭]

ইমাম নববী (রাহ.) বলেন, এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, লোহার তৈরি আংটি ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই। মালিকী ইমামগণের মতে, চামড়া ও কাঠের তৈরি আংটির ব্যবহার নারী-পুরুষ সকলের জন্য জায়িয।

আকীক পাথরের তৈরি আংটি ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই।[১৩৮] তবে অন্যান্য পাথর যেমন ইয়াকূত, জমরুদ ও ফিরোজা প্রভৃতি পাথরের তৈরি আংটি ব্যবহার করা নিয়ে হানাফী ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। শামসুল আ'য়িম্মা ও কাযী খানের মতে, আকীক পাথরের আংটি ব্যবহার করা যেমন জায়িয তেমনি অন্যান্য পাথরের আংটি ব্যবহার করতেও কোন দোষ নেই। হিদায়া ও কাফী প্রণেতাদের মতে, আকীক ছাড়া অন্য পাথরের আংটি ব্যবহার করা না-জায়িয। মুক্তা যেহেতু মহিলারা অলঙ্কার হিসেবে পরে, তাই পুরুষদের জন্য তা ব্যবহার করা জায়িয নয়।[১৩৯]

---

১৩৪. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল খাতাম), হা. নং: ৪২২৩; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ৫২১০

১৩৫. ইবনু মুফলিহ আল-মাকদিসী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৪০

১৩৬. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল খাতাম), হা. নং: ৪২২৩; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নং: ৫২১০

১৩৭. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৫৩৩; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুন নিকাহ), হা. নং: ২১১১; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুন নিকাহ), হা. নং: ১৮৮৯; আহমাদ, হা. নং: ২২২৯২

১৩৮. কারো কারো মতে, আকীক পাথরের আংটি তৈরি করা মুস্তাহাব। যেহেতু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, تَخَتَّمُوا بِالْعَقِيقِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ. -"তোমরা আকীক পাথরের আংটি তৈরী করো। কেননা, এটি বরকতময়।" (বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হা.নং:৬৩৫৭) আবূ জা'ফর 'উকায়লী বলেন, হাদীসটি নির্ভরযোগ্য নয়।

১৩৯. 'জাওহারাহ' গ্রন্থে পুরুষদের জন্য এর ব্যবহার হারাম বলা হয়েছে। (ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ২৬, পৃ. ৩৬৪) ইমাম শাফি'ঈ (রা.) বলেন: "হারাম হওয়ার কারণে নয়; বরং নিয়ম রক্ষা ও মহিলাদের অলঙ্কারের বস্তু হওয়ার কারণেই এর ব্যবহারকে আমি মাকরূহ জানি।" (শাফি'ঈ, *কিতাবুল উম্ম*, খ. ১, পৃ. ২৫৪)

www.pathagar.org

উল্লেখ্য যে, আংটির মধ্যে রিং-কেই কেবল আংটি হিসেবে গণ্য করা হয়। পাথর আংটির মূল অংশ নয়। তাই পাথর যে কোন ধাতুর বা পাথরের হলেও কোন অসুবিধা নেই।

ডান[১৪০] কিংবা বাম হাত অথবা দুহাতের যে কোন আঙুলে এক বা একাধিক আংটি[১৪১] ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই। তবে উত্তম হল বাম হাতের কনিষ্ঠা আঙুলে ব্যবহার করা।[১৪২]

পুরুষদের জন্য সুন্নাত হল, আংটির পাথর হাতের ভেতরের দিকে রেখে পরা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)ও এভাবে আংটি পরতেন।[১৪৩]

আংটিতে আল্লাহর নাম বা কোন দু'আ অথবা নিজের নাম অঙ্কিত করতেও কোন দোষ নেই। তবে কোন আংটিতে আল্লাহর নাম কিংবা কোন দু'আ অঙ্কিত করা হলে, তার সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও শৌচাগারে যাওয়ার সময় আংটি খুলে রাখতেন।[১৪৪] বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আংটিতে তিন লাইনে তাঁর নাম مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ অঙ্কিত ছিল। নিচের লাইনে مُحَمَّدٌ , মধ্যবর্তী লাইনে

---

১৪০. হযরত সাল্‌ত ইবনু 'আবদুল্লাহ (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি ইবুন 'আব্বাস (রা.)কে ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি। সাল্‌ত (রাহ.) আরো বলেনঃ আমার মনে হয়, তিনি এও বলেছেন যে, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে ডান হাতে আংটি পরতে দেখেছি।" (তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, হা. নংঃ ১৬৬৪) হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ডান হাতে আংটি পরতেন।" (নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, হা. নংঃ ৫১৮৮) তবে মালিকীগণের মতে, ডান হাতে আংটি পরা মাকরূহ। বাম হাতে আংটি পরার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.), হাসান ও হুসায়ন (রা.) প্রমুখ বাম হাতে আংটি পরতেন। (তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, হা. নংঃ ১৬৬৫)

১৪১. কারো মতে, একাধিক আংটি পরা বৈধ নয়। দারিমীর মতে, দুয়ের অধিক আংটি পরা মাকরূহ। ইমাম আল-খারিযীমী (রাহ.) বলেন, পুরুষের জন্য দুহাতে দুটি কিংবা একটি করে বা একহাতে দুটি, অন্য হাতে একটি আংটি পরা জায়িয।

১৪২. অনেকের মতে, পুরুষদের জন্য তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলে আংটি পরা মাকরূহ। হযরত 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে তর্জনী ও মধ্যমা আঙুলে আংটি পরতে নিষেধ করেছেন। (তিরমিযী, হা. নংঃ ১৭০৮)

১৪৩. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নংঃ ৫৪৪৪; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নংঃ ৫২১২; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল খাতাম), হা. নংঃ ৪২২৭

১৪৪. নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নংঃ ৫২২৮
ইমাম ইবনু সিরীনের (রহ) মতে- আংটিতে আল্লাহর নাম কিংবা কোন দু'আ অঙ্কন করা মাকরূহ।

www.pathagar.org

رسول এবং উপরের লাইনে الله লিপিবদ্ধ ছিল।[১৪৫] কথিত আছে যে, ইমামের মালিক (রা.)-এর আংটিতে حَسْبِيَ اللهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيلُ অঙ্কিত ছিল।

উল্লেখ্য যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত এবং অপচয় হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে এমন ওযনের আংটি ব্যবহার করা সমীচীন নয়[১৪৬]। মালিকীগণের মতে, শুধু এক মিছকাল (প্রায় ৪.২৫ গ্রাম) বা এর কম পরিমাণ রূপার আংটি ব্যবহার করা জায়িয আছে। এর বেশি ওজনের ব্যবহার করা জায়িয নেই।[১৪৭]

স্বর্ণের দাঁত লাগানো

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পুরুষদের জন্য স্বর্ণবস্তু পরা এবং অলংকার হিসেবে তা ব্যবহার করা হারাম। তবে প্রয়োজনে তাদের জন্য স্বর্ণের দাঁত ব্যবহার করা বৈধ। যুগে যুগে অনেক মনীষী স্বর্ণের দাঁত ব্যবহার করেছেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। প্রখ্যাত রাবী সুলায়মান (রাহ.)-এর পিতার দুটো দাঁত ভেঙ্গে গিয়েছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা দেখে তাঁকে স্বর্ণের দাঁত বাঁধানোর নির্দেশ দেন। হযরত আনাস (রা.)-এর কয়েকটি দাঁতও সোনায় বাঁধা ছিল। হযরত 'উসমান (রা.)-এর দাঁতের ওপর স্বর্ণের খোল ছিল। ইমাম আবূ হানীফা (রা.)-এর মতানুসারে স্বর্ণ দ্বারা দাঁত বাঁধাই করা অবৈধ। প্রয়োজনে রৌপ্য দ্বারা বাঁধা যেতে পারে। অপর দিকে ইমাম মুহাম্মাদ (রহ)-এর মতে, স্বর্ণ দ্বারা দাঁত বাঁধাই করা দূষণীয় নয়।[১৪৮] হাম্বলী মাযহাব মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ব্যবহার বৈধ, যদি তা অযথা বাড়াবাড়ি, সীমালঙ্ঘন অথবা অপচয়ের পর্যায়ে না পড়ে।[১৪৯]

---

১৪৫. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৫৪০; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৪৪৩; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল খাতাম), হা. নং: ৪২১৪
উল্লেখ্য যে, আংটিতে কোন প্রাণীর চিত্র অঙ্কন করাও বিধেয় নয়। অদ্রূপ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আংটির নক্সার আদলে محمد رسول الله অঙ্কন করাও সমীচীন নয়। হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একটি রৌপ্যের আংটি তৈরি করেছিলেন। তাতে তিনি محمد رسول الله লিখেছিলেন এবং বলেছিলেন: لَا يَنْقُشَنَّ أَحَدٌ عَلَى نَقْشِهِ. -"কেউ যেন এ আংটির মতো করে নক্সা তৈরি না করে।" (সহীহুল বুখারী, [কিতাবুল লিবাস], হা. নং: ৫৮৭৭)

১৪৬. এটি শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের অভিমত।

১৪৭. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لَا تُتِمَّهُ مِثْقَالًا "তোমার আংটি যেন এক মিছকাল পরিমাণ না হয়।" (আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, [কিতাবুল খাতাম], হা. নং: ৪২২৩; নাসাঈ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং:৫২১০) ইমাম নববী হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন।

১৪৮. বাবারতী, *আল-'ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ*, খ. ১৪, পৃ. ২২৭

১৪৯. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ৮, পৃ. ৩২৩

www.pathagar.org

মৃত্যু কালে কোন পুরুষ বা নারীর মুখে স্বর্ণের বাঁধাই করা দাঁত থাকলে তা খুলে নিতে হবে, যদি এতে তার মুখাবয়ব বিকৃত হবার অর্থাৎ মাড়ি চিড়ে চৌচির হবার আশঙ্কা না থাকে। কারণ, স্বর্ণ হল সম্পদ, যাতে মৃত্যুর পর ওয়ারিছরা উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভ করে থাকে। তাই মৃত ব্যক্তির শরীরে তা রেখে দাফন করা হলে একে এক প্রকার অযথা নষ্ট করাই হবে।

স্বর্ণ বা রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করা

স্বর্ণ বা রৌপ্যের যে কোন পাত্র বা বাসন কোসন ব্যবহার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে কারো জন্যে জায়িয নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيبَاجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهِيَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ.

"তোমরা মিহি রেশমী কাপড় ও মোটা রেশমী কাপড় পরিধান করবে না। স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করবে না এবং স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্লেটে আহার করবে না। কারণ, এসব দুনিয়াতে তাদের (কাফিরদের) জন্য এবং আখিরাতে তোমাদের জন্য।"[১৫০]

তা ছাড়া সোনা-রূপার চামচ দিয়ে কিছু খাওয়া, সোনা-রূপা দিয়ে আতরদানী বা সুরমাদানী তৈরি করা অথবা সোনা-রূপার শলা দিয়ে সুরমা লাগানো, সোনা-রূপার আয়নাতে মুখ দেখা এবং সোনা-রূপার কলম-দোয়াত, কলমদানী ও ঘড়ি ব্যবহার করাও হারাম।[১৫১] অবশ্য মেয়েরা সোনা-রূপা জড়িত আয়না অলঙ্কাররূপে ব্যবহার করতে পারে; কিন্তু কখনো মুখ দেখবে না। আধুনিক কালে বিলাসী বিত্তশালী লোকদের দেখা যায়, স্বর্ণের কলম, স্বর্ণের সিগারেট লাইটার, স্বর্ণের সিগারেট কেস ও স্বর্ণের সিগারেট হোল্ডার প্রভৃতি ব্যবহার করতে। এ সবই হারাম।[১৫২] এমনিভাবে স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা ঘর-বাড়ী ও বৈঠকখানা সৌন্দর্যমণ্ডিত করাও নিষিদ্ধ।[১৫৩]

হাম্বলী মাযহাব অনুসারে স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রলেপযুক্ত (gold plated & silver plated) পাত্রের ব্যবহারও জায়িয নয়। শাফি'ঈ মাযহাব অনুসারে স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রলেপযুক্ত (gold plated & silver plated) এমন পাত্রের

---

১৫০. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হাদীস নং: ৫৩৬৭, ৫৩৬১
১৫১. থানবী, *বেহেশতী জেওর*, পৃ. ২৭৯; আয-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী*, খ. ৪, পৃ. ২৬৩২
১৫২. আয-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী*, খ. ৪, পৃ. ২৬৩৩-৪
১৫৩. *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৬৩২

www.pathagar.org

ব্যবহার জায়িয নয়, যেগুলো আগুনের ওপর রাখলে কোন পদার্থ বের হয়ে আসবে।[১৫৪] হানাফীদের মতে, স্বর্ণ ও রৌপ্য দ্বারা প্রলেপযুক্ত পাত্র ব্যবহার করা এ শর্তে বৈধ যে, তাতে স্বর্ণ ও রৌপ্যের পরিমাণ সামান্য হবে এবং আগুনের ওপর রাখলে কোন পদার্থ বের হয়ে আসবে না।[১৫৫]

শরীরের অতিরিক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে কিংবা অপসারণ করে শ্রী বৃদ্ধি করা

অতিরিক্ত আঙুল বা দাঁত কিংবা অন্য কোন অংশের ফলে কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে বা স্বাভাবিক চলাফেরা করতে কষ্ট হলে তা কেটে ফেলতে বা অপসারণ করতে কোন দোষ নেই, যদি তাতে প্রাণনাশের বা বড় ধরনের শরীরের কোন ক্ষতির আশংকা না থাকে। তা ছাড়া দৈহিক শ্রী ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেও এ অতিরিক্ত অংশগুলো কেটে ফেলতে বা অপসারণ করতে কোন অসুবিধা নেই। এটা হানাফীগণের অভিমত। ইমাম আহমাদ (রাহ.)-এর মতে- অতিরিক্ত আঙুল কেটে ফেলা সমীচীন নয়। কাযী 'ইয়ায (রাহ) বলেনঃ কেউ কোন অতিরিক্ত আঙুল কিংবা অঙ্গ নিয়ে জন্ম লাভ করলে তা কেটে ফেলা কিংবা তুলে নেয়া জায়িয নয়। কারণ, এভাবে করা হলে, তা হবে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধন।

বিভিন্ন সার্জারির মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শ্রী বৃদ্ধি করা

ক্ষতি, কষ্ট ও বেদনা থেকে বাঁচার জন্য সার্জারিক্যাল অপারেশন করতে এবং এসিড় দগ্ধ, আগুনে পোড়া কিংবা ক্ষত চিহ্ন প্রভৃতি কারণে সৃষ্ট শরীরের কোন অঙ্গের বিশ্রী অবস্থা দূর করার জন্য সার্জারি করতে কোন অসুবিধা নেই। বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে এক ব্যক্তির নাক যুদ্ধে কেটে গিয়েছিল। তাকে তিনি স্বর্ণের নাক তৈরি করার অনুমতি দিয়েছিলেন।[১৫৬]

তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসঙ্গতি দূর করা কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য প্লাস্টিক সার্জারি করা বিধেয় নয়। কারণ, শরীরের কাঠামো ও গঠনের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করে সৌন্দর্য ও শ্রী বৃদ্ধির প্রয়াস ইসলামে সমর্থনযোগ্য নয়।

---

১৫৪. *প্রাগুক্ত*, খ. ৪, পৃ. ২৬৩৩-৪
১৫৫. বাবারতী, *আল-'ইনায়াহ শারহুল হিদায়াহ*, খ. ১৪, পৃ. ২০৮-৯
১৫৬. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নংঃ ১৬৯২; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নংঃ ৫১৭৬

www.pathagar.org

স্বর্ণের নাক স্থাপন

যদি নারী-পুরুষ কারো কোন কারণে নাক নষ্ট বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, তবে উভয়ের জন্যে প্রয়োজনবশত স্বর্ণের নাক লাগানো বৈধ। হযরত 'আরফাজাহ ইবনু আস'আদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ

"জাহিলী যুগে কুলাব যুদ্ধে আমার নাক ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমি রৌপ্য দিয়ে নাক তৈরি করি; কিন্তু তা দুর্গন্ধ হয়ে যায়। তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে একটি স্বর্ণের নাক সংযোজন করার হুকুম দেন।"[১৫৭]

শরীর মোটা করা

সুস্থ ও নীরোগ পুরুষদের জন্য ঔষধ সেবন কিংবা অতিরিক্ত খাবার গ্রহণের মাধ্যমে শরীর মোটা করার চেষ্টা করা উচিত নয়।[১৫৮] তবে শরীরের অতিরিক্ত ক্ষীণতা ও দূর্বলতা দূরীকরণ এবং তাকে ছিমছাম করার উদ্দেশ্যে চিকিৎসাস্বরূপ শরীরকে সামান্য মোটা করার চেষ্টা করা হলে তা দূষণীয় নয়।[১৫৯]

শরীরের ওযন কমানো

চিকিৎসা কিংবা নিরেট দেহের স্থূলতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে অথবা শরীরের সৌন্দর্য ও ছিমছামিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মত ঔষধ সেবন কিংবা বিশেষ খাবার গ্রহণ বা খাবার নিয়ন্ত্রণ অথবা শারীরিক কসরতের সাহায্যে শরীরের ওযন কমানোর চেষ্টা করা দূষণীয় নয়। ইসলামে শারীরিক স্থূলতা হ্রাস করে ওযন কমানোর চেষ্টা করতে কোন বাধা নেই। উপরন্তু, সাধারণত শারীরিক স্থূলতার প্রধান কারণ হল অধিক ভোজন। ইসলাম অধিক ভোজনকে অপছন্দ করে আর কম ভোজনকে সর্বদাই উৎসাহিত করে থাকে।

---

১৫৭. *তদেক*

১৫৮. হানাফী ইমামগণের মতে- এ ধরনের করা মাকরূহ। (*আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৬)

১৫৯. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১০১

www.pathagar.org

চতুর্থ অধ্যায়
নারী-পুরুষের সাতর (লজ্জাস্থান)

সাতর

'সাতর' অর্থ লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা। তবে শব্দটি আমাদের সমাজে 'লজ্জাস্থান' অর্থে বহুল প্রচলিত। আর লজ্জাস্থান হল- শরীরের সেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেগুলো সব সময় ঢেকে রাখতে হয়। কারো সামনে এগুলো প্রকাশ পেয়ে গেলে লজ্জা পেতে হয়। তদুপরি এগুলো যেমন বিনা প্রয়োজনে কারো সামনে উন্মুক্ত করা জায়িয নয়, তেমনি কারো জন্য বিনা প্রয়োজনে এগুলো দেখা এবং স্পর্শ করাও জায়িয নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ...

"কোন পুরুষ যেন অপর কোন পুরুষের সাতর না দেখে। অনুরূপভাবে কোন মহিলা যেন অপর কোন মহিলার সাতর না দেখে।"[১]

উল্লেখ্য যে, ছোট শিশুদের জন্য কোন সাতর নেই। তবে ছোট বেলা থেকেই ছেলেমেয়েদের নিতম্ব এবং লিঙ্গদেশ ঢেকে রাখার প্রতি মা-বাবার যত্নশীল হওয়া উচিত। সন্তানের পঞ্চম বৎসরের শুরু থেকে ক্রমশ এ ব্যাপারে তারা কড়াকড়ি করতে শুরু করবে। দশ বৎসরে পৌঁছলে কিংবা সাবালক হলে পূর্ণ বয়স্কদের মতো তাদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখা প্রয়োজন। সাধারণত মেয়েরা নয় বৎসরে পৌঁছলে কিংবা সাবালিকা হলে তাদেরকে দেখা ও স্পর্শ করা পরপুরুষদের জন্য জায়িয নয়। তদ্রূপ ছেলেরা যদি সুন্দর ও সুশ্রী হয়, তাহলে ১২ বৎসরের পর থেকে ফিতনার কিংবা কামভাব জাগ্রত হবার আশঙ্কা থাকলে মেয়েদের মতো তাদের প্রতিও তাকানো বৈধ নয়। এক্ষেত্রে অন্য পুরুষদের জন্য সে যেন আপাদমস্তক সাতর। তবে ফিতনার কিংবা কামভাব জাগ্রত হবার আশঙ্কা না থাকলে, তাদের দিকে দৃষ্টিপাত করা এবং তাদের সাথে নিভৃতে অবস্থান করা দূষণীয় নয়। ছেলেরা যদি সুন্দর ও সুশ্রী না হয়, তাহলে অন্য পুরুষদের মতোই তাদেরকে দেখতে ও স্পর্শ করতে কোন দোষ নেই।[২]

---

১. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল হায়য), হা. নং: ৭৬৬

২. ইবনু নুজায়ম, *আল-বাহরুর রা'ইক*, খ. ২২, পৃ. ১৩২; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ২৬, পৃ. ৩৮৪

www.pathagar.org

একে অপরের সাতরের প্রতি তাকানো অবৈধ- এ বিধানটি সে অবস্থার জন্য প্রযোজ্য হবে, যখন সাতর খোলা ও অনাবৃত থাকবে। যদি শরীর কাপড় দ্বারা আবৃত থাকে, তাহলে কাপড়ের অন্তরাল থেকে প্রয়োজনে একে অপরের লজ্জাস্থান দেখতে কোন দোষ নেই, যদি এতে কোনরূপ যৌন উত্তাপ সৃষ্টির বা কামলালসা জাগ্রত হবার আশঙ্কা না থাকে। তবে পরিধেয় কাপড়গুলো যদি এমন আঁটসাঁট হয়, যাতে লজ্জাস্থানের গঠন ও গড়ন বাইর থেকে ফুটে ওঠে কিংবা কাপড়গুলো এমন পাতলা ও মিহি হয়, যাতে লজ্জাস্থানের রং ও রূপ বাইর থেকে দেখা যায়, তাহলে কাপড় পরা অবস্থায়ও একে অপরের লজ্জাস্থানের প্রতি তাকানো জায়িয নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَنْ تَأَمَّلَ خَلْفَ امْرَأَةٍ وَرَأَى ثِيَابَهَا حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ حَجْمُ عِظَامِهَا لَمْ يَرَحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ.

"যে ব্যক্তি অপলক নেত্রে কোন মহিলার পেছনে তাকিয়ে থাকবে এবং তার কাপড়গুলো এমন গভীরভাবে দেখতে থাকবে, যাতে ঐ মহিলার হাড়ের কাঠামোগুলো তার কাছে প্রকাশ পেয়ে যায়, তা হলে সে জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।"[৩]

এ হাদীস থেকে জানা যায়, যে কোন কাপড়, যাতে শরীরের গঠন বা রং-রূপ প্রকাশ পায়, তা আঁটসাঁট হোক কিংবা মিহি, তা পরা অবস্থায়ও লজ্জাস্থানের প্রতি তাকানো জায়িয নেই।

পুরুষের সাতর

পুরুষের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত সাতর।[৪] কোন পুরুষ বা নারীর সামনে তা উন্মুক্ত

---

৩. *তদেক*

আমি এ হাদীসটি নির্ভরযোগ্য কোনো হাদীসগ্রন্থে খোঁজে পাইনি।

৪. এটাই অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে নাভি ও হাঁটু সাতর কি না? এ নিয়ে ইমামগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। হানাফীগণের মতে- নাভি সাতর নয়; কিন্তু হাঁটু সাতর। (কাসানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ১২৩) মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে- নাভি ও হাঁটু দুটিই সাতর নয়। (বাহুতী, *কাশশাফ্‌ল কিনা'*, খ. ৩, পৃ. ৮) দাউদ যাহিরী (রাহ.)-এর মতে, পুরুষের যৌনাঙ্গ ও নিতম্বই কেবল সাতর। ইমাম আহমদ (রাহ.)-এরও এ ধরনের একটি মত রয়েছে। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ১, পৃ. ৫৭৮, খ. ৬, পৃ. ৫৬২)
উল্লেখ্য যে, সাতরের ক্ষেত্রে উরুর চাইতে হাঁটুর বিধান লঘুতর এবং যৌনাঙ্গের চাইতে উরুদ্বয়ের বিধান লঘুতর। এ কারণে যে হাঁটু খোলা রাখবে তাকে হালকাভাবে তিরস্কার করা হবে। আর যে উরু খোলা রাখবে, তাকে কঠোরভাবে তিরস্কার করা হবে। আর যে যৌনাঙ্গ খোলা রাখবে, সে যদি জিদ্ ধরে, তাকে শাস্তি প্রদান করা হবে। (ইবুন 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ৫, পৃ. ২৩৩)

www.pathagar.org

করা জায়িয নয়। তবে নিজ স্ত্রীর কাছে শরীরের কোন অংশ ঢাকাই জরুরী নয়। অবশ্য অযথা দেহ প্রদর্শন ভাল নয়। তদুপরি চিকিৎসা বা খৎনা করার প্রয়োজনে লজ্জাস্থান উন্মুক্ত করতে কোন দোষ নেই। একজন পুরুষ অন্য পুরুষের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (অর্থাৎ নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত ব্যতীত) দেখতে কোন দোষ নেই, মহিলাদের জন্যও পুরুষের সেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রয়োজনে দেখা জায়িয, যদি তার কোন ধরনের খারাপ ইচ্ছা না থাকে। কেননা, যা লজ্জাস্থান নয়, তা দেখার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সকলের জন্য একই বিধান।

মহিলাদের সাতর (লজ্জাস্থান)

মাহরাম পুরুষদের জন্য মহিলাদের সাতর

মহিলাদের মুখমণ্ডল, হাতের তালু ও পায়ের পাতা ছাড়া বাকী সর্ব শরীর সাতর।[৫] মাহরাম পুরুষের[৬] সামনেও প্রয়োজন ব্যতীত যতটুকু সম্ভব শরীর আবৃত রাখাই উত্তম। তবে যদি কখনো তাদের সামনে মাথা, ঘাড়, বক্ষ, হাত, হাতের কব্জি ও পায়ের নলা খুলে যায়, তবে গুনাহগার হবে না; কিন্তু পেট, পিঠ এবং রান তাদের সামনেও খোলা না জায়িয।

হানাফী ইমামগণের মতে, মহিলাদের শরীরে সাজসজ্জা করা হয় এমন সকল অঙ্গ যেমন- চেহারা, মাথা, চুল, কান, ঘাড়, বুক, হাত, বাজু, পা ও পায়ের নলা প্রভৃতি দেখা মাহরাম পুরুষদের জন্য জায়িয।[৭] তবে তাদের পিঠ, পেট ও পেটের দুপার্শ্বভাগ, কটিদেশ, উরু, নিতম্ব, যৌনাঙ্গ, হাঁটু প্রভৃতি অঙ্গ, যা সাধারণত আবৃত

---

৫. এটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য অভিমত। তবে অনেক ইমামের মতে- মহিলাদের মুখমণ্ডল ও হাতের তালু, এমনকি পায়ের পাতাও সাতর।

৬. মাহরাম পুরুষ বলতে সেসব পুরুষকে বুঝানো হয়েছে, যেসব আত্মীয়-স্বজনের সাথে কোন অবস্থায় বিয়ে-শাদী বৈধ নয়। যেমন- পিতা, দাদা, শ্বশুর, ছেলে, পৌত্র, দৌহিত্র, ভাই, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভাগিনা, চাচা ও মামা প্রভৃতি।

৭. এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা জায়িয হবার কারণ হল:
প্রথমত, তাদের তরফ থেকে কোন ধরনের অনর্থ ও বিপদের আশঙ্কা থাকে না। তারা মাহরাম। আল্লাহ তা'আলা তাদের স্বভাবকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন যে, তারা এসব নারীর সতীত্ব সংরক্ষণ করে ও তাদের পক্ষ থেকে কোন অনর্থের আশংকা নেই।
দ্বিতীয়ত, তাদের সাথে মহিলাদের প্রায় সময় উঠাবসা ও চলাফেরা করার প্রয়োজন পড়ে। তাই সদাসর্বদা এক জায়গায় বসবাস করার প্রয়োজনেও মানুষ পরস্পরের প্রতি সহজ ও সরল হয়ে থাকে।

www.pathagar.org

করে রাখা হয় এবং যাতে কোন ধরনের সাজসজ্জা করা হয় না, তা দেখা জায়িয নয়।[৮]

শাফি'ঈগণের মতে- মাহরামদের কাছে মহিলার সাতর হল: নাভির নিচ থেকে হাঁটুর ওপর পর্যন্ত। তাদের শরীরের অন্যান্য অংশের প্রতি মাহরাম পুরুষদের দৃষ্টি দিতে কোন অসুবিধা নেই, যদি তা কামভাব ছাড়া হয়।[৯] তবে শাফি'ই ইমামদের কারো কারো মতে বাড়ী-ঘরের নিত্যকর্ম সম্পাদন করার সময় যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাধারণত প্রকাশ পেয়ে থাকে (যেমন- চেহারা, মাথা, ঘাড়, কনুই পর্যন্ত হাত ও হাঁটু পর্যন্ত পা প্রভৃতি), মাহরাম পুরুষদের জন্য কেবল সেসব অঙ্গ দেখাই বৈধ হবে। তা ছাড়া তাদের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি যেহেতু দৃষ্টি দান করার সাধারণত কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না, তাই সেগুলো দেখা জায়িয হবে না।

হাম্বলীগণের মতে- পুরুষদের জন্য তাদের মাহরাম মহিলাদের[১০] সেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখতে কোন অসুবিধা নেই, যেগুলো সাধারণত খোলা থাকে। যেমন মাথা, ঘাড়, হাতের তালু ও পায়ের পাতা প্রভৃতি। কারণ, উঠাবসা ও চলাফেরার প্রয়োজনে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ থেকে নজরকে রক্ষা করা সম্ভব নয়। তাই মাহরামদের চেহারা দেখা যেমন জায়িয, তেমনি তাদের এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টিদানও জায়িয। অপরপক্ষে যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাধারণত আবৃত রাখা হয় (যেমন- বক্ষ, পেট ও পিঠ প্রভৃতি), সেগুলো দেখা জায়িয নেই। কারণ, এ সবের প্রতি দৃষ্টি দানের কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না। তদুপরি এ সবের প্রতি দৃষ্টিদানের ক্ষেত্রে কখনো অন্তরে খারাপ বাসনাও জাগ্রত হতে পারে। তাই তাদের নাভির নিচের গুপ্তাঙ্গ দেখা যেমন জায়িয নেই, তেমনি তাদের এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টিদানও জায়িয নেই।[১১]

মালিকীগণের মতে- মাহরামদের কাছে মহিলার সাতর হল: চেহারা এবং শরীরের প্রান্তবর্তী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (অর্থাৎ মাথা, ঘাড়, দুহাত ও দুপা) ছাড়া সর্বশরীর। এগুলো

---

৮. সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ১০, পৃ. ১৪৯; কাসানী, *বাদা'ই*, খ. ৫, পৃ. ১১৯-১২০; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ৬, পৃ. ৩৬৭

৯. *রামলী, নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৬, পৃ. ১৮৫; শারবীনী, *মুগনিউল মুহতাজ*, খ. ৩, পৃ. ১৫৯

১০. মাহরাম মহিলা বলতে সেসব মহিলাকে বুঝানো হয়েছে, যেসব আত্মীয়-স্বজনের সাথে কোন অবস্থায় বিয়ে-শাদী বৈধ নয়। যেমন- মাতা, নানী, দুধমা, দুধবোন, শাশুড়ী, কন্যা, পৌত্রী, দৌহিত্রী, বোন, ভাইঝি, ভাগিনী ও ফুফী প্রভৃতি।

১১. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ৬, পৃ. ৫৫৪-৫৫৫

www.pathagar.org

ছাড়া শরীরের অন্যান্য অঙ্গ যেমন বক্ষ, স্তন, পেট, পিঠ ও পায়ের নলা প্রভৃতি মহিলাদের জন্য যেমন প্রকাশ করা হারাম, তেমনি মাহরাম পুরুষদের জন্যও এগুলোর প্রতি দৃষ্টিদান করা হারাম, যদিও এতে তাদের স্বাদ আস্বাদনের আশঙ্কা না থাকে। চেহারা ও শরীরের প্রান্তবর্তী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি প্রয়োজনে দৃষ্টি দিতে মাহরামদের জন্য কোন অসুবিধা নেই, যদি দৃষ্টি থেকে স্বাদ আস্বাদনের কোন আশঙ্কা না থাকে। যদি স্বাদ আস্বাদনের কোন আশঙ্কা থাকে, তাহলে এমতাবস্থায় এগুলোর প্রতিও দৃষ্টি দান জায়িয হবে না। আর এ দৃষ্টিদান না জায়িয হবার কারণ, এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাতর হওয়া নয়; বরং দৃষ্টি থেকে স্বাদ আস্বাদনের আশঙ্কাই হল এর কারণ। তদুপরি মাহরাম যুবতীদের প্রতি বারবার এবং অপলক নেত্রে তাকিয়ে দেখাও পুরুষদের জন্য জায়িয নয়।[১২]

পুরুষদের জন্য মাহরাম মহিলাদের দেহ স্পর্শ

নীতিগত কথা হল- মাহরাম মহিলাদের শরীরের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পুরুষদের জন্য কোন ধরনের অন্তরাল ছাড়া দেখা জায়িয রয়েছে, সেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রয়োজনে স্পর্শ করাও তাদের জন্য জায়িয।[১৩] এ কারণেই হানাফী ইমামগণের মতে- মাহরামদের চেহারা, মাথা, চুল, কান, ঘাড়, হাত, বাজু, পা ও পায়ের নলা প্রভৃতি অঙ্গ স্পর্শ করতে পুরুষদের জন্য কোন অসুবিধা নেই। তবে তাদের পিঠ, পেট, কটিদেশ, উরু, নিতম্ব, যৌনাঙ্গ, হাঁটু প্রভৃতি অঙ্গ স্পর্শ করা জায়িয নয়।

মালিকী ইমামগণের মতে- চেহারা এবং প্রান্তবর্তী অঙ্গগুলো ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন দেখা জায়িয নেই, তেমনি স্পর্শ করাও জায়িয নেই। এ কারণে তাঁদের মতে- মাহরামদের পিঠ, পেট, কটিদেশ, উরু, নিতম্ব, যৌনাঙ্গ ও হাঁটু প্রভৃতি অঙ্গ ছাড়াও তাদের বক্ষদেশ, স্তন ও পায়ের নলাও স্পর্শ করা জায়িয নেই।[১৪] হাম্বলী ইমামগণের মতে- মাহরামদের চেহারা, ঘাড়, হাত, পায়ের পাতা ও নলা মাথা ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ স্পর্শ করা জায়িয নেই।[১৫]

মাহরাম মহিলাদের দেহ স্পর্শ করা জায়িয হবার কারণ হল- বিভিন্ন প্রয়োজনে

---

১২. হত্তাব, *মাওয়াহিবুল জালীল*, খ. ১, পৃ. ৫০০

১৩. সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ১০, পৃ. ১৪৯; কাসানী, *বাদা'ই*, খ. ৫, পৃ. ১১৯-১২০; ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ৬, পৃ. ৩৬৭;
হাম্বলী ও মালিকী ইমামগণও এমত পোষণ করেন।

১৪. হত্তাব, *মওয়াহিবুল জালীল*, খ. ১, পৃ. ৫০০

১৫. বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা'*, খ. ৩, পৃ. ৬

www.pathagar.org

মাহরামদেরকে নিয়ে পুরুষদের বিভিন্ন সফরে যেতে হয়। এ সময় তাদেরকে গাড়ীতে উঠানো ও নামানোর জরুরতে তাদেরকে স্পর্শ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাছাড়া তাদের তরফ থেকে কোন ধরনের অনর্থ ও বিপদের আশঙ্কাও থাকে না। তা ছাড়া মা-বোন ও মেয়েদেরকে স্নেহ ও আদর করে চুমো দেওয়ার প্রচলনও রীতিসিদ্ধ। বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধ থেকে ফিরে তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রা.)কে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় চুমো দিতেন। হযরত আবূ বাকর (রা.)ও তাঁর মেয়ে 'আয়িশা (রা.)-এর মাথায় চুমো দিতেন বলে জানা যায়।[১৬]

তবে মাহরাম মহিলার দেহ স্পর্শ করার কারণে যদি নিজের মধ্যে কিংবা তাঁর মধ্যে কোনরূপ যৌন উত্তাপ সৃষ্টির বা কামলালসা জাগ্রত হবার আশঙ্কা থাকে, তাহলে তার দেহ স্পর্শ করা উচিত নয়।

উল্লেখ্য যে, ইতঃপূর্বে মাহরাম মহিলাদের শরীরের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা ও স্পর্শ করার কথা বলা হয়েছে, তা খোলা ও অনাবৃত অবস্থার জন্য। যদি মাহরামা মহিলাদের শরীর কাপড় দ্বারা আবৃত থাকে এবং কোন জরুরতে তাদেরকে স্পর্শ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তাহলে কাপড়ের অন্তরাল থেকে তাদের পেট, পিঠ ও উরুও স্পর্শ করতে কোন দোষ নেই, যদি এতে কোনরূপ যৌন উত্তাপ সৃষ্টির বা কামলালসা জাগ্রত হবার আশঙ্কা না থাকে।[১৭]

মহিলাদের জন্য মাহরাম পুরুষদের দেহ স্পর্শ

এ বিষয়েও নীতিগত কথা হল- মহিলাদের জন্য তাদের মাহরাম পুরুষদের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা জায়িয, সেসব তাদের জন্য স্পর্শ করাও জায়িয, যদি এতে কোনরূপ যৌন উত্তাপ সৃষ্টির বা কাম-লালসা জাগ্রত হবার আশঙ্কা না থাকে। হানাফী ইমামগণের মতে- পুরুষদের জন্য মাহরাম মহিলাদের শরীরের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করা জায়িয, মহিলাদের জন্যও মাহরাম পুরুষদের শরীরের সেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্পর্শ করা জায়িয। তাই তাঁদের মতানুযায়ী মহিলাদের জন্য মাহরাম পুরুষদের পেট ও পিঠও স্পর্শ করা জায়িয হবে না। ইমাম আহমাদ (রাহ.)-এর মতে, প্রয়োজন হলেই কেবল মাহরাম পুরুষের পেট ও পিঠ স্পর্শ

---

১৬. সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ১০, পৃ. ১৪৯; কাসানী, *আল-বাদা'ই*, খ. ৫, পৃ. ১২০
১৭. সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ১০, পৃ. ১৪৯-১৫০; কাসানী, *আল-বাদা'ই*, খ. ৫, পৃ. ১২১

www.pathagar.org

করা মহিলাদের জন্য জায়িয।[১৮] তবে শাফি'ঈ ও মালিকী ইমামগণের মতে- তাদের পেট ও পিঠ স্পর্শ করতে কোন অসুবিধা নেই।[১৯]

পরপুরুষদের কাছে মহিলাদের সাতর

শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, মহিলাদের পুরো শরীরই সাতর। তাদের জন্য মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীর ঢেকে রাখা ফরয। গায়র-মাহরাম পুরুষের সামনে শরীরের কোন অংশই খোলা জায়িয নেই। বৃদ্ধা মেয়েলোকদের জন্যে শুধু হাতের তালু এবং পায়ের পাতা খোলা জায়িয আছে। তা ছাড়া শরীরের অন্যান্য স্থান কোন ক্রমেই খোলা জায়িয নেই। ইমাম আহমাদ (রাহ.) বলেন, মহিলাদের সব কিছুই, এমনকি নখও সাতর।[২০] মালিকী ও হানাফী ইমামগণের মতে, চেহারা ও দুহাতের তালু ছাড়া পুরো শরীর সাতর।

মেয়েলোকদের মাথার কাপড় অনেক সময় সরে যায় এবং সেই অবস্থায় কোন গায়র-মাহরাম পুরুষ আত্মীয়ের সামনে এসে পড়ে; এটা জায়িয নেই। গায়র-মাহরাম পুরুষের সামনে, পর হোক বা আপন আত্মীয় হোক, একটি চুলও খোলা জায়িয নেই। এমন কি, মাথা আঁচড়াতে যে চুল ওঠে আসে বা যে নখ কেটে ফেলে তাও এমন কোন জায়গায় ফেলা উচিত নয়, যেখানে কোন গায়র-মাহরাম পুরুষের নজরে পড়তে পারে। এরূপ করলে গুনাহগার হবে।

কোথাও কোথাও মহিলারা সাধারণত হাতের বাজু বা কোমর খোলা অবস্থায় দেবর, ভগ্নিপতি বা চাচাতো মামাতো ভাইদের সামনে এসে পড়ে। এটা কখনো জায়িয নেই।

যুবতী মেয়েলোকের জন্যে গায়র-মাহরাম পুরুষের সামনে নিজের চেহারা দেখান জায়িয নেই এবং এমন জায়গায় বসা, শোয়া বা দাঁড়ানও জায়িয নেই, যেখানে পরপুরুষে দেখতে পায়। এ মাস'আলা থেকে বুঝা যায়, কোন কোন জায়গায় গায়র-মাহরাম পুরুষ আত্মীয়-স্বজনকে নতুন বৌ দেখানোর যে নিয়ম প্রচলিত আছে, তা সম্পূর্ণ না জায়িয এবং বড় গুনাহ।

---

১৮. বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা'*, খ. ৩, পৃ. ৯

১৯. শারবীনী, *মুগনিউল মুহতাজ*, খ. ৩, পৃ. ১৩২; দারদীর, *আশ্-শারহুল কাবীর*, খ. ১, পৃ. ২১৫

২০. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ১, পৃ. ৬০১ ও খ.৬, পৃ. ৫৫৮-৯; ইবনুল জাওযী, *আত-তাফসীর*, খ. ৬, পৃ. ৩১

www.pathagar.org

মহিলাদের কাছে মহিলাদের সাতর

মেয়েদের কাছে মেয়েদের সাতর হল হাঁটু থেকে নাভি পর্যন্ত। শরীরের এ অংশটুকুন কোন মেয়েলোকের সামনেও খোলা জায়িয নেই। তবে অন্যান্য অংশ প্রয়োজনে খোলা ও দেখা জায়িয আছে। কোন কোন মেয়ে অন্য মেয়ের সামনে উলঙ্গ হয়ে গোসল করে, এটা বড় নির্লজ্জতা ও না-জায়িয কাজ।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কোন সাতর নেই

স্বামীর কাছে স্ত্রীর এবং স্ত্রীর কাছে স্বামীর কোন সাতর নেই। স্বামী স্ত্রী একে অপরের সর্বাঙ্গ দেখতে ও স্পর্শ করতে পারবে, কামভাবে সহকারে হোক বা বিনা কামভাবে হোক[২১]। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾

"এবং যারা স্ত্রী কিংবা মালিকানাভুক্ত দাসীদের ছাড়া অপর সব নারী থেকে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে, তারা তিরস্কৃত হবে না।"[২২]

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, স্ত্রীদের ক্ষেত্রে যৌনাঙ্গকে সংযত রাখার প্রয়োজন নেই। তাই যেখানে স্বামী-স্ত্রীর যৌনাঙ্গসমূহের মিলনই বৈধ, সে ক্ষেত্রে তাদের একে অপরের সর্বাঙ্গ দেখা ও স্পর্শ করা অতীব উত্তমভাবে বৈধ হবে। যদি একে অপরের সর্বাঙ্গ দেখা ও স্পর্শ করা বৈধই না হয়, তাহলে তারা বিবস্ত্রও হতে পারবে না। বর্ণিত রয়েছে, জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমরা আমাদের সাতরের কোন্ কোন্ অংশ আবৃত করে রাখব এবং কোন্ কোন্ অংশ অনাবৃত রাখতে পারব? তিনি বললেন,

احْفَظْ عَوْرَتَكَ إِلَّا مِنْ زَوْجَتِكَ أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ.

---

২১. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ৬, পৃ. ৫৫৭; সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ১০, পৃ. ১৪৮; কাসানী, *বাদা'ই*, খ. ৫, পৃ. ১১৮;
মালিকী ইমামগণের মতে- নারীদেহের সব কিছু স্বামীর উদ্দেশ্যে তার চাহিদা ও প্রত্যাশা অনুযায়ী বিলিয়ে দেয়া ওয়াজিব। (খলীল আল-মাওয়াক, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল*, খ. ১, পৃ. ৫০০)

২২. আল-কুর'আন, ২৩ (সূরা মূ'মিনূন): ৫-৬

www.pathagar.org

"তোমার স্ত্রী কিংবা মালিকানাভুক্ত দাসী ছাড়া অপর সব নারী থেকে তোমার লজ্জাস্থানকে সংযত রাখ।"[২৩]

স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরের যৌনাঙ্গের প্রতি দৃষ্টি

স্বামী-স্ত্রী একে অপরের যৌনাঙ্গ দেখতে কোন অসুবিধা নেই; তবে বিনা প্রয়োজনে এরূপ করা ভাল নয়।[২৪] বর্ণিত আছে, পরস্পরের যৌনাঙ্গ দেখার ফলে স্মৃতি ও দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়।[২৫] হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি কখনো রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যৌনাঙ্গ দেখিনি।"[২৬] হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ فَلْيَسْتَتِرْ مَا اسْتَطَاعَ وَلَا يَتَجَرَّدَانِ تَجَرُّدَ الْعِيرِ.

"যখন তোমাদের কেউ তার স্ত্রীর কাছে গমন করবে, সে যেন কাপড় দিয়ে নিজেকে সাধ্যমত আবৃত করে নেয় এবং গর্দভের মত দুজনেই যেন বিবস্ত্র হয়ে না যায়।"[২৭]

এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, বিনা প্রয়োজনে পরস্পরের যৌনাঙ্গ দেখা উচিত নয়। তবে প্রয়োজনে দেখতে কোন অসুবিধা নেই। হাদীসের ভাষ্যকারগণ এ হাদীসের ব্যাখায় উল্লেখ করেছেন, কাপড় দিয়ে আবৃত করার যে নির্দেশ

---

২৩. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল হাম্মাম), হা. নং: ৪০১৭; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুন নিকাহ), হা. নং: ১৯২০

২৪. মালিকী ইমামগণের মতে- স্বামী-স্ত্রীর জন্য পরস্পরের যৌনাঙ্গ দেখা বৈধ। *(খলীল আল-মাওয়াক, আত-তাজ ওয়াল ইকলীল*, খ. ১, পৃ. ৪০৫) তবে হানাফী ইমামগণের মতে- এরূপ পরস্পরের যৌনাঙ্গ দেখা ভাল নয়। হাম্বলী ও শাফি'ঈ ইমামগণের মতে- এটা মাকরূহ। (ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ৬, পৃ. ৫৫৭; সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ১০, পৃ. ১৪৮; কাসানী, *বাদা'ই*, খ. ৫, পৃ. ১১৮; রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৬, পৃ. ১৯৫)

২৫. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ২৬, পৃ. ৩৮৮; আল-খাদিমী, *বারীকাতুন মাহমূদিয়্যাহ*.., খ. ৫, পৃ. ৩২৭

২৬. ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তাহারত), হা. নং: ৬৬২ ও (কিতাবুন নিকাহ), হা. নং: ১৯২২

২৭. আল বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৭, পৃ. ১৯৩; সুয়ূতী, *আল-জামি'উস সাগীর*, খ. ১, পৃ. ৪৬

www.pathagar.org

হাদীসে দেয়া হয়েছে, তা বাধ্যতামূলক নয়; বরং মুস্তাহাবসূচক।[২৮] হযরত ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ.) বলেন, আমি ইমাম আবূ হানীফা (রাহ.)কে স্বামী-স্ত্রী, যারা লিঙ্গকে সক্রিয় করার উদ্দেশ্যে একে অপরের যৌনাঙ্গ স্পর্শ করে- তাদের প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম এবং বললাম: এতে কি তাদের কোন দোষ হবে? তিনি জবাব দিলেন: না, অধিকন্তু আমি আশা করি যে, তাদের সওয়াব আরো বেড়ে যাবে।"[২৯]

প্রয়োজনে সাতর দেখানোর বিধান

প্রয়োজন পড়লে যতটুকু দরকার ততটুকুন সাতর দেখানো যেতে পারে। তার চেয়ে বেশি দেখানো এবং যাকে দেখানো প্রয়োজন তাকে ছাড়া অন্য কাকেও দেখানো জায়িয নেই এবং অন্যের জন্যে দেখাও জায়িয নেই। কোন মহিলার রানের ওপর যদি ফোঁড়া হয় এবং ডাক্তারকে দেখানোর প্রয়োজন পড়ে, তবে শুধু ফোঁড়ার জায়গাটুকু দেখাবে, এর বেশি দেখাবে না। এরূপ অবস্থায় দেখাবার নিয়ম হল, কাপড় দ্বারা সমস্ত শরীর আবৃত করে শুধু ফোঁড়ার জায়গাটুকু ছিঁড়ে দিলে বা কেটে দিলে চিকিৎসক শুধু সে জায়গাটুকু দেখে নেবে। আশপাশ দেখবে না। কিন্তু চিকিৎসক ছাড়া অন্য কোন পুরুষ বা মেয়েলোক ঐ ফোঁড়ার জায়গাটুকু দেখতে পারবে না। অবশ্য যদি হাঁটু এবং নাভির মাঝখান ব্যতীত অন্য কোন জায়গায় ফোঁড়া হয়, তবে তা অন্য মেয়েলোকও দেখতে পারবে। কিন্তু অন্য পুরুষ দেখতে পারবে না। মূর্খ মেয়েলোকরা প্রসবকালে যৌনাঙ্গ এমনভাবে উলঙ্গ করে নেয় যে, সব মেয়েলোকেই তাকিয়ে থাকে। এটা বড়ই গর্হিত প্রথা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: "সাতর যে দেখবে এবং যে দেখাবে উভয়েরই ওপর আল্লাহর লা'নত পড়বে।"[৩০]

গর্ভকালে এবং অন্য কোন কারণে যদি ধাত্রী দ্বারা পেট মালিশ করার প্রয়োজন পড়ে, তবে নাভির নিচের অংশ খোলা জায়িয নেই। কোন কাপড় রেখে তার ওপর দিয়ে মালিশ করবে। বিনা প্রয়োজনে ধাত্রীকেও দেখান জায়িয নেই। সাধারণত পেট মালিশ করার সময় ধাত্রীও দেখে এবং মা বোন, খালা, ফুফু,

---

২৮. মানাভী, *ফায়যুল কাদীর*, খ. ১, পৃ. ২৭৯

২৯. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ৫, পৃ. ২৩৪

৩০. আবূ দাউদ, (কিতাবুত তাহারাত), হা. নং: ১৫; ইবনু মাজাহ, (কিতাবুত তাহারাত), হা. নং: ৩৪২

عَنْ هِلاَلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ -ﷺ- يَقُولُ «لاَ يَخْرُجُ الرَّجُلاَنِ يَضْرِبَانِ الْغَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَنْ عَوْرَتِهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ ».

www.pathagar.org

দাদী, নানী, চাচী, মামী ও ননদ ইত্যাদি বাড়ীর অন্যান্য মেয়েলোকেরাও দেখে থাকে, এটা জায়িয নেই।[৩১]

শরীরের যে অংশ দেখা জায়িয নেই, তা ছোঁয়াও জায়িয নেই। তাই গোসলের সময় যদি কেউ রান ইত্যাদি না খুলে কাপড়ের নিচে হাত দিয়ে নিজের শরীর পরিষ্কার করায়, এটা জায়িয নয়। অবশ্য প্রয়োজনবশত যদি কাপড় হাতে পেঁচিয়ে পরিষ্কার করে, তবে তা জায়িয আছে।

কোন কোন মেয়েলোক এতোই নির্লজ্জ যে, চুড়ি বিক্রেতা দোকানদারের হাত দিয়ে চুড়ি হাতে পরে থাকে, তাদের হাতের দ্বারাও এভাবে চুড়ি পরা জায়িয নেই।

নামাযের সাতর ও নামাযের বাইরের সাতরের মধ্যে পার্থক্য

উল্লেখ্য যে, নামাযের সাতর আর নামাযের বাইরের সাতরের পরিধির মধ্যে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত নামাযের বাইরের সাতরের চাইতে নামাযের সাতরের পরিধি একটু বেশি। যেমন- মহিলাদের জন্য নামাযের সাতর হল: চেহারা, হাতের তালু ও পায়ের পাতাগুলো[৩২] ছাড়া সর্ব শরীর। বিভিন্ন রিওয়ায়াত থেকে জানা যায়, মহিলা সাহারী ও তাবি'ঈগণ সাধারণত তিনটি কাপড়- ইযার/পায়জামা, প্রশস্ত জামা ও উড়না দিয়ে (চেহারা ও হাতের তালু ব্যতীত) পুরো দেহ আবৃত করে নামায আদায় করতেন।[৩৩] কেউ কেউ জিলবাবও পরিধান করতেন। বিশিষ্ট তাবি'ঈ 'আতা ইবনু রাবাহ (রাহ.) বলেন,

تـ لمي المرأة في درعها وخمارها وإزارها وان تجعل الجلباب أحب إلي

''জামা, ওড়না ও ইযার পরে মহিলা নামায আদায় করবে। এসব কাপড়ের ওপর জিলবাব পরিধান করা আমার নিকট অধিকতর পছন্দনীয়।''[৩৪]

---

৩১. থানবী, *বেহেশতী জেওর*, খ. ৩, পৃ. ২৮১

৩২. পায়ের পাতার ব্যাপারে ইমামদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ইমাম আবূ হানীফা ও সুফ্ইয়ান আছ-ছাওরী (রাহ.) প্রমুখের মতে, নামাযে মহিলার পায়ের পা খোলা থাকলেও নামায শুদ্ধ হবে। আর ইমাম মালিক ও লাইছ ইবনু সা'দ (রাহ.) প্রমুখের মতে, নামাযে মহিলাদেরকে পায়ের পাতাও আবৃত করে রাখতে হবে। যদি পায়ের পাতা অনাবৃত হয়, তবে নামায পুনরায় পড়ে নিতে হবে। (ইবনু 'আবদিল বার্, *আল-ইস্তিযকার*, বৈরূত: দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ, ২০০০, খ. ২, পৃ. ২৯৪)

৩৩. ইবনু 'আবদিল বার্, *প্রাগুক্ত*, ২৯৩

৩৪. 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, হা. নং: ৫০৩৬

www.pathagar.org

পক্ষান্তরে মাহরাম পুরুষদের কাছে তাদের চেহারা, মাথা, ঘাড়, হাত, হাতের কব্জি, পা ও পায়ের নলা প্রভৃতি সাতর নয়। মাহরাম পুরুষের সামনে এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যদি খুলে যায়, তবে গুনাহগার হবে না; কিন্তু নামাযের সময় চেহারা, হাতের তালু ও পায়ের পাতাগুলো ছাড়া সর্ব শরীর ঢেকে রাখতে হয়। তদুপরি স্বামীর কাছে স্ত্রীর এবং স্ত্রীর কাছে স্বামীর কোন সাতর নেই। স্বামী স্ত্রী পরস্পর একে অপরের সর্বাঙ্গ দেখতে ও স্পর্শ করতে পারে। অথচ নামাযে উভয়েরই লজ্জাস্থান ঢেকে রাখতে হয়।

সাতর নয় এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টিদান

নারী-পুরুষের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাতরের অংশ নয়, সেসব দেখা যদিও সাধারণত জায়িয; তবে এটা সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কেননা, এমন অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও রয়েছে, যা সাতরের অংশ নয়; তথাপি তা দেখা জায়িয নয়। দৃষ্টিদানের বৈধতা সর্বতোভাবে নির্ভর করবে ইচ্ছার পবিত্রতার ওপর। যদি মনে কোনরূপ কুবাসনা না থাকে বা তা জাগ্রত হবার কোন আশংকা না থাকে, তবেই দৃষ্টিদান জায়িয হবে। এ কারণেই মহিলাদের চেহারা সাতরের অংশ না হওয়া সত্ত্বেও তা দেখা জায়িয নয়। তদ্রূপ সুন্দর বালকের চেহারার প্রতিও দৃষ্টি দান করা জায়িয নয়, যদি এতে মনে কোনরূপ কুবাসনা জাগ্রত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।[৩৫]

পরপুরুষদের জন্য মহিলাদের দেহ স্পর্শ

মহিলাদের দেহ স্পর্শ করা পরপুরুষদের জন্য জঘন্য পাপ, যদিও এতে মনে কোন ধরনের খারাপ বাসনা জাগ্রত হবার আশঙ্কা না থাকে। হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী এটা হাতের যিনা। রাসূলুল্লাহ বলেন,

... الْيَدَانِ تَزْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا الْبَطْشُ...

"...দু হাতও যিনা করে। আর তাদের যিনা হল পরনারীকে স্পর্শ করা।..."[৩৬]

আরো বিভিন্ন হাদীসে তিনি পরনারীকে যারা অন্যায়ভাবে স্পর্শ করে, তাদেরকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছেন। যেমন তিনি এক হাদীসে বলেছেন:

لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لا تَحِلُّ لَهُ .

---

৩৫. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ১, পৃ. ১৮১

৩৬. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল ইস্তি'যান), হা. নং: ৫৮৮৯; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল কাদ্‌র), হা. নং: ৬৬৯, ৬৬৯৬; আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুন নিকাহ), হা. নং: ২১৫২

www.pathagar.org

"তোমাদের কারো মাথায় লোহার সুঁচ ফুটিয়ে দেয়া কোন পরনারীকে স্পর্শ করার চাইতে উত্তম।"[৩৭]

উল্লেখ্য যে, যদি কোন পুরুষ কাম-লালসাসহ কোন মহিলাকে স্পর্শ করে, চাই সে তার মাহরাম হোক কিংবা গায়র-মাহরাম, তাহলে এমতাবস্থায় তার জন্য বৈবাহিক সূত্রগত হুরমতের বিধান প্রযোজ্য হবে। যেমন কেউ যদি তার ফুফী কিংবা খালাকে কাম-লালসাসহ স্পর্শ করে, তাহলে তাদের কন্যারা তার জন্য হারাম হয়ে যাবে।[৩৮]

নারীদের মাথা খোলা রাখা

নারীদের মাথায় চাদর দিয়ে ঢেকে রাখা ইসলামের বিধান। তাদের মাথা খোলা রাখলে জঘন্য পাপ হয়। কারণ, তাদের মাথার চুল খোলা থাকলে যুবকদের মনে যৌন উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং নারীর মাথার চুলও সাতরের মধ্যে গণ্য। সাতর খোলা রাখলে যে পাপ হয়, চুল খোলা রাখলেও সে পাপ হবে। অপর দিকে স্ত্রীলোকদের মাথার চুল অন্য পুরুষদের দেখা হারাম।

মহিলাদের কণ্ঠ কি সাতরের অংশ?

ফিতনা ও বিপদ সৃষ্টি করতে পারে- এমন সব বিষয় ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। এ কারণে মহিলাদেরকে জমিনে এমন জোরে হাঁটতেও নিষেধ করা হয়েছে, যাতে তাদের পায়ের অলঙ্কারের আওয়ায পুরুষেরা শুনতে পায় এবং এর ফলে তাদের কারো কারো মনে কামভাব নাড়া দিয়ে ওঠতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾

"তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্যে জোরে পদচারণা না করে।"[৩৯]

এ আয়াতের ভিত্তিতে হানাফী ইমামগণ বলেন: মহিলাদের কণ্ঠও সাতরের অংশ।[৪০] যেখানে পায়ের অলঙ্কারের আওয়ায থেকে নিষেধ করা হয়েছে,

---

৩৭. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৪৮৬, ৪৮৭

৩৮. তাহমায, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৭৬

৩৯. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর):৩১

৪০. তবে এ বিষয়ে হানাফী ইমামগণের মধ্যে কারো কারো ভিন্ন মতও রয়েছে। যেমন- ইবনু 'আবিদীন (রাহ.) বলেন: অগ্রগণ্য মত হল- তাদের কণ্ঠ সাতর নয়। (ইবনু 'আবিদীন,

www.pathagar.org

সেক্ষেত্রে তাদের কণ্ঠ এমন ভাবে বুলন্দ করা, যা পর-পুরুষ শুনতে পাবে, তা আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হবার কথা। মেয়েদের শরীর যেমন ভিন্ পুরুষের সামনে অনাবৃত করা যায় না, কণ্ঠস্বরকেও তেমনি ভিন্ পুরুষের কর্ণকুহরে প্রবেশ করানো যাবে না। ইমাম জাস্‌সাস বলেন:

فَإِذَا كَانَتْ مَنْهِيَّةً عَنْ إِسْمَاعِ صَوْتِ خَلْخَالِهَا فَكَلَامُهَا إِذَا كَانَتْ شَابَّةً تُخْشَى مِنْ قِبَلِهَا الْفِتْنَةُ أَوْلَى بِالنَّهْيِ عَنْهُ .

"যেখানে মহিলাদেরকে পায়ের অলঙ্কারের আওয়াজ শুনানো থেকে নিষেধ করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে তারা যদি বিপদের আশঙ্কাযুক্ত যুবতী হয়ে থাকে, তাহলে তাদের বুলন্দ স্বরে কথা বলা আরো কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হবে।"[৪১]

এ কারণে মহিলাদের জন্যে আযান দেয়া মাকরূহ। আর এ কারণেই হজ্জের সময় তাদের জন্যে মৃদু স্বরে তালবিয়্যা পড়ার বিধান রয়েছে। তারা জোরে জোরে তালবিয়্যা পড়বে না। আর মহিলারা যখন ইমামের পেছনে নামায পড়ে, এ অবস্থায় যদি ইমাম কোন ভুল করে, তাহলে তারা হাত চাপড়িয়ে ইমামকে সতর্ক করবে, পুরুষদের মতো উচ্চস্বরে তাসবীহ পাঠ করে সতর্ক করবে না। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحْ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّحْ النِّسَاءُ

"যখন তোমাদের নামাযে কোন ধরনের ত্রুটি আপতিত হবে, তখন পুরুষরা তাসবীহ পাঠ করে এবং মহিলারা হাত চাপড়িয়ে সতর্ক করবে।"[৪২]

তবে অধিকাংশ ইমামের মত হলো- যেহেতু লেনদেন, বেচাকেনা, কিংবা

প্রাগুক্ত, খ. ১, পৃ. ৪০৫-৪০৬)

৪১. জাস্‌সাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ. ৫, পৃ. ২২৯
তিনি আরো বলেন,

وَفِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ مَنْهِيَّةٌ عَنْ رَفْعِ صَوْتِهَا بِالْكَلَامِ بِحَيْثُ يَسْمَعُ ذَلِكَ الْأَجَانِبُ ؛ إِذْ كَانَ صَوْتُهَا أَقْرَبَ إِلَى الْفِتْنَةِ مِنْ صَوْتِ خَلْخَالِهَا.

"উপর্যুক্ত আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, যেহেতু মহিলাদের পায়ের অলঙ্কারের আওয়াজের চাইতে তাদের কণ্ঠের আওয়াজ অধিকতর ফিতনার উপলক্ষ হয়ে থাকে, তাই তাদের জন্যে পরপুরুষেরা শুনতে পায় এমন উচ্চস্বরে কথা বলা নিষিদ্ধ।" (জাস্‌সাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ. ৫, পৃ. ১৭৭)

৪২. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুস সালাত), হা. নং: ৮০৫; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুস সালাত), হা. নং: ৭৮৫, ১১৭০

www.pathagar.org

কাজকারবার বা শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনে পর-পুরুষের সাথে মহিলাদের কথা বলা জায়িয, তাই তাদের কণ্ঠ সাতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। এজন্য সর্বাবস্থায় তাদের কণ্ঠস্বরকে পর-পুরষ থেকে লুকিয়ে রাখার প্রয়োজন নেই।[৪৩] ইমাম গাযালী (রাহ.) বলেন,"গান ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে মহিলাদের কণ্ঠ সাতর নয়। সাহাবা কিরামের যুগে মহিলারা পুরুষদের সাথে বিভিন্ন প্রয়োজনে কথাবার্তা বলতেন।"[৪৪]

যদিও মহিলাদের কণ্ঠস্বর সাতর কি না? এ বিষয়ে আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে, তবে এ বিষয়ে সকলেই একমত যে, তাদের উচ্চ ও সুরেলা কণ্ঠ সাতরের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্য পরপুরুষের সাথে প্রয়োজনে কথা বলার সময় প্রয়োজনের চাইতে জোরে বুলন্দ স্বরে এবং সুরেলা কণ্ঠে কথা বলা জায়িয নয়।[৪৫] এ কারণেই যেসব ক্ষেত্রে উচ্চ কণ্ঠের প্রয়োজন, সেসব হয়ত তাদের জন্য জায়িয নেই অথবা সেসব ক্ষেত্রে তাদের কণ্ঠকে মৃদু রাখার বিধান রয়েছে অথবা এ সবের বিকল্প কিছু করার হুক্‌ম রয়েছে।

অধিকন্তু, তাদের সুরেলা ও মধুর কণ্ঠও যেহেতু সাতরের অংশ, তাই তাদের গীত গান, এমন কি তাদের সুন্দর কণ্ঠের তিলাওয়াতে কুর'আনও যেমন তাদের জন্য পরপুরুষদেরকে শুনানো জায়িয নয়, তেমনি পুরুষদের জন্যও তা শুনা জায়িয নয়।

মহিলাদের পায়ের পাতা কি সাতরের অংশ?

মহিলাদের পায়ের পাতা সাতর কি না? এ নিয়ে ইমামগণের বিভিন্ন মত দেখা যায়। যেমন- হানাফী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য অভিমত হল- মহিলাদের পায়ের পাতাগুলো সাতরের অংশ নয়।[৪৬] তাই মহিলাদের জন্য এগুলো পর-পুরুষের সামনে প্রকাশ করতে যেমন কোন দোষ নেই, তেমনি পর-পুরুষের জন্যও এগুলো প্রয়োজনে দেখা দূষণীয় নয়। কেননা, আল্লাহ তা'আলার বাণী

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

"তারা যেন যা স্বতঃই প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে।"[৪৭] -এর মধ্যে إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا দ্বারা বিশেষ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শরীরের

---

৪৩. শারবীনী, *মুগনিউল মুহতাজ*, খ. ৩, পৃ. ১২৯; গাযালী, *ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, খ. ২, পৃ. ৪৪৮; যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২৭৭

৪৪. গাযালী, *ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন*, খ. ২, পৃ. ৪৪৮

৪৫. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২৮৭

৪৬. ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪০৫

৪৭. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা নূর): ৩১

www.pathagar.org

যে অঙ্গগুলো প্রকাশ করার দরকার পড়ে সেগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে। আর তা দ্বারা চেহারা ও হাতের তালুর মতো পায়ের পাতাকেও বুঝানো হয়েছে। কেননা, পায়ের পাতাদুটিও কাজ-কারবার কিংবা স্বাভাবিক চলাফেরার প্রয়োজনে প্রকাশ করার দরকার পড়ে। তাই চেহারা ও হাতের তালুর মতো পায়ের পাতাদুটিও সাতর নয়।[৪৮] মালিকী মাযহাবে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে- পায়ের পাতাদুটিও সাতরের অংশ। এগুলো পরপুরুষের সামনে প্রকাশ করা জায়িয নেই।[৪৯]

আমরা মনে করি, পায়ের পাতাদুটিও পরপুরুষের সামনে প্রকাশ করা উচিত নয়; বরং আবৃত করে রাখা দরকার। মহিলা সাহাবীদের স্বভাব ছিল, তারা তাদের কাপড়ের আঁচলগুলো পায়ের ওপর এভাবে ফেলে রাখতেন, যাতে তাদের পায়ের পাতাগুলো ঢেকে যেত এবং কাপড় মাটি স্পর্শ করত। বর্ণিত রয়েছে, জনৈকা মহিলা উম্মুল মু'মিনীন উম্মু সালামাহ (রা.)কে জিজ্ঞেস করল, আপনার কী অভিমত, আমি তো আঁচল লম্বা করে নোংরা জায়গা দিয়েও চলাচল করি? তখন তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ -"পরবর্তী পথ তাকে পবিত্র করে ফেলবে।"[৫০]

তবে কাজ-কারবারের প্রয়োজনে পায়ের পাতা খোলা রাখা হলে, তা দূষণীয় নয়। যেমন- গ্রামের অনেক মহিলাকে জমিতে কাজ করার সময় নগ্ন পায়ে চলতে ফিরতে হয়। তদুপরি অনেক নিঃস্ব মহিলাও রয়েছে, যাদের জন্য সর্বদা পা ঢেকে রাখার মতো বস্ত্র যোগাড় করা রীতিমত কষ্টসাধ্য ব্যাপার। তাই এসব মহিলা পায়ের পাতা খোলা রেখে চলাচল করলে অসুবিধা নেই। তবে পুরুষদের জন্য তাদের পায়ের দিকে তাকানো জায়িয নয়।

---

৪৮. তবে হানাফী মাযহাবের যাহিরী রিওয়ায়াত হল: পায়ের পাতা দু'টি সাতর। এগুলো পরপুরুষের সামনে আবৃত করে রাখা জরুরী। কারণ, উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে কেবল চেহারা ও হাতের তালু দুটির কথাই বর্ণিত হয়েছে। পায়ের পাতার কথা উল্লেখ নেই। তদুপরি লেনদেনের প্রয়োজনে চেহারা ও হাত দুটি খোলা রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পায়ের পাতাগুলো খোলা রাখার কোন প্রয়োজন হয় না। তাই সেগুলো প্রকাশ করাও জায়িয নেই এবং সেগুলো দেখাও পুরুষদের জন্য বৈধ নয়। (সারাখসী, *মাবসূত*, খ. ১০, পৃ. ১৫৩; কাসানী, *আল-বাদা'ই*, খ. ৫, পৃ. ১২২)

৪৯. শাফি'ঈ, *কিতাবুল উম্ম*, খ. ১, পৃ. ৮৯; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ৩, পৃ. ১২৮

৫০. ইমাম মালিক, *মুওয়াত্তা*, (কিতাবুত তাহারত), হা. নং: ৪৬; তিরমিযী, (কিতাবুত তাহারত), হা. নং: ১৪৬; আবূ দাউদ, (কিতাবুত তাহারত), হা. নং: ৩৮৩; ইবনু মাজাহ, (কিতাবুত তাহারত), হা. নং: ৫৩১

www.pathagar.org

নির্জনে সাতর খোলা কি জায়িয

বিনা প্রয়োজনে একাকী অবস্থায়ও অনর্থক নিজের লজ্জাস্থান খোলা এবং সে দিকে তাকানো জায়িয নয়। তবে প্রয়োজন হলে ভিন্ন কথা। বর্ণিত রয়েছে, জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কোন সময় তো পুরুষেরা একাকী অবস্থায় থাকে, সে অবস্থায়ও কি সাতরকে আবৃত করে রাখা দরকার? তিনি বললেন,

فَاللهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَا مِنْهُ

"আল্লাহকেই বেশি লজ্জা করা দরকার।"[৫১]

এ হাদীসে থেকে জানা যায় যে, সাধারণত একাকী অবস্থায়ও বিবস্ত্র হওয়া জায়িয নয়। হযরত যায়িদ ইবনু ছাবিত (রা) থেকেও বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنِ التَّعَرِّي، إِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لا يُفَارِقُكُمْ فِي نَوْمٍ ولا يَقْظَةٍ إِلَّا حِينَ يَأْتِي أحدكم أهلَه أو حِينَ يَأْتِي خلاءَه ألَا فَاسْتَحْيُوهُم ألَا أَكْرِمُوهُمْ.

"আমি কি তোমাদেরকে বিবস্ত্র হতে নিষেধ করিনি? কেননা, তোমাদের সাথে এমন ফেরেশতাও থাকেন, যারা স্ত্রী সঙ্গম এবং হাজত পূরণের সময় ছাড়া- নিদ্রা কি জাগ্রত- সর্বাবস্থায় তোমাদের সাথেই অবস্থান করেন। সাবধান! তোমরা তাঁদেরকে লজ্জা করো। সাবধান! তোমরা তাদের সম্মান করো।"[৫২]

হযরত 'আলী (রা) বলেন,

مَنْ كشفَ عَوْرَتَه أعْرضَ اللهُ عنه.

"যে নিজের লজ্জাস্থান প্রকাশ করবে আল্লাহ তা'আলা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবেন।"[৫৩]

সাতর আবৃত না করে পুরো বিবস্ত্র অবস্থায় গোসলও করা উচিত নয়। যদি

---

৫১. আবূদাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল হাম্মাম), হা. নং: ৪০১৭; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (আল-আদাব), হা. নং: ২৭৬৯; আল হাকিম, *প্রাগুক্ত*, (লিবাস), হা. নং: ৭৩৫৮

৫২. আল বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হা. নং: ৭৭৩৯

৫৩. সুয়ূতী, *আল-আমরু বিল ইত্তিবা' ওয়ান নাহয়ূ 'আনিল ইবতিদা'*, পৃ. ৩১

www.pathagar.org

গোসল করার সময় (স্ত্রী ছাড়া) কেউ দেখার সম্ভাবনা থাকে, তাহলে গোসল করার সময় সাতর ঢেকে রাখা ওয়াজিব। যদি সাতর ঢেকে রাখার মত অতিরিক্ত কাপড় না থাকে, তবে অন্তত পক্ষে কারো সামনে বা উপস্থিতিতে গোসল করবে না অথবা কোন কিছু দ্বারা নিজেকে অন্য লোকের দৃষ্টি থেকে আড়াল করে নেবে। হযরত উম্মু হানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: মক্কা বিজয়ের সময় আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম, তিনি গোসল করছেন আর ফাতিমা (রা) তাঁকে আড়াল করে আছেন।[৫৪] হযরত মায়মূনা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জন্য পানি রাখলাম এবং তাঁকে লোকচক্ষুর দৃষ্টি থেকে একটি কাপড়ের সাহায্যে অন্তরাল করে রাখলাম। এ অবস্থায় তিনি গোসল করলেন।"[৫৫]

আর যদি গোসল করার সময় কেউ না থাকে কিংবা কারো দেখার সম্ভাবনা না থাকে, তবে যদিও বিবস্ত্র অবস্থায় গোসল করা জায়িয[৫৬] তথাপি উত্তম ও মুস্তাহাব হল- লজ্জাস্থান ঢেকে গোসল করা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَدْخُلْ الْحَمَّامَ إِلَّا بِإِزَارٍ

"আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি যার ঈমান রয়েছে সে যেন গোসলখানায় ইযার ছাড়া প্রবেশ না করে।"[৫৭]

---

৫৪. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল জিয্য়া), হা. নং: ৩০০০; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুস সালাত), হা.নং: ১৬৬৬

৫৫. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল গুসল), হা. নং: ২৭২; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল গুসল), হা. নং: ৪০৬

৫৬. বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: বনী ইসরাইল বিবস্ত্র হয়ে এভাবে গোসল করত, যাতে একজন অপরজনকে দেখতে পেত। তবে মূসা (আলাইহিস সালাম) একাকী অবস্থায় গোসল করতেন... । (বুখারী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল গুস্‌ল, হা. নং: ২৭৪; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুস হায়য, হা. নং: ৭৬৮)
অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, হযরত আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)ও উলঙ্গ হয়ে গোসল করতেন। ... (বুখারী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল গুস্‌ল, হা. নং: ২৭৫)
এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, একাকী অবস্থায় উলঙ্গ হয়ে গোসল করা জায়িয। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদীস দুটিতে হযরত মূসা (আ) ও আইয়ূব (আলাইহিস সালাম)-এর গোসলের বর্ণনা দেয়ার পর কোনরূপ মন্তব্য করেননি।

৫৭. আহমদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ১২০

www.pathagar.org

হযরত ই'য়ালা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জনৈক ব্যক্তিকে খোলা মাঠে ইযার ছাড়া গোসল করতে দেখলেন। এর পর তিনি মিম্বরে ওঠে সর্বপ্রথম আল্লাহর প্রশংসা করলেন। অতঃপর বললেন:

إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ حَيِيٌّ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسَّتْرَ فَإِذَا اغْتَسَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ

"আল্লাহ তা'তালা হলেন অতি লজ্জাশীল ও (দোষ) আবৃতকারী। তাই তিনি লজ্জা ও আচ্ছাদনকে পছন্দ করেন। এ কারণে যখন তোমাদের কেউ গোসল করবে, তার উচিত, সে যেন তার লজ্জাস্থান আবৃত রেখে গোসল করে।"[৫৮]

৫৮. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল হাম্মাম), হা. নং: ৪০১২; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল গুস্‌ল ওয়াত্ তায়াম্মুম), হা. নং: ৪০৪

www.pathagar.org

পঞ্চম অধ্যায়
পর্দা কী, কেন ও কীভাবে?

হিজাব (পর্দা) কী?

'হিজাব' শব্দটি আরবী। এর আভিধানিক অর্থ পর্দা, আড়াল, অন্তরাল, দু'বস্তুর মধ্যবর্তী প্রতিবন্ধকতা ইত্যাদি। অর্থাৎ যা দিয়ে কিছু ঢেকে রাখা হয় কিংবা যার সাহায্যে কোন কিছু দৃষ্টির আড়াল করা হয়, তা-ই হিজাব। ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায়- নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশার প্রতিবন্ধকতাকে 'হিজাব' বলা হয়। যাতে কেউ যেন এ কথা বলতে না পারে যে, মহিলারা পুরুষের সাথে মিশে গেছে। অর্থাৎ অশ্লীলতা ও ব্যভিচার নিরোধের লক্ষ্যে নারী জাতিকে তাদের নিজেদের রূপ-লাবন্য ও সৌন্দর্য আবৃত করে রাখার জন্য যে বিশেষ প্রথা পালন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকেই 'হিজাব' বলা হয়।

ঘরোয়া পরিবেশে মহিলাদের হিজাব হিসেবে অনেক কিছুই ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন ঘরের দেয়াল, পর্দা, আলমারী ইত্যাদি। অর্থাৎ মহিলাগণ যদি ঘরোয়া পরিবেশে কোন ভিন্ পুরুষের সাথে কথা বলতে চায়, তাহলে সে ঘরের বা বাড়ির ভেতরে যে কোন বস্তুর আড়াল গ্রহণ করতে পারে। আর একান্ত প্রয়োজনে মহিলাদের বাইরে যেতে হলে তাদের স্বাভাবিক পোশাকের ওপরে বড় লম্বা চাদর বা বোরকা ঝুলিয়ে দেবে, যাতে পুরো শরীর ঢেকে যায়।[১]

তবে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, ঘরের দেয়াল বা পর্দা কিংবা বোরকাই কেবল হিজাব নয়; মূলত হিজাব হল একটা শালীনতা, নর ও নারীর এতটুকু শারীরিক ও মানসিক দূরত্ব বজায় রাখা, যে দুরত্ব বজায় রাখার কারণে একজনের অন্যজনের প্রতি যৌন কোন আকর্ষণ সৃষ্টি হতে না পারে। একজন মেয়ে কলেজে যাওয়ার সময় ঠিকই বোরকা-নিকাব ইত্যাদি পরিধান করেছে; কিন্তু তাকে দেখা যায়, এক সহপাঠী ছেলের হাতে হাত ধরে ঘুরে বেড়াতে, আড্ডা দিতে। ইসলাম এটাকে হিজাব বলে না, এ বোরকা হিজাব হয়নি, এটা হিজাবের নামে প্রহসন হয়েছে। একজন ছেলে একজন নারীর সাথে মোবাইলে কিংবা ইন্টারনেটে অথবা

---

১. অবশ্য বয়োবৃদ্ধা মহিলারা এ নির্দেশের বাইরে। তারা ভিন্ পুরুষের সামনে লম্বা চাদর বা বোরকা ছাড়া যেতে পারবে; তবে অবশ্যই ওড়না দ্বারা মাথা ভালভাবে ঢেকে নেবে, যাতে চুল দেখা না যায়।

www.pathagar.org

ঘরের প্রাচীরের ওপাশ থেকে রসালো আলাপ করছে। একজন আরেকজনকে দেখতে পাচ্ছে না, মাঝে দূরত্ব আছে, প্রাচীর আছে। তারা মনেও করছে, হিজাবের তো কোন ব্যাঘাত হয়নি। কিন্তু ইসলামের কথা হল, দুজনই হিজাবের বিধান লঙ্ঘন করেছে। অতএব, হিজাব হল একটি মূল্যবোধের নাম; কোন কাপড় বা দেয়ালের নাম নয়। তবে হ্যাঁ, কখনো কখনো কাপড় পর্দা হিসেবে ব্যবহার হতে পারে। দেয়ালও কখনো পর্দা হিসেবে ব্যবহার হতে পারে।

হিজাব ও সাতরের পার্থক্য

'সাতর' বলতে শরীরের সেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বলা হয় যা সর্বাবস্থায় কারো সামনে প্রকাশ করা কিংবা অন্য কারো দেখা হারাম।[২] আর 'হিজাব' বলতে নারীর পুরো শরীর আবৃতকারী লম্বা কাপড়কে বুঝানো হয়, যা সাধারণত বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় অথবা ঘরের মধ্যে পরপুরুষের সাথে প্রয়োজনে বসে আলাপ করার সময় পরিধান করা হয়।

হিজাবের উদ্দেশ্য

যেহেতু আল্লাহ তা'আলা মেয়েদের গোটা দেহই পুরুষদের কামনার বস্তু করে গড়েছেন, তাই সমাজে যাতে কোন ধরনের অশ্লীলতা ও অবৈধ যৌনাচারের ছড়াছড়ি শুরু না হয়, তাই ইসলাম নারী জাতিকে প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময় নিজেদের রূপ-লাবন্য ও সৌন্দর্য আবৃত করে বের হবার নির্দেশ দিয়েছে। বাইরে যেতে হলে তারা স্বাভাবিক পোশাকের ওপরে বড় লম্বা চাদর বা বোরকা ঝুলিয়ে দেবে, যাতে তাদের দৈহিক অবয়ব ও সৌন্দর্য বাইরে ফুটে বের না হয়। এতে আপত্তির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। নারীদেহের সৌন্দর্য সবাইকে বিলাবার বস্তু নয়।

কেউ কেউ মনে করে, হিজাব মানে মহিলাদেরকে ঘরের চার দেয়ালের মধ্যে আটকে রাখা, পর্দা মানে মহিলাদেরকে অবরুদ্ধ করে রাখা, কোন প্রয়োজনে তারা বাইরে বের হতে পারবে না। এরূপ ধারণা সঠিক নয়। কারণ, প্রয়োজন মেটানোর জন্য বাইরে যাওয়ার পূর্ণ অনুমতি ইসলামে রয়েছে। কুর'আনে পরিষ্কার বলা হয়েছে যে, যদি মেয়েরা বাইরে যায়, তবে তারা যেন অন্ধকার যুগের মেয়েদের মত বের না হয়।[৩] বস্তুত পর্দা নারীদেরকে ছোট করার জন্য নয়; বরং

---

২. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২৪, পৃ. ১৭৪ ও খ. ৩১, পৃ. ৪৪

৩. আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

www.pathagar.org

তাদের মান-সম্ভ্রম বৃদ্ধি এবং তাদেরকে অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। আবরণ বা ঢাকনার সাহায্যে যেমন ময়লা থেকে খাদ্য সংরক্ষণ করা যায়, তেমনি হিজাবের সাহায্যে মহিলাদের মান-সম্ভ্রম অন্য পুরুষের কুদৃষ্টি, কুৎসিত কামনা এবং অশ্লীলতার হাত থেকে রক্ষা করা যায়।

পাকা কলা একটি ফল, তা কিন্তু ঢেকে রাখার প্রয়োজন হয় না। কারণ, তার আবরণটাই এমন যে, মশা মাছি তাতে বসে না, বসেও কোন লাভ করতে পারে না। কিন্তু পাকা খেজুর ঢেকে রাখতে হয়। তা না হলে পিঁপড়া থেকে শুরু করে মশা মাছি কীট পতঙ্গ তাতে বসার জন্যে উড়ে আসে, ভীড় জমায় ও একটু একটু করে খেয়ে ফেলে।

তদ্রূপ মহিলা যখন ঘরের বাইরে বের হয়[৪], তখন যাতে গায়ে ময়লা না লাগে কিংবা মাছি না বসে, কিংবা কীট-পতঙ্গ যাতে তাকে উপদ্রব করতে না পারে, সে উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা বিশেষ ধরনের বাড়তি পোশাক পরে সাজগোছ না করে, অলঙ্কারের রিনঝিন শব্দে পায়ে চলার পথ মুখরিত না করে, পারফিউমের গন্ধ না বিলিয়ে বাইরে বের হতে বলেছেন। মহিলাদেরকে পূতঃপবিত্র এবং পরিচ্ছন্ন রাখাই হিজাবের উদ্দেশ্য।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল, যেসব মহিলা বোরকা পরে মুখ, মাথা ও সমস্ত শরীর আবৃত করে ঘর থেকে বের হয়, দুষ্ট চরিত্রের বখাটে লোকেরা তাদেরকে দেখে মনে করে, এরা পর্দানশীন ও চরিত্রবতী মহিলা এবং এদের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাবে না। ফলে তারা তাদের পিছু নেয় না এবং তাদের আকৃষ্ট করার জন্য কিংবা নিজেদেরকে তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্যও

"তোমরা তোমাদের ঘরের অভ্যন্তরেই ভালভাবে অবস্থান গ্রহণ কর এবং পূর্বের জাহিলী যুগের নারীদের মত নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও যৌবনদীপ্ত দেহাঙ্গ দেখিয়ে বেড়িওনা।" (আল-কুর'আন, ৩৩ (সূরা আহযাব):৩৩)

এ আয়াতে নারীদেরকে ঘরে অবস্থান করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে; কিন্তু ঘরের বাইরে যেতে নিষেধ করা হয়নি। নিষেধ করা হয়েছে জাহিলী যুগের নারীদের মত নির্লজ্জভাবে চলাফেরা করতে। দেখা যায়, এ আয়াত নাযিল হওয়ার পরও অনেক মহিলা সাহাবী নিজেদের প্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাতায়াত করতেন। যদি আয়াতের উদ্দেশ্য নারীদের ঘর থেকে বের না হবার চূড়ান্ত নির্দেশই হত, তাহলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলা সাহাবীগণের বাইরের যাতায়াত মোটেই বরদাশত করতেন না।

৪. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

"মেয়েরা লুকানো বস্তু (অর্থাৎ মেয়েদের জন্য পর্দা জরুরী)। কেননা, যখন তারা বাইরে যায়, তখন শয়তান তাদের প্রতি কুদৃষ্টি নিক্ষেপ করে।" (তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, [কিতাবুর রিদা'], হা. নং: ১০৯৩)

www.pathagar.org

চেষ্টা করে না। অপরদিকে বোরকা ছাড়াই যারা নিজেদের মাথা, গলা ও বাহুযুগল উন্মুক্ত রেখেই রাস্তা-ঘাটে, দোকানে-পার্কে-হোটেল-রেস্তোরাঁয় চলাফেরা করে, তাদের সম্পর্কে দুষ্ট লোকদের মনে এর বিপরীত ধারণা জাগ্রত হয়ে থাকে। তারা এগিয়ে গিয়ে তাদের সাথে আলাপ-পরিচয় করে, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, নিজেদেরকেও তাদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলে এবং তাদের সাথে অবাধ ও অবৈধ প্রণয় চর্চা করতে চেষ্টা করে নিরতিশয় আগ্রহের সাথে।

পর্দা উঠিয়ে দিয়ে ভোগবাদী সমাজে মেয়েরা বেশি সম্মান বা মর্যাদা পায়নি। মেয়েদেরকে নারী স্বাধীনতার নামে উলঙ্গ করে ও অশালীন পোশাক পরিয়ে পুরুষরা তাদের হীন লালসা চরিতার্থ করতে সুযোগ করে নিচ্ছে।

চেহারা ঢেকে রাখা কি জরুরী?

মহিলাদের চেহারা কি সাতরের অংশ এবং তাদের চেহারা ঢেকে রাখা কি জরুরী? এ প্রশ্নের উত্তরে ইসলামী আইনবিদগণের বিভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। বর্তমানে কিছু কিছু লোক ইমামগণের এ ইখতিলাফ থেকে কিছু উদ্দেশ্যমূলক সুবিধা লাভ করারও চেষ্টা করছে, যা মোটেই কাম্য নয়। মহিলাদের চেহারা খোলা ও ঢেকে রাখা সম্বন্ধে ইসলামের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি কী এবং এ বিষয়ে আলিমগণের ইখতিলাফের প্রকৃত স্বরূপ কী, তা সংক্ষেপে নিম্নে তুলে ধরা হল:

মালিকী ও হানাফী ইমামগণের মতে, মহিলাদের চেহারা সাতরের অংশ নয়। তাই পরপুরুষের সামনে তাদের চেহারা প্রকাশ করতে কোন অসুবিধা নেই, যদি কোন ধরনের ফিতনা সৃষ্টির আশংকা না থাকে এবং তাতে কোনরূপ অতিরিক্ত সাজসজ্জা করা না হয়। তাঁদের মতে, আল্লাহ তা'আলার বাণী–

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

"তারা যেন যা এমনিতে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে"[৫]

-এর মধ্যে ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ দ্বারা বিশেষ প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে শরীরের যে অঙ্গগুলো প্রকাশ করার দরকার পড়ে সেগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে। আর তা দ্বারা চেহারা ও হাতের তালুদুটিকে বুঝানো হয়েছে। কতিপয় সাহাবী ও তাবি'ঈ থেকেও আয়াতের উপর্যুক্ত ব্যাখ্যা বর্ণিত রয়েছে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন: তা দ্বারা মুখমণ্ডল ও হাতের তালু বুঝানো হয়েছে। হযরত সা'ঈদ ইবন যুবায়র, 'আতা ও দাহ্হাক (রাহ.) প্রমুখ বলেন: তা দ্বারা চেহারা ও

৫. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর): ৩১

www.pathagar.org

ল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে দেখে

أَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّ

ারীর যখন রজোদর্শন হয় তখন তার এ এ অঙ্গ
অঙ্গ দেখা যাওয়া উচিত নয়।"

ল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ এ অঙ্গ ব
র দিকে ইঙ্গিত দান করেন।[৭] তাছাড়া মেয়েরা
ও চেহারা খোলা রাখে। বিয়ের প্রস্তাব প্রদানব
রয়েছে। তদুপরি এমন কয়েকটি বিশুদ্ধ হাদী
সরাসরি না হলেও পরোক্ষভাবে এ কথা বুঝা
াইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে কিছু সংখ্যক ম
যেতেন, বাইরে প্রয়োজনে চলাফেরা করতেন

ামি'উল বায়ান, খ. ১৮, পৃ. ১৪০; ইবনু কাছীর,
. ৩, পৃ. ২৮৩
, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হাদীস নং: ৩৫৮০
সমা' (রা.) প্রসঙ্গে উপরে বর্ণিত হাদীসটি শক্তিশালী
কাতি' (অর্থাৎ এর সনদের ধারাবাহিকতা সুরক্ষিত নে
ও অত্যন্ত দুর্বল। এ হাদীস সংগ্রহকারী ইমাম আবূ
ম্পর্কে বলেছেন: এটি হাদীসে মুরসাল। এ হাদীসের র
র সাথে হযরত 'আশিয়া (রা.)-এর সাক্ষাত হয়নি। ত
দ ইবনু বাশীর (রাহ.)-এর ব্যাপারে অনেক হাদী
এ-ই যখন হাদীসটি সম্পর্কে ইমাম আবূ দাউদ (রাহ.
যোগ্য অন্য কেউ বিশুদ্ধ সূত্রে হাদীসটি বর্ণনাও করেন
লীল হিসাবে উপস্থাপনের উপযোগী হতে পারে না। য

www.pathagar.org

প্রমাণিত হয় যে, চেহারা সাতর নয়। যদি সাতর হত, তাহলে কোন অবস্থায় তা খোলা জায়িয হত না।

শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে, মহিলাদের চেহারাও সাতরের অংশ, যা সর্বাবস্থায় ঢেকে রাখা প্রয়োজন। তাঁরা কুর'আনের উপর্যুক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, এর উদ্দেশ্য হল অনিচ্ছাকৃতভাবে কোন অঙ্গ বা সাজসজ্জা প্রকাশ পেয়ে গেলে তাতে কোন দোষ নেই। হযরত ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেনঃ তা দ্বারা উপরের কাপড় যেমন বোরকা, লম্বা চাদর ইত্যাদিকে বুঝানো হয়েছে। প্রখ্যাত তাবি'ঈ ইব্রাহীম নাখ'ঈ, ইবনু সিরীন, শা'বী ও হাসান বাসারী (রাহ.) থেকেও এ ধরনের মত বর্ণিত রয়েছে।[৯] তাঁদের মতে, ততটুকু সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে, যতটুকু গোপন করা সম্ভব নয়। যেমন বোরকা পরে বের হলেও মহিলার শারীরিক কাঠামো তো লুকানো যাবে না। সে যদি দীর্ঘ হয় তা বুঝা যাবেই। বাইর থেকে মোটামুটি তার শারীরিক কাঠামোগত সৌন্দর্য অনুভব করা যায়, এটা তার পক্ষে গোপন করা সম্ভব নয়। এটা যদি প্রকাশ হয়ে যায়, আল্লাহ তা'আলা এ জন্য তাকে শাস্তি দেবেন না। বর্ণিত রয়েছে, পর্দার আয়াত নাযিল হবার পর এক বার উম্মুল মু'মিনীন হযরত সাওদা (রা.) বড় চাদর গায়ে দিয়ে এক কাজে বের হলেন। 'উমার (রা.) বলেন, হে সাওদা, আমি তোমাকে চিনে ফেলেছি। সাওদা (রা.) ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলেন, 'উমার (রা.) এই কথা বলেছেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, এটা গোপন করা সম্ভব নয়।"[১০] এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ দ্বারা উদ্দেশ্য হল, মহিলাদের সেসব বাহ্যিক সৌন্দর্য, যেগুলো অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশ পায় এবং যা ঢেকে রাখা সম্ভব নয়, এগুলো প্রকাশ পেয়ে গেলে তাতে কোন দোষ নেই।

তা ছাড়া বিভিন্ন আয়াত ও বিশুদ্ধ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, পর-নারীদের চেহারার দিকে দৃষ্টি দেয়া জায়িয নেই। সুতরাং যা দেখা বৈধ নয় তা-ই সাতর। যেমন- রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

"হে আলী, প্রথমবার দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার আর দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না।

---

৯. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, খ. ৩, পৃ. ২৮৩
১০. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নংঃ ২৫৭৯৯

www.pathagar.org

কেননা, প্রথমবার দৃষ্টিদান তোমার জন্য বিধেয়; কিন্তু দ্বিতীয়বার দৃষ্টিদান করা তোমার জন্য বিধেয় নয়।"[১১]

হযরত জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আকস্মিক ভাবে পতিত দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে বললেন: তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবে।"[১২] হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: (বিদায় হজ্জের সময়) কুরবানীর দিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পেছনে হযরত ফাদ্‌ল ইবনু 'আব্বাস (রা.) সওয়ারীতে আরোহন করেছিলেন। তিনি একজন সুন্দর কেশ বিশিষ্ট উজ্জ্বল শুভ্র বর্ণের লোক ছিলেন। এ সময় খাছ'আম গোত্রের এক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট ফাতওয়া জিজ্ঞেস করার জন্যে আসলেন। তখন ফাদ্‌ল মেয়েটির দিকে দেখতে লাগলেন এবং মেয়েটিও তাঁর দিকে দেখতে লাগলেন। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ফাদ্‌লের চেহারাটি অন্য দিকে ফিরিয়ে দিলেন।...[১৩]

চেহারা সাতর নয়; পর্দার অন্তর্ভুক্ত

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, সাতর ও পর্দার বিধান এক নয়; বরং নারীদের জন্য সাতর ও পর্দার দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিধান রয়েছে। এর আলোকে বলা যায়, চেহারা সাতরের অংশ নয়। এ কারণে নামায ও ইহরামের অবস্থায় এগুলো খোলা রাখা যায় এবং বিয়ের প্রস্তাব প্রদানকারীর জন্যেও তা দেখার অনুমতি রয়েছে। তবে প্রয়োজনে বাইরে যেতে হলে চেহারা ভালভাবে কাপড় দ্বারা আবৃত করে নিতে হবে, যাতে চেহারার রং ও সৌন্দর্য বাইরে কোনভাবেই ফুটে না ওঠে। এটা হচ্ছে পর্দার বিধান। হানাফী ও মালিকী ইমামগণের মতে- নারীর চেহারা ও দু'হাতের তালু ছাড়া সারা শরীর সাতর। এর মানে হল- চেহারা খোলা রেখে মাহরামদের সাথে ওঠাবসা ও চলাফেরা করতে পারবে এবং নামাযে তা খোলা থাকলে নামাযের কোনরূপ ত্রুটি সৃষ্টি হবে না। এর মানে এ নয় যে, প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময় চেহারা খোলা রেখে যেতে পারবে; বরং বাইরে যেতে হলে চেহারা ঢেকে পর্দার সাথে বের হতে হবে।

---

১১. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হা. নং: ২৭৭৭; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (নিকাহ), হা. নং: ২১৪৯; আহমদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ২২৪৮২

১২. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হা. নং: ৫৬০৯; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হা. নং: ২৭৭৬

১৩. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল হজ্জ), হা. নং: ১৪৪২, ১৭৫৬; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল হজ্জ), হা. নং: ২৯৪১, ৩২৩৮

www.pathagar.org

পরপুরুষের কাছে চেহারা ঢেকে রাখা ফরয

চেহারা সাতর কি না? এ ব্যাপারে যদিও আলিমগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে; কিন্তু এ প্রশ্নে সবাই এক মত যে, তা প্রকাশ করার কারণে যদি কোন ধরনের ফিতনা সৃষ্টি হওয়ার আশংকা থাকে এবং তাতে কোনরূপ সাজসজ্জা করা হয়ে থাকে, তাহলে তা দেখাও জায়িয নেই এবং নারীর জন্য তা প্রকাশ করাও জায়িয নেই।[১৪] এ কারণে হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.) পরবর্তীতে যখন দেখতে পেলেন যে, চেহারা খোলা রাখায় বিপদ বেড়ে যাচ্ছে, তখন তিনি মুসলিম নারীদেরকে বাইরে যাওয়ার সময় শুধু একটি কিংবা দুটি চক্ষু ছাড়া জিলবাব দ্বারা পুরো মাথা ও মুখমণ্ডল ঢেকে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে, ফিতনা ও বিপদের আশঙ্কাই হলো নারীদের প্রতি দৃষ্টি দান জায়িয না হবার মূল কারণ। তাদের পা, পায়ের নলা ও চুল প্রভৃতি অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দানের মধ্যে যতটুকু বিপদের আশঙ্কা রয়েছে, তার চাইতে নিঃসন্দেহে তাদের চেহারার প্রতি দৃষ্টি দানের মধ্যে বিপদের আশঙ্কা বেশি রয়েছে। আর 'আলিমদের সর্বসম্মত মতানুসারে মহিলাদের পা, পায়ের নলা ও চুল প্রভৃতি অঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দান করা হারাম। তাই চেহারার প্রতি দৃষ্টি দান করা অতীব কঠোরভাবে না-জায়িয হবার কথা। যেহেতু চেহারাই হলো সৌন্দর্যের প্রাণকেন্দ্র, ফিতনার উৎস ও বিপদের মূল। যদি কোন বিয়ের প্রস্তাবকারীকে বলা হয় যে, তোমার প্রস্তাবিতা মেয়েটির চেহারা বিশ্রী; কিন্তু পাগুলো অত্যন্ত সুন্দর, তাহলে সে প্রস্তাব দিতে অগ্রসর হতে চাইবে না। অপর দিকে যদি বলা হয় যে, তোমার প্রস্তাবিতা মেয়েটির চেহারা সুন্দর; কিন্তু তার

---

১৪. ড. যায়দান বলেন, "প্রয়োজনে মহিলাদের চেহারা খোলা রাখার যে মতকে আমি প্রাধান্য দিচ্ছি, তা দুটি শর্তযুক্ত। এ গুলো হল:
১. চেহারায় স্বাভাবিক অবস্থার চাইতে অতিরিক্ত কোন ধরনের সাজগোছ থাকতে পারবে না। ২. চেহারা খোলা রেখে বাইরে বের হলে কোন ধরনের ফিতনা কিংবা পুরুষদের কুদৃষ্টি পড়ার আশঙ্কা থাকবে না।" (যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১৯৫)
অথচ বর্তমানে বলতে গেলে মহিলাদের এটা স্বভাবেই পরিণত হয়ে গেছে যে, ঘর থেকে বের হবার সময় তারা নানা ধরনের সৌন্দর্য দ্রব্য ও প্রসাধনী ব্যবহার করে চেহারাকে অতি আকর্ষণীয় করে তোলে, যা দেখলে সহজেই যে কোন যুবকের মন টানবে। এরূপ অবস্থায় চেহারা খোলা রেখে পরপুরুষের সামনে যাওয়া জায়িয হওয়া তো দূরের কথা; বরং এভাবে বের হওয়াকে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

"তোমরা পূর্বের জাহিলী যুগের নারীদের মত নিজেদের রূপ-সৌন্দর্য ও যৌবনদীপ্ত দেহাঙ্গ দেখিয়ে বেড়িও না।" (আল-কুর'আন, ৩৩ [সূরা আহযাব]: ৩৩)

www.pathagar.org

হস্তযুগলে কিংবা পদদ্বয়ে কিছুটা সৌন্দর্যহানি ঘটেছে; তথাপি সে প্রস্তাব দিতে অগ্রসর হবে। এর থেকে জানা যায় যে, শরীরের অন্যান্য অঙ্গের চাইতে চেহারার পর্দা করা অধিকতর প্রয়োজনীয়। তদুপরি এটা অনর্থ, কামাধিক্য ও গাফলতির যুগ। আর মেয়েরাও বর্তমানে বাইরে বের হবার সময় নিজেদের রূপ প্রকাশের উদ্দেশ্যে চেহারায় বিভিন্ন ধরনের সৌন্দর্যের উপকরণ ব্যবহার করে থাকে। তাই বিশেষ প্রয়োজন, যেমন চিকিৎসা অথবা তীব্র বিপদের আশঙ্কা ছাড়া বেগানা পুরুষের সামনে ইচ্ছাকৃতভাবে মুখ খোলা রাখা কারো দৃষ্টিতে কোনভাবেই জায়িয হতে পারে না। সাউদী আরবের বিশিষ্ট মুফতী মুহাম্মাদ ইবনু সালিহ উছায়মীন (রাহ.) বলেন,

إنّ تغطيةَ وجهِ الْمَرأةِ فرضٌ لابُدَّ منه , و إنّه يَحرمُ عليها كشفُه لِغَيْرِ الْمَحارمِ .

"চেহারা ঢেকে রাখা অতি প্রয়োজনীয় ফরয এবং তা অ-মাহরামদের কাছে প্রকাশ করা হারাম।"[১৫]

তিনি আরো বলেন,

و أمَّا مَنْ زعمَ أنّ الحجابَ الشرعِيَّ هو سترُ الرأسِ و العنقِ و النحرِ و القدمِ و الساقِ و الذراعِ , و أباحَ للمرأةِ أن تخرجَ وجهَها و كفَّيْها فإنّ هذَا مِن أعجبِ ما يكونُ مِن الأقْوالِ لأنّه مِن المعلومِ أنّ الرغبةَ و محلَّ الفتنةِ هو الوجهُ , هذا لا يُمْكنُ أن يقالَ أنّ الشريعةَ تمنعُ كشْفَ القدمِ مِن المرأةِ و تُبيحُ لها أن تخرجَ الوجهَ.

"যারা মনে করেন- পর্দা হল কেবল মাথা, ঘাড়, বুক, পা ও হাত ঢেকে রাখা, আর চেহারা ও হাত দু'টি খোলা রাখা বৈধ। তাদের এ ধারণাটি অত্যন্ত আশ্চর্যজনক। কারণ এটা পরিষ্কার যে, চেহারাই হল আকর্ষণ ও ফিতনার উৎস। কীভাবে এটা ধারণা করা যেতে পারে যে, শারী'আত মেয়েদের পা খোলা রাখতে নিষেধ করবে আর চেহারা খোলা রাখার অনুমতি দেবে?"[১৬]

সাউদী আরবের অন্য একজন বিশিষ্ট মুফতী শায়খ 'আবদুল্লাহ ইবন 'আবদুর রহমান জিবরীন (রাহ.) বলেন,

---

১৫. আল-আছারী, মুহাম্মাদ ইবনু রিয়াদ, *আল-লিবাস ওয়ায যীনাত*, (বৈরূতঃ আলমুল কুতুব, ২০০৩), পৃ. ১৪

১৬. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

www.pathagar.org

لا تكشفُ المرأةُ وجهَها أمامَ الرجالِ الأجانبِ بلْ هو حرامٌ و لا يتمُّ التحجُّبُ إلا بِسَتْرِ الوجهِ.

"বেগানা পুরুষদের সামনে মহিলা চেহারা খুলবে না। এটা হারাম। তদুপরি চেহারা ঢেকে রাখা ছাড়া পূর্ণাঙ্গ পর্দা রক্ষাও হবে না।"[১৭]

যাদের মতে চেহারা খোলা রাখা জায়িয তাঁদের উদ্দেশ্য নিঃসন্দেহে এটা নয় যে, এটা খোলা রাখা সুন্নাত অথবা মুস্তাহাব এবং ঢেকে রাখা বিদ'আত; বরং তাঁদের কথার উদ্দেশ্য হলো, প্রয়োজনের সময় এবং কোন ধরনের বিপদের আশঙ্কা না থাকলে তা খোলা রাখার মধ্যে কোন দোষ নেই।[১৮] তবে বর্তমান এ কামাধিক্য ও ফিতনার যুগে কোন বিজ্ঞ আলিম তা জায়িয বলেননি।

কাযী বায়দাভী ও খাযিন (রাহ.) উপর্যুক্ত আয়াতের তাফসীরে বলেন: নারীর আসল বিধান এই যে, সে তার সাজ-সজ্জার কোন কিছুই প্রকাশ করবে না। আয়াতের উদ্দেশ্য তা-ই মনে হয়। তবে চলাফেরা ও কাজকর্মে স্বভাবত যেগুলো খুলে যায়, সেগুলো প্রকাশ করতে পারে। বোরকা , চাদর, মুখমণ্ডল ও হাতের তালু এগুলোর অন্তর্ভুক্ত। নারী কোন প্রয়োজনে বাইরে বের হলে বোরকা, চাদর ইত্যাদি প্রকাশ হয়ে পড়া সুনির্দিষ্ট। লেনদেনের প্রয়োজনে কোন সময় মুখমণ্ডল ও হাতের তালুও প্রকাশ হয়ে পড়ে। এটাও ক্ষমার্হ; গুনাহ নয়। কিন্তু এ আয়াত থেকে কোথাও প্রমাণিত হয় না যে, বিনা প্রয়োজনে নারীর মুখমণ্ডল ও হাতের তালু দেখাও পুরুষদের জন্যে জায়িয; বরং পুরুষদের জন্যে দৃষ্টি নত রাখার বিধানই প্রযোজ্য। যদি নারী কোথাও মুখমণ্ডল ও হাতের তালু খুলতে বাধ্য হয়, তবে শারী'আতসম্মত ওযর ও প্রয়োজন ব্যতীত তার দিকে না দেখা পুরুষদের জন্যে অপরিহার্য। এ ব্যাখ্যায় পূর্বোল্লেখিত উভয় তাফসীরই স্থান পেয়েছে।

কিছু কিছু লোক إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (অর্থাৎ যে সৌন্দর্য বা বেশভূষা আপনাআপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাতে কোন দোষ নেই) দ্বারা কিছু সুবিধা লাভ করার চেষ্টা করছে। আসলে এ শব্দগুলো থেকে বেশি সুবিধা লাভের কোন অবকাশ নেই।

---

১৭. *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০

১৮. ইবনু 'আবিদীন (রাহ.) বলেন: ''যুবতী মহিলাদেরকে পুরুষদের মাঝে চেহারা খোলা রাখতে নিষেধ করা হবে। এ বিধান চেহারা সাতর হওয়ার কারণে নয়; বরং পুরুষরা তাদের চেহারা দেখে ফিতনায় পড়ার আশঙ্কার কারণে। কেননা, তাদের চেহারা খোলা রাখা হলে তাতে প্রায়শ পুরুষের কুদৃষ্টি পতিত হয়।" (ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ১, পৃ. ৪০৬; যায়দান, *প্রাগুক্ত* , খ. ৩, পৃ. ১৯৬-১৯৭)

www.pathagar.org

আয়াতের সঠিক মর্ম হল এই যে, স্বেচ্ছায় অপরের সামনে সৌন্দর্য প্রকাশ করো না। কিন্তু যে বেশভূষা আপনাআপনি প্রকাশ হয়ে পড়ে অথবা প্রকাশ হতে বাধ্য তার জন্য কেউ দায়ী হবে না। এর অর্থ অত্যন্ত পরিষ্কার। তোমার নিয়্যাত যেন সৌন্দর্য ও বেশভূষা প্রকাশের না হয়। তোমাকে তো আপন সৌন্দর্য গোপন করবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। এরপর যদি কোন কিছু অনিচ্ছাসত্ত্বেও প্রকাশ হয়ে পড়ে, এর জন্য আল্লাহ তোমাকে দায়ী করবেন না।[১৯] তুমি যে বস্ত্র দ্বারা তোমার সৌন্দর্য ঢেকে রাখবে তা তো প্রকাশ পাবেই। তোমার দেহের গঠন ও উচ্চতা, শারীরিক সৌষ্ঠব ও আকার-আকৃতি তো এতে ধরা যাবে। কাজ-কর্মের জন্যে আবশ্যক মতো তোমার হাত দুটো ও মুখমণ্ডলের কিয়দংশ তো উন্মুক্ত করতেই হবে। এরূপ হলে কোন দোষ নেই। তোমার ইচ্ছা তো প্রকাশ করা নয়, বাধ্য হয়ে তুমি তা করছো। এতে যদি কোন অসৎ ব্যক্তি আনন্দ-স্বাদ উপভোগ করে তা করুক। সে তার অসৎ অভিলাষের শাস্তি ভোগ করবে। তোমার ওপর যতোখানি নৈতিক দায়িত্ব ছিল তুমি তা সাধ্যানুযায়ী পালন করেছো।

তাফসীরকারকগণের মধ্যে এ আয়াতের মর্ম নিয়ে যত ধরনের মতভেদ আছে তা নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করলে জানতে পারা যাবে যে, যাবতীয় মত-পার্থক্য সত্ত্বেও আয়াতের মর্ম তা-ই দাঁড়াবে যা উপরে বলা হয়েছে।

তা ছাড়া বিশেষ করে মুখমণ্ডল আবৃত করার ব্যাপারে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾

"হে নবী, আপনি আপনার পত্নীগণকে, কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়।"[২০]

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, 'জিলবাব' হল ওড়নার চাইতে প্রশস্ত এক প্রকার লম্বা চাদর, যা দিয়ে মহিলারা নিজেদের মাথা ও বক্ষ আবৃত করে রাখে। আর إدناء

---

১৯. মাওদূদী, সাইয়িদ আবুল 'আলা, *তাফহীমুল কুর'আন*, ঢাকা: খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬, খ. ৯, পৃ. ১৪৫

২০. আল-কুর'আন, ৩৩ (সূরা আল-আহযাব): ৫৯

www.pathagar.org

শব্দের অর্থ ঝুলিয়ে দেয়া। ﴿يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ﴾ -এর অর্থ নিজেদের উপরে চাদরের খানিক অংশ যেন ঝুলিয়ে দেয়। এর উদ্দেশ্য হল মুখমণ্ডল আবৃতকরণ। তা ঘোমটা দ্বারা হোক, চাদর অথবা অন্য যে কোন উপায়ে হোক। আল-কুর'আনের সকল মুফাসসির এ আয়াতের এই অর্থই করেছেন।

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন সিরীন (রাহ.) হযরত 'উবায়দাহ আস-সালমানী (রাহ.)-এর নিকট জানতে চাইলেন, এ আয়াতের ওপর কীভাবে আমল করতে হবে? এর উত্তরে তিনি নিজেই ওপর দিক থেকে মুখমণ্ডলের ওপর একটি লম্বা চাদর ঝুলিয়ে দেখিয়ে দিলেন। তিনি চাদর দিয়ে প্রথমে ভ্রূ পর্যন্ত ঢাকলেন। অতঃপর চেহারা আবৃত করে ফেললেন এবং কেবল বাম চক্ষুই খোলা রাখলেন।[২১]

হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকেও অনুরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন: মহিলারা জিলবাবকে প্রথমে কপালের ওপরে পেঁচিয়ে বাঁধবে, যাতে তা মাথা থেকে পড়ে না যায়। অতঃপর নাকের ওপর ঘুরিয়ে নেবে। যদিও এতে চক্ষু দুটি দেখা যায়; কিন্তু বক্ষদেশ ও চেহারার অধিকাংশই ঢেকে থাকবে।[২২]

প্রখ্যাত মুফাসসির ইবনু জারীর তাবারী (রাহ.) এ আয়াতের তাফসীরে বলেন,

> "হে নবী, আপনার স্ত্রীগণ, কন্যাগণ ও মুসলিম মহিলাগণকে বলে দিন, তারা যখন কোন প্রয়োজনে আপন ঘর থেকে বাইরে যায় তখন যেন ক্রীত দাসীদের পোশাক না পরে- যে পোশাকে মাথা ও মুখমণ্ডল অনাবৃত থাকে এবং তারা যেন নিজেদের ওপরে চাদরের ঘোমটা টানিয়ে দেয়, যাতে ফাসিক লোকেরা তাদের শ্লীলতার অন্তরায় না হয় এবং জানতে পারে, এরা সম্ভ্রান্ত মহিলা।"[২৩]

আবু বাকর জাস্‌সাস (রাহ.) বলেন,

> "এ আয়াত থেকে এ কথা জানা যায় যে, যুবতী নারীকে পরপুরুষ থেকে তার মুখমণ্ডল আবৃত করে রাখার আদেশ করা হয়েছে এবং ঘর থেকে বাইরে যাবার সময় পর্দা পালন ও সম্ভ্রমশীলতা প্রদর্শন করা উচিত, যাতে অসৎ অভিপ্রায় পোষণকারী কোন লোক তার প্রতি প্রলুব্ধ হতে না পারে।"[২৪]

---

২১. সাবূনী, মুহাম্মাদ 'আলী, *রাওয়া'ইয়ুল বয়ান তাফসীরু আয়াতিল আহকাম*, (বৈরুত: মু'আস্‌সাসাতু মানাহিলিল 'ইরফান, ১৯৮১), খ. ২, পৃ. ৩৮৩ (তাফসীরে তাবারী থেকে গৃহীত)

২২. *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৩৮১

২৩. তাবারী, *জামি'উল বায়ান*, খ. ২২, পৃ. ৩২৪

২৪. জাস্‌সাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ. ৮, পৃ. ৩৪১

www.pathagar.org

কাযী বায়দাভী (রাহ.) বলেন,

"আয়াতের অর্থ হল এই যে, যখন তারা আপন প্রয়োজনে বাইরে যাবে, তখন চাদর দ্বারা শরীর ও মুখমণ্ডল ঢেকে নেবে।"[২৫]

তা ছাড়া হাদীসগুলোর প্রতি লক্ষ্য করলেও জানা যায় যে, এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে সাধারণভাবে মুসলিম নারীগণ মুখমণ্ডলের ওপর নিকাব বা ঘোমটা পরা শুরু করেন এবং অনাবৃত মুখমণ্ডল নিয়ে চলাফেরার প্রচলন বন্ধ হয়ে যায়। হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি সাফওয়ান ইবনু মু'আত্তালের কণ্ঠ শুনতে পাই, তখনি আমি আমার চেহারা ঢেকে ফেলি। তিনি পর্দার আয়াত নাযিল হবার আগে আমাকে দেখেছিলেন।"[২৬]

ইহরাম অবস্থায় চেহারা খুলে রাখার বিধান

ইহরাম অবস্থায় মহিলাদের জন্যে মুখে নিকাব এবং হাতে দস্তানা পরা নিষেধ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .

"ইহরামরত অবস্থায় মহিলারা যেন মুখে নিকাব এবং হাতে দস্তানা পরিধান না করে।"[২৭]

এ নির্দেশের উদ্দেশ্য, হজ্জের সময় নারীর মুখমণ্ডল জনসাধারণের দৃষ্টিগোচরীভূত করা নয়; বরং এর উদ্দেশ্য হল, ইহরামের অবস্থায় মুখের নিকাব যেন নারীদের পোশাকের কোন অংশবিশেষ না হয়, যা অন্য সময়ে সাধারণভাবে হয়ে থাকে। ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী ইহরাম অবস্থায় পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে চেহারাকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে চাদর দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা জায়িয; বরং কোন ধরনের ফিতনার আশঙ্কা বা সম্ভাবনা থাকলে চাদর দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখা ওয়াজিব হবে।[২৮]

---

২৫. বায়দাভী, *আনওয়ারুত তানযীল*, খ. ৫, পৃ. ২০
২৬. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল মাগাযী), হা. নং: ৩৯১০
২৭. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল মানাসিক), হা. নং: ১৮২৬
এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পবিত্র যুগেও মুখমণ্ডল আবৃত করার জন্য নিকাব এবং হাতদুটো ঢাকার জন্য দস্তানা ব্যবহারের প্রচলন ছিল। শুধু ইহরাম অবস্থায় তা ব্যবহার করতে নিষেধ করা হয়েছিল।
২৮. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ১৫৬-৭

www.pathagar.org

বিভিন্ন হাদীস থেকে এটাও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীগণ ও অন্যান্য মুসলিম মহিলাগণ ইহরাম অবস্থায়ও নিকাববিহীন মুখমণ্ডল পরপুরুষের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রাখতেন। হযরত 'আয়িশা (রা.) বলেন,

كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ.

"লোকেরা আমাদের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল এবং আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সঙ্গে ইহরাম অবস্থায় ছিলাম। যখন লোকজন আমাদের সামনাসামনি এসে যেতো, তখন আমরা আমাদের চাদর মাথার ওপর থেকে মুখমণ্ডলের ওপর টেনে দিতাম। তারা চলে গেলে আবার মুখ খুলে ফেলতাম।"[২৯]

ফাতিমা বিন্‌ত মুনযির (রা.) বলেন,

كُنَّا نُخَمِّرُ وُجُوهَنَا وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ وَنَحْنُ مَعَ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ.

"আমরা ইহরাম অবস্থায় কাপড় দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে রাখতাম। আমাদের সাথে আসমা' বিন্‌ত আবী বাকর (রা.)ও ছিলেন।"[৩০]

হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে এও বর্ণিত রয়েছে যে, তিনি বলেন, "নারীগণ যেন ইহরাম অবস্থায় নিজেদের চাদর মাথা থেকে মুখমণ্ডলের ওপর ঝুলিয়ে দেয়।" হযরত জা'ফর (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত 'আলী (রা.) মহিলাদেরকে ইহরাম অবস্থায় নিকাব পরতে নিষেধ করতেন। তবে মহিলারা মুখমণ্ডলের ওপর কাপড় ঝুলিয়ে দিতেন।"[৩১]

নিকাবের বিধান

মেয়েরা চেহারা ঢাকার জন্য প্রচলিত ঘোমটাও পরতে পারে, যাতে পুরো চেহারাই আবৃত থাকে এবং নিচ দিয়ে দেখার ব্যবস্থা থাকে অথবা নিকাব[৩২]ও পরতে

---

২৯. আবূ দাউদ,*আস-সুনান*, (কিতাবুল মানাসিক), হা. নং: ১৮৩৩; আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ২৩৫০১; হাদীসটি সূত্রগত দিক থেকে দুর্বল। (ইবনু হাজার, *আদ-দিরায়াহ ফী তাখরীজি আহাদীছিল হিদায়াহ*, খ. ২, পৃ. ৩২, হা. নং: ৪৮২)

৩০. মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, (কিতাবুল হজ্জ), হা. নং: ৭১৩; হাদীসটিসাহীহ।

৩১. ইবনু আবী শায়বাহ, *আল-মুছান্নাফ*, (বাব: আন-নিকাব লিল মাহরামাহ), খ. ৪, পৃ. ৩৭৯

৩২. নিকাব হল: পুরো চেহারা ঢেকে রাখার কাপড়বিশেষ, যাতে দেখার জন্য চোখ বরাবর সামনে খোলা থাকে।

www.pathagar.org

পারে। বিশেষ করে সমাজে যখন মহিলাদের মাঝে নিকাব পরার রীতি প্রচলিত থাকে, তখন নিকাব পরতে কোন দোষ নেই। নিকাবের সাহায্যে চেহারা এমনভাবে ঢেকে নেবে, যাতে একটি কিংবা দুটি চোখ ছাড়া চেহারার অন্য কিছু প্রকাশ না পায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে মুসলিম নারীদের মাঝে চেহারা ঢাকার জন্য নিকাবের প্রচলন ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .

"ইহরামরত অবস্থায় মহিলারা যেন মুখে নিকাব এবং হাতে দস্তানা পরিধান না করে।"[৩৩]

এ হাদীস থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মহিলাদের মাঝে নিকাব পরার নিয়ম প্রচলিত ছিল। এ জন্য হজ্জের সময় ইহরাম অবস্থায় তিনি তাদেরকে নিকাব পরতে নিষেধ করেছিলেন।

মুখ খোলা রাখার পক্ষে আধুনিক ইজতিহাদ!

বর্তমানে মুসলিম বিশ্বের কোথাও কোথাও পরাভূত মানসিকতাসম্পন্ন কতিপয় 'আলিম ও মুজতাহিদ নতুন এক জিগির তুলেছে। তাদের বক্তব্য হল- চেহারা যেহেতু মহিলাদের সাতরের অংশ নয়, তাই নিকাব শার'ঈ হিজাবের অন্তর্ভুক্ত হবে না।[৩৪] মহিলারা মুখ খোলা রেখে ঘরের বাইরে যেতে পারবে, নিকাব পরার কোন শার'ঈ প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য যে, তাদের এ নতুন ধুয়া তথাকথিত প্রগতিশীল যুবক শ্রেণীর নিকট খুবই সমাদর লাভ করেছে। তবে তা সত্য ও ধর্মীয় বিধান কার্যকর করার পরিশীলিত মনোবৃত্তি থেকে অবশ্যই নয়; বরং এতে তাদের স্বার্থ ও প্রবৃত্তির যথার্থ সাড়া মিলেছে, এ কারণেই তারা এ মতকে অতি দ্রুত গ্রহণ করেছে। আমার মনে হয়, এসব 'আলিম ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের শিকার। ইসলামের প্রকৃত পর্দা প্রথাকে মুসলিম সমাজ থেকে নির্মূল করে উলঙ্গপনা বিস্তারের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে এ ফাতওয়া চালু করা হয় এবং একে ধর্মীয় বিধান হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেয়ার জন্য জোর তৎপরতাও চালানো হচ্ছে। এটা যেন প্রকৃত পর্দা ও বেপর্দার মধ্যবর্তী আপোষরফা মূলক একটি সমাধান। এর সাহায্যে তাদের ধারণায় মুসলিম মহিলারা আল্লাহ তা'আলাকেও সন্তুষ্ট করতে

---

৩৩. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল মানাসিক), হা. নং: ১৮২৬

৩৪. চেহারা সাতরের অংশ কি না-এ ব্যাপারে ইমামগণের মতবিরোধের প্রকৃত স্বরূপ কী- তা ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

www.pathagar.org

সক্ষম হবে এবং এর পাশাপাশি তাদের সামাজিক ঐতিহ্য রক্ষা ও সৌন্দর্য প্রদর্শন করে চলতেও কোন ধরনের বাধা থাকবে না। এ নতুন ধ্যান-ধারণা সমাজে ক্রমশ এতোই বিস্তার লাভ করতে শুরু করছে যে, এর ফলে বর্তমানে ইসলামের প্রকৃত পর্দা ধীরে ধীরে বিলীন হতে চলেছে এবং এর পরিবর্তে আধুনিক ফ্যাশননির্ভর নিকাববিহীন পর্দার প্রচলন ব্যাপকহারে বেড়েই চলছে। বর্তমানে পথে ঘাটে অনেক নারীকে বোরকা পরিহিতা অবস্থায় দেখা যায়। তাদের দেখে আসলেই কি তারা প্রকৃত পর্দা পালনের উদ্দেশ্যেই বোরকা পরেছে, তা বুঝা যায় না। কারো বোরকা দু'পাশে ফাড়া, কারো বোরকা কামীসের মতো আঁটসাঁট। আবার কারো বোরকা ফিনফিনে পাতলা কাপড়ের তৈরি। আবার কেউ বোরকা পরে মাথার ওপর ওড়না দিয়ে মুখ খোলাই রাখেন। তা ছাড়া রাস্তায় বের হলে নানা ডিজাইনের নানারূপ কাপড়ের রঙ বেরঙের চাকচিক্যপূর্ণ বোরকা নজর কাড়ে।

বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায়, ইসলামের প্রাথমিক কালে পর্দার আয়াত নাযিল হবার পর থেকে মুসলিম রমণীগণ যে কোন পরিস্থিতিতে বাইরে যাওয়ার সময় নিকাব পরিধান করতেন। এটাকে তারা নিজেদের লজ্জা ও সম্ভ্রম রক্ষার অতি আবশ্যকীয় একটি পবিত্র বিধান বলে বিশ্বাস করতেন। হযরত কায়স ইবন শাম্মাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন : কোন এক যুদ্ধের সময় উম্মু খল্লাদ নাম্নী জনৈকা মহিলা নিকাব পরিহিতা অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর খিদমতে তাঁর ছেলের খোঁজ নিতে আসলেন, যিনি ঐ যুদ্ধে শহীদ হয়ে গিয়েছিলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে তখন যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কেউ আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

جِئتِ تسألينَ عَنْ ابنِكِ و أنتِ مُتَنَقِّبَةٌ ؟

"এতো পেরেশানীতেও আপনি নিকাব পরেই আপনার ছেলেকে খুঁজতে এসেছেন?"

মহিলা সাহাবী (রা.) উত্তরে বললেন,

أنْ أرْزَأ وَلَدِيْ فَلَنْ أرْزَأ حَيَائِي ؟

"আমি ছেলে হারিয়েছি বটে, কিন্তু লজ্জা তো হারাতে পারি না।"[৩৫]

(অর্থাৎ নিকাব পরিহার করে নির্লজ্জ হওয়া ছেলে হারানোর মতোই একটি মহা বিপদ।)

আমার বড়ই আশ্চর্য লাগে, এ সমস্ত 'আলিম বর্তমান এ কামাধিক্য ও ফিতনার

---

৩৫. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল জিহাদ), হা. নং: ২১২৯; বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৯, পৃ. ১৭৫

www.pathagar.org

যুগে কীভাবে ধর্মীয় বিধানের নামে মুসলিম মহিলাদেরকে মুখ খোলা রাখার এবং নিকাব পরিহার করার ফাতওয়া প্রদান করে থাকে? উপর্যুক্ত হাদীসে এসব 'আলিমের কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব রয়েছে। এ হাদীস থেকে আরো জানা যায় যে, নিকাব পরা সুখ-দুঃখ সর্বাবস্থায় আবশ্যক।[৩৬]

বয়োবৃদ্ধা মহিলাদের চেহারা খোলা রাখার বিধান

বয়োবৃদ্ধা মহিলা- যাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে গেছে, শারীরিক কাঠামো আস্তে আস্তে শুষ্ক হয়ে গেছে এ জাতীয় মহিলাদের জন্য পর্দার বিধানে কিছুটা শিথিলতা রয়েছে। তারা ইচ্ছে করলে চেহারা খোলা রেখে পরপুরুষের সামনে যেতে পারবে। তবে চেহারা ঢেকে রেখে যাওয়াটা অধিকতর শ্রেয়। কারণ, এমন অনেক বৃদ্ধাও পাওয়া যায়, যাদের রূপ-সৌন্দর্য অধিক বয়স্কা হওয়া সত্ত্বেও অবশিষ্ট রয়েছে, আবার তাদের অনেকেই সৌন্দর্য প্রদর্শনের ইচ্ছাও পোষণ করে থাকে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা সাজসজ্জা প্রকাশ করা ব্যতিরেকে নিজেদের (অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখে, তাতে তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"[৩৭]

অর্থাৎ বয়স বাড়ার সাথে সাথে যখন মহিলাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, শারীরিক কাঠামো আস্তে আস্তে শুষ্ক হয়ে যায়- এ জাতীয় মহিলাদের জন্য পর্দার বিধান শিথিল হয়ে যায়।

চিকিৎসার প্রয়োজনে নারী-পুরুষ পরস্পর একে অপরকে দেখা ও স্পর্শ করা

মহিলাদের উচিত, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য মহিলা ডাক্তার পাওয়া গেলে পুরুষ

---

৩৬. কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, অনেক মুসলিম নারী-পুরুষ বিপদের সময় পর্দা পুশিদা সব ভুলে যায়। বিশেষত যখন কারো মৃত্যু ঘটে, তখন মহিলারা পর্দার কোন পরওয়া করে না। বিপদের সময় অসীম ধৈর্য্যের সাথে যদি আল্লাহর হুকুম পর্দার ওপর যত্নের সাথে আমল করা হয়, তাহলে আল্লাহ পাক সন্তুষ্ট হবেন এবং বিপদের উত্তম বিনিময় দান করবেন।

৩৭. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর): ৬০

www.pathagar.org

ডাক্তারের কাছে না গিয়ে মহিলা ডাক্তারের কাছেই গমন করা। যদি মহিলা ডাক্তার পাওয়া না যায়, তা হলে পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। তার সামনে চিকিৎসার প্রয়োজন মত নিজের চেহারা এবং অন্যান্য দেহাঙ্গ প্রকাশ করতে কোন দোষ নেই। তদুপরি চিকিৎসকের জন্যও প্রয়োজনানুযায়ী মহিলাদের শরীরের যে কোন অঙ্গ দেখা ও স্পর্শ করা জায়িয। তবে তিনি সাধ্যমত নিজের দৃষ্টি ও আচরণকে সংযত রাখতে চেষ্টা করবেন।[৩৮] মহিলারা পুরুষ ডাক্তারের কাছে যাওয়ার সময় স্বামী কিংবা কোন মাহরাম পুরুষকেও সাথে নিয়ে যাবে[৩৯], যাতে ডাক্তারের সাথে তাদের একান্তে সাক্ষাত করতে না হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ... -"কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে একাকীত্বে অবস্থান না করে।"[৪০] তাই চেম্বারে কিংবা অপারেশন রূমে ডাক্তারের সাথে একাকী অবস্থায় মহিলার সাক্ষাত করা বৈধ নয়।

অনুরূপভাবে পুরুষদের উচিত, প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য পুরুষ ডাক্তার পাওয়া গেলে মহিলা ডাক্তারের কাছে না গিয়ে পুরুষ ডাক্তারের কাছেই গমন করা। যদি পুরুষ ডাক্তার পাওয়া না যায়, তাহলে মহিলা ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই। আর মহিলা ডাক্তারদের জন্যও যদি পুরুষ ডাক্তার না থাকে বা পাওয়া না যায়, তাহলে পুরুষদের চিকিৎসা করতে কোন দোষ নেই।[৪১] তবে শর্ত হচ্ছে, পুরুষদের চিকিৎসা করার সময় মহিলা ডাক্তারের সাথে তার স্বামী কিংবা কোন মাহরাম পুরুষ অথবা অন্তত পক্ষে কোন বিশ্বস্তা মহিলা থাকতে হবে, যাতে কোন অবস্থায় রোগীর সাথে তার একান্তে অবস্থানের পরিবেশ সৃষ্টি না হয়। এ ধরনের অবস্থায় চিকিৎসার প্রয়োজনে মহিলা ডাক্তারের জন্য পুরুষের শরীরের যে কোন অঙ্গ দেখা ও স্পর্শ করা জায়িয।

তদ্রূপ হাসপাতালে পুরুষ রোগীদের সেবা-শুশ্রূষা করার জন্য যদি পুরুষ সেবক পাওয়া না যায়, তাহলে চিকিৎসার প্রয়োজনে মহিলা সেবিকার জন্য পুরুষদের প্রয়োজনীয় সেবা-শুশ্রূষা করতে দোষ নেই, তবে শর্ত হচ্ছে, প্রয়োজনীয় সেবা

---

৩৮. সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ১০, পৃ. ১৫৬; কাসানী, *বাদা'ই*, খ. ৫, পৃ. ১২২

৩৯. কোন কারণে তাদের পাওয়া না গেলে বা তাদের নিয়ে যাওয়া সম্ভব না হলে, একজন বিশ্বস্তা মহিলাকে সাথে নিয়ে যাবে।

৪০. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল জিহাদ), হা. নং: ২৮৪৪; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল হজ্জ), হা. নং: ৩২৫৯

৪১. সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ১০, পৃ. ১৫৬; কাসানী, *বাদা'ই*, খ. ৫,পৃ. ১২২

www.pathagar.org

দেয়ার সময় তার সাথে অন্তত অন্য বিশ্বস্তা সেবিকাও থাকতে হবে, যাতে কোন অবস্থায় রোগীর সাথে তার একান্তে অবস্থানের মত সুযোগ সৃষ্টি না হয়। এ ধরনের অবস্থায় চিকিৎসা ও সেবার প্রয়োজনে মহিলা সেবিকার জন্য পুরুষের শরীরের যে কোন অঙ্গ দেখা জায়িয।

হযরত রুবাই' বিন্‌ত মু'আওইয (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

> "আমরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে বিভিন্ন অভিযানে গমন করতাম। সেখানে আমরা লোকদের পানি পান করাতাম, আহতদের সেবা-শুশ্রূষা করতাম এবং শহীদদেরকে মদীনায় নিয়ে আসতাম।"[৪২]

হাফিয ইবনু হাজার আল 'আসকালানী (রাহ.) বলেন, এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে মহিলার জন্য বেগানা পুরুষের চিকিৎসা করা জায়িয হবে।[৪৩] হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

> "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন অভিযানে বের হতেন, তখন তিনি হযরত উম্মু সুলাইম (রা.) ও কিছু আনসারী মহিলাকে সাথে নিয়ে যেতেন। তাঁরা পানি পরিবেশন করতেন এবং আহতদের চিকিৎসা করতেন।"[৪৪]

এ হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম নববী (রাহ.) বলেন:

> ''এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যুদ্ধক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে মেয়েদের বের হওয়া এবং পানি পরিবেশন ও চিকিৎসা প্রভৃতি কাজে তাদেরকে খাটানো জায়িয। তারা মাহরাম ও স্বামীদের চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষা করবে। অন্যদেরও সাধারণভাবে স্পর্শ করা ছাড়া চিকিৎসা করতে পারবে; তদুপরি জরুরতের প্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় স্থান স্পর্শ করতেও কোন অসুবিধা নেই।"[৪৫]

বিয়ের রাতে পরপুরুষকে কনের চেহারা প্রদর্শন

যুবতী মেয়েলোকের জন্য গায়র-মাহরাম পুরুষের সামনে নিজের চেহারা দেখানো জায়িয নেই এবং এমন জায়গায় বসা, শোয়া বা দাঁড়ানোও জায়িয নেই, যেখানে পরপুরুষে দেখতে পায়। এ মাস'আলা থেকে বুঝা যায়, কোন কোন জায়গায়

---

৪২. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল জিহাদ), হা. নং: ২৭২৬, ২৭২৭, (কিতাবুত তিব), হা. নং: ৫৩৫৫
৪৩. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ. ৬, পৃ. ৮০
৪৪. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল জিহাদ), হা. নং: ৪৬৫৯
৪৫. নববী, *শারহু সহীহ মুসলিম*, খ. ১২, পৃ. ১৮৮

www.pathagar.org

গায়র মাহরাম পুরুষ আত্মীয়-স্বজনকে নতুন বৌ দেখানোর যে নিয়ম প্রচলিত আছে , তা সম্পূর্ণ না জায়িয এবং বড় গুনাহ।

হাতের তালু ঢেকে রাখা ও প্রকাশ করার বিধান

পরপুরুষের সামনে মহিলাদের চেহারার মত হাতের তালু দুটিও ঢেকে রাখতে হবে। এগুলো সাধারণত প্রকাশ করা জায়িয নয়।[৪৬] তবে লেনদেন ও কাজকারবারের জন্য প্রয়োজনে এগুলো প্রকাশ করতে কোন দোষ নেই, যদি এতে কোন ধরনের ফিতনার আশঙ্কা না থাকে এবং তাতে কোন ধরনের সাজসজ্জা না থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে নারীরা সাধারণত হাতের তালু দুটিও পরপুরুষ থেকে ঢেকে রাখতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .

"ইহরামরত অবস্থায় মহিলারা যেন মুখে নিকাব এবং হাতে দস্তানা পরিধান না করে।"[৪৭]

এ হাদীস থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মুসলিম রমণীগণের মাঝে দস্তানা দ্বারা হাত দুটি ঢেকে রাখার নিয়ম প্রচলিত ছিল। এ জন্য হজ্জের সময় ইহরাম অবস্থায় তিনি তাদেরকে দস্তানা পরতে নিষেধ করেছিলেন। তদুপরি যেখানে পায়ে কাপড়ের ঝুল লম্বা করে দিয়ে গোড়ালী দুটিকেও ঢেকে ফেলার বিধান রয়েছে, সে ক্ষেত্রে হাত দুটিকে ঢেকে রাখার প্রয়োজনীয়তা সহজে অনুমান করা যায়। কারণ, এতে কোন সন্দেহ নেই যে, পায়ের গোড়ালীর চাইতে হাত দুটি অধিকতর পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে থাকে। তবে হাতের তালু দুটি যে কোনভাবে ঢাকলেই চলবে। যে কোন কাপড় বা কামীসের হাতা কিংবা বোরকার সাহায্যেও ঢেকে রাখা যেতে পারে অথবা হাতে দস্তানাও পরা যেতে পারে।

তবে অনেক ইমামই মনে করেন, হাতের তালু দুটি খোলা রাখতে কোন অসুবিধা নেই। তা ঢেকে রাখা ওয়াজিব নয়। আমরা মনে করি, প্রথম মতটি অধিকতর শক্তিশালী ও গ্রহণযোগ্য। কারণ, হাতের তালু দুটি সাতর নয় যে, যা সর্ব অবস্থাতেই ঢেকে রাখা প্রয়োজন। ইহরামের অবস্থায় তা খোলা রাখতে হবে।

---

৪৬. হাম্বলীগণের মতে- হাত দুটিও মহিলাদের সাতরের অর্ন্তভুক্ত।
৪৭. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল মানাসিক), হা. নং: ১৮২৬

www.pathagar.org

মাহরাম পুরুষদের সামনে, নামাযের সময় এবং যে কোন প্রয়োজনে তা খোলা রাখা যাবে। তবে পর-পুরুষের সামনে যেতে হলে তা আবৃত করে নিতে হবে। এটা পর্দার বিধানের অন্তর্ভুক্ত।

পর্দাকে বিদ্রূপ করার বিধান

বর্তমানে অনেক মুসলিমই পর্দাকে প্রগতির অন্তরায় মনে করে থাকে এবং সমাজে যারা পর্দা করে, তাদেরকে নিয়ে বিভিন্ন হাস্যরস করে। এটা খুবই দুঃখজনক। শারী'আতের দৃষ্টিতে যে ব্যক্তি কোন মুসলিম নর বা নারীকে আল্লাহ ও রাসূলের কোন বিধান পালন করার কারণে বিদ্রূপ করবে, চাই সেটা পর্দা সংক্রান্ত ব্যাপারে হোক বা অন্য কোন বিধানের ব্যাপারে হোক, সে কাফির হয়ে যাবে। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাবুক যুদ্ধের সময় জনৈক ব্যক্তি এক মজলিসে কারীদেরকে উপহাস করে বলল: আমি আমাদের এ কারীদের মতো অধিকতর পেটুক, মিথ্যাবাদী ও কাপুরুষ আর কাউকে দেখিনি। এর জবাবে আরেকজন বলে উঠল: তুমি মিথ্যা বলছ। তুমি একজন মুনাফিক। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে তোমার এ কুটিল মন্তব্য সম্পর্কে অবশ্যই অবহিত করব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে এ খবরটি সে মুহূর্তে পৌঁছল, যখন তাঁর কাছে কুর'আন নাযিল হচ্ছিল। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তিলাওয়াত করছিলেন,

﴿ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾

"তোমরা কি আল্লাহ এবং তাঁর আয়াত ও রাসূলকে নিয়ে বিদ্রূপ করছিলে? কোন কৈফিয়তই পেশ করো না। তোমরা ঈমান আনয়নের পরেই কুফরী করেছ।"[৪৮]

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মু'মিনদের প্রতি বিদ্রূপ করাকে আল্লাহ এবং তাঁর আয়াত ও রাসূলের সাথে বিদ্রূপ করার মধ্যে শামিল করেছেন।

কোন্ কোন্ ধরনের সৌন্দর্য ও সাজসজ্জা (زينة) প্রকাশ করা হারাম

আল্লাহ তা'আলার বাণী ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ (অর্থাৎ তারা যেন তাদের

৪৮. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, খ. ২, পৃ. ৪৮৩

www.pathagar.org

সৌন্দর্য প্রকাশ না করে) থেকে জানা যায় যে, বিপদ ও ফিতনার আশঙ্কা থাকলে বেগানা পুরুষদের সামনে নারীদের নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ করা হারাম। যীনাত (সৌন্দর্য) বলতে সাধারণত নারীরা যে কাপড়-চোপড়, গহনা ও প্রসাধনী প্রভৃতি দ্বারা সাজগোছ করে তাকে বুঝানো হয়। তবে তাকে ব্যাপক অর্থে দৈহিক অবয়ব ও সৌন্দর্য অর্থেও ব্যবহার করা হয়।[৪৯] অনেকেই আবার এর দ্বারা সাজ-সজ্জার অঙ্গকে বুঝিয়েছেন। সুতরাং যীনাতকে চার ভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা: ক. সৃষ্টিগত, খ. স্ব-উপার্জিত, গ. বাহ্যিক ও ঘ. আভ্যন্তরীণ। অতএব, আল্লাহ তা'আলার সৃজিত দৈহিক সৌন্দর্যাবলিও যেমন ত্বকের রূপ-লাবণ্য, সুন্দর শারীরিক কাঠামো ও চক্ষুর বড়ত্ব প্রভৃতিও যীনাতের মধ্যে শামিল থাকবে। অনেকেই দৈহিক রূপ-লাবণ্যের জন্য যীনাত শব্দটি ব্যবহার করতে চান না। তাদের কথা হলো, দৈহিক কাঠামোর বেলায় সাধারণত যীনাত শব্দটি ব্যবহৃত হয় না; বরং তা কেবল সুন্দর কাপড়, গহনা ও প্রসাধনী প্রভৃতি ব্যবহারের মাধ্যমে উপার্জিত কৃত্রিম সৌন্দর্যের জন্যে ব্যবহৃত হয়। তবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হল, যীনাতের মধ্যে চেহারা ও দৈহিক রূপ-লাবণ্যও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। কেননা, চেহারাই হলো সকল রূপ-লাবণ্য ও সৃষ্টিগত সৌন্দর্যের মূল উৎস। নারী জীবনের মাহাত্ম্য ও মাধুর্য এখানেই নিহিত। এর সাহায্যে কে রূপসী, আর কে কুৎসিত জানা যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾

"তারা যেন তাদের মাথার ওড়না তাদের বক্ষদেশে ফেলে রাখে।"[৫০]

আয়াতটিতে আল্লাহ তা'আলা নারীদেরকে মাথা ও বক্ষদেশের ওপর ওড়না ফেলে রাখার যে নির্দেশ দিয়েছেন, এর উদ্দেশ্যই হলো এ অঙ্গগুলোকে প্রকাশ করা থেকে বিরত রাখা। এর দ্বারা বুঝা যায়, যীনাতের উদ্দেশ্য ব্যাপক। তাতে দৈহিক সৌন্দর্যাবলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যাঁদের মতে- যীনাত দ্বারা দৈহিক সৌন্দর্যাবলি উদ্দেশ্য নয়, তাঁদের কথা হলো আল্লাহ তা'আলা আয়াতে কেবল যীনাতের কথাই উল্লেখ করেছেন। তবে এটা সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় যে, আয়াতে যীনাত দ্বারা নারীদেহ থেকে পৃথক নিরেট কোন যীনাতকে বুঝানো হয়নি। কেননা, কাপড়-চোপড়, গহনা, গলার হার ও বালা প্রভৃতি যা নারীদেহে শোভা পাচ্ছে না, বাজারে বিক্রির জন্য সাজিয়ে রাখা হয়েছে সে সবের দিকে দৃষ্টি দেয়া হারাম নয়। যেহেতু

---

৪৯. রাযী, *আত-তাফসীরুল কাবীর*, খ. ২৩, পৃ. ২০৫-২০৬
৫০. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর): ৩১

www.pathagar.org

আল্লাহ তা'আলা নারীদেহের সাথে সম্পৃক্ত এসব বস্তুর দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম করেছেন, তাই নারীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করা অতীব কঠোরভাবে হারাম হবে। তাঁরা যদিও দৈহিক সৌন্দর্যের কথা মেনে নেননি; তথাপি তাঁরা নারীদেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে দৃষ্টিপাত করা হারাম হওয়ার ব্যাপারে একমত। অতএব, শরীরের যীনাত প্রকাশের অঙ্গগুলো প্রকাশ করা অতীব কঠোরভাবে নিষিদ্ধ হবে।

স্বউপার্জিত যীনাত হল, যা মেয়েরা তাদের সৃষ্টিগত রূপ-সৌন্দর্যকে অধিকতর সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে তুলবার জন্য কৃত্রিমভাবে গ্রহণ করে। যেমন কাপড়, অলঙ্কারাদি, সুরমা মাখা চোখ, রং, খিযাব, মেহেদী প্রভৃতি।

প্রকাশ্য যীনাত সম্পর্কে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন: তা হলো বাইরের কাপড় চোপড়। মুজাহিদ (রাহ.) বলেন: তা হলো সুরমা, আংটি ও খিযাব প্রভৃতি। হযরত সা'ঈদ ইবনু জুবায়ের (রহ) বলেন: তা হলো চেহারা ও হাতের তালু।

অপ্রকাশ্য বা আভ্যন্তরীণ যীনাত হলো, যা স্বামী ও মাহরাম ছাড়া (যাদের কথা আল্লাহ তা'আলা কুর'আনে উল্লেখ করেছেন) অন্য কারো কাছে প্রকাশ করা বৈধ নয়।

যেসব মাহরামের কাছে পর্দা করা ওয়াজিব নয়

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ﴾

"তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগ্নিপুত্র, স্ত্রীলোক, অধিকারভুক্ত দাস-দাসী, যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও বালক, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ, তাদের ব্যতীত কারো কাছে তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে..."[৫১]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা যেসব পুরুষের কাছে মহিলাদের পর্দা করা ওয়াজিব

---

৫১. তদেক

www.pathagar.org

তাদের থেকে স্বামী ছাড়া আরো কিছু লোককে (যারা সকলেই মাহরাম) বাদ দিয়েছেন, যাদের কাছে নারীদের পর্দা করার দরকার নেই।

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾

"পিতা, ছেলে, ভাই, ভাইপো, বোনপো, মুসলিম মহিলা ও দাসদাসীদের দেখা দেয়ায় কোন দোষ নেই।"[৫২]

অর্থাৎ তাদের সামনে মুখাবরণ উন্মুক্ত করলে এবং সৌন্দর্যের অলঙ্কারাদি যাহির করলে কোন দোষ হবে না। আল্লামা আলূসী (রাহ.) বলেন, এ আয়াতে যাদের থেকে পর্দা করা ওয়াজিব নয়, তাদের কথা বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, স্বামী ব্যতীত অন্যান্য মাহরামকে যে ব্যতিক্রমভুক্ত করা হয়েছে, এটা নিরেট পর্দার বিধান থেকে ব্যতিক্রম, গোপন অঙ্গ আবৃত রাখা থেকে ব্যতিক্রম নয়। নারীর যে গোপন অঙ্গ নামাযে খোলা জায়িয নয়, তা দেখা মাহরামদের জন্যও উচিত নয়। অর্থাৎ এসব পুরুষের সাথে মেয়েরা অবাধে দেখা-সাক্ষাত করতে পারবে, এদের সামনে তারা সাজসজ্জা ও প্রসাধন করেও আসতে পারবে, তাতে কোন অসুবিধা নেই। তদুপরি মেয়েদের যেসব দেহাঙ্গ খোলা থাকে যেমন- মুখমণ্ডল, পা ও হাত প্রভৃতি দেখায়ও তাদের কোন দোষ নেই। কিন্তু এদের জন্যও বুক, পিঠ ও পেট এবং নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত এলাকার কিছু অংশই দেখা আদৌ জায়িয নয়। কেননা, এসব অঙ্গ সাধারণত অনাবৃত থাকে না, বস্ত্রাবৃত থাকাই স্বাভাবিক এবং এসব অঙ্গই প্রধানত যৌন আবেদনকারী। নিম্নে যেসব ব্যক্তির কাছে মহিলাদের পর্দা করা ওয়াজিব নয় তাদের বিবরণ পেশ করা হল:

১. স্বামী

স্বামীর কাছে স্ত্রীর কোন অঙ্গের পর্দা নেই। স্ত্রীর রূপ-সৌন্দর্য উপভোগ করার অধিকার তার রয়েছে। স্বামীর জন্য স্ত্রীর সারা শরীর দেখা এবং বিধিবদ্ধ সকল উপায়ে তাকে ভোগ করা বিধেয়। নারীর রূপ-সৌন্দর্যের একমাত্র উদ্দেশ্যও তাই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম। হযরত 'আয়িশা (রা.) বলেন:

مَا رأى مِنِّي وَ لا رَأَيْتُ منه.

---

৫২. *প্রাগুক্ত*, ৩৩ (সূরা আল-আহযাব): ৫৫

www.pathagar.org

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার বিশেষ অঙ্গ দেখেন নি এবং আমিও তাঁর বিশেষ অঙ্গ দেখি নি।"[৫৩]

২. বাপ, দাদা, পরদাদা, নানা প্রভৃতি

উল্লেখ্য যে, আয়াতের মধ্যে চাচা, ফুফা ও মামাদের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেমন দুগ্ধজাত মাহরামদের কথা উল্লেখ করা হয়নি। তবে ইসলামী আইনতত্ত্ববিদদের সর্বসম্মত মতানুযায়ী এদের বিধানও আয়াতে উল্লেখিত মাহরামদের মতোই।

৩. স্বামীর পিতা অর্থাৎ শ্বশুর।

৪. পুত্র (নিজের গর্ভজাত কিংবা স্বামীর অন্য স্ত্রীর গর্ভজাত), পৌত্র, প্রপৌত্র, দৌহিত্র প্রমুখ।

৫. ভাই, চাই তারা সহোদর হোক কিংবা বৈমাত্রেয় অথবা বৈপিত্রেয়। দুধভাইও এর মধ্যে শামিল।

তবে মামা, খালা ও ফুফার পুত্র যাদেরকে সাধারণত ভাই বলা হয়, তারা গায়র-মাহরাম। তাদের কাছে পর্দা করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, দুধ ভাই যদিও মাহরাম এবং স্বাভাবিকভাবে তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব নয়; তথাপি তার সাথে নিভৃতে অবস্থান করা ও একত্র হওয়া জায়িয নয়।[৫৪]

৬. ভ্রাতুষ্পুত্র ও ভাগিনা প্রমুখ।

৭. মুসলিম স্ত্রী লোক।

আয়াতের মধ্যে نِسَائِهِنَّ দ্বারা মুসলিম স্ত্রীলোককে বুঝানো হয়েছে। তাদের সামনে শরীরের এমন সব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খোলা যায়, যেগুলো নিজ পিতা ও পুত্রের সামনে খোলা রাখা যায়। এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফির মুশরিক স্ত্রীলোকদের কাছেও পর্দা করা ওয়াজিব। তাদের সামনে কোন অঙ্গ প্রকাশ করা কোন মুসলিম নারীর জন্য জায়িয নয়। তারা পরপুরুষের বিধানের অন্তর্ভুক্ত।[৫৫]

---

৫৩. আল-হাকিম আত-তিরমিযী, *নাওয়াদিরুল উসূল*, খ. ২, পৃ. ৫৩; হাক্কী, *রূহুল বায়ান*, খ. ৪, পৃ. ১১৯

৫৪. তাহমায, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৭৮; থানবী, মাওলানা আশরাফ আলী, *ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দার হুকুম*, (ঢাকা: সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০০০), পৃ. ৯০

৫৫. তবে বিভিন্ন বিশুদ্ধে হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীদের নিকট অনেক কাফির মহিলার যাতায়াতের কথা বর্ণিত রয়েছে। তাই এ বিষয়ে ইমামগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। কারো মতে, কাফির নারী বেগানা পুরুষের মতো।

www.pathagar.org

উপর্যুক্ত শব্দের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সাইয়িদুনা ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন,

هن المسلمات لا تبديه ليهودية ولا نصرانية، وهو النَّحْر والقُرْط والوِشَاح، وما لا يحل أن يراه إلا محرم.

'' نِسَائِهِنَّ দ্বারা মুসলিম নারীরাই উদ্দেশ্য। গলদেশ, বক্ষ, কান বা কানের অলঙ্কার, গলার গহনা ও দেহের যেসব অঙ্গ মাহরাম ব্যতীত কারো সামনে খোলা বৈধ নয় প্রভৃতি মুসলিম নারী কোন ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান নারীর সামনে প্রকাশ করবে না।"[৫৬]

কারো কারো মতে, আয়াতে 'সাধারণ নারীগণ' শব্দের পরিবর্তে 'আপন নারীগণ' ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ অথবা আপন মহিলা আত্মীয়-স্বজন অথবা আপন শ্রেণীর মহিলাগণকেই বুঝানো হয়েছে। অসৎ-মূর্খ এমন নারী যাদের চালচলন সন্দেহযুক্ত অথবা যাদের চরিত্রে কলঙ্ক ও লাম্পট্যের ছাপ আছে এ সকল নারীর কাছেও মহিলাদের পর্দা করা ওয়াজিব। কেননা, এরাও অনাচার-অমঙ্গলের কারণ হতে পারে।[৫৭]

৮. নারীদের মালিকানাধীন দাস-দাসী

কোন কোন 'আলিমের মতে, ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ -এর মধ্যে মালিকানাধীন দাস-দাসী উভয়েই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এটা শাফি'ঈদের অভিমত।[৫৮] ইবনু হাজার (রাহ.) বলেন: মহিলা মালিকের প্রতি সৎ ও চরিত্রবান দাসের দৃষ্টি মাহরামের প্রতি দৃষ্টিদানের মতোই। তাই তার জন্য মহিলা মালিকের নাভি ও হাঁটুর মধ্যকার গোপন অঙ্গ ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের প্রতি দৃষ্টি দান করা জায়িয হবে। তবে অধিকাংশ ফকীহের দৃষ্টিতে ﴿مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ﴾ দ্বারা শুধু দাসীদের বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাসরা এ হুকুমের অন্তর্ভুক্ত নয়। তাদের কাছেও সাধারণ মাহরামদের মতো নারীদের পর্দা করা ওয়াজিব।[৫৯] এটা ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম আহমাদ (রাহ.) প্রমুখের অভিমত। ইমাম শাফি'ঈ (রাহ.)ও এ ধরনের

আবার কেউ কেউ এ ব্যাপারে মুসলিম ও কাফির উভয় প্রকার নারীর একই বিধান উল্লেখ করেছেন। অর্থাৎ তাদের কাছে পর্দা করতে হবে না। আবার অনেকের মতে, আয়াতের নির্দেশটি মুস্তাহাব পর্যায়ের।

৫৬. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, খ. ৬, পৃ. ৪৭

৫৭. মাওদূদী, তাফহীমুল কুর'আন, খ. ৯, পৃ. ১৫০; থানবী,*ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দার হুকুম*, পৃ. ৪৩-৪৪

৫৮. রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৬, পৃ. ৬; শারবীনী, *মুগনিউল মুহতাজ*, খ. ৩, পৃ. ১৩০

৫৯. ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩৭০

www.pathagar.org

একটি মত পোষণ করেন। হযরত সা'ঈদ ইবনু মুসাইয়্যাব (রাহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

لا يَغُرَّنَّكُمْ آيةُ النُّورِ، فإنَّها في الإناثِ دُونَ الذُّكورِ.

"তোমরা সূরা আন্ নূরের আয়াত দেখে বিভ্রান্ত হয়ো না। এ আয়াতে শুধু দাসীদেরকে বুঝানো হয়েছে। পুরুষ দাসরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়।"[৬০]

হযরত 'আবদুল্লাহ ইব্ন মাস'উদ (রা.), হাসান বাসরী (রহ) ও ইব্নু সিরীন (রহ) প্রমুখ বলেন: "পুরুষ দাসের জন্য তার নারী প্রভুর কেশ পর্যন্ত দেখা জায়িয নেই।"[৬১]

৯. নারীর প্রয়োজনমুক্ত লোক

নারীর প্রয়োজনমুক্ত লোক বলতে সেসব নির্বোধ ও ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের পুরুষকে বুঝানো হয়েছে, যারা মহিলাদের গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সচেতন নয়। তদুপরি মহিলাদের প্রতি তাদের কোন ঔৎসুক্য বা আগ্রহও নেই। দৈহিক অক্ষমতা, কিংবা জ্ঞানের দুর্বলতার দরুন তারা মেয়েদের দিকে অসৎ দৃষ্টি নিয়ে তাকায় না কিংবা তাদের অন্তরে নারীদের প্রতি কোন অসৎ চিন্তা জাগ্রত হয় না। আল্লাহ তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন:

﴿التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾

"যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও শিশু, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ.."।[৬২]

তবে নপুংসক ধরনের লোক যারা নারীদের বিশেষ গুণাবলির খবর রাখে, তাদের কাছেও পর্দা করা ওয়াজিব। হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর বিবিদের কাছে আসা-যাওয়া করত। তাঁরা তাকে আয়াতে বর্ণিত, ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ - এর অন্তর্ভুক্ত মনে করে তার সামনে আসতেন। একদিন সে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এক বিবির কাছে এসে জনৈকা মহিলার গুণের বর্ণনা দিচ্ছিলো, ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সেখানে প্রবেশ

---

৬০. যামাখশারী, *আল-কাশশাফ*, খ. ৩, পৃ. ২৩২
৬১. আলূসী, *রূহুল মা'আনী*, খ. ১৮, পৃ. ১৪৪
৬২. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর): ৩১

www.pathagar.org

করেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ অবস্থা দেখে বললেনঃ এ যেন তোমাদের কাছে আর কখনো প্রবেশ না করে। এরপর থেকে তাঁরা তার কাছে পর্দা করতেন।"[৬৩] এ কারণে ইবনু হাজার মক্কী (রাহ.) বলেনঃ পুরুষ যদিও পুরুষত্বহীন, লিঙ্গকর্তিত অথবা খুব বেশি বৃদ্ধ হয়, তবুও সে ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ﴾ আয়াতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তার কাছেও পর্দা করা ওয়াজিব।

১০. শিশু

আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

﴿التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾

"যৌনকামনামুক্ত পুরুষ ও শিশু, যারা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ.."
(সূরা আন নূরঃ ৩১)

আয়াতটিতে এমন অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশুকে বুঝানো হয়েছে, যে এখনো সাবালকত্বের নিকটবর্তীও হয়নি এবং নারীদের বিশেষ আকর্ষণ, কমনীয়তা ও গতিবিধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ বেখবর।[৬৪]

যেসব শিশু এসব অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, সে সাবালকত্বের নিকটবর্তী। তার কাছে পর্দা করা ওয়াজিব। পূর্ববর্তী অনেক বিজ্ঞ 'আলিম শ্মশ্রুবিহীন সুন্দর বালকদের প্রতি অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকাকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছেন এবং অনেকের মতে এটা হারাম।[৬৫] ইমাম আবূ বাকর আল-জাস্‌সাস (রাহ.) বলেনঃ আয়াতে طِفْل দ্বারা এমন বালককে বুঝানো হয়েছে, যে বিশেষ কাজ-কারবারের দিক দিয়ে নারী ও পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য বুঝে না।[৬৬]

মাহরাম মহিলাদের চুমো দেয়া

নিজের কন্যা ও মাকে স্নেহ ও আদর করে চেহারা, কপাল ও হাতে চুমো দিতে কোন অসুবিধা নেই। হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

"কথাবার্তায় হযরত ফাতিমা (রা.)-এর চাইতে অন্য কাউকে আমি রাসূলুল্লাহ

---

৬৩. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুস সালাম), হা. নংঃ ৫৬৫৫; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নংঃ ৪১০৭
৬৪. ইবনু কাছীর, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২৮৫; জাস্‌সাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ. ৩, পৃ. ৩১৯; আলূসী, *রুহুল মা'আনী*, খ. ১৮, পৃ. ১৪৫
৬৫. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*, খ. ৩, পৃ. ২৮৫
৬৬. শফী', *মা'আরিফুল কুর'আন*, পৃ. ৯৪১

www.pathagar.org

(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিনি। ফাতিমা (রা.) যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে প্রবেশ করতেন, তখন তিনি তাকে অভিনন্দন জানাতেন, দাঁড়িয়ে তার হাত ধরে কাছে নিয়ে এসে চুমো দিতেন এবং তাঁর জায়গায় বসাতেন। তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন তার কাছে যেতেন, তখন হযরত ফাতিমা (রা.)ও তাঁকে অভিনন্দন জানাতেন, দাঁড়িয়ে হাত ধরে চুমো দিতেন।"[৬৭]

তা ছাড়া বিভিন্ন হাদীস থেকেও জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন যুদ্ধাভিযান থেকে ফিরে এসে তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রা.)কে কাছে টেনে নিয়ে মাথায় চুমো দিতেন। সাহাবা কিরামের মাঝেও এ নিয়ম প্রচলিত ছিল।[৬৮] বর্ণিত রয়েছে, একবার হযরত আবূ বাকর (রা.) তাঁর মেয়ে 'আয়িশা (রা.)কে দেখার জন্য গিয়েছিলেন, তখন তিনি জরাক্রান্তা ছিলেন। হযরত আবূ বাকর (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেনঃ আদুরী কন্যা, কেমন আছো? এ বলে তিনি তাঁর কপালে চুমো খেলেন।"[৬৯]

এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, মাহরাম মহিলাদেরকে, বিশেষ করে মা, কন্যা ও বোনদেরকে চুমো খাওয়া দূষণীয় নয়, যদি এতে নিজের মধ্যে কিংবা তাঁর মধ্যে কোন রূপ যৌন উত্তাপ সৃষ্টির বা কাম-লালসা জাগ্রত হবার আশঙ্কা না থাকে।

বয়োজ্যেষ্ঠ শ্বশুরের সেবা করা

বৃদ্ধ শ্বশুরের সেবা করা নিঃসন্দেহে একটি মহৎ চরিত্র। এটা একদিকে একজন বয়োজ্যেষ্ঠ লোকের প্রতি ভাল ব্যবহার, অপরদিকে নিজের স্বামীর প্রতিও সদাচরণ ও দয়া প্রদর্শন। কিন্তু পুত্রবধু এবং শ্বশুরের কোন এক জনের পক্ষ থেকে যদি ফিতনা বা অনর্থের আশঙ্কা থাকে, তাহলে তার সেবা-পরিচর্যার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

যেসব আত্মীয়ের সামনে পর্দা করতে হবে

গায়র-মাহরাম পুরুষদের সামনে নারীদের পূর্ণ পর্দা করতে হবে। গায়র-মাহরাম

---

৬৭. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কবীর*, খ. ৭, পৃ. ১০১
৬৮. সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ১০, পৃ. ১৪৯; কাসানী, *আল-বাদা'ই*, খ. ৫, পৃ. ১২০
৬৯. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কবীর*, খ. ৭, পৃ. ১০১

www.pathagar.org

অর্থ যাদের সাথে বিয়ে হারাম নয়। এদের সামনে কিছুতেই নিজেদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা যাবে না। পুরুষরাও গায়র-মাহরাম নারীদের নিকট প্রবেশ করবে না, তারা যতোই নিকটাত্মীয় হোক না কেন।

কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বর্তমান মুসলিম সমাজে যারা গতানুগতিক পর্দা করে, তারাও অনেকেই নিকটাত্মীয়দের থেকে পর্দা করে না। ইসলামের বিধান অনুযায়ী একজন মহিলাকে স্বামীর ভাই, ভগ্নিপতি, চাচাতো, মামাতো ও খালাতো ভাই এবং নিজের ভগ্নিপতি, চাচাতো, মামাতো ও খালাতো ভাইদের থেকে পূর্ণ পর্দা করতে হবে। আর এ পুরুষদেরকে তাদের ভ্রাতৃবধু এবং এ পর্যায়ের বোনদের থেকে পূর্ণ পর্দা করতে হবে। রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, إِيَّاكُمْ وَالدُّخُولَ عَلَى النِّسَاءِ - "তোমরা অবশ্যিই (মাহরাম নয় এমন) নারীদের নিকট প্রবেশ করা থেকে বিরত থাকবে।" এ কথা শুনে একজন আনসারী সাহাবী উঠে জিজ্ঞেস করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), স্বামীর নিকটাত্মীয়দের সম্পর্কে আপনি কী বলেন? তিনি বললেন, الْحَمْوُ الْمَوْتُ. -"স্বামীর নিকটাত্মীয়ারা তো মৃত্যু সমতুল্য।"[৭০] এখানে নিকটাত্মীয় বলতে স্বামীর ভাই, চাচাতো, মামাতো ও খালাতো ভাই ও ভগ্নিপতিদের বুঝানো হয়েছে। আর এরা স্ত্রীর দেবর বা ভাসুর হয়ে থাকে। হাদীসে এদেরকে মৃত্যু তুল্য বলা হয়েছে। এর কারণ হল- অন্য যে কারো চাইতে তাদের দিক থেকে ফিতনা সৃষ্টির ও বিপদ ঘটার আশঙ্কা থাকে বেশি। ঘরে যদি কড়াকড়িভাবে পর্দার ব্যবস্থা না থাকে, তাহলে ঘরের উন্মুক্ত পরিবেশে ভাবীদের কাছে পৌঁছতে তাদের কোন বেগ পেতে হয় না। তারা সহজে একসাথে বসে নিভৃতে দীর্ঘক্ষণ আলাপ ও গল্পগুজব করে থাকে। এতে অনেক সময় তারা একে অপরের রূপ-সৌন্দর্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে পরিবারের দুর্ভোগ টেনে আনে।

উল্লেখ্য যে, কিছু কিছু এমন মাহরামও রয়েছে, যাদের কাছে যদিও পর্দা করা ওয়াজিব নয়; তথাপি তাদের সাথে নিভৃত খালি ঘরে অবস্থান করা ও একত্রিত হওয়া জায়িয নয়। যেমন যুবক শ্বশুর, যুবতী শাশুড়ির জামাতা, স্বামীর অপর স্ত্রীর ছেলে এবং দুধ ভাই প্রভৃতি এ পর্যায়ের মাহরাম। এদেরকে অনেক ফকীহ গায়র-মাহরামের ন্যায় আখ্যায়িত করেছেন। তাই এদের সাথে সফর করা বা নিভৃতে কোন জায়গায় অবস্থান করা ও একত্রিত হওয়া জায়িয হবে না।[৭১]

---

৭০. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুন নিকাহ), হা. নং: ৪৯৩৪; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুস সালাম), হা. নং: ৫৬৩৮

৭১. তাহমায, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৭৮; থানবী, *ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দার হুকুম*, পৃ. ৯০

www.pathagar.org

পালক ছেলে, ধর্ম-পিতা ও ধর্ম-ভাইদের সাথে পর্দা

শারী'আতে রক্তের সম্পর্ক ব্যতীত মুখবোলা কুটুম্বিতার কোনই গুরুত্ব নেই। কাজেই স্ত্রীলোকের জন্য নিজের পালক ছেলে বয়স্ক হলে তাকেও দেখা জায়িয নেই। ধর্ম-পিতা ও ধর্ম-ভাইকেও দেখা দেয়া জায়িয নেই।

স্বামীর ভাগ্নের সাথে মামীর পর্দা

স্বামীর ভাগ্নে মামীর মাহরাম নয়। তাই মামীকে তার কাছে পর্দা করতে হবে। অনেকেই মনে করেন, যেহেতু কুর'আনে মাহরামদের মধ্যে মামীর আলোচনা করা হয়নি[৭২], তাই স্বামীর ভাগ্নে মামীর মাহরাম। এ কারণে তার সাথে মামীর পর্দা করা জরুরী নয়। এ ধরনের ধারণা ভিত্তিহীন। কারণ, যেখানে মামার তালাক দেবার পর মামীকে স্বামীর ভাগ্নের বিয়ে করা জায়িয রয়েছে, সেখানে মামীর খোলা চেহারায় তার সামনে যাওয়া জায়িয হবে না। অপর দিকে ভাগ্নের জন্যও জায়িয হবে না মামীর চেহারা ও অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের দিকে তাকানো এবং তার সাথে একান্তে সময় কাটানো।

অমুসলিম মহিলাদের নিকট পর্দার বিধান

প্রত্যেক গায়র-মাহরাম পুরুষের ও প্রত্যেক গায়র মাহরাম বয়োজ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোকের মধ্যে যে পরিমাণ পর্দা করা ফরয, অমুসলিম মেয়েলোকদের থেকেও সেই পরিমাণ পর্দা করা ওয়াজিব। অর্থাৎ যেমন কোন বৃদ্ধা মহিলার গায়র-মাহরাম পুরুষের সামনে আসতে হলে শুধু হাতের তালু, পায়ের পাতা ও মুখমণ্ডল ব্যতীত অবশিষ্ট সারা শরীর ঢেকে আসতে হবে, তেমনি কোন অমুসলিম মেয়েলোকের সামনে আসতে হলেও শুধু হাতের তালু, পায়ের পাতা ও মুখ ব্যতীত অন্য সমস্ত শরীর ঢেকে রাখতে হবে। সাধারণত মেয়েলোকেরা মনে করে যে, মেয়েলোক থেকে আবার কিসের পর্দা? কিন্তু এ মাস'আলা দ্বারা জানা গেল যে, হিন্দু বা খ্রিস্টান মেয়েলোক থেকেও পর্দা করা ওয়াজিব। তাদের সামনেও শুধু হাতের তালু, পায়ের পাতা ও মুখ ছাড়া শরীরের একটি অংশও খোলা জায়িয নেই। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) বলেন, ''মুসলিম মহিলাগণ অমুসলিম এবং যিম্মী নারীদের সামনে ততটুকু প্রকাশ করতে পারে যতটুকু অপরিচিত পুরুষের সামনে করতে পারে।"[৭৩]

---

৭২. দেখুন, সূরা নিসা: ২৩ ও সূরা আন নূর: ৩১
৭৩. রাযী, *আত-তাফসীরুল কাবীর*, খ. ৩, পৃ. ২০৭

www.pathagar.org

হযরত 'উমার (রা.)ও অমুসলিম মহিলা থেকে মুসলিম মহিলাদের পর্দা করা প্রয়োজন মনে করতেন। মুসলিমগণ সিরিয়ায় যাওয়ার পর মুসলিম মহিলাগণ ইয়াহুদী-খ্রিস্টান মহিলাদের সাথে মেলামেশা আরম্ভ করলে হযরত 'উমার (রা.) সিরিয়ার গভর্নর আবূ 'উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা.)কে লিখে জানালেন, আমি শুনতে পেলাম, মুসলিম মহিলারা আহলে কিতাব মহিলাদের সাথে গোসলখানায় গিয়ে একত্রে গোসল করে। মুসলিম মহিলাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করবে এবং তাদেরকে বিরত রাখবে।[৭৪] তবে হযরত আবূ বাকর (রা.) অমুসলিম মহিলাদের সাথে মুসলিম মহিলাদের দেখা সাক্ষাতকে দোষের মনে করতেন না। একবার তিনি হযরত 'আয়িশা (রা.)-এর নিকট গিয়েছিলেন। সেখানে এক ইয়াহুদী মহিলা বসা ছিল, যাকে তিনি ঝাঁড়ফুঁক করছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহর কিতাব দিয়ে ঝাঁড়ফুঁক কর।[৭৫] এ ছাড়া আরো বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে ইয়াহুদী ও মুশরিক মহিলারা নিজেদের বিভিন্ন প্রয়োজনে নবীপত্নী (রা.)গণের নিকট আসতেন, অথচ এটা কোন রিওয়ায়াতে বর্ণিত নেই যে, নবীপত্নিগণ (রা.) তাদের থেকে পর্দা করেছেন।

আসল কথা হল, অমুসলিম মহিলাদের কাছে পর্দা করার যে বিধান তার উদ্দেশ্য কোন ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখা নয়; বরং যে সকল নারীর স্বভাব-চরিত্র ও তাহযীব-তামাদ্দুন জানা ছিল না অথবা তা ইসলামের দৃষ্টিতে আপত্তিকর বলে জানা ছিল-এ ধরনের নারীর প্রভাব থেকে মুসলিম নারীদেরকে রক্ষা করাই ছিল এ সবের উদ্দেশ্য। আবার অমুসলিম নারীদের মধ্যে যারা সম্ভ্রান্ত ও লজ্জাশীলা তারা আল-কুর'আনে নির্দেশিত 'আপন মহিলাগণের' মধ্যেই শামিল হবে।[৭৬]

অমুসলিম মহিলাদের নিকট চুল খোলা রাখা

ইতঃপূর্বে أَوْ نِسَائِهِنَّ প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে যে, نِسَائِهِنَّ দ্বারা সাধারণভাবে নারী জাতিকে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী অমুসলিম মহিলাদের নিকট পর্দা করা ওয়াজিব নয়। তাই তাদের সামনে মাথার চুল ও চেহারা খোলা রাখা যাবে। তবে অধিকাংশের মতে, এর দ্বারা কেবল মুসলিম স্ত্রীলোককে বুঝানো হয়েছে। এ ব্যাখ্যা অনুযায়ী কাফির মুশরিক স্ত্রীলোকদের

---

৭৪. আল বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৭, পৃ. ৯৫
৭৫. আল বাইহাকী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৯, পৃ. ২৪৯
৭৬. মাওদূদী, *তাফহীমুল কুর'আন*, খ. ৯, পৃ. ১৫০

www.pathagar.org

কাছেও পর্দা করা ওয়াজিব। তাদের সামনে কোন অঙ্গ প্রকাশ করা, এমন কি মাথার চুল খোলা রাখাও কোন মুসলিম নারীর জন্য জায়িয নয়। তারা পরপুরুষের বিধানের অন্তর্ভুক্ত। তবে আমি মনে করি, মহিলা যে ধর্মেরই হোক না কেন, সে যদি পরিচিতা হয় এবং তার স্বভাব-চরিত্র যদি পরিশীলিত ও সুন্দর হয়, তার সামনে মাথার চুল ও চেহারা খোলা রাখা বৈধ হবে।

ড্রাইভারের সাথে মহিলাদের যাতায়াত

ড্রাইভারের সাথে একাকী কোন মহিলার- নিজের এলাকার ভেতরে হোক কিংবা বাইরে- কোথাও যাওয়া জায়িয হবে না। কেননা, কোন পরপুরুষের সাথে কোন মহিলার একান্তে অবস্থান করা থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ - "কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে একান্তে সময় যাপন না করে।"[৭৭]

তবে যদি গাড়িতে একাধিক বিশ্বস্তা মহিলা একত্রে আরোহন করে এবং ড্রাইভারের সাথে কোথাও কোন মহিলার একান্তে অবস্থানের সুযোগ না থাকে, তাহলে নিজের এলাকার মধ্যে ড্রাইভারের সাথে জরুরী কাজে বাইরে যেতে কোন অসুবিধা নেই, যদি ড্রাইভার পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত হয়। যদি ড্রাইভার বিশ্বস্ত ও পরীক্ষিত না হয়, তাহলে কোন বয়ঃপ্রাপ্ত মাহরাম পুরুষ ছাড়া ড্রাইভারের সাথে একাকী মহিলাদের কোথাও যাওয়া জায়িয হবে না।

ঘরের চাকর-নওকরদের সাথে পর্দা

অন্যান্য পুরুষের মতোই ঘরের চাকর-নওকরদের থেকেও ঘরের মেয়েদের পর্দা করতে হবে। তাদের সামনে খোলা মুখে বের হওয়া এবং তাদের সাথে একান্তে সময় কাটানো জায়িয নয়।

গৃহ পরিচারিকার সাথে পর্দা

বর্তমানে সমাজে গৃহপরিচারিকার প্রসঙ্গটি বিভিন্ন দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথমত, ঘরে গৃহপরিচারিকা থাকাটা অতি বিলাসী জীবন যাপনের একটি প্রয়োজনীয় উপাদানে পরিণত হয়ে গেছে। বহু পরিবারে ঘরের অধিকাংশ মেয়ে কোন কাজকর্ম করে না। ঘরে বসে শুধু গল্পগুজব করে বা টিভি দেখে সময় অতিবাহিত করে। এটা নিঃসন্দেহে তাদের সুস্থ দেহ ও

---

৭৭. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল জিহাদ), হা. নং: ২৮৪৪; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল হজ্জ), হা. নং: ৩২৫৯

www.pathagar.org

মনের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। কারণ, নিষ্কর্ম দেহে বিভিন্ন অযাচিত চিন্তা ঘুরপাক খায়। তদুপরি শরীরও অস্বাভাবিকভাবে মোটা হয়ে যায়। ফলে সেখানে রোগ-ব্যাধি বাসা বাঁধে। রক্তের সঞ্চালন বাধা প্রাপ্ত হয় এবং খাদ্যের পরিপাক শক্তিও দুর্বল হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত, অধিকাংশ গৃহপরিচারিকা কোন মাহরাম ছাড়াই ঘর থেকে বের হয়ে দূরে বিভিন্ন বাসায় ছুটা কাজ করতে যায়।

তৃতীয়ত, কোন কোন গৃহ পরিচারিকা যুবতী কিংবা সুন্দরীও হয়ে থাকে। অনেক সময় গৃহকর্তা বা পরিবারের পুরুষ সদস্যরা তাদের রূপ-সৌন্দর্যে আত্মবিস্মৃত হয়ে পরিবারের দুর্ভোগ টেনে আনে। এটা নিঃসন্দেহে একটা জঘন্য বিপদ।

পরিবারের প্রয়োজনে যদিও গৃহপরিচারিকার দ্বারা ঘরের কাজ করাতে কোন দোষ নেই, তথাপি উপর্যুক্ত দিকগুলো বিবেচনায় রেখে শারী'আতের নির্দেশ হল যে, ঘরে গৃহপরিচারিকার সাথে পূর্ণ পর্দা করার সুব্যবস্থা থাকা দরকার। ঘরে কোনভাবেই এ ধরনের কোন ব্যবস্থা থাকতে পারবে না, যাতে গৃহপরিচারিকার সাথে স্বামী বা পরিবারের কোন পুরুষ একান্তে থাকার সুযোগ সৃষ্টি হবে। এতে যে কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার আশংকা রয়েছে। আমাদের সমাজে গৃহপরিচারিকার সাথে এ ধরনের দুর্ঘটনার খবর আমরা প্রায় প্রতিনিয়তই পেয়ে থাকি। স্ত্রীর জন্য কখনো এটা সমীচীন হবে না যে, ঘরে স্বামী বা বয়ঃপ্রাপ্ত ছেলেকে রেখে সে বাজারে কিংবা বাইরে কোথাও কাজে যাবে আর ঘরে তাদের দেখাশুনা করার জন্য রেখে যাবে গৃহপরিচারিকাকে। কারণ, এ সময় বিপদ ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে বেশি।

হিজড়া, খোজা ও অন্ধদের থেকে পর্দা করার বিধান

গায়র-মাহরাম হিজড়া, খোজা ও অন্ধের থেকেও স্ত্রীলোকদের পর্দা করতে হবে। তাদের সামনে খোলা চেহারায় আসা জায়িয নেই। হযরত উম্মু সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পাশে হযরত মায়মূনা (রা.)সহ বসা ছিলেন। ইত্যবসরে (অন্ধ সাহাবী) হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রা.) এসে তাঁর দরবারে প্রবেশ করলেন। ঘটনাটি ছিল পর্দার বিধান নাযিল হবার পরের ঘটনা। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁদেরকে বললেন, তোমরা তার কাছে পর্দা কর। তখন তিনি বললেন, সে তো অন্ধ, আমাদের দেখতে পাচ্ছে না। তখন

www.pathagar.org

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে তোমরা দুজনও কি অন্ধ? তোমরা কি তাঁকে দেখতে পাচ্ছ না?"[৭৮]

তবে অন্ধদের ক্ষেত্রে অধিকতর গ্রহণযোগ্য মত হল, তাদের থেকে মহিলাদের পর্দা করা ওয়াজিব নয়। অর্থাৎ তাদের সামনে চেহারা ঢেকে রাখার প্রয়োজন নেই। কারণ, তারা তো কিছুই দেখতে পায় না, মহিলাদের সৌন্দর্যাবলি দেখবে কীভাবে? তবে তাদের কাছে দৃষ্টিকে সংযত রাখতে হবে। ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের দিকে তাকানো জায়িয নয়। বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হযরত ফাতিমা বিন্ত কায়স (রা.)কে হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রা.)-এর ঘরে ইদ্দত পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেন,

فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى تَضَعِينَ ثِيَابَكِ فَإِنَّهُ لَا يَرَاكِ .

"সে তো একজন অন্ধলোক। তার বাড়িতে তুমি তোমার (অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখতে পার। সে তো তোমাকে দেখতে পাবে না।"[৭৯]

এ হাদীস থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, অন্ধ ব্যক্তির সামনে পর্দা করার দরকার নেই। খোলা চেহারা নিয়ে তাদের কাছে আসা যাওয়া করা যাবে।

প্রথমোক্ত হাদীসটি প্রথমত যেহেতু সহীহ হাদীসের বিপরীত[৮০], তাই সহীহ হাদীসের বিপরীতে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, যদি হাদীসটি শুদ্ধ হিসেবে ধরে নেয়া হয়, তাহলে এর প্রকৃত মর্ম হবে, দৃষ্টি সংযত রাখা ও তাদের দিকে না তাকানো। কোন পুরুষের দিকে মহিলাদের তাকানো -চাই সে দৃষ্টিবান হোক কিংবা অন্ধ- জায়িয নেই, যদি তাতে কোন ধরনের খারাপ লালসা জাগ্রত হবার আশঙ্কা থাকে। ইমাম ইবনু তাইমিয়্যাহ (রাহ.) বলেন, অনেক 'আলিমের মতে, পরপুরুষের দিকে মহিলাদের তাকানো কোন অবস্থায়ই জায়িয নয়, কামভাবের ইচ্ছা সহকারেও নয়, ইচ্ছা ছাড়াও নয়।

অপ্রাপ্ত বয়স্কা মেয়েদের পর্দা

অভিভাবকদের দায়িত্ব হল, ছোট বেলা থেকে মেয়েদেরকে আদাব-কায়দা শিক্ষা

---

৭৮. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৪১১২; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হা. নং: ২৭৭৮

৭৯. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তালাক), হা. নং: ৩৬৮১; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তালাক), হা. নং: ২২৮৪, ২২৯০; আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ২৬০৮২

৮০. যদিও ইমাম তিরমিযী (রাহ.) হাদীসটিকে বিশুদ্ধ বলে উল্লেখ করেছেন; তথাপি অনেকেই একে দুর্বল হিসেবেও উল্লেখ করেছেন। তদুপরি কোন বিশুদ্ধ হাদীসও যদি অন্য আরেকটি অধিকতর বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত হয়, তাকে দুর্বল ও বিরল (شاذ) হাদীস হিসেবে গণ্য করা হয়। হাদীস সহীহ হওয়ার একটি শর্তই হল হাদীস شاذ না হওয়া।

www.pathagar.org

দেয়া এবং দীনী বিধি-বিধান পালনের জন্য অভ্যস্ত করে গড়ে তোলা। বিশেষভাবে মেয়েরা যখনই বয়ঃসন্ধির কাছাকাছি পৌঁছতে শুরু করবে, তখন থেকে তাদেরকে পর্দার শিক্ষা দেয়া দরকার। খেয়াল রাখতে হবে, তারা যেন কোনভাবেই পর্দা ছাড়া বের না হয়। কারণ, প্রথমত এ বয়সেও বিপদের আশঙ্কা দেখা দেয়। দ্বিতীয়ত, বয়ঃসন্ধির পর যাতে পর্দা করতে কোনরূপ সংকোচ ও লজ্জাবোধ জাগ্রত না হয়।

মহিলাদের জন্য পরপুরুষকে দেখার বিধান

নারীর রূপ-সৌন্দর্য দর্শন করে আনন্দ উপভোগ করা পুরুষের জন্যে যেমন অনাচার সৃষ্টির উপলক্ষ, তেমনি পুরুষের প্রতি তাকিয়ে দেখা নারীর জন্যেও অনাচার সৃষ্টির উপলক্ষ। অনাচার-বিপর্যয়ের সূচনা স্বাভাবিক ও প্রকৃতিগতভাবে এখান থেকেই হয়ে থাকে। তাই মহিলাদের জন্যে যেমন পরপুরুষের সামনে আসা জায়িয নেই এবং পুরুষদের জন্যে যেমন পর-স্ত্রীলোককে দেখা জায়িয নেই, তেমনি স্ত্রীলোকদের জন্যও পরপুরুষকে দেখা জায়িয নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾

"এবং ঈমানদার নারীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে নত রাখে।"[৮১]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

قَدْ لَعَنَ اللهُ النَّاظِرَ وَالْمَنْظُورَ إِلَيْهِ.

"যে দেখবে এবং যে দেখা দেবে, উভয়ের ওপর আল্লাহর লা'নত।"[৮২]

মেয়েলোকেরা সাধারণত মনে করে যে, পর-পুরুষদের সাথে দেখা দেয়া জায়িয নেই; কিন্তু পর-পুরুষদের দেখতে কোন ক্ষতি নেই। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। তাই মেয়েলোকেরা যে নতুন বরকে দেখে বা বেড়ার ফাঁক দিয়ে কিংবা ছাদের ওপর দিয়ে বা জানালার ভেতর দিয়ে উঁকি মেরে ভিন্ন পুরুষদের দেখে, তা জায়িয নেই। তবে বিয়ের প্রস্তাবপ্রদানকারী ছেলেকে দেখার বিষয়টি ভিন্ন। বিয়ের পূর্বে মেয়েদের জন্য ভবিষ্যতের জীবনসঙ্গীকে দেখতে কোন দোষ নেই; বরং পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও ভালবাসা সৃষ্টির জন্য তা প্রয়োজনও।

অনেকের মতে- বেগানা পুরুষদের দেখা নারীদের জন্য সর্বাবস্থায় হারাম,

---

৮১. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর): ৩১
৮২. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা,* (কিতাবুন নিকাহ), হা. নং: ১৩৮৬২

www.pathagar.org

কামভাব সহকারে বদনিয়্যাতে দেখুক অথবা তা ছাড়াই দেখুক।[৮৩]

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কথা: "তোমরা তো অন্ধ নও, তোমার তাকে দেখছ।"[৮৪] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যে কোন অবস্থায় পরপুরুষ কে দেখা মেয়েদের জন্য জায়িয নয়। তবে অপর কিছু ফকীহের মতে- কামভাব ব্যতীত বেগানা পুরুষকে দেখা নারীর জন্য দূষণীয় নয়। হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, একবার 'ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙিনায় কিছু সংখ্যক হাবশী যুবক সামরিক কুচকাওয়াজ করছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এ কুচকাওয়াজ নিরীক্ষণ করতে থাকেন এবং তাঁর আড়ালে দাঁড়িয়ে হযরত 'আয়িশাও (রা.) এ কুচকাওয়াজ উপভোগ করতে থাকেন এবং নিজে ক্লান্ত না হওয়া পর্যন্ত দেখে যান। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে নিষেধ করেননি।[৮৫] এ থেকে বুঝা যায় যে, নারীদের পক্ষে পুরুষকে দেখা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ নয়। তদুপরি যে অন্ধ সাহাবী ইবনে উম্মে মাকতুম (রা.) থেকে পর্দা করার জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উম্মু সালামাহ (রা.)-কে আদেশ করেছিলেন, সেই সাহাবীর গৃহেই আবার ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা.)-কে ইদ্দত পালনের নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন।[৮৬] কাযী আবূ বাকর ইবনুল 'আরবী (রাহ.) বলেন, ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা.) উম্মু শরীকের ঘরে ইদ্দত পালন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন, "এই বাড়িতে লোক

---

৮৩. এ মত পোষণকারীদের মধ্যে ইমাম নববী (রা.) অন্যতম। (নববী, *শারহু সহীহ মুসলিম*, খ. ১০, পৃ. ৯৬-৯৭)

৮৪. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৪১১২; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হা. নং: ২৭৭৮

৮৫. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুন নিকাহ), হা. নং: ৪৯৩৮; (আবওয়াবুল মাসাজিদ), হা.নং: ৪৪৩; নাসা'ঈ, *আস-সুনান আল-কুবরা*, (কিতাব: 'ইশরাতুন নিসা'), হা. নং: ৮৯৫১

৮৬. তদুপরি উম্মু সালামাহ (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি তুলনামূলকভাবে দুর্বলও। ইমাম আহমাদ (রাহ.) হাদীসটিকে দুর্বল বলেছেন। তাছাড়া এ হাদীসের রাবী 'নাবহান' প্রসঙ্গে ইবনু 'আবদুল বার্‌র (রাহ.) বলেন: "হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে তিনি সুপরিচিত নন।" অপর দিকে ফাতিমা বিন্‌ত কায়স (রা.)-এর হাদীসটি বিশুদ্ধ। এ কারণে এ হাদীসটি উম্মু সালামাহ (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসের চাইতে দলীল হিসেবে অধিকতর শক্তিশালী ও অগ্রগণ্য। যদি উম্মু সালামাহ (রা.)-এর বর্ণিত হাদীসটি বিশুদ্ধও হয়, ত হলে এ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, এ হাদীসের বিধান নবীপত্নিদের (রা.) জন্য সুনির্দিষ্ট। আর ফাতিমা বিনতে কায়স (রা.)-এর হাদীসের বিধান উম্মাতের সকল মেয়ের জন্য। এভাবে ইমাম আবূ দাউদ ও আহমাদ (রাহ.) প্রমুখ হাদীস দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেছেন। (যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২৩১)

www.pathagar.org

যাতায়াত করে। তুমি ইবনে উম্মু মাকতূমের বাড়িতে থাক। কারণ, সে একজন অন্ধ এবং সেখানে তুমি পর্দা না করেও থাকতে পারবে।"[৮৭]

আসল কথা হল, পুরুষের চোখে নারীকে দেখা এবং নারীর চোখে পুরুষকে দেখার মধ্যে মনস্তত্ত্বের দিক থেকে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। পুরুষের প্রকৃতিতে অগ্রবর্তী হয়ে কাজ করার প্রবণতা আছে। কোন কিছু পছন্দ হলে তা অর্জন করার জন্য পুরুষ চেষ্টানুবর্তী হয়। কিন্তু নারী প্রকৃতিতে আছে বাধাপ্রদান প্রবণতা ও পলায়নপরতা। যে পর্যন্ত তার প্রকৃতি পরিবর্তিত না হয়, সে পর্যন্ত সে এতোখানি দুঃসাহসী হতে পারে না যে, কেউ তার মনঃপুত হলে সে তার দিকে ধাবিত হবে। তাই শারী'আত এ পার্থক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে নারীর জন্যে পুরুষকে দেখার ব্যাপারে ততোখানি কঠোরতা ঘোষণা করেনি, যতোখানি করেছে পুরুষের পক্ষে নারীকে দেখার ব্যাপারে।

তবে এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত যে, নারীদের জন্য পুরুষকে কামভাবে সহকারে দেখা হারাম এবং কামভাব ব্যতীত দেখাও অনুত্তম।[৮৮] তাছাড়া একই সমাবেশে উভয়ের মিলিত হয়ে বসা এবং অপলক নেত্রে দেখাও জায়িয নয়।

পুরুষদের জন্য বেগানা মেয়েদেরকে দেখার বিধান

বেগানা মেয়েদের দিকে দৃষ্টি দান করা জায়িয নেই।[৮৯] কোন পুরুষের জন্যে পর-

---

৮৭. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তালাক), হা. নং: ২২৮৪, ২২৯০

৮৮. হানাফী ও অধিকাংশ শাফি'ঈ মতাবলম্বীর মতে- যদি দৃষ্টি দানের ফলে মেয়েদের মনে কামভাব জাগ্রত হবার সামান্যটুকুন আশঙ্কাও না থাকে, তবেই তাদের জন্য পুরুষদের নাভি থেকে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত (শাফি'ঈগণের মতে- হাঁটু পর্যন্ত) দেহাঙ্গ ছাড়া শরীরের বাকী অংশ প্রয়োজনে দেখতে কোন অসুবিধা নেই। আর যদি দৃষ্টি দানের ফলে কাম-লালসা জাগ্রত হবার সামান্যটুকুন আশঙ্কাও থাকে, তাহলে দৃষ্টিকে সংযত রাখাই হচ্ছে বিধান। তবে বিশেষভাবে যুবতীদের জন্য সর্বাবস্থায় নিজের দৃষ্টিকে সংযত রাখাই হল উত্তম। (ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৩৭১; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ. ৫, পৃ. ২২৭; রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৬, পৃ. ১৯১)
মালিকী ইমামগণের মতে- কামভাব জাগ্রত হবার আশঙ্কা না থাকলে মেয়েদের জন্য পুরুষদের কেবল চেহারা ও প্রান্তবর্তী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই (যেমন- মাথা, হাত ও পা) দেখাই জায়িয। অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ (যেমন- পেট, পিঠ, বক্ষ, কটিদেশ ও পায়ের নলা প্রভৃতি) দেখা জায়িয নয়। (হত্তাব, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৫০১)

৮৯. তবে বয়োবৃদ্ধা মহিলা- যাদের কামভাব নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং শারীরিক কাঠামোও শুষ্ক হয়ে গেছে এ জাতীয় মহিলারা মাহরামদের মতো। অর্থাৎ মাহরাম আত্মীয়া (যেমন- বোন ও ফুফী)-এর যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা একজন পুরুষের জন্য জায়িয রয়েছে, বেগানা বয়োবৃদ্ধা মহিলারও সেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা তার জন্য জায়িয। (ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৬৮) অনুরূপভাবে অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, যারা এখনো সাবালকত্বের নিকটবর্তী হয়নি এবং পুরুষদের দৃষ্টি ও মন আকর্ষণের কোনরূপ উপযোগীও হয়নি- এ

www.pathagar.org

স্ত্রী কিংবা কোন অ-মাহরাম মহিলার দিকে বদ নিয়্যাতে দৃষ্টি দান করা হারাম এবং ইচ্ছাকৃতভাবে বিনা নিয়্যাতে দেখাও মাকরুহ।[৯০] আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾

"মু'মিনদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের দৃষ্টি নত রাখে।"[৯১]

তবে এটা সত্য যে, চোখ খুলে দুনিয়ায় বাস করতে হলে সব কিছুর ওপরেই দৃষ্টি পড়বে। এটা সম্ভব নয় যে, কোন পুরুষ কোন নারীকে এবং কোন নারী কোন পুরুষকে কখনো দেখবে না। এজন্যে শারী'আতের দৃষ্টিতে হঠাৎ কারো ওপর দৃষ্টি পড়লে তা ধর্তব্য হবে না। তাতে কোন ধরনের দোষ বা পাপ হবে না। কারণ, তা মানুষের ইচ্ছার বহির্ভূত। কিন্তু দ্বিতীয়বার তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা জায়িয নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

يَا عَلِيُّ لَا تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ

জাতীয় মেয়েদেরকে দেখা ও স্পর্শ করা দূষণীয় নয়। তাদেরকে কাছে টেনে আদর করতে ও চুমো দিতেও কোন অসুবিধা নেই, যদি কামভাব না থাকে। যদি এরূপ করার কারণে কোনরূপ যৌন উত্তাপ সৃষ্টির আশঙ্কা দেখা দেয়, তাহলে এ ধরনের কিছু করা জায়িয নয়। অধিকাংশ ইমামের মতে- সাত বছরে পৌঁছা পর্যন্ত মেয়ে শিশুদেরকে দেখতে ও স্পর্শ করতে পরপুরুষদের জন্য কোন অসুবিধা নেই। কারণ, সাধারণত ঐ বয়সে তাদের পক্ষ থেকে কোন ধরনের ফিতনার আশঙ্কা থাকে না।

৯০. বেগানা নারীকে দেখা যেমন জায়িয নেই, তেমনি তাদের ছবি দেখাও জায়িয নেই। উল্লেখ্য যে, ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী- বেগানা মহিলাদের সাতর যদি খোলা ও অনাবৃত হয়, তাহলে সে দিকে দৃষ্টি দান করা জায়িয নেই, যদিও এ দৃষ্টি দানের মধ্যে কাম-লালসা বা স্বাদ উপভোগের উদ্দেশ্য না থাকে। তবে সাতর যদি মোটা কাপড় দ্বারা এভাবে আবৃত থাকে, যাতে সাতরের কাঠামো ও অবয়ব বাইরে ফুটে ওঠে না, তাহলে কামভাব বা স্বাদ উপভোগের উদ্দেশ্য না থাকলে দৃষ্টি পড়লে কোন অসুবিধা নেই। চেহারা ও হাতের তালু সাতর কি না - এব্যাপারে যেহেতু ইমামগণের মতে বিরোধ রয়েছে, তাই এগুলোর প্রতি দৃষ্টি দান করা নিয়েও তাঁদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা যায়।
মালিকী ও হানাফী ইমামগণের মতে- কোন ধরনের ফিতনায় পড়ার আশঙ্কা বা খারাপ উদ্দেশ্য না থাকলে এগুলো দেখতে কোন অসুবিধা নেই। যদি কোন ধরনের ফিতনার আশঙ্কা কিংবা খারাপ উদ্দেশ্য থাকে, তাহলে এগুলো দেখা হারাম। তদুপরি যুবক-যুবতীদের জন্য সর্বাবস্থায় উত্তম হল- নিজেদের দৃষ্টিকে সংযত রাখা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে একে অপরের দিকে না তাকানো। (কাসানী, *আল-বাদা'ই*, খ. ৫, পৃ. ১২১-১২২; আল-হত্তাব, *মাওয়াহিবুল জালীল*, খ. ১, পৃ. ৪৯৯-৫০০; মাওয়াক, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল*, খ. ১, পৃ. ৪৯৯)
শাফি'ঈ ও হাম্বলী ইমামগণের মতে- কোন ধরনের ফিতনার আশঙ্কা বা খারাপ উদ্দেশ্য থাকলে এগুলো দেখা তো অবশ্যই হারাম। অধিকন্তু, ফিতনার কোন আশঙ্কা না থাকলেও -তাদের বিশুদ্ধ মতানুসারে শারী'আত সমর্থিত উপযুক্ত কারণ ছাড়া এগুলো দেখা হারাম। (রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৬, পৃ. ১৮৪)

৯১. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর): ৩০

www.pathagar.org

"হে আলী, প্রথমবার দৃষ্টির পর দ্বিতীয়বার আর দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। কেননা, প্রথমবার দৃষ্টিদান তোমার জন্যে বিধেয়; কিন্তু দ্বিতীয়বার দৃষ্টি দান করা তোমার জন্য সঙ্গত নয়।"[৯২]

হযরত জারীর ইবনু আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আকস্মিক ভাবে পতিত দৃষ্টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি আমাকে দৃষ্টি ফিরানোর নির্দেশ দিলেন।"[৯৩] উল্লেখ্য যে, আকস্মিক দৃষ্টি বলতে প্রথম বারের দৃষ্টিকে বুঝানো হবে। তাই কোন বেগানা মেয়ের প্রতি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ার পর দ্বিতীয়বার দৃষ্টিদান করা জায়িয হবে না। কেননা, এটাই হলো ফিতনার উপলক্ষ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) একে চোখের যিনা বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন,

إِنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ حَظَّهُ مِنْ الزِّنَا أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةَ فَزِنَا الْعَيْنِ النَّظَرُ وَزِنَا اللِّسَانِ الْمَنْطِقُ وَ زِنَاهُمَا الْأُذُنَيْنِ الِاسْتِمَاعُ وَ زِنَا الْيَدَيْنِ الْبَطْشُ, وَ زِنَا الرِّجْلَيْنِ الْخُطَا, وَالنَّفْسُ تَمَنَّى وَتَشْتَهِي وَالْفَرْجُ يُصَدِّقُ ذَلِكَ كُلَّهُ وَيُكَذِّبُهُ.

"আদম সন্তানরা যে যতটুকু যিনার অংশ লিপ্ত হবে, আল্লাহ পাক তা লিখে রেখেছেন। তারা কোন না কোন ভাবে এতে লিপ্ত হয়ে থাকে। চোখের যিনা হল দৃষ্টিদান, জিহ্বার যিনা হল এ প্রসঙ্গে কথা বলা, কান দুটির যিনা হল এর আলোচনা শুনা, হাতের যিনা হল পরমেয়েকে ধরা ও পায়ের যিনা হল এতদুদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া। আর নাফস তো এর জন্যে আশা ও কামনাই করে থাকে। লজ্জাস্থান কখনো এটাকে সত্য প্রমাণিত করে আর কখনো মিথ্যা প্রতিপন্ন করে।"[৯৪]

অন্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَنْ نَظَرَ إِلَى مَحَاسِنِ امْرَأَةٍ أَجْنَبِيَّةٍ عَنْ شَهْوَةٍ صُبَّ فِي عَيْنَيْهِ الْآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

---

৯২. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হা. নং: ২৭৭৭; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুন নিকাহ), হা. নং: ২১৪৯; আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ২২৪৮২

৯৩. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হা. নং: ৫৬০৯; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হা. নং: ২৭৭৬

৯৪. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (ইস্তি'যান), হা. নং: ৫৮৮৯; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কাদ্‌র), হা. নং: ৬৬৯৫, ৬৬৯৬; আবু দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (নিকাহ), হা. নং: ২১৫২

www.pathagar.org

"যে ব্যক্তি অপর কোন নারীর সৌন্দর্যাবলির প্রতি যৌন লোলুপ দৃষ্টিতে তাকাবে, কিয়ামাতের দিন তার চোখে তপ্ত গলিত লোহা ঢেলে দেয়া হবে।"[৯৫]

পরমেয়েকে ইচ্ছাকৃতভাবে দেখা যেমন জায়িয নেই, তেমনি তার ছবি দেখাও জায়িয নেই। তদ্রূপ আয়নার ভেতরও কোন মেয়েকে দেখা জায়িয হবে না। বর্তমানে কোন কোন ছবি এতোই আকর্ষণীয় ও কামোদ্দীপক করে তোলা হয় যে, তা আসলের চাইতে আরো অধিক ফিতনা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এমন অনেক অশ্লীল ছবিও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় হরহামেশা প্রকাশ পায়, যা দেখে রীতিমত যুবক ছেলেদের কাম-লালসা উদগ্র হয়ে ওঠে। এসব ছবি দেখা হারাম।

গৃহপরিচারিকা যদি বয়োজ্যেষ্ঠা কিংবা মধ্যবয়স্কা হয়, তাহলে প্রয়োজনে তার চেহারা ও হাতের কব্জি দুটি দেখতে কোন দোষ নেই, যদি এতে কোনরূপ খারাপ ইচ্ছা জাগ্রত হবার আশঙ্কা না থাকে। যদি যুবতী হয়, তাহলে বিপদের আশঙ্কার কারণে তার দিকে তাকানো জায়িয নেই।[৯৬]

উল্লেখ্য যে, ফিতনার কিংবা কামভাব জাগ্রত হবার আশঙ্কা থাকলে শ্মশ্রুবিহীন সুশ্রী তরুণের প্রতিও ইচ্ছাকৃতভাবে তাকানো জায়িয নেই। তবে এ আশঙ্কা না থাকলে তাদেরকে দেখতে কোন অসুবিধা নেই।[৯৭]

যে অবস্থাসমূহে পুরুষদের জন্য নারীদেরকে দেখা ও স্পর্শ করা জায়িয

কোন কোন সময় পুরুষরা এমন অনেক অবস্থারও সম্মুখীন হয়ে থাকে, যেখানে পর নারীকে দেখা আবশ্যক হয়ে পড়ে। যেমন, কোন নারী কোন পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসাধীন আছে কিংবা কোন নারী কোন মুকাদ্দমায় বিচারকের সামনে সাক্ষী অথবা বাদী-বিবাদী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে, কিংবা কোন নারীর গায়ে আগুন লেগেছে কিংবা কোন নারী পানিতে ডুবে যাচ্ছে কিংবা কোন নারীর সতীত্ব ও

---

৯৫. ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ২২, পৃ. ১৮৪
হাফিয ইবনু হাজার আল-'আসকালানী (রাহ.) বলেন, এ হাদীসটি আমি কোথাও পাইনি। (ইবনু হাজার, *আদ-দিরায়াহ*, খ. ২, পৃ. ২২৫) দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরও আমি এটি হাদীসের কোন গ্রন্থে খুঁজে পাইনি।

৯৬. তাহমায, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ৩৭৯

৯৭. এটা হানাফীগণের অভিমত। (ইবনু 'আবিদীন, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ৪০৫)
শাফি'ঈগণের বিশুদ্ধতর মতানুযায়ী- কামভাব ছাড়াও, এমনকি ফিতনার আশঙ্কা না থাকলেও তাদেরকে দেখা হারাম। কেননা, তারাও মেয়েদের মতোই ফিতনার উপলক্ষ। (রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৬, পৃ. ১৮৮-৯; শারবীনী, *মুগনিউল মুহতাজ*, খ. ৩, পৃ. ১৩১) ইবনু হাজার 'আসকালানী (রাহ.)-এর মতে- তাদের সাথে মুসাফাহা করাও জায়িয নয়। (ইবনু হাজার 'আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, খ. ১১, পৃ. ৫৫)

www.pathagar.org

সম্ভ্রম বিপন্ন হচ্ছে- এমতাবস্থায় শুধু তার মুখমণ্ডল নয়, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে জরুরত মাফিক শরীরের অপর যে কোন অংশের ওপরও নজর দেয়া যাবে, তার শরীরও স্পর্শ করা যাবে। উপরন্তু, আগুনে পুড়ছে বা পানিতে ডুবে যাচ্ছে এমন নারীকে কোলে তুলে নিয়ে আসা কেবল জায়িযই নয়, ফরয হয়ে পড়ে। এরূপ অবস্থায় শরী'আতের নির্দেশ হল, যথাসম্ভব নিয়ত পবিত্র রাখতে হবে। কিন্তু মানবসুলভ চাহিদার যদি কণামাত্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, তাতেও কোন অপরাধ হবে না। কারণ, এরূপ দৃষ্টি এবং স্পর্শ জরুরী প্রয়োজনের তাকিদেই করা হয়েছে।[৯৮]

বিয়ের উদ্দেশ্যে ছেলে-মেয়ে একে অপরকে দেখা

বিয়ের উদ্দেশ্যে অপরিচিতা বেগানা নারীকে দেখা, তথা ভালোভাবে দেখা শুধু জায়িযই নয়; বরং বিভিন্ন হাদীসে এর নির্দেশও রয়েছে।[৯৯] অধিকাংশ ইমামের দৃষ্টিতে- এ নির্দেশ পালন করা মুস্তাহাব।[১০০] হযরত মুগীরা ইবনু শু'বা থেকে বর্ণিত, একবার তিনি এক নারীকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে বললেন,

انْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا

"তাকে দেখে নাও। কারণ, এটা তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও ঐক্য সৃষ্টি করতে অধিকতর উপযোগী হবে।"[১০১]

হযরত জাবির ইবনু 'আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَإِنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَا يَدْعُوهُ إِلَى نِكَاحِهَا فَلْيَفْعَلْ

"যদি তোমাদের কেউ কোন নারীকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়, তাহলে তাকে

---

৯৮. মাওদুদী, *তাফহীমুল কুর'আন*, খ. ৯, পৃ. ১৪১; থানবী, *ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দার হুকুম*, পৃ. ৪৩-৪৪

৯৯. তবে তার চেহারা, কব্জি বা শরীরের অন্য কোন অঙ্গ স্পর্শ করা জায়িয নয়, যদিও এতে কোনরূপ কামভাব সৃষ্টির আশঙ্কা না থাকে। কেননা, দৃষ্টি দানের চাইতে শরীর স্পর্শ করার ব্যাপারটি জঘন্যতর। তাই একান্ত প্রয়োজন ছাড়া কোন বেগানা মহিলার শরীর স্পর্শ করা জায়িয নেই।

১০০. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২১৬

১০১. তিরমিযী, (কিতাবুন নিকাহ), হা. নং: ১০৮৭

www.pathagar.org

যথাসম্ভব দেখে নেয়া উচিত যে, তার মধ্যে এমন কিছু আছে কিনা যা উক্ত পুরুষকে বিয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করে।"[১০২]

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একসময় জনৈক সাহাবী রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে এসে বললেন: আমি একজন আনসারী নারীকে বিয়ে করার মনস্থ করেছি। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: 'তুমি কি তাকে দেখেছ?' সে ব্যক্তি বলল: 'না'। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا

"গিয়ে তুমি তাকে দেখে নাও। কারণ সাধারণত আনসারদের চোখে কিছু না কিছু দোষ থাকে।"[১০৩]

এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার উদ্দেশ্যে বেগানা নারীকে দেখে নেওয়া উত্তম। তবে এ দেখা জায়িয হবার জন্য কয়েকটি শর্ত রয়েছে:

১. প্রস্তাবদানকারীর অন্তরে এ মর্মে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হতে হবে যে, প্রস্তাবিতা নারী কিংবা তার অভিভাবকরা তার এ প্রস্তাবে সম্মতি দান করবে। তা হলেই বিয়ের উদ্দেশ্যে বেগানা মেয়েকে দেখা জায়িয হবে। যদি পূর্ব থেকে অন্তরে এ ধারণা প্রবল হয়ে থাকে যে, মেয়ে বা তার অভিবভাবকরা তার এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে, তা হলে বিয়ের উদ্দেশ্য থাকলেও বেগানা মেয়েকে দেখা জায়িয নয়।[১০৪]

২. এ দৃষ্টির পেছনে উদ্দেশ্য হতে হবে পবিত্র ও শারী'আতের নির্দেশ পালন। কামভাব নিয়ে তাকানো উচিত নয়। তবে দৃষ্টি দানের ফলে অনিচ্ছাকৃতভাবে কামভাব চলে আসলে এবং কিছুটা স্বাদ উপভোগ করলেও তা দূষণীয় নয়। কারণ, এক্ষেত্রে উদ্দেশ্যটাই বিবেচ্য; কামভাব বা স্বাদ উপভোগটা গৌণ বিষয়, যা ধর্তব্য হবে না।[১০৫]

---

১০২. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুন নিকাহ), হা. নং: ২০৮২
১০৩. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবনু নিকাহ), হা. নং:২৫৫২
১০৪. বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা'*, খ. ৩, পৃ. ৫; রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৬, পৃ. ১৮২
১০৫. কাসানী, *বাদা'ই*, খ. ৫, পৃ. ১২২; *শারবীনী, মুগনিউল মুহতাজ*, খ. ৩, পৃ. ১২৮; রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৬, পৃ. ১৮৩
তবে হাম্বলী ও মালিকীগণের মতে- কামভাব জাগ্রত হবার আশঙ্কা থাকলে কিংবা দৃষ্টি দান থেকে স্বাদ উপভোগ করার উদ্দেশ্য হলে দেখা জায়িয নয়।

www.pathagar.org

৩. অধিকাংশ হানাফী, শাফি'ঈ ও মালিকী ইমামের মতে- বিয়ের উদ্দেশ্যে বেগানা নারীর কেবল চেহারা ও হাতের তালুগুলোই দেখা জায়িয। কারণ, এগুলোর সাহায্যে নারীর রূপ-লাবণ্য ও শারীরিক কাঠামোর পরিচয় লাভ করা যায়। হাম্বলীগণের মতে- মেয়ের শরীরের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাধারণত খোলা থাকে (যেমন- চেহারা, ঘাড়, হাত ও পা প্রভৃতি), সেগুলো দেখতে কোন অসুবিধা নেই।[১০৬] তবে আমি মনে করি, মেয়ের শরীরের যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাধারণত খোলা থাকে সেগুলোসহ কাপড়ের বাইরে ফুটে ওঠা শারীরিক কাঠামো ও অবয়ব দেখতে কোন অসুবিধা হবার কথা নয়। কারণ, ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিয়ের প্রস্তাবদানকারীকে বিয়েতে উদ্বুদ্ধকারী নারীর সৌন্দর্যের যথা সম্ভব সকল কিছু দেখে নেয়ার কথা বলেছেন।

৪. কারো কারো মতে, বিয়ের উদ্দেশ্যে বেগানা মেয়েকে দেখা জায়িয হবার জন্য আগেভাগে নারী কিংবা তার অভিভাবককে অবহিত করা দরকার। তাদেরকে না জানিয়ে গোপনে দেখা মাকরূহ।[১০৭] কিন্তু অধিকাংশ ইমামের মত হল- মেয়ের কিংবা তার অভিভাবকের অনুমতি কিংবা সন্তুষ্টি ছাড়া, এমনকি তাদের অগোচরে কিংবা অজ্ঞাতসারেও দেখা জায়িয। কেননা, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কনে কিংবা অভিভাবক থেকে অনুমতি গ্রহণের শর্ত জুড়িয়ে দেয়া ছাড়াই মেয়ে দেখে নেয়ার সাধারণ অনুমতি দান করেছেন। অধিকন্তু, এ প্রসঙ্গে এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন: وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ -"যদিও সে (অর্থাৎ মেয়ে) জানতে না পারে।"[১০৮] ইতঃপূর্বে উল্লেখিত হযরত জাবির (রা.)-এর হাদীসেও রয়েছে যে, তিনি বলেন:

"তাই আমি সংগোপনে তার সৌন্দর্যাবলি দেখার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। অবশেষে আমি তার মধ্যে এমন কিছু প্রত্যক্ষ করলাম, যার ফলে আমি তাকে বিয়ে করতে অনুপ্রাণিত হলাম। ফলে আমি তাকে বিয়ে করলাম।"

এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, বিয়ের উদ্দেশ্যে কনে দেখার জন্য পূর্বে অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন নেই। আবার অনেকেই একেবারে না জানিয়ে

---

১০৬. সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ১০, পৃ. ১৫৫; কাসানী, *বাদা'ই*, খ. ৫, পৃ. ১২২; শারবীনী, *মুগনিউল মুহতাজ*, খ. ৩, পৃ. ১২৮; রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৬, পৃ. ১৮৩

১০৭. এটা অধিকাংশ মালিকী ইমামের অভিমত। (হত্তাব, *মাওয়াহিবুল জালীল*, খ. ৩, পৃ. ৪০৫)

১০৮. আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ২৩০৯১

www.pathagar.org

গোপনে মেয়েকে দেখে নেয়াকে উত্তমও বলেছেন। কারণ, মেয়ে জানতে পারলে অনেক সময় সে এ ধরনের কৃত্রিম সাজসজ্জাও করতে পারে, যা দেখে পুরুষ প্রতারিত হবার আশঙ্কা রয়েছে।[১০৯] তদুপরি আবার অনেকেই এভাবে অনুমতি গ্রহণ করতে সংকোচ বোধও করতে পারে। তা ছাড়া জানাজানি করে দেখাদেখির পর বিয়ে না হলে অনেকেই মনে কষ্ট পেয়ে থাকে এবং সামাজিকভাবে অপমান বোধ করে থাকে।

উল্লেখ্য যে, বিয়ের নিয়্যাত করার পরে এবং প্রস্তাব দেয়ার আগে মেয়ে দেখা মুস্তাহাব। কারণ, বিয়ের নিয়্যাত করার আগে তো মেয়ে দেখারও তো প্রয়োজন নেই। আর বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার পরেই যদি মেয়ে দেখা হয়, তাহলে হতে পারে, তার সে প্রস্তাব মেয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যাখ্যান করা হবে কিংবা দেখার পরে ছেলে নিজেও তাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এ অবস্থায় দেখাদেখি হয়ে গেলে তা উভয় পক্ষের জন্য অসম্মান জনক হয়ে দাঁড়ায়। উপর্যুক্ত হাদীসগুলোতে 'যখন প্রস্তাব দেবে' -কথাটির অর্থ 'প্রস্তাব দেয়ার পরে' নয়; বরং এর মূল উদ্দেশ্য হল: 'যখন প্রস্তাব দেয়ার সিদ্ধান্ত নেবে'। অন্য একটি হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

إِذَا أَلْقَى اللهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا.

"আল্লাহ তা'আলা যখন কারো অন্তরে কোন মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব দেয়ার ইচ্ছা সঞ্চার করবে, তার পক্ষে তাকে দেখে নেয়া দূষণীয় নয়।"[১১০]

বিয়ের উদ্দেশ্যে কোন মেয়েকে প্রয়োজন হলে একাধিকবার দেখলেও অসুবিধা নেই। কারণ, প্রথমবার দেখে নারীর সৌন্দর্যাবলি সম্পর্কে পুরো ধারণা লাভ করা সম্ভব নাও হতে পারে। তাই তার সৌন্দর্য ও গুণাবলি সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করার প্রয়োজনে বারবার দেখা যেতে পারে। তবে তিন বারের বেশি দেখা উচিত নয়।[১১১]

বিয়ের উদ্দেশ্যে যেমন ছেলের জন্য অপরিচিতা মেয়েকে দেখা জায়িয, তেমনি বিয়ে করতে ইচ্ছুক ছেলেকে দেখা মেয়ের জন্যও জায়িয। কারণ, ছেলের যেমন পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে, তেমনি মেয়েরও পছন্দ-অপছন্দের ব্যাপার আছে। হযরত 'উমার (রা.) বলেন:

---

১০৯. রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৬. পৃ. ১৮৩; নববী, *আল-মাজমূ'*, খ. ১৫, পৃ. ২৯৪; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ৬, পৃ. ৫৫৩

১১০. ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুন নিকাহ), হা. নং: ১৮৬৪

১১১. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ২২৩

www.pathagar.org

وَلا تُزَوِّجُوا بناتِكُم مِن الرجلِ الدميمِ ؛ فإنَّهُنَّ يُعْجِبُهُنَّ مِنْهم ما يُعْجِبُكُم مِنْهُنَّ.

"তোমরা তোমাদের মেয়েদেরকে কুৎসিত লোকের কাছে বিয়ে দিও না। কারণ, তাদের যে সব বিষয় তোমাদেরকে মুগ্ধ করে, তোমাদেরও সে সব বিষয় তাদেরকে মুগ্ধ করে।"[১১২]

এ উদ্দেশ্যে ছেলের নাভি থেকে হাঁটু পর্যন্ত দেহাঙ্গ ছাড়া শরীরের বাকী অংশ দেখতে মেয়ের জন্য কোন অসুবিধা নেই।

স্বামীর আত্মীয়-স্বজনের সাথে একত্রে উপবেশন

পরিপূর্ণ পর্দা রক্ষা করে অর্থাৎ চেহারা, চুল ও পুরো শরীর ঢেকে প্রয়োজনে স্বামীর নিকটাত্মীয় (যেমন স্বামীর বড় ও ছোট সহোদর কিংবা চাচাতো, খালাতো বা মামাতো ভাই)দের সাথে বসা মহিলাগণের জন্য জায়িয, যদি বসার মধ্যে কোন ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি বা খারাপ অভিযোগের আশঙ্কা না থাকে। আর যে বসার মধ্যে কোন ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি বা অনাকাঙ্খিত ইচ্ছা জাগ্রত হবার সামান্য অবকাশও থাকবে, তাহলে তাদের সাথে একত্রে বসা জায়িয হবে না। এ কারণেই একসাথে বসে রসালাপ করা ও গান ইত্যাদি শুনা জায়িয হবে না। অনুরূপভাবে তাদের কারো সাথে একান্তে বসে সময় কাটানোও জায়িয হবে না। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে স্বামী কিংবা অন্য কোন পুরুষ মাহরামকে সাথে নিয়ে বসতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ .

"কোন পুরুষ যেন অন্য কোন মহিলার সাথে একান্তে সময় না কাটায়। তবে মহিলার সাথে তার কোন মাহরাম থাকলে ভিন্ন কথা।"[১১৩]

পুরুষের সাথে একই কর্মস্থলে চাকুরী করা

নারীরা ঘরের বাইরে সমাজ ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়িত্ব ও কাজ আঞ্জাম দিতে পারে। তবে তা হতে হবে তাদের স্বভাব-প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং সম্পূর্ণ পর্দার ভেতরে থেকে অথবা নারীদের মাঝে। যেমন মহিলা স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে

---

১১২. নাবাবী, *তাহযীবুল আসমা' ওয়াল লুগাত*, খ. ১, পৃ. ১১০৬; ইবনু খাল্লিকান, *ওয়াফায়াতুল আ'ইয়ান*, খ. ৬, পৃ. ৩১২

১১৩. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল জিহাদ), হা. নং: ২৮৪৪; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল হজ্জ), হা. নং: ৩২৫৯

www.pathagar.org

শিক্ষকতা, চিকিৎসা, গবেষণা কর্ম, নারীদের জন্যে প্রতিষ্ঠিত গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি- এমন পৃথক কারখানা যেখানে কায়িক পরিশ্রম কম।

মোট কথা, নারীদের দৈহিক ও মানসিক যোগ্যতার কথা সামনে রেখেই তাদের জন্য পৃথক কর্মক্ষেত্র গড়ে তোলা প্রয়োজন। পৃথক পৃথক কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান গড়ে না ওঠা পর্যন্ত তাদের উপযোগী কাজ সৃষ্টি করে একই কারখানায় ও প্রতিষ্ঠানে আলাদা আলাদা সেকশন করা যেতে পারে।

নারী-পুরুষ পাশাপাশি থেকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে হাতে হাত ধরে কাজ করা ইসলামে কোনভাবেই সিদ্ধ নয়। এটা জঘন্য গুনাহ। এ অবস্থায় নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করে নিজেদের পারিবারিক জীবনের স্থিতি রক্ষা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হতে পারে না। যে সমাজে এ ধরনের রীতি প্রচলিত রয়েছে, সেখানে কেবল নৈতিক বিপর্যয়ই পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠেনি, সুষ্ঠুভাবে গঠিত এবং সম্প্রীতি ও বাৎসল্যপূর্ণ পারিবারিক জীবনও একে একে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। টিভি স্টেশনের পরিবেশে তাদের অনেককেই নিজ নিজ স্ত্রী-স্বামী ও নিষ্পাপ শিশু সন্তানের কথা ভুলে গিয়ে নতুনভাবে মধুযামিনী যাপনে উদ্যোগী হতে দেখা গেছে। একই অফিসের দুই-ক্লার্ক-নারী-পুরুষ, পরস্পরের কাছে মজে গিয়ে নিজ নিজ পারিবারিক পবিত্র জীবনের কথা বিস্মৃত হয়েছে। এ ধরনের ঘটনার সংখ্যা এত বেশি, যা নির্ধারণ করে সংকলিত করা সম্ভব নয়। তাই পবিত্র ও সুষ্ঠু পারিবারিক জীবনের পক্ষে ঘরের বাইরে ভিন্ পুরুষের সাথে অবাধ মেলামেশার সুযোগ যে অত্যন্ত মারাত্মক তা আজকের কারো অজানা নয়।

সহশিক্ষার বিধান

শিক্ষা অর্জন করা পুরুষের ওপর যেমন ফরয, তেমনি নারীর ওপরও ফরয। নারীদের উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে ইসলামে কোন বাধা নেই; বরঞ্চ উৎসাহিত করে। তবে যে শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামের পর্দার বিধান লঙ্ঘন হয়, সেই শিক্ষাব্যবস্থাকে ইসলাম সমর্থন করে না। নারী-পুরুষ আলাদা অবস্থানে থেকে পর্দা রক্ষা করে শিক্ষা অর্জন করবে- এটাই ইসলামের চিরন্তন বিধান। এ কারণে নারীদের জন্য পৃথক স্কুল, পৃথক কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় থাকতে হবে। এগুলো প্রতিষ্ঠার যাবতীয় উদ্যোগ নিতে হবে। তবে যতদিন পৃথক প্রতিষ্ঠান না হবে, ততদিন পর্দা মেনেই আলাদা আলাদা সেকশনে এগুলো চালানো যেতে পারে।

বর্তমানে বিদেশী সভ্যতা (!) ও অপসংস্কৃতির প্রভাবে আমাদের দেশে স্কুল-কলেজে পর্দাবিহীন সহশিক্ষা অর্থাৎ বালক-বালিকা ও নারী-পুরুষের এক সাথে বসে ও মিশে লেখাপড়া চালু হয়ে পড়েছে। একদল বিদেশী অনুকরণপ্রিয় লোক

www.pathagar.org

এ ধরনের সহশিক্ষা পছন্দ ও চালু করেছে। এটি অত্যন্ত জঘন্য প্রথা। এ সহশিক্ষার সুবাদে ছাত্রছাত্রীরা অবাধে বেপর্দা চলাফেরা করে: একসাথে বসে, একসাথে পড়ে, একসাথে খেলাধুলা করে, একসাথে আড্ডা দেয়, একসাথে গান গায়, একসাথে নাচে, একসাথে ঘুরে ..। এর ফলে একদিকে তাদের আত্মিক ও নৈতিক উৎকর্ষ ব্যাহত হচ্ছে, অপরদিকে তাদের অনেকেই অতি অল্প বয়সেই ইভটিজিং, অবৈধ যৌনাচার, ধর্ষণ, ও হত্যা প্রভৃতি জঘন্য পাপকর্ম ও অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে।

একান্তে নারী ও পুরুষের সাক্ষাত

স্বামী ছাড়া নির্জনে একজন নারী ও পুরুষের সাক্ষাত করা জায়িয নেই। কেননা, এমতাবস্থায় যে কোন সময় বিপদ ঘটার আশংকা থাকে। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন পরপুরুষের সাথে কোন মহিলার একান্তে অবস্থান করা থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ ... بِامْرَأَةٍ -"কোন পুরুষ যেন কোন অবস্থাতেই কোন মহিলার সাথে একান্তে সময় না কাটায়। ..."[১১৪] অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

أَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ إِلَّا كَانَ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ.

"সাবধান! কোন পুরুষ যেন কোন অবস্থাতেই কোন মহিলার সাথে নিভৃতে বসে সময় না কাটায়। কেননা, যে কোন নিরালা জায়গায় একজন পুরুষ ও একজন মহিলা একত্রিত হলে সেখানে তৃতীয় জন হয় শয়তান।"[১১৫]

উল্লেখ্য যে, নারী-পুরুষের মাঝখানে যদি কোন প্রতিবন্ধকতা থাকে, তাহলে নারী-পুরুষের এক সাথে অবস্থান করাকে নির্জনে মিলন হিসেবে গণ্য করা হবে না। যেমন একই বাড়ির এক কক্ষে যদি কোন পুরুষ থাকে এবং অন্য কক্ষে কোন মহিলা থাকে, আর প্রত্যেক কক্ষ বন্ধ করার ব্যবস্থা যদি আলাদা আলাদা হয়, এমতাবস্থায় বাড়ির বাইরের দরজা একটি হলেও নারী-পুরুষের একই বাড়িতে অবস্থানকে নিভৃতে মিলন হিসেবে পরিগণিত করা হবে না, যতক্ষণ না তারা একই কক্ষে মিলিত হবে।[১১৬]

---

১১৪. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল জিহাদ), হা. নং:২৭৮৪; আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ১৮৩৩

১১৫. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল রিদা'), হা. নং:১০৯১, (কিতাবুল ফিতান), হা. নং: ২০৯১; আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, ১০৯, ১৭৩

১১৬. তবে কারো কারো মতে- এটাও নির্জনে মিলন হিসেবে গণ্য হবে।

www.pathagar.org

মনে রাখতে হবে যে, নারী-পুরুষের একান্ত সাক্ষাত বলতে কেবল লোকচক্ষুর অন্তরালে কোন নির্জন স্থানে নারী-পুরুষের নিভৃতে সাক্ষাতকে বুঝাবে না; বরং যে কোন স্থানে নারী-পুরুষ মিলে গোপনে পরস্পর যে আলাপ করে থাকে, তাকেই একান্ত সাক্ষাত বলা হবে, যদিও তা জনসমক্ষে হোক কিংবা খোলা আকাশের নিচে হোক বা গাড়িতে হোক কিংবা ঘরের ছাদের ওপরে হোক।[১১৭] অধিকন্তু, নিভৃতে মিলনেচ্ছু নারী-পুরুষের সাথে যদি অন্য কোন পরপুরুষও থাকে, তথাপি তা নির্জনে মিলন হিসেবে গণ্য হবে। যদি তাদের সাথে কোন মাহরাম পুরুষ বা কিংবা কোন বিশ্বস্তা শক্তিশালী বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলা থাকে, তবেই তাদের মিলনকে নির্জনে মিলন হিসেবে গণ্য করা হবে না।[১১৮]

মহিলাদের পারস্পরিক সালাম বিনিময় ও মুসাফাহা করা

মহিলাদের মধ্যেও সালাম বিনিময় এবং মুসাফাহা করা সুন্নাত।[১১৯] মহিলাদের মধ্যে এ সুন্নাত জারি করা উচিত। মহিলাদের অনেকেই সালামের পরিবর্তে 'আদাব' বলে এবং মুসাফাহার পরিবর্তে কদমবুছি করে। এটা না করে সালাম করা ও হাতে হাত মিলিয়ে মুসাফাহা করা উচিত।[১২০]

মাহরামদের সাথে সালাম বিনিময় ও মুসাফাহা করা

মাহরাম পুরুষ যেমন বাপ, চাচা, মামা, ফুফু, ভাইপো ও বোন পো প্রমুখের সাথে মহিলাদের চেহারা খোলা রেখে সালাম বিনিময় করা ও পরস্পর মুসাফাহা করা জায়িয।[১২১]

মেয়ের জামাতার সাথে মুসাফাহা করা

মেয়ের জামাতা মাহরাম। জামাতার জন্য শ্বাশুড়ি নিজের মায়ের মতোই। ছেলের জন্য নিজের মায়ের যেসব সৌন্দর্য ও দেহাঙ্গ দেখা জায়িয রয়েছে, তেমনি জামাতার জন্যও শ্বাশুড়ির সেসব সৌন্দর্য ও দেহাঙ্গ দেখা জায়িয রয়েছে।

সাক্ষাতের সময় শ্বাশুড়ি জামাতার সাথে মুসাফাহা করতে কোন দোষ নেই। তবে

---

১১৭. *ফাতাওয়া*, রিয়াদঃ আল-লাজনাতুত্ দা'ইমা লিল বুহূছিল 'ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা', ১৪২২ হি., খ. ১৭, পৃ. ৫৭

১১৮. তাহমায, *প্রাগুক্ত*,, খ. ৫, পৃ. ৩৭৮

১১৯. শারবীনী, *মুগনিউল মুহতাজ*, খ. ৩, পৃ. ১৩৫

১২০. থানবী, *বেহেশতী জেওর*, খ. ৩, পৃ. ২৯০

১২১. ইমাম আহমাদ (রাহ.)-এর মতে- মাহরাম পুরুষদের সাথে মহিলাদের মুসাফাহা করা মাকরূহ। তবে বাপের সাথে মুসাফাহা করতে কোন দোষ নেই। (বাহুতী, *কাশশাফুল কিনা'*, খ. ৩, পৃ. ৯)

www.pathagar.org

মুসাফাহা করার বেলায় যদি শ্বাশুড়ী জামাতার পক্ষ থেকে কোন ধরনের অযাচিত লালসা সৃষ্টি বা ব্যবহারের আশঙ্কা করে, তাহলে সে মুসাফাহা করা থেকে বিরত থাকবে।

পরপুরুষের সাথে আলাপ ও সালামের জবাব দান করা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইমামগণের মতানুযায়ী নারীদের উচ্চ ও সুরেলা কণ্ঠস্বর পরপুরুষদের জন্য সাতর। আবার কারো কারো মতে, নারীকণ্ঠ মাত্রই পরপুরুষদের জন্য সাতর। এ কারণেই সাধারণত নারীদের জন্য পরপুরুষের সাথে বাক্যালাপ করা জায়িয নেই। তবে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিপদের আশঙ্কা না থাকলে প্রয়োজন মতো পর্দাবৃত অবস্থায় বাক্যালাপ করা যাবে।[১২২] তদ্রূপ বিপদের আশঙ্কা না থাকলে পর্দাবৃত অবস্থায় পরপুরুষের, বিশেষ করে আত্মীয় স্বজনের সালামের জবাব দিতেও কোন অসুবিধা নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারীদেরকে তাদের স্বামীদের অনুমতি ছাড়া বাক্যালাপ করতে বিশেষভাবে বারণ করেছেন। উল্লেখ্য যে, বাক্যালাপের সময় কৃত্রিমভাবে নারীকণ্ঠের স্বভাব সুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে, যাতে শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার না করে। তদুপরি একান্তে নির্জনে বসে আলাপ করা, গল্পগুজব ও হাসি-তামাসা করা যাবে না।

পরপুরুষকে সালাম করা এবং পরস্পর মুসাফাহা করা

মহিলাদের জন্য পরপুরুষকে শুরুতে সালাম করা আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয়, চাই পর্দার অন্তরাল থেকে হোক কিংবা পর্দার ভেতর থেকে- জায়িয নয়।[১২৩] তবে পরপুরুষ যদি বয়োবৃদ্ধ হয়, তবে সালাম করতে কোন অসুবিধা নেই। অনুরূপভাবে যেসব প্রয়োজনে যে বেগানা পুরুষের সাথে কথা বলা জায়িয, তাকে সালাম করাও জায়িয।

কোন পরপুরুষের সাথে কোন নারীর মুসাফাহা করা জায়িয নেই, যদিও এতে মনে কোনরূপ খারাপ বাসনা বা কামভাব জাগ্রত হবার আশঙ্কা না থাকে।[১২৪] এটা

---

১২২. যেমন অনেক মহিলা সাহাবীকে দেখা যায়, তাঁরা নিজেরা হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং তাঁদের থেকে অনেক পুরুষ হাদীস শুনেছেন। তা ছাড়া অনেক মহিলা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে এসে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় বিষয়ে তাঁর সাথে বাক্যালাপ করেছেন।

১২৩. এটাই হানাফীগণের অভিমত। তবে হাফির ইবনু হাজার 'আসকালানী (রাহ.) ও আরো কতিপয় 'আলিমের মতে- যদি ফিতনার কোনরূপ আশঙ্কা না থাকে, তাহলে নারী-পুরুষ পরস্পর একে অপরকে সালাম করতে কোন দোষ নেই। (ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ. ১১, পৃ. ৩৩-৩৪)

১২৪. তবে বয়োবৃদ্ধা মহিলার সাথে মুসাফাহা করার ব্যাপারে কেউ কেউ ভিন্ন মতও পোষণ

www.pathagar.org

জঘন্য গুনাহ। বর্তমানে অনেককেই এ ব্যাপারে শৈথিল্য প্রদর্শন করতে দেখা যায়। বর্তমানে অনেক নারী-পুরুষ পরস্পর একে অপরকে সালাম দেয়, এমনকি পরস্পর মুসাফাহাও করে। মাঝে মধ্যে কেউ কেউ আবার মুসাফাহার মধ্যে একে অপরের হাতে টিপুনিও কাটে। এভাবে তারা কিছু স্বাদ বা আনন্দ পেতে চায়। এটি একটি জঘন্য প্রথা। ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে, সাধারণত বেগানা নারী-পুরুষের জন্য একে অপরের দেহ স্পর্শ করা জায়িয নয়। তা থেকে জানা যায়, বেগানা নারী-পুরুষদের পরস্পর মুসাফাহা করা হারাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কখনো কোন মহিলার সাথে মুসাফাহা করেননি। হযরত উমাইমা বিনত রুকায়কা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন : . إِنِّيْ لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ -

---

করেছেন। হানাফী ইমামগণের মধ্যে ইমাম সারাখসী, কাসানী ও মারগীনানী (রাহ.) প্রমুখের মতে- এ ধরনের মহিলাদের পক্ষ থেকে যেহেতু কোন ধরনের ফিতনার আশঙ্কা নেই, তাই তাদের হাত স্পর্শ করতে এবং তাদের সাথে মুসাফাহা করতে কোন অসুবিধা নেই। চাই মুসাফাহাকারী দু জনেই বয়োবৃদ্ধ হোক কিংবা একজন বয়োবৃদ্ধ, অপরজন কম বয়সী। বর্ণিত রয়েছে, "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাই'আত করার সময় বয়োবৃদ্ধা মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করতেন। তবে যুবতীদের সাথে মুসাফাহা করতেন না।" হযরত 'আয়িশা (রা.) এ রিওয়ায়াতটি অস্বীকার করে বলেন, "যে বলল, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন মহিলার হাত স্পর্শ করেছেন, তাহলে সে তাঁর প্রতি একটি ডাহা মিথ্যা আরোপ করল।" হযরত আবূ বাকর (রা.) সম্পর্কেও বর্ণিত রয়েছে, তিনি তাঁর খিলাফাতকালে কখনো কখনো তাঁর দুগ্ধদানের সম্পর্কিত বিভিন্ন গোত্রে গিয়ে বয়োবৃদ্ধা মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করতেন। তদুপরি হযরত আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়র (রা.) যখন মক্কায় অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, তখন তিনি এক বৃদ্ধা মহিলাকে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে তাঁর সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। সে তাঁর পদযুগল দাবিয়ে দিত এবং মাথার উঁকুন দেখত। এসব বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, বৃদ্ধা মহিলাদেরকে স্পর্শ করা ও তাদের সাথে মুসাফাহা করা জায়িয। (সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ১০, পৃ. ১৫৫; কাসানী, *প্রাগুক্ত*, খ. ৫, পৃ. ১২৩)

তবে মালিকী, শাফি'ঈ ও হাম্বলীগণের মতে, বেগানা মহিলা- যুবতী হোক কিংবা বয়োবৃদ্ধা- তাদেরকে স্পর্শ করা হারাম। এমনকি কামভাব ছাড়া হলেও স্পর্শ করা জায়িয নয়। (দারদীর, *আশ-শারহুল কাবীর*, খ. ১, পৃ. ২১৪-৫; রামালী, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, খ. ৩, পৃ. ১৮৮)

আমি এ বিষয়ে হানাফীগণের তুলনায় অন্যান্য ইমামের মতকে অগ্রগণ্য মনে করি। বিভিন্ন বিশুদ্ধ হাদীস থেকে জানা যায় যে, যেখানে পুরুষের বাই'আতের ক্ষেত্রে সুন্নাত হল, মুসাফাহার মাধ্যমে বাই'আত করা, সেক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদের বাই'আতের সময় কখনো কোন বেগানা মহিলার হাত স্পর্শ করেননি। (এর জন্য দেখুনঃ বুখারী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুত তাফসীর,হা. নংঃ ৪৬০৯; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুস সিয়ার, হা. নংঃ ১৫৯৭; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুল বাই'আত, হা.নংঃ ৪১৯২)

এ থেকে বুঝা যায় যে, পুরুষ ও বেগানা নারীর পরস্পর মুসাফাহা করা কোনভাবে জায়িয হবে না। তদুপরি যে সব হাদীসে পরস্পরের মুসাফাহার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, এগুলো শর্তহীন। এগুলোতে যুবতী ও বয়োবৃদ্ধাদের মাঝে কোন পার্থক্য করা হয়নি।

www.pathagar.org

"আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করি না।"[১২৫] তা ছাড়া বিভিন্ন হাদীসে নারীদের হাত স্পর্শকারীদের জন্য কঠোর সতর্ক বাণী উচ্চারিত হয়েছে। যেমন এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

مَنْ مَسَّ كَفَّ امْرَأَةٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ وُضِعَ فِي كَفِّهِ جَمْرَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ الْخَلَائِقِ.

"যে ব্যক্তি অবৈধ উপায়ে কোন মহিলার হাত স্পর্শ করবে, কিয়ামাতের দিন তার হাতে জ্বলন্ত অঙ্গার রাখা হবে এবং সৃষ্টিকুলের মাঝে বিচার শেষ হওয়া পর্যন্ত তা তার হাতে থাকবে।"[১২৬]

গায়র-মাহরাম পুরুষকে চুমো দেয়া

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে মুসলিমদের মধ্যেও নারী-পুরুষের পরস্পর চুমো দেয়ার প্রথা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। কোন গায়র-মাহরাম পুরুষের সামনে মহিলার নিজের সৌন্দর্যাবলি প্রকাশ করা যেমন জায়িয নেই, তেমনি তাদের চুমো দেয়াও জায়িয নেই। এটি একটি জাহিলী প্রথা ও জঘন্য গুনাহ।

পুরুষদের জন্য পরমহিলাদেরকে সালাম করার বিধান

পরিচিত পরমহিলাদেরকে মুখে সালাম করতে কোন দোষ নেই, যদি একান্ত একাকীত্বে না হয় এবং কোন ধরনের বিপদের আশঙ্কা না থাকে।[১২৭] হযরত আসমা' বিন্‌ত ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় তিনি আমাদেরকে সালাম করলেন।[১২৮] হযরত উম্মু 'আতিয়্যাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ ''রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনায় হিজরাত করে আসার পর একদিন আনসারী মহিলাদেরকে একটি ঘরে জমায়েত করলেন। এরপর তিনি হযরত 'উমার (রা.)কে আমাদের কাছে পাঠালেন। তিনি এসে

---

১২৫. নাসাঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল বাই'আত), হা. নংঃ ৪১১০; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল জিহাদ), হা. নংঃ ২৮৭৫; আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নংঃ ২৫৭৬৫

১২৬. সারাখসী, *আল-মাবসূত*, খ. ১০, পৃ. ১৫৫
হাফিয ইবনু হাজার আল-'আসকালানী (রাহ.) বলেন, এ হাদীসটি আমি কোথাও পাইনি। (ইবনু হাজার, *আদ-দিরায়াহ ফী তাখরীজি আহাদীছিল হিদায়াহ*, খ. ২, পৃ. ২২৫) দীর্ঘ অনুসন্ধানের পরও আমি এটি হাদীসের কোন গ্রন্থে খুঁজে পাইনি।

১২৭. এটি অধিকাংশ ইমামের অভিমত। তবে মালিকীগণের মতে- যুবতীদেরকে সালাম করা জায়িয নয়; বয়োবৃদ্ধাদেরকে সালাম করতে কোন দোষ নেই।

১২৮. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হা. নংঃ ৫২০৪; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হা. নংঃ ৬৩২৮

www.pathagar.org

দরজায় দাঁড়িয়ে আমাদেরকে সালাম দিলেন। আর মহিলারাও তাঁর সালামের জবাব দিল।"[১২৯]

এ হাদীসগুলো থেকে জানা যায় যে, নিভৃতে না হলে পরিচিতা মহিলাদেরকে সালাম করা দূষণীয় নয়। তদুপরি দেবর, ভাসুর, চাচা শ্বশুর, দেবর বা ভাসুরের ছেলে- এ জাতীয় আত্মীয়দের জন্য মহিলাকে সালাম দেওয়ার মধ্যে যেমন কোন অসুবিধা নেই, তেমনি মহিলার জন্য পর্দাবৃত অবস্থায় তাদের সালামের জবাব দিতেও কোন অসুবিধা নেই। তবে অসুবিধা হচ্ছে মুসাফাহা করার মধ্যে। মাহরাম নয়- এমন কোন পুরুষের সাথে মহিলার মুসাফাহা করা কবীরা গুনাহ। এতে যে কোন মুহূর্তে বিপদের আশঙ্কা থাকে। তাই এ ধরনের কাজ থেকে বিরত থাকা দরকার।

কোন কোন সমাজে দেখা যায়, নারী-পুরুষ একে অপরের সাথে অবাধে করমর্দন করে। সেসব সমাজের দুর্বল ঈমানের কারো কারো বক্তব্য হল, মহিলা যখন করমর্দন করার জন্য হাত বাড়িয়ে দেয়, তখন তার হাত ফিরিয়ে দিতে আমাদের লজ্জা বোধ হয় এবং মনে হয়, এটা কেমন যেন এক ধরনের অসৌজন্যমূলক আচরণ। আমাদের বক্তব্য হল, আমাদের সর্বদা কথা ও কাজে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা কখনো সত্য কথা বলার ব্যাপারে লজ্জা বোধ করেন না। তাই এমতাবস্থায় জবাবে হাত বাড়িয়ে না দিয়ে যদি তাকে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেয়া হয় যে, এটা হারাম, তাহলে আশা করা যায় যে, সেও ব্যাপারটি বুঝতে সক্ষম হবে।

মহিলাদের নরম ও কমনীয় ভাষা ব্যবহার

নরম ও কোমল স্বরে পরপুরুষের সাথে কথা বলা মেয়েদের জন্যে নিষিদ্ধ। যদি পরপুরুষের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তবে বাক্যালাপের সময় কৃত্রিমভাবে নারীকণ্ঠের স্বভাবসুলভ কোমলতা ও নাজুকতা পরিহার করবে, যাতে শ্রোতার মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার না করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾

"তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে

---

১২৯. কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৮, পৃ. ৭১

www.pathagar.org

সে ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে।"[১৩০]

অর্থাৎ এরূপ কোমল কণ্ঠে বাক্যালাপ করো না, যাতে ব্যাধিগ্রস্ত অন্তরবিশিষ্ট লোকের মনে কুলালসা ও আকর্ষণের উদ্রেক করে। কেননা, এ ধরনের কথা শুনলে লালসা কাতর ব্যক্তিরা খুবই আশাবাদী হয়ে পড়ে। তাদের মনে এ লোভ জাগে যে, হয়ত এর সাথে অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে। আর সে যদি স্পষ্ট ভাষায় ও অকাট্য শব্দে ও স্বরে কাটাকাটাভাবে জরুরী কথা কয়টি বলে দেয়, তাহলে এ মানসিক রোগাক্রান্ত লোকেরা লোভাতুর হবে না, তারা নিরাশ হয়ে চলে যেতে বাধ্য হবে।

আয়াতের এ নির্দেশ শ্রবণের পর উম্মুহাতুল মু'মিনীনের কেউ যদি কোন পরপুরুষের সাথে কথাবার্তা বলতেন, তবে মুখে হাত রেখে বলতেন, যাতে কণ্ঠস্বর পরিবর্তিত হয়ে যায়।[১৩১]

মহিলাদের এ কথাও মনে রাখতে হবে যে, মেয়েদের সাধারণ কথাবার্তা খুবই নিম্নস্বরে হওয়া বাঞ্ছনীয়। উচ্চস্বরে বা তীব্র কণ্ঠে কথা বলা মেয়েদের জন্য শোভা পায় না। তদুপরি উচ্চস্বরে কথা বললে দূরের লোকেরা পর্যন্ত তার কথা শুনতে পাবে।

মেয়েদের মত পুরুষদের প্রতিও অনুরূপ নির্দেশ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পুরুষদেরকেও নিজেদের স্ত্রী ছাড়া ভিন্ মেয়েদের সাথে খুব নরম সুরে ও লালসা পিচ্ছিল কণ্ঠস্বরে কথা বলতে নিষেধ করেছেন, যে কথা শুনে মেয়েলোকের মনে কোন লালসা জাগতে পারে।

রেডিও, টিভিতে মহিলার সংবাদ ও ঘোষণা পাঠ

দেখা যায় যে, মহিলারা বেতার ও টিভি কেন্দ্রে পরপুরুষদের সাথে মিলেমিশে কাজ করে। তদুপরি সংবাদ সম্প্রচার কার্যালয়ে অনেক সময় নারীরা পুরুষদের সাথে একাকীও অবস্থান করে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে গর্হিত ও হারাম। রাসূলুল-াহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ -"কোন পুরুষ যেন কোন মহিলার সাথে একাকী অবস্থান না করে।"[১৩২] তাছাড়া যেসব মহিলা সংবাদ পাঠ করে ও ঘোষণা প্রদান করে, তারা নিজেদের কণ্ঠকে যথাসম্ভব কোমল, আকর্ষণীয় ও সুন্দর করার চেষ্টা করে থাকে। এটা নিঃসন্দেহে একটি

---

১৩০. আল-কুর'আন, ৩৩ (সূরা আল-আহযাব): ৩২
১৩১. আলূসী, *রুহুল মা'আনী*, খ. ২২, পৃ. ৫
১৩২. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল জিহাদ), হা. নং: ২৮৪৪; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল হজ্জ), হা. নং: ৩২৫৯

www.pathagar.org

ফিতনার উপলক্ষ। এতে ব্যাধিগ্রস্ত শ্রোতাদের মনে অবাঞ্ছিত কামনা সঞ্চার হয়। অথচ পুরুষদের মধ্যে এমন অনেক যুবক ও প্রৌঢ় রয়েছে, যারা এ দায়িত্ব আরো সুচারুরূপে পালন করতে পারে। পুরুষদের আওয়াজ নারীদের আওয়াজের চাইতে বলিষ্ঠতর ও সুস্পষ্ট।

টেলিফোনে মহিলার সাথে বাক্যালাপ করা ও আওয়াজ শুনা

টেলিফোনে মহিলাদের সাথে প্রয়োজনে কথা বলা ও তাদের আওয়াজ শুনা দূষণীয় নয়। তবে তাদের কণ্ঠ থেকে স্বাদ উপভোগ করা এবং এতোদ্দেশ্যে দীর্ঘক্ষণ ধরে কথা চালিয়ে যাওয়া বিধেয় নয়। এটা হারাম। কোন মহিলা যদি কাউকে কোন সংবাদ দান করার জন্য অথবা জরুরী কোন বিষয় জানার জন্য ফোন করে তাতে অসুবিধা কিছু নেই। তবে নম্র ও কোমল ভাষায় বাক্যালাপ করা বিধেয় নয়। তদুপরি মহিলার বাক্যালাপ যদি স্বাভাবিক নিয়মেও হয় এবং এতে তার কোন অসৎ উদ্দেশ্যও না থাকে; তবে সে যার সাথে আলাপ করছে সে যদি তার কথা উপভোগ করতে থাকে, তবে পুরুষের জন্য তা করা হারাম এবং মহিলা অবস্থা আঁচ করতে পারা মাত্রই প্রয়োজনীয় কথা দ্রুত সেরে নেবে; অনন্তর কথা চালিয়ে যাওয়া তার জন্যও জায়িয নয়।

সেজেগোছে বের হওয়া

শারী'আতের বক্তব্য হল- নারীর সৌন্দর্য প্রদর্শন এমন গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা, যাতে তার সৌন্দর্য ও বেশভূষা দ্বারা কোন প্রকার অবৈধ উত্তেজনা সৃষ্টি এবং যৌন উচ্ছৃঙ্খলতার আশঙ্কা হতে না পারে। তাই বাইরে বের হবার সময় এমনভাবে সেজেগোছে বের হওয়া যাবে না, যাতে গোপন সৌন্দর্য ও বেশভূষা প্রকাশ হয়ে পড়ে এবং পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। হযরত 'উমার (রা.)-এর শাসনামলে এক মহিলা স্বামীর অনুমতি নিয়ে সাজসজ্জা করে বাইরে বেরোয়। 'উমার (রা.) এ কথা জানতে পেরে তাকে ডেকে পাঠান। কিন্তু তাকে পাওয়া গেল না। তখন তিনি উপস্থিত সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

لو قَدَرْتُ عليهما لَشَتَّرْتُ بهما . ثم قال: تخرج المرأة إلى أبيها يكيدُ بنَفْسه وإلى أخيها يَكِيدُ بنفسه فإذا خرجت فلْتلْبسَ مَعاوزَها، فإذا رجعت فلتأخذ زينتها في بيتها ولتزين لزوجها.

"যে মহিলা বাইরে গেছে এবং যে তাকে বাইরে যেতে দিয়েছে তাদের উভয়কে পেলে আমি প্রকাশ্যে শাসাতাম। যে মহিলা তার পিতা কিংবা

www.pathagar.org

ভাইকে দেখতে যাবে তার এতো সাজগোছের কী প্রয়োজন?! পুরনো কাপড় পরে গেলেও তো পারে। সে ফিরে এসে নিজের বাড়িতে স্বামীর জন্য সাজগোছ করবে!"[১৩৩]

নারীদের সাজগোছ একটি সহজাত গুণ। বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে তাদের মাঝে সাজগোছের প্রবল আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হয় এবং তা ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং কোন না কোনভাবে তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। বৃদ্ধ বয়সে এ আকাঙ্ক্ষা থাকে না বললেই চলে। তাই প্রশ্ন জাগে এর কারণ কী? আরো দেখা যায় যে, যখনই কোন নারী বা পুরুষ বাইরে যায়, পুরুষের চাইতে নারীর বেশভূষা ও সাজগোছ থাকে খুবই আকর্ষণীয়- এরই বা কারণ কি? এই সাজগোছটা কিন্তু শুধু ঘরে বসে থাকার জন্য করে না, এর পেছনে যে মোটিভ তা হলো অপরে দেখুক অর্থাৎ অন্যকে দেখানোর মধ্যে এর সার্থকতা নিহিত বলে তারা মনে করে। তাদের অনেকেই এর সাহায্যে পুরুষদের প্রশংসা লাভ করতে ও তাদের চোখে পছন্দনীয় হতে চায়। এটাকে কি কোন ভাবেই নিষ্পাপ আকাঙ্ক্ষা বলা চলে? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّينَةِ فِي غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا نُورَ لَهَا

"পরপুরুষের সামনে সাজসজ্জা সহকারে বিচরণকারী নারী আলো বিহীন কিয়ামাতের অন্ধকারের মতো।"[১৩৪]

এটা কেউ বলে না যে, এভাবে বের হবার ফলে প্রতিটি নারী চরিত্রহীনা হবে এবং প্রত্যেক পুরুষ কার্যত পাপাচারী হয়ে পড়বে। কিন্তু এটাও কেউ অস্বীকার করতে পারবে না যে, সুন্দর বেশভূষা সহকারে সেজে নারীদের প্রকাশ্য চলাফেরা এবং জনসমাবেশে অংশগ্রহণ করার ফলে অসংখ্য প্রকাশ্য ও গোপন, মানসিক ও বৈষয়িক ক্ষতি সাধিত হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى﴾

"জাহিলী যুগের মতো সাজগোছ প্রদর্শন করে বেড়াবে না।"[১৩৫]

---

১৩৩. আবদুর রায্যাক, *আল-মুছান্নাফ*, খ. ৪, পৃ. ৩৭১, হা. নং: ৮১১১

১৩৪. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুর রিদা'), হা. নং: ১১৬৭

১৩৫. আল-কুর'আন, ৩৩ (সূরা আল-আহযাব): ৩৩
উল্লেখ্য যে, স্বামী ছাড়া অপরের চোখ জুড়ানোর উদ্দেশ্যে যে সৌন্দর্য প্রদর্শন ও বেশভূষা করা হয়, তাকে বলে 'তাবাররুজে জাহিলী'। এ উদ্দেশ্যে যদি কোন সুন্দর ও উজ্জ্বল বর্ণের বোরকাও ব্যবহার করা হয়, যা দেখলে চোখ আকৃষ্ট হয়, তাও 'তাবাররুজে জাহিলিয়্যাতে' পরিগণিত হবে। এর জন্য কোন আইন প্রণয়ন করা যায় না, এটা নারীর

www.pathagar.org

তবে কোন মহিলা যদি মাহরাম পুরুষের সাথে গাড়িতে চড়ে মহিলা কর্মস্থলে কিংবা কোন আত্মীয় বাড়িতে যায় এবং গাড়ি থেকে নেমে সোজা কর্মস্থলে কিংবা আত্মীয় বাড়িতে যাওয়ার পথে পুরুষদের আনাগোনা না থাকে, তা হলে সাজগোছ করে বের হতে পারে। কারণ, পথিমধ্যে তার গাড়িতে থাকাটা ঘরের মধ্যে থাকার অনুরূপ।

চলার সময় জোরে পা ফেলা

বিশেষ প্রয়োজনে মহিলাদের বাইরে যেতে হলে পথ চলার সময় পা মাটির ওপর শক্ত করে ফেলতে নিষেধ করা হয়েছে, যাতে তার আওয়াজ পরপুরুষ শুনতে না পায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾

"তারা যেন তাদের গোপন সাজসজ্জা প্রকাশ করার জন্যে জোরে পদচারণা না করে।"[১৩৬]

জাহিলী যুগে মেয়েরা পায়ে পাথরকুচি ভরে নূপুর পরত, আর তারা যখন চলাফেরা করত, তখন শক্ত করে মাটিতে পা ফেলত। এতে পা ঝংকার দিয়ে ওঠত।

বিবেকের ওপর নির্ভরশীল। নিজের মনের হিসাব তাকে নিজেই নিতে হবে এবং দেখতে হবে যে, সেখানে কোন অপবিত্র বাসনা লুকিয়ে আছে কি না।

১৩৬. আল-কুর'আন,২৪ (সূরা আন-নূর): ৩১

www.pathagar.org

ষষ্ঠ অধ্যায়
মহিলাদের পোশাক

মহিলাদের আদর্শ পোশাক

ইসলামী আইনে নারী-পুরুষের দেহে আবশ্যিকভাবে আবরণীয় অঙ্গের পরিসরে পার্থক্যের কারণে নারীদের মূল পোশাকের সাথে কিছু বাড়তি পোশাক পরিধান করতে হয়। মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পত্নী ও তাঁদের কন্যাগণ (রা.) সাধারণত সেলোয়ার, কামীস ও ওড়না পরিধান করতেন। আর বাইরে যাওয়ার সময় সাতর আবৃত করার অতিরিক্ত পর্দার বিধান পালনের উদ্দেশ্যে জিলবাব (বড় চাদর) পরিধান করতেন। স্বভাবতই মুসলিম মহিলারাও তাদের অনুসরণ করেন। ফলে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র নারীদের পোশাকে একটি সামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়।[১]

বাংলাদেশে নারীদের প্রধান পোশাক শাড়ি, ব্লাউজ ও সায়া। এখানে শাড়ির প্রচলন আবহমানকাল হতে চলে এসেছে। উঠতি বয়সের ও শিক্ষার্থী মেয়েরা সেলোয়ার, কামীস ও ওড়না পরিধান করলেও পরিণত বয়সে তারা ঐতিহ্যবাহী পোশাকই গ্রহণ করে। ধর্মপরায়ণা মহিলারা বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় মূল পোশাকের ওপর বোরকা অথবা প্রশস্ত ওড়না ব্যবহার করে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে অধিকাংশ মেয়ে যেভাবে শাড়ি ও (কনুইয়ের ওপরে হাতা তোলা) ব্লাউজ পরিধান করে তাতে আবশ্যিকভাবে আবরণীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেশ কিছু অংশ যেমন: কাঁধ, পেটের নিচের অংশ, পিঠের নিচের অংশ, বুকের ওপরের অংশ ও পুরো হাত (বাহুর কিছু উপরের অংশ ছাড়া) প্রভৃতি অনাবৃত থেকে যায়। তদুপরি এতে গাড়িতে কিংবা উপরে উঠার সময় দেহের নিচের অংশ থেকে কাপড় উঠে যাওয়ার আশংকা থাকে বেশি। এসব কারণে শাড়ি ও ব্লাউজ সাতর ঢাকার জন্য বেশি উপযোগী নয়। তাই শাড়ি ও ব্লাউজের ব্যবহার পরিহার করে চলা উচিত। অবশ্য সেগুলো চাদর কিংবা বোরকা দিয়ে ঢাকা থাকলে ভিন্ন কথা।

কুর'আন, হাদীস ও ইসলামী ঐতিহ্যের আলোকে মুসলিম মহিলাদের আদর্শ পোশাক হল নিম্ন শরীরের জন্য পায়ের পাতা ঢাকে এমন পায়জামা, ঊর্ধ্ব

---

১. বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া এর ব্যতিক্রম।

www.pathagar.org

শরীরের জন্য লম্বা আস্তিনের লম্বা ঝুলের ঢিলেঢালা জামা বা কোর্তা এবং যাতে বুক উঁচু দেখা না যায় সে জন্য বুক-বন্ধনী, আর মাথার জন্য মুখ ঢাকা নিকাব সহ চাদর। বাইরে যাওয়ার সময় অথবা পরপুরুষের সাথে প্রয়োজনীয় সাক্ষাতের সময় তাদের অন্যান্য কাপড়ের ওপর প্রশস্ত বোরকা কিংবা লম্বা ঢোলাঢালা চাদর পরা উচিত, যাতে তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার-আকৃতি কোনভাবেই বাইর থেকে ফুটে না ওঠে।

মেয়েদের গাউন (gown) পরা উচিত নয়। কারণ তা পরিধান করলেও পায়ের নীচের দিক খোলা থাকে। অথচ মেয়েদের পায়ের নীচের দিক খোলা রাখা জায়িয নেই। তা ছাড়া মেয়েদের পশ্চিমা স্টাইলে স্লিভলেস, টপলেস, লোকাট, মিনিস্কার্ট ইত্যাদি পরা কোনভাবেই উচিত নয়। আজকাল অনেক যুবতী ও উঠতি বয়সের তরুণীদের গায়ে আঁটসাঁট জিন্সের প্যান্ট, গেঞ্জী, কামীস ও চোস্ত পায়জামা ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। অনেক মহিলাকে ফিনফিনে পাতলা ও চোখ ঝলসানো কাপড় দ্বারা তৈরি ওড়না ও বোরকা প্রভৃতির মাধ্যমে সাতর আবৃত করার ব্যর্থ প্রয়াস চালাতেও দেখা যায়। এসব পোশাক মোটেই শারী'আত সম্মত নয়।

ওড়না পরা

বাইরে বের হওয়ার সময় বা পর-পুরুষের সাথে দেখা-সাক্ষাতের সময় মহিলাদের মাথায় ওড়না পরা ওয়াজিব, যা দিয়ে মাথা, গ্রীবা, কাঁধ ও বক্ষদেশ আবৃত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾

"তারা যেন তাদের মাথার ওড়না তাদের বক্ষদেশে ফেলে রাখে।"[২]

আয়াতে خُمُرٌ শব্দটি خِمَارٌ -এর বহুবচন। এর অর্থ এমন কাপড়, যা নারী মাথায় ব্যবহার করে এবং তা দিয়ে মাথা, গ্রীবা, কাঁধ, কান ও বুক আবৃত হয়ে যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মহিলারা মোটা কাপড়ের সুপ্রশস্ত ওড়না ব্যবহার করতেন। এগুলো আকারে এত বড় ছিল যে, তা ইযার বা চাদর হিসেবেও ব্যবহার করা যেত।[৩] উপর্যুক্ত আয়াতে নারীদেরকে মাথার ওড়না বক্ষদেশে ফেলে রাখার কথা বলা হয়েছে। এর কারণ হল, জাহিলী যুগে নারীরা ওড়না মাথার ওপর রেখে তার দু'প্রান্ত পৃষ্ঠদেশে ফেলে রাখত। ফলে গ্রীবা,

---

২. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর): ৩১।
৩. মুসলিম, প্রাগুক্ত (ফাদা'য়িলুস সাহাবা: ফাদা'য়িলু আনাস ইবনি মালিক রা.) হাদীস নং-৬৫৩১।

www.pathagar.org

বক্ষদেশ ও কান অনাবৃত থাকত। তাই আয়াতে মুসলিম নারীদেরকে আদেশ দেয়া হয়েছে, তারা যেন এরূপ না করে; বরং ওড়নার উভয় প্রান্ত এমনভাবে পরস্পর উল্টিয়ে রাখে, যাতে গ্রীবা, কাঁধ, কান ও বুক আবৃত হয়ে পড়ে।[৪] তদুপরি পুরুষরা যেভাবে মাথায় চাদর রেখে তার দু'পাশ মাথার দু'দিকে ঝুলিয়ে দেয়, সেভাবে মহিলাদের ওড়না পরা উচিত নয়; বরং ওড়নাটি মাথায় এভাবে পেঁচিয়ে নেবে, যাতে মাথার কোন অংশই দেখা না যায়। বর্তমানে ফিনফিনে পাতলা কাপড় দ্বারা তৈরি ওড়নার মাধ্যমে সাতর আবৃত করার ব্যর্থ প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। এটা মোটেও বিধেয় নয়।

উল্লেখ্য যে, ঘরের বাইরে যাওয়ার সময় কিংবা পর-পুরষের সামনে যেতে হলেই ওড়না পরা আবশ্যক। আর ঘরের মধ্যে যদি স্বামী কিংবা মহিলা বা মাহরাম পুরুষ ছাড়া কোন পরপুরুষ- আত্মীয় হোক কিংবা অনাত্মীয়- না থাকে, তাহলে ওড়না খোলে রাখতে কোন অসুবিধা নেই।

জিলবাব পরা

'জিলবাব' হল এমন একটি লম্বা চাদর, যা মহিলারা স্বাভাবিকভাবে পরিধেয় কাপড়গুলোর ওপরে পরিধান করে থাকে এবং যা দ্বারা তারা তাদের মাথা থেকে পা পর্যন্ত পুরো শরীরকে আবৃত করে রাখে।[৫] এ অর্থে 'জিলবাব' আমাদের দেশে প্রচলিত 'বোরকা'র প্রায় কাছাকাছি। এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ﴾

"হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে, কন্যাগণকে এবং মুমিনদের স্ত্রীদেরকে বলুন, তারা যেন তাদের চাদরের কিছু অংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়।"[৬]

---

৪. আলূসী, *রুহুল মা'আনী*, খ.১৮, পৃ.১৪২; যামাখশরী, *আল-কাশ্‌শাফ*, খ.৩,পৃ.২৩০

৫. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩২১-২২
হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.)-এর মতে, জিলবাব এমন লম্বা চাদর, যা উপর থেকে নীচ পর্যন্ত পুরো শরীরকে আবৃত করে রাখে। (কুরতুবী, *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন*, খ. ১৪, পৃ. ৫৪৩)

৬. আল-কুর'আন, ৩৩ (সূরা আল-আহযাব): ৫৯
جَلَابِيب শব্দটি جِلْبَابٌ শব্দের বহুবচন। এর অর্থ : كُلُّ ثَوْبٍ يُغَطِّي جَمِيعَ الْبَدَنِ. অর্থাৎ পুরো শরীর আবৃতকারী লম্বা চাদর। ইবনু মানযূর (রাহ.)-এর মতে-
الْجِلْبَابُ ثوبٌ أوسعُ مِن الخمارِ تُغَطِّي به المرأةُ رأسَها و صدرَها

www.pathagar.org

আয়াতে উল্লেখিত চাদর সম্পর্কে ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন, এ চাদর ওড়নার ওপর পরা হয়।[৭] ইমাম মুহাম্মাদ ইবন সিরীন (রাহ.) বলেন, আমি হযরত 'উবায়দা সালমানী (রাহ.)কে এ আয়াতে বর্ণিত জিলবাব পরার প্রকৃতি কীরূপ হবে, তা জিজ্ঞেস করলাম। তখন তিনি নিজেই একটি লম্বা চাদর নিয়ে প্রথমে ওপর দিক থেকে তা মুখমণ্ডলের ওপর এভাবে ঝুলিয়ে দিলেন, যাতে ভ্রূ পর্যন্ত ঢেকে গেল। এরপর চেহারা এভাবে আবৃত করে ফেললেন, যাতে নাক ও ডান চক্ষুসহ সারা মুখমণ্ডল ঢেকে গেল, বাম চক্ষুই কেবল খুলে রাখলেন।[৮] হযরত ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকেও অনুরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত রয়েছে। তিনি বলেন, মহিলারা জিলবাবকে প্রথমে কপালের ওপরে এভাবে পেঁচিয়ে বাঁধবে, যাতে মাথা থেকে তা পড়ে না যায়। অতঃপর নাকের ওপর ঘুরিয়ে নেবে। যদিও এতে চক্ষু দুটি দেখা যায়; কিন্তু বক্ষদেশ ও চেহারার অধিকাংশই ঢেকে থাকবে।[৯] হযরত 'উমার (রা.) বলেন: জিলবাব বা হিজাবের জন্য যে কাপড় বা চাদর ব্যবহার করা হবে তার মধ্যে নিম্নের শর্তগুলো থাকতে হবে।

ক. সে কাপড়টি এতটুকু দীর্ঘ ও প্রশস্ত হতে হবে, যাতে সমস্ত শরীর আবৃত হয়ে যায়।

খ. সেই কাপড় যেন সৌন্দর্যের দিক থেকে এমন না হয় যে, সৌন্দর্য ঢাকতে গিয়ে নিজেই সৌন্দর্যের প্রতীক বনে যায়।

গ. সেই কাপড় যেন মহিলাদের গোপন অংশকে স্পষ্ট করে না তোলে।[১০]

জিলবাবের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি আরো বলেন: "কাপড়ের ওপর জিলবাব পরিধানের উদ্দেশ্য মূলত দু'টি। এক. পোশাকের সৌন্দর্যকে তা প্রকাশ হতে দেবে না, ঢেকে রাখবে। দুই. কাপড় পরিধান করার পর দেহের যে সব স্থান দৃষ্টিগোচর হয় তা ঢেকে রাখবে।"[১১]

উপর্যুক্ত আয়াতটির বিভিন্ন ব্যাখ্যা থেকে বুঝা যায় যে, এতে পরিষ্কারভাবে

অর্থাৎ জিলবাব হল ওড়নার চাইতে প্রশস্ত এক প্রকার লম্বা চাদর, যা দিয়ে মহিলারা নিজেদের মাথা ও বক্ষ আবৃত করে রাখে। (ইবনু মানযূর, লিসানুল আরব, খ. ১, পৃ. ২৭২)

হযরত 'আবদুলাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেছেন, ওড়নার ওপরে যে চাদর পরা হয় তা-ই জিলবাব।

৭. ইবনু কাছীর, *তাফসীরু কুর'আনিল আযীম*, খ. ৬, পৃ. ৪৮১

৮. *প্রাগুক্ত*, খ. ৬, পৃ. ৪৮২; আবূ হাইয়ান, *তাফসীরুল বাহরিল মুহীত*, খ. ৯, পৃ. ১৭৪

৯. আবূ হাইয়ান, *তাফসীরুল বাহরিল মুহীত*, খ. ৯, পৃ. ১৭৪

১০. *ফিকহু 'উমার (রা.)* (হিজাব শিরোনাম)

১১. *তদেক*

www.pathagar.org

মুখমণ্ডল আবৃত করার আদেশ ব্যক্ত করা হয়েছে। যদিও কেউ কেউ ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ –"তারা যেন যা স্বতঃই প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে"[১২] আয়াতের ভিত্তিতে মুখমণ্ডল খোলা রাখা বৈধ বলেছেন। তাদের কথার উদ্দেশ্য হলো: মুখমণ্ডল সাতরের অন্তর্ভুক্ত নয়। তবে অনর্থের আশংকায় তাও আবৃত করা জরুরী।

উল্লেখ্য যে, সাধারণত মহিলারা কোন প্রয়োজনে ঘর থেকে বাইরে যাওয়ার সময় এ জিলবাব পরবে। কারণ, বাইরে বিভিন্ন জায়গায় ও পথে-ঘাটে ভাল-মন্দ বিভিন্ন ধরনের লোকদের সাথে তাদের সাক্ষাৎ হতে পারে। তাই ঘর থেকে বের হওয়ার সময় নিজেদের রূপ-লাবণ্যকে গোপন করার নিমিত্তে তাদেরকে জিলবাব পরিধান করেই বের হতে হবে। উপর্যুক্ত আয়াত প্রসঙ্গে ইমাম কুরতুবী বলেন: "আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে এ মর্মে নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, তারা যদি প্রয়োজনে বাইরে যেতে চায় তিনি যেন তাদেরকে জিলবাব পরার নির্দেশ দেন।"[১৩] হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন:

> "মহিলাদের বাইরে যেতে হলে তারা পোশাকের ওপর জিলবাব ঝুলিয়ে দেবে, যেন তাদের সারা শরীর ঢেকে যায়। সে জিলবাবটি অবশ্যই ওড়নার ওপর জড়িয়ে নিতে হবে, যাতে মুখমণ্ডল আড়াল হয়ে যায়। শুধু বাড়িতে জিলবাব খুলে রাখা যাবে।"[১৪]

কোন শার'ঈ প্রয়োজনে যেমন ঈদের জামা'আতে হাজির হওয়ার জন্য মহিলাদের বাইরে যেতে হলেও জিলবাব পরিধান করেই বের হতে হবে। হযরত উম্মু 'আতিয়্যা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার সময় এ মর্মে নির্দেশ দেন যে, আমরা যেন আমাদের সাবালিকা, ঋতুমতী ও পর্দানশীন মহিলাদেরকে বের করি। তবে ঋতুমতীরা রজস্রাব অবস্থায় নামায থেকে দূরে থাকবে; দু'আ ও কল্যাণে শরীক হবে। আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমাদের তো

---

১২. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর): ৩১
১৩. কুরতুবী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১৪, পৃ. ২৪৩
১৪. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল আযীম*, খ. ২, পৃ. ৩০৪; বায়হাকী, *আস-সুনান*, খ. ৭, পৃ. ৯৩

www.pathagar.org

কারো কারো জিলবাব নেই! তিনি বললেন: لِتُلْبِسْهَا أُخْتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا -"এক বোন অপর বোনকে নিজ জিলবাব পরিয়ে দেবে।"[১৫]

উল্লেখ্য যে, জিলবাব পরার এ নির্দেশ বৃদ্ধা মহিলাদের মেনে চলা জরুরী নয়। তারা পরপুরুষের সামনে জিলবাব ছাড়া যেতে পারবে; তবে অবশ্যই ওড়না দ্বারা মাথা ভালভাবে ঢেকে নিতে হবে, যেন চুল দেখা না যায়।[১৬] তবে যেসব বৃদ্ধার রূপ-সৌন্দর্য অধিক বয়স্কা হওয়া সত্ত্বেও অবশিষ্ট রয়েছে, তাদের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য নয়। তদুপরি যে বৃদ্ধা সৌন্দর্য প্রদর্শনের ইচ্ছা পোষণ করে, তার জন্যও জিলবাব পরিহার করা জায়িয নয়।[১৭] এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

"বৃদ্ধানারী, যারা বিবাহের আশা রাখে না, যদি তারা সাজসজ্জা প্রকাশ করা ব্যতিরেকে নিজেদের (অতিরিক্ত) কাপড় খুলে রাখে, তাতে তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তবে এ থেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আল্লাহ তা'আলা সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"[১৮]

অর্থাৎ বয়স বাড়ার সাথে সাথে যখন মহিলাদের ঋতুস্রাব বন্ধ হয়ে যায়, শারীরিক কাঠামো আস্তে আস্তে শুষ্ক হয়ে যায় -এ জাতীয় মহিলাদের জন্য পর্দার বিধান শিথিল হয়ে যায়।

বোরকা[১৯] পরা

পর্দার আয়াত নাযিল হওয়ার সাথে সাথে আরবের অবাধ নীতিতে চলতে অভ্যস্ত মহিলারা ঘর থেকে বের হওয়ার সময় মাথার ওপর প্রশস্ত কালো চাদর (জিলবাব) ফেলে তা দিয়ে সমস্ত মাথা, মুখমণ্ডল ও সারা শরীর আবৃত করে নিত। বলা যায়, এ চাদরই ক্রমবিবর্তনের ধারায় বর্তমান সভ্যতায় এসে বোরকার প্রচলিত রূপ

---

১৫. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল হায়য), হাদীস নং: ৩১৩ ও (কিতাবুস সালাত), হা. নং: ৩৩৮; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (সালাতুল 'ঈদায়ন), হা. নং: ১৪৭৩, ১৪৭৪, ১৪৭৫; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুস সালাত), হা. নং: ৯৬১, ৯৬২; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত* (কিতাবুল জুমু'আ), হা. নং: ৪৯৫; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত* (হায়য), হা. নং: ২৮৭, ('ঈদায়ন), হা. নং: ১৫৪০,১৫৪১; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (ইকামাতুস সালাত..), হা. নং: ১২৯৭, ১২৯৮

১৬. ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল আযীম*, খ. ২, পৃ. ৩০৪

১৭. পানিপথী, *তাফসীরে মাযহারী*, খ. ৬, পৃ. ৫৫৯

১৮. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর): ৬০

১৯. বোরকা: আপাদমস্তক আবৃত করার জন্য বিশেষভাবে তৈরিকৃত একপ্রকারের ঢিলেঢালা পোশাক।

www.pathagar.org

পরিগ্রহ করেছে। অতএব, বর্তমানে পর্দার নির্দেশ পালনের জন্য মুসলিম মেয়েদের বোরকা পরেই ঘর থেকে বের হওয়া সমীচীন। ভবিষ্যতে ক্রম বিবর্তনের পরবর্তী কোন স্তরে পৌঁছে বোরকা যদি এমন কোন রূপান্তর গ্রহণ করে, যা দিয়ে আরো উন্নত ও সুন্দরভাবে মাথা, মুখমণ্ডল ও পুরো দেহাবয়ব আচ্ছাদিত করা যেতে পারে, তবে তাই হবে সে সমাজের জিলবাব।

উল্লেখ্য যে, বোরকা কালো রঙের হতে হবে- এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। তবে খেয়াল রাখতে হবে, বোরকা যে রঙেরই হোক না কেন, এমনকি কালো বর্ণের হলেও যদি তা চাকচিক্যপূর্ণ ও দৃষ্টিনন্দন হয়, তাহলে তা পরা জায়িয হবে না। তবে অন্যান্য রঙের চাইতে কালো রঙ যেহেতু নজর কম কাড়ে, তাই বোরকা কালো রঙের হলেই ভাল। মহিলা সাহাবীগণ কালো রঙের জিলবাব পরতেন। হযরত উম্মু সালামা (রা.) পর্দানশীন আনসারী মহিলাদের প্রশংসা করতে গিয়ে বলেন,

خَرَجَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ كَأَنَّ عَلَى رُءُوسِهِنَّ الْغِرْبَانَ مِنَ الْأَكْسِيَةِ

"মাথায় কাকসদৃশ চাদর পরিধান করেই আনসারী মহিলাগণ বের হলেন।"[২০]

অর্থাৎ তাঁদের মাথায় এমন চাদর শোভা পেত, যার রঙ দেখতে কাকের মতোই কালো ছিল। এ হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, তাদের জিলবাবের রং ছিল কালো।

পায়জামা পরা

মহিলারা তাদের শরীরের নিম্নাংশ আবৃত করার জন্য ইযারও পরতে পারে; তবে পায়জামাই তাদের জন্য বেশি উপযোগী। পায়জামা দ্বারা শরীরের নিম্নাংশ যথাযথভাবে আবৃত করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মহিলাদের মধ্যে এর প্রচলন ছিল। এ কারণেই অনেকেই পায়জামা পরাকে মুস্তাহাব বলেছেন।[২১] হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

رَحِمَ اللهُ الْمُتَسَرْوِلاتِ مِنَ النِّسَاءِ .

"পায়জামা পরিধানকারিনী মহিলাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা অনুগ্রহ করেন!"[২২]

---

২০. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৩৫৭৮

২১. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩২৬

২২. বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*, হা. নং: ৭৫৬২; সুয়ূতী, *আল-জামি'উস সাগীর*, খ. ১, পৃ. ৫৯৫, হাদীস নং: ৪৪২৪
এ হাদীসের ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেছেন, পায়জামা পরিধান করা সুন্নাত মুওয়াক্কাদা। কারণ, এটা মহিলাদের লজ্জাস্থানকে যথাসম্ভব সর্বাধিক আবৃত করে রাখে। (মুনাভী,

www.pathagar.org

ইমাম ইব্ন তাইমিয়াহ (রাহ.) বলেনঃ "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর আমলে মহিলারা লম্বা আঁচল বিশিষ্ট কাপড় পরিধান করত।... তবে যথাযথভাবে লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য এটা বেশি উপযোগী পোশাক নয়। যদি মহিলারা পায়জামা পরিধান করত! আর এটাই হল তাদের জন্য যথার্থ পোশাক।"[২৩] হযরত 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি এক বর্ষণমুখর দিনে জান্নাতুল বাকী'র নিকট রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর পার্শ্বে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় আমাদের পাশ দিয়ে এক মহিলা গাধার ওপর চড়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ গাধার সামনের পাগুলো এক গর্তের মধ্যে স্খলিত হয়। ফলে মহিলাটি নিচে পড়ে যায়। এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন। সাহাবা কিরাম (রা.) আরজ করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), সে পায়জামা পরিধান করেছে। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُتَسَرْوِلاتِ مِنْ أُمَّتِي، يا أَيُّها النَّاسُ اتَّخِذُوا السَّراوِيلاتِ فإنَّها مِنْ أَسْتَرِ ثِيابِكُم، وَحَصِّنُوا بها نساءَكم إذا خرجْنَ.

"হে আল্লাহ! আমার উম্মাতের পায়জামা পরিধানকারিনী মহিলাদের ক্ষমা করুন! হে লোকেরা! তোমরা পায়জামা তৈরি করে নাও। কেননা, এটা লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য অধিকতর উপযোগী পোশাক। অধিকন্তু, তোমরা তোমাদের মহিলাদেরকেও, যখন তারা বাইরে যাবে, দৃঢ়ভাবে পায়জামা পরতে বলবে।"[২৪]

উল্লেখ্য যে, পুরুষদের মতো ওপরে কোন কাপড় কিংবা জিলবাব বা বোরকা ছাড়া মহিলাদের ট্রাউজার বা প্যান্ট পরা জায়িয নয়। কেননা, ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারী-পুরুষ একে অপরের বেশভূষা গ্রহণ করা হারাম। পুরুষদের প্যান্ট সাধারণত এমন আঁটসাঁট হয়, যাতে তাদের শরীরের অবয়ব বাইর থেকে

ফায়জুল কাদীর শারহুল জামি'ইস সাগীর, খ. ৪, পৃ. ১৪২)

২৩. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমু'উল ফাতাওয়া*, খ. ২২, পৃ. ১৪৮

২৪. বাইহাকী, *আল-আদাব*, হা. নংঃ ৫১১; 'উকায়লী, *আদ-দু'আফাউল কাবীর*, হা. নংঃ ১০০; মানাভী, *ফায়যুল কাদীর শারহুল জামি'ইস সাগীর*, খ. ১, পৃ. ১৪৩, হা. নংঃ ৯৯; খ. ২, পৃ. ১২৮, হা. নংঃ ১৪৫০;
ইমাম ইবনুল জাওযী (রাহ.) হাদীসটিকে মাওযূ' (জাল) বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু ইবনু হাজার (রাহ.)-এর মতে, হাদীসটি জাল নয়; বরং দুর্বল। এ হাদীসটি একাধিক সূত্রে বর্ণিত রয়েছে। (মুনাভী, *প্রাগুক্ত*, খ. ১, পৃ. ১৪৩)

www.pathagar.org

ফুটে ওঠে। তবে প্যান্ট যদি ঢিলেঢালা হয় এবং তার ওপরে অন্য কোন কাপড় কিংবা জিলবাব বা বোরকা পরা হয়, তাহলে প্যান্ট পরা যেতে পারে; তবে না পরাই উত্তম।

কাপড়ের ঝুল

মহিলাদের জন্য পায়ের গোছা থেকে এক বিগত পরিমাণ পর্যন্ত কাপড় লম্বা করা মুস্তাহাব এবং এক হাত পরিমাণ লম্বা করা জায়িয। এর বেশি লম্বা করা অনুচিত।[২৫] হযরত ইবনু 'উমার (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন:

مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

"যে অহংকার বশত কাপড় ঝুলাবে, তার দিকে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন দৃষ্টিপাত করবেন না।"

এ কথা শুনে হযরত উম্মু সালামাহ (রা.) বলেন: فَكَيْفَ يَصْنَعْنَ النِّسَاءُ بِذُيُولِهِنَّ . -" মহিলারা তাঁদের আঁচল কী করবে?" রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: يُرْخِينَ شِبْرًا -"তারা এক বিগত পরিমাণ কাপড় ঝুলাবে। তখন হযরত উম্মু সালামাহ (রা.) বললেন: إِذًا تَنْكَشِفُ أَقْدَامُهُنَّ -"এমতাবস্থায়ও তাদের পা খোলা থাকতে পারে।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: فَيُرْخِينَهُ ذِرَاعًا لَا يَزِدْنَ عَلَيْهِ . -"তাহলে তারা এক হাত পরিমাণ কাপড় ঝুলাবে। তবে এর বেশি ঝুলাবে না।"[২৬]

জামার হাতা বা আস্তিন

মহিলাদের জামার হাতা বা আস্তিন পুরো হাত জুড়ে হতে হবে। আর তা হাতের আঙ্গুলের মাথার সামান্য আগ পর্যন্ত বিস্তৃত হওয়া এবং তা সংকীর্ণ হওয়াই

---

২৫. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩২৯;
কারো মতে- টাখনু থেকে এক বিগত পরিমাণ পর্যন্ত কাপড় লম্বা করা মুস্তাহাব এবং এক হাত পরিমাণ লম্বা করা জায়িয। ইমাম তাবারানী (রাহ.) বর্ণনা করেন, একবার রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মেয়ে হযরত ফাতিমা (রা.)-এর কাপড় টাখনু থেকে এক বিগত পরিমাণ মেপে বললেন: এটাই হল মহিলাদের আঁচল।
অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর মেয়ে ফাতিমা (রা.)-এর আঁচল এক কি দুই বিগত পরিমাণ মেপে বললেন: তারা যেন এর অতিরিক্ত কাপড় ঝুলিয়ে না রাখে। (আসকালানী, *ফাতহুল বারী*, খ. ১০, পৃ. ২৫৯)

২৬. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হাদীস নং: ১৬৫৩; নাসাঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হাদীস নং: ৫২৪১

www.pathagar.org

উত্তম। বেশি প্রশস্ত হওয়া উচিত নয়। কেননা, আস্তিন যদি প্রশস্ত হয় এবং তার নিচে অন্য কোন কাপড় না থাকে, তাহলে উপরে হাত তোলার ক্ষেত্রে অনেক সময় হাত, এমনকি বগল পর্যন্ত খোলা অবস্থায় দেখা যেতে পারে। আমাদের সমাজে সচরাচর মহিলারা যে ব্লাউজ পরে, তাতে হাতের প্রায় পুরোভাগই খোলা থাকে। তাছাড়া বর্তমানে মেয়েদের মধ্যে হাফহাতা কামীস পরার প্রচলন বেড়ে গেছে, আবার কাউকে হাতাবিহীন কামীসও পরতে দেখা যায়, যাতে তাদের পুরো হাত, এমনকি বগলসহ দেখা যায়। এ ধরনের কাপড় পরে স্বামী ছাড়া কোন পরপুরুষের সামনে যাওয়া হারাম। ঘরোয়া পরিবেশে মাহরাম পুরুষদের মাঝেও ব্যবহার করা জায়িয নয়।

কাপড় ঢিলেঢালা হওয়া, আঁটসাঁট না হওয়া

মহিলাদের কাপড় এমন প্রশস্ত ও ঢিলেঢালা হওয়া উচিত, যাতে তাদের শরীরের বা শরীরের কোন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আকার-আকৃতি কোনভাবেই বাইর থেকে ফুটে না ওঠে। কেননা, আঁটসাঁট পোশাক, যাতে তাদের শরীরের উঁচু-নিচু অংশসমূহ যেমন বক্ষ, কোমর, পেট, নিতম্ব ও উরু প্রভৃতির আকৃতি ফুটে ওঠে, তাতে পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, যা অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

হযরত উসামা ইবনু যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে একটি মোটা কুবতী[২৭] কাপড় পরার জন্য দিলেন, যা তাঁকে দাহ্ইয়া আল-কালবী (রা.) উপঢৌকন দিয়েছিলন। আমি কাপড়টি নিয়ে আমার স্ত্রীকে পরার জন্য দিয়েছিলাম। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা জানতে পেরে বললেন: কী ব্যাপার, তুমি কুবতী কাপড়টি পরলে না? আমি জবাব দিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম), আমি কাপড়টি আমার স্ত্রীকে পরার জন্য দিয়েছি। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

مُرْهَا فَلْتَجْعَلْ تَحْتَهَا غِلَالَةً إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَصِفَ حَجْمَ عِظَامِهَا

---

২৭. কুবতী বা কিবতী: মিসরে কিবতীদের তৈরি এক প্রকার আঁটসাঁট কাপড়। ইমাম ইবনু রুশদ মালিকী (রাহ.) বলেন: কুবতী হল এমন আঁটসাঁট কাপড়, যা শরীরের সাথে লেগে থাকে। এতে পরিধানকারীর দেহের স্থূলতা ও ক্ষীণতা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্যাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ ফুটে ওঠে। (যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩৩১)

www.pathagar.org

"তোমার স্ত্রীকে এ নির্দেশ দেবে, যেন সে এর নীচে একটি অর্ন্তবাস পরে নেয়। কেননা, আমার আশংকা হচ্ছে যে, এতে তার হাড়গুলোর আকৃতি বাইর থেকে ফুটে ওঠতে পারে।"[২৮]

হযরত 'উমার (রা.) কুবতী কাপড় পরতে মহিলাদের নিষেধ করতেন। ইমাম মালিক (রাহ.) বলেন: "আমার নিকট এ মর্মে খবর পৌছেছে যে, হযরত 'উমার (রা.) কুবতী কাপড় পরতে মহিলাদের নিষেধ করতেন।" তিনি আরো বলেন: "কুবতী যদিও পাতলা নয়; তবে তাতে শরীরের আকার-আকৃতি ফুটে ওঠে।"[২৯]

মহিলা ও মাহরাম পুরুষদের মাঝে আঁটসাঁট কাপড় পরা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আঁটসাঁট কাপড় পরা মহিলাদের জন্য জায়িয নেই। তবে স্বামীর কাছে যেহেতু কোন পর্দা নেই, তাই তার কাছে এ ধরনের কাপড় পরতে কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু স্বামী ছাড়া অন্য কারো সামনে, এমনকি মহিলাদের মাঝেও এ ধরনের কাপড় পরা বৈধ নয়। কারণ, এটা একটা খারাপ অভ্যাস, যা দেখাদেখি অন্যদের মধ্যেও বিস্তার লাভ করতে পারে। তা ছাড়া চেহারা, হাত ও পা ছাড়া অন্যান্য অঙ্গ যেমন পরপুরুষদের নজর থেকে রক্ষা করা প্রয়োজন, তেমনি বিনা প্রয়োজনে মাহরাম পুরুষ ও মহিলাদেরকেও দেখানো উচিত নয়।

---

২৮. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, (মুসনাদুল আনসার), হাদীস নং: ২০৭৮৭ ও ২০৭৮৯
এ হাদীসটি ইমাম আবু দাউদ (রাহ.)ও হযরত দাহ্ইয়া ইবন খলীফা আল-কালবী (রা.) থেকে নকল করেছেন। তিনি বলেন: এক সময় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে কয়েকটি কুবতী কাপড় আনা হলো। তিনি তা থেকে একটি কাপড় আমাকে প্রদান করে বললেন: একে দু'ভাগে ভাগ করে নাও। এক ভাগ কেটে জামা তৈরি কর এবং অপর অংশটি ওড়না হিসেবে ব্যবহারের জন্য তোমার স্ত্রীকে দান কর। যখন তিনি ফিরে যেতে লাগলেন, তখন রাসূলুল্লাহ (স.) বললেন : وَأْمُرِ امْرَأَتَكَ أَنْ تَجْعَلَ تَحْتَهُ ثَوْبًا لَا يَصِفُهَا – "তোমার স্ত্রীকে এ নির্দেশও দেবে যেন, সে এর নীচে অন্য আরেকটি কাপড় লাগিয়ে নেয়, যাতে শরীর দেখা না যায়।" (আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, খ. ২, পৃ. ৫৬৮)
উল্লেখ্য যে, ইমাম আহমাদ (রাহ.)-এর বর্ণিত হাদীসটিতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে যে, কুবতী কাপড়টি ছিল মোটা ও পুরু; যদিও আবূ দাউদ (রাহ.)-এর বর্ণনায় তার উল্লেখ নেই। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কুবতী কাপড়টি ছিল মোটা; পাতলা ও মিহি নয়। কেননা, বিশ্বস্ত রাবীর অতিরিক্ত অংশ গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। তদুপরি হাদীস দুটিতে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে আশংকা ব্যক্ত করেছেন, তা হল শরীর ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবয়ব ফুটে ওঠা; শরীরের রঙ দেখা যাওয়া নয়, যেমন পাতলা কাপড়ে শরীরের রঙ দেখা যায়। এর দ্বারাও বুঝা যায় যে, হাদীস দু'টিতে কুবতী কাপড় দ্বারা উদ্দেশ্য হল: মোটা কুবতী কাপড়; পাতলা কুবতী নয়।

২৯. ইবনুল হাজ, *আল-মাদখাল*, খ. ১, পৃ. ২৩৫

www.pathagar.org

কাপড় মোটা হওয়া

এমন ধরনের পাতলা ও মিহি কাপড় পরা জায়িয নেই, যা পরলে লজ্জাস্থান দেখা যায়, চামড়ার সাদা, কিংবা লাল বা কাল রঙ প্রকাশ পায়। তবে ঘরের মধ্যে- যদি স্বামী ছাড়া তাকে অন্য কেউ দেখার সম্ভাবনা না থাকে- এ ধরনের কাপড় পরা জায়িয আছে। তদ্রূপ এ ধরনের পাতলা কাপড় ব্যবহার করাও মাকরূহ, যা পরলে গুপ্তাঙ্গ দেখা যায় না বটে; কিন্তু তার বডি আউটলাইন (যেমন শরীরের রেখা/ আকৃতি/গড়ন/গঠনকাঠামো) বা বডি প্রোফাইল (যেমন শরীরের বাঁকসমূহ) বাইর থেকে ফুটে ওঠে। এ কারণে সী থ্রু বা পাতলা ফিনফিনে, ট্রান্সপারেন্ট বা দৃষ্টি পেরোতে পারে এমন পাতলা ও মিহি কাপড় পরা জায়িয হবে না। কাপড় পরেও উলঙ্গ থাকা কাফির মুশরিকদের ফ্যাশন, যা মুসলিম নর-নারীরা কখনোই গ্রহণ করতে পারে না।

হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এরশাদ করেন:

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ...لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا ..

"অনেক নারী নামে মাত্র কাপড় পরে; কিন্তু কাপড় পাতলা হবার দরুন মূলত সে উলঙ্গই থাকে।[৩০] ... তারা জান্নাতে যেতে পারবে না এবং জান্নাতে ঘ্রাণও পাবে না।..."[৩১]

হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একবার হযরত আসমা' বিন্ত আবী বাকর (রা.) রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর দরবারে পাতলা কাপড় পরে প্রবেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং তার চেহারা ও হাতের পাঞ্জা দু'টির দিকে ইঙ্গিত করে বললেন:

يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا .

---

৩০. অনেকে এ হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন: তাদের উলঙ্গ হওয়ার মর্ম হল: শরীরের কিছু অংশ আবৃত করে আর কিছু অংশ রূপ ও সৌন্দর্য প্রকাশের নিমিত্তে প্রকাশ করা। যেমন বর্তমানে অনেক নারীই এমনভাবে পোশাক পরে, যাতে তাদের গলা, স্কন্ধ, বুক ও হাত প্রভৃতি খোলা দেখা যায়। তবে অধিকাংশ ভাষ্যকারের মতে- উলঙ্গ হওয়ার মর্ম হল: এমন পাতলা কাপড় পরা, যাতে শরীরের রঙ দেখা যায়।

৩১. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হাদীস নং: ৩৯৭১

www.pathagar.org

"আসমা, নারীর যখন রজোদর্শন হয় তখন তার এ এ ছাড়া শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখা যাওয়া উচিত নয়।"[৩২]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায়, হযরত আসমা' (রা.)-এর কাপড়গুলো পাতলা হওয়ার কারণে তাঁর শরীরের রং বাইরে ফুটে ওঠেছিল। এ কারণে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁকে দেখে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন।

আরো বর্ণিত আছে যে, একদা হযরত হাফছাহ বিন্ত 'আবদুর রহমান (রা.) একটি পাতলা ওড়না পরিহিত অবস্থায় হযরত 'আয়িশা (রা.)-এর নিকট গেলেন। তখন 'আয়িশা (রা.) ওড়নাটি ছিঁড়ে ফেললেন এবং তাঁকে একখানা মোটা ওড়না পরিয়ে দিলেন।"[৩৩]

পোশাক ব্যতিক্রমধর্মী ও খ্যাতিজনক না হওয়া

পোশাকের বিশেষ একটি শর্ত হল: তা খ্যাতিজনক হবে না। খ্যাতি লাভ করার উদ্দেশ্যে যে কোন বস্ত্রের বা যে কোন ডিজাইনের বা যে কোন রঙের পোশাক পরা মহিলাদের জন্য মোটেই জায়িয নয়; যদিও তা প্রশস্ত, মোটা ও পুরো শরীর আবৃতকারী হয়। কামীস, সেলোয়ার, ওড়না ও শাড়ি প্রভৃতি কাপড়, এমনকি জিলবাব, বোরকাও, যাতে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, তা পরিধান করা তাদের জন্য জায়িয নয়। এ ধরনের কাপড়গুলোকে খ্যাতিজনক কাপড় হিসেবে গণ্য করা হবে। বর্তমানে অনেক সৌন্দর্যপিয়াসিনী মুসলিম অভিজাত মহিলাকেও দেখা যায়, তারা পর্দার নামে ঘর থেকে বাইর হওয়ার সময় নজর কাড়া হরেক রঙের কিংবা সোনালী বা রূপালী বর্ণের রকমারী চিত্রাঙ্কিত রেশমী কাপড়ের বা অত্যন্ত উজ্জ্বল ঝকঝকে দামী কাপড়ের বোরকা পরে থাকে, যাতে তাদের সৌন্দর্যের প্রদর্শনী হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾ -"মহিলারা যাতে তাদের সৌন্দর্যকে প্রকাশ না করে।" সৌন্দর্য প্রকাশ না করার মানে হল, এমন পোশাক-পরিচ্ছদ এবং প্রসাধন করে বের না হওয়া, যাতে তাদের প্রতি পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অতএব, পর্দার নামে এ ধরনের উজ্জ্বল দৃষ্টিনন্দন বোরকা পরার অনুমতি ইসলামে নেই। হযরত 'উমার (রা.) বলেন: জিলবাব বা হিজাবের জন্য যে কাপড় বা চাদর ব্যবহার করা হবে, তা যেন সৌন্দর্যের দিক থেকে এমন না হয় যে, সৌন্দর্য ঢাকতে গিয়ে নিজেই সৌন্দর্যের প্রতীক বনে যায়।[৩৪]

---

৩২. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হাদীস নং: ৩৫৮০
৩৩. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ২, পৃ. ২৩৫
৩৪. *ফিকহু 'উমর (রা.)* (হিজাব শিরোনাম)

www.pathagar.org

শর্ট কামীস পরা

মেয়েদের পায়ের গোড়ালী পর্যন্ত ঢেকে রাখা ফরয। এ জন্য তাদের পোশাক এভাবে তৈরি করতে হবে, যাতে তাদের পায়ের গোড়ালী ঢেকে যায়। আমাদের সমাজে অনেক যুবতী মহিলাদেরকে দেখা যায়, যারা ভেতরে ছোট-খাট একটা কিছু পরার পর শরীরের নিম্নাংশের জন্য লোকাট ও মিনি স্কার্ট পরে এবং উপরের অংশের জন্য পরে শর্ট কামীস, যা কোমর পর্যন্ত পৌঁছে। এতে পায়ের নলার নিম্নভাগ খোলা থাকে। এ ধরনের কাপড় পরা হারাম। এ ধরনের কাপড় স্বামী ছাড়া অন্য কারো সামনে, এমনকি নিজের ছেলেমেয়ে ও মাহরাম পুরুষদের সামনেও পরা জায়িয নয়।

অনেকেই আবার তাদের ছোট মেয়েদেরকে লোকাট ও মিনিস্কাট পরতে দেয়। এতে তাদের পায়ের দু নলা হাঁটু পর্যন্ত স্পষ্টত দেখা যায়। ছোটদেরকেও এ ধরনের কাপড় পরতে দেয়া সমীচীন নয়। কারণ, তারা এ ধরনের কাপড় পরতে একবার অভ্যস্ত হয়ে গেলে বড় হলেও এ ধরনেরই কাপড় পরতে চাইবে। তদুপরি ছোটবেলা থেকেই সবাইকে শালীনতা, ভদ্রতা ও রুচিসুষ্ঠুতার শিক্ষা দেয়া প্রয়োজন, যাতে তারা বড় হলেও রুচিশীল ধর্মীয় জীবন যাপনে উৎসাহ বোধ করে।

প্যান্ট বা ট্রাউজার পরা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এমন আঁটসাঁট পোশাক পরিধান করা জায়িয নয়, যা পরলে দেহাবয়ব, গুপ্তাঙ্গের গড়ন ও শরীরের বাঁকসমূহ বাইর থেকে ফুটে ওঠে। এ ধরনের পোশাক পুরুষদের যেমন জায়িয নয়; তেমনি মহিলাদের জন্যও জায়িয নয়, তবে তাদের জন্য অধিক কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ, এতে পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে থাকে, যা অনেক সময় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অতএব, প্যান্ট বা ট্রাউজার যেহেতু সাধারণত আঁটসাঁট করে সেলাই করা হয় এবং এতে পায়ের আকৃতি এবং পেট, নিতম্ব ও কোমর প্রভৃতি দেহাঙ্গের গড়ন বাইর থেকে ফুটে ওঠে, তাই তা ব্যবহার করা মেয়েদের জন্য কোনভাবেই জায়িয নয়।[৩৫] তদুপরি মেয়েদের প্যান্ট পরা না জায়িয হবার আর একটি বড় কারণ হল, পুরুষদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নারী-পুরষ একে অপরের বেশ-ভূষা অবলম্বনকারীদের ওপর লা'নত করেছেন।

---

৩৫. *ফাতাওয়া*, রিয়াদঃ লাজনাতুত দা'ইমা লিল বুহুছিল 'ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা', ১৪২২ হি., খ. ১৭, পৃ. ১১৬

www.pathagar.org

ঢিলেঢালা প্যান্ট পরা

আঁটসাঁট প্যান্টের মত ঢিলেঢালা প্যান্ট ব্যবহার করাও মেয়েদের জন্য সমীচীন নয়। কারণ, সাধারণত প্যান্ট হল পুরুষদেরই পোশাক। তাই মেয়েরা প্যান্ট পরার মানেই হল পুরুষের পোশাকের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন, যা থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অত্যন্ত কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

পোশাক-পরিচ্ছদে পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, নারী-পুরুষ একে অপরের বেশভূষা গ্রহণ করা হারাম। পুরুষের পোশাক নারী পরতে পারবে না এবং নারীর পোশাকও পুরুষ পরতে পারবে না। কারণ, নারী ও পুরুষের পারস্পরিক সাদৃশ্য অবলম্বন বা অনুকরণ একটি অস্বাভাবিক কাজ ও বিকারগ্রস্ত মানসিকতার আলামত। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَلَا مَنْ تَشَبَّهَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

"যে মেয়েলোক পুরুষের বেশ ধারণ করবে, আর যে সব পুরুষ মেয়েলোকের বেশ ধারণ করবে- তারা কেউ আমার উম্মাতের মধ্যে গণ্য নয়।"[৩৬]

উপর্যুক্ত হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, নারী আর পুরুষ আল্লাহর দুই স্বতন্ত্র সৃষ্টি। কাজেই প্রত্যেকের জন্য শোভনীয় বিশেষ পোশাকই তাদের পরিধান করা উচিত। তার ব্যতিক্রম করা হলে আল্লাহর মর্জির বিপরীত কাজ করা হবে। আর তাতেই নেমে আসে আল্লাহর অভিশাপ।

পোশাক-পরিচ্ছদে ইউরোপীয় বা অমুসলিম মহিলাদের অনুকরণ

পোশাক-পরিচ্ছদে মুসলিম মহিলাদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রতি নজর রাখা একান্ত প্রয়োজন। বিজাতীয় মহিলাদের নির্বিচারে অনুকরণ চরম হীনমন্যতার ফল। যাদের মধ্যে বিন্দুমাত্র আত্মসম্ভ্রমবোধ অবশিষ্ট আছে, তারা কখনো ভিন্ন জাতির পোশাক গ্রহণ করতে পারে না। তাই ইসলামী স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা বিনষ্ট করে এমন যে কোনও পোশাক ইসলামে অনুমোদিত হতে পারে না। বর্তমান সমাজে অনেক মুসলিম মহিলাকে দেখতে পাওয়া যায়, তারা পশ্চিমা স্টাইলে স্যুট-প্যান্ট, স্লিভলেস, টপলেস, লো কাট, মিনিস্কার্ট, জিন্সের প্যান্ট, গেঞ্জী প্রভৃতি

---

৩৬. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ৬৫৮০

www.pathagar.org

পরতে খুব স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। এ সব কাপড় পর্দার উপযোগী তো নয়ই; বরং এগুলো তাদের দেহকে আরো আকর্ষণীয় ও মোহনীয় করে প্রকাশ করে। এসব কাপড় পরা জঘন্য গুনাহ। হযরত 'উমার (রা.) পারস্যবাসী মুসলিমদের প্রতি নির্দেশ জারী করে বলেন, وَذَرُوا التَّنَعُّمَ وَزِيَّ الْعَجَمِ -"তোমরা অনারব মুশরিকদের সুখ-সম্ভোগ ও পোশাক-আশাক পরিহার করবে।"[৩৭]

শাড়ি পরা

শাড়ি যথাযথভাবে সাতর ঢাকার জন্য বেশি উপযোগী নয়। হয়ত একান্ত বসা অবস্থায় শাড়ির প্রান্তদেশ হাত দিয়ে আটকে ও গুছিয়ে রেখে কোনরূপ সাতর আবৃত করা যায়; কিন্তু কাজকর্মের সময় তা সম্ভব নয়। বর্তমানে অধিকাংশ মেয়ে যেভাবে শাড়ি পরিধান করে তাতে আবশ্যিকভাবে আবরণীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বেশ কিছু অংশ অনাবৃত থেকে যায়। তদুপরি চলার সময় এবং গাড়িতে কিংবা উপরে উঠার সময় প্রায়ই দেহের নিচের অংশ খুলে যায় এবং কাজকর্মের সময় মাথা, বাহু, বগলের নিচে এমনকি পিঠও খুলে যায় এবং কোমরের নিচে পিছনের দিকের গঠন পুরোপুরি প্রকাশ পেয়ে যায়। সুতরাং এরূপ শাড়ি পরিধান করাতে শুধু ঘরের বাইরে পর-পুরুষের নিকটই নয়; বরং ঘরের ভেতরেও সারাক্ষণ একদিকে নিজেরা, অপরদিকে আপন পুরুষরাও গুনাহগার হচ্ছে। যা হোক, গুনাহ থেকে বাঁচতে হলে মেয়েদের প্রচলিত শাড়ির ব্যবহার পরিহার করে চলা উচিত। দেশীয় রীতি ও অভ্যাসের ফলে কেউ শাড়ি পরিধান করলে তাকে অবশ্যই যথাযথভাবে সাতর আবৃত করার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। এ ক্ষেত্রে ব্লাউজ, পেটিকোট ও ওড়নারও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। ব্লাউজ ছোট গলা, কোমর পর্যন্ত লম্বাঝুল এবং কব্জি পর্যন্ত বিস্তৃত হাতাবিশিষ্ট হতে হবে।

শাড়ি পরিধান করে নামায আদায় করাও প্রায় অসম্ভব। নামাযের মধ্যে ওঠাবসা ও রুকূ'-সিজদা করার ক্ষেত্রে অনেক সময় শাড়ি খানিকটা সরে মাথার সামনের কিছু চুল, কান, গলা ও হাত ইত্যাদি উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। শাড়ির সাথে কব্জি পর্যন্ত হাতা, লম্বা ঝুলের ব্লাউজ ও বড় ওড়না বা চাদর পরিধান করলে হয়ত কোনভাবে নামায আদায় হতে পারে।

---

৩৭. আহমাদ, *আল-মুসনাদ*, হা. নং: ২৮৪; 'আবদুর রাযযাক,' *আল-মুছান্নাফ*, হা. নং: ১৯৯৯৩; বায়হাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ১, পৃ. ১২৮

www.pathagar.org

মহিলাদের নিজেদের আসরে আপত্তিজনক কাপড় পরা

অনেক মহিলা নিজেদের সীমিত পরিসরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্লিভলেস, টপলেস, লোকাট ও মিনিস্কাট, জিন্সের প্যান্ট, শর্ট কামীছ, গেঞ্জী, চোস্ত পায়জামা, পাতলা ফিনফিনে কাপড়ের ওড়না ও শাড়ি প্রভৃতি আপত্তিজনক কাপড় পরে থাকে। এ ধরনের পোশাক নিজেদের সীমিত পরিসরে হলেও জায়িয হবে না। এতে হয়ত কোন কোন কাপড়ের ক্ষেত্রে পুরুষদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়, আবার কোন কোন কাপড়ের ক্ষেত্রে বিজাতীয় মহিলাদের অনুকরণ করা হয়।

নিচের দিকে খোলা কাপড় পরা

মেয়েদের এমন কোন কাপড় পরা জায়িয নয়, যাতে পায়ের নিচের দিকে খোলা থাকে। এ জন্য মেয়েদের কেবল গাউন পরাও জায়িয হবে না। কারণ, গাউন পরলে মেয়েদের নিম্নদিক খোলা থাকে। তদ্রূপ এমন কোন কাপড় পরাও তাদের জন্য জায়িয হবে না, যাতে সামনে, পেছনে কিংবা পাশে খোলা থাকে এবং তা দিয়ে পায়ের নলার পুরোটাই কিংবা কিছু অংশ দেখা যায়।

শরীরের কোন অংশ দেখা যায়- এ ধরনের কাপড় পরা

মেয়েদের এমন কোন কাপড় পরাও জায়িয নয়, যাতে শরীরের কোন অংশ দেখা যায়। আমাদের সমাজে সচরাচর মেয়েরা যেভাবে শাড়ি ও ব্লাউজ পরে তাতে তাদের হাত, বুক ও তলপেট প্রভৃতি খোলা থাকে। তদুপরি বর্তমানে মেয়েরা হাফহাতা কামীস পরে থাকে, আবার কাউকে কাউকে হাতাবিহীন কামীসও পরতে দেখা যায়, যাতে তাদের পুরো হাত, এমনকি বগলসহ দেখা যায়। এ ধরনের কাপড় পরে স্বামী ছাড়া কোন পরপুরুষের সামনে যাওয়া হারাম। ঘরোয়া পরিবেশে মাহরাম পুরুষদের মাঝেও ব্যবহার করা জায়িয নয়।

হাত-মোজা পরা

পরপুরুষদের সামনে মহিলাদের হাত-মোজা পরা নিঃসন্দেহে একটি ভাল কাজ। তারা প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময় মোজা দ্বারা হাতাদুটি আবৃত করে নিতে পারে। এটা মহিলাদের জন্য অধিকতর নিরাপদ এবং তাদের পর্দার জন্য অধিকতর উপযোগী। তবে হাত-মোজা দুটি এমন চাকচিক্যপূর্ণ ও সুন্দর হতে পারবে না, যাতে পুরুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

www.pathagar.org

وَلَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ .

"ইহরামরত অবস্থায় মহিলারা যেন মুখে নিকাব এবং হাতে দস্তানা পরিধান না করে।"[৩৮]

এ হাদীস থেকে স্পষ্টত জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মহিলাদের মাঝে হাত-মোজা পরার নিয়ম প্রচলিত ছিল। এ জন্য হজ্জের সময় ইহরাম অবস্থায় তিনি তাদেরকে হাত-মোজা পরতে নিষেধ করেছিলেন।

পা-মোজা পরা

মহিলারা প্রয়োজনে বাইরে যাওয়ার সময় হাত-মোজার মত পা-মোজাও পরতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ পায়ে চামড়ার মোজা পরতেন বলেও জানা যায়। সাহাবীগণ তাদেরকে বাইরে যাওয়ার ক্ষেত্রে পায়ে মোজা পরিধান করতে উৎসাহ দিতেন। 'আবদুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রা.) বলেন,

وَالَّذِى لاَ إِلَهَ غَيْرُهُ مَا صَلَّتِ امْرَأَةٌ صَلاَةً خَيْرٌ لَهَا مِنْ صَلاَةٍ تُصَلِّيهَا فِى بَيْتِهَا إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَسْجِدُ الْحَرَامِ ، أَوْ مَسْجِدُ الرَّسُولِ -ﷺ- إِلاَّ عَجُوزًا/ امْرَأَةً فِى مَنْقَلَيْهَا ، يَعْنِي خُفَّيْهَا.

"সেই যাতের কসম, যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই! মহিলা মসজিদে হারাম ও মসজিদে নববী ব্যতীত নিজের ঘরে যে নামায আদায় করে তার চেয়ে অন্য কোন জায়গায় অধিক মর্যাদাপূর্ণ নামায আদায় করে না। তবে যদি কোন বৃদ্ধা/ মহিলা চামড়া মোজা পরে বের হয়, তাহলে ভিন্ন কথা।"[৩৯]

---

৩৮. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল মানাসিক), হা. নং: ১৮২৬

৩৯. তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*, হা. নং: ৯৭৪২; বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, হা. নং: ৫৫৭০; হাদীসটির সনদ সহীহ। (হাইছামী, *মাজমা'উয যাওয়া'য়িদ*, হা. নং: ২১১৩)

www.pathagar.org

সপ্তম অধ্যায়
মহিলাদের সৌন্দর্য ও রূপচর্চা

মহিলাদের সৌন্দর্য ও রূপচর্চা

সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যোপকরণ ব্যবহারের স্পৃহা মানুষের জন্মগত। স্বভাবগত দীন হিসেবে ইসলামে সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য সামগ্রীর ব্যবহার সাধারণত বৈধ ও কাম্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾

"বল, আল্লাহ তা'আলা স্বীয় বান্দাহদের জন্য যে সব শোভার বস্তু ও পবিত্র জীবিকা সৃষ্টি করেছেন, তাকে কে হারাম করেছে?"[১]

অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ﴾

"তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় সুন্দর পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান কর।"[২]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ .

"আল্লাহ তা'আলা নিজেও সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন।"[৩]

তদুপরি স্বামীদের উদ্দেশ্যে সাধারণত নারীদের সৌন্দর্য চর্চা করা মুস্তাহাব ও পুণ্যের কাজ।[৪] আবার কখনো তা ওয়াজিবে পরিণত হয়, যদি স্বামী কামনা

---

১. আল-কুর'আন, ৭ (সূরা আল-আ'রাফ): ৩২
২. আল-কুর'আন, ৭ (সূরা আল-আ'রাফ): ৩১
৩. ওয়ালী উদ্দীন, *মিশকাতুল মাছাবীহ*, (বাবুল গাদাব ওয়াল কিবর), পৃ. ৪৩৩
৪. হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: হযরত 'উছমান ইবন মায'উন (রা.)-এর স্ত্রী মেহেদীর খিযাব লাগাতেন ও সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। পরে তিনি এগুলো ছেড়ে দেন। এরপর একবার তিনি আমার কাছে আসেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার স্বামী কি বাড়িতে আছে, না কি নেই? তিনি বললেন: সে বাড়িতে আছে; তবে দুনিয়ার প্রতি তার কোন অনুরাগ নেই। মেয়েদের প্রতিও নেই তার কোন আকর্ষণ। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমার কাছে আসলে আমি তাঁকে এ ব্যাপারটি অবহিত করলাম। এরপর তিনি 'উছমানের সাথে সাক্ষাত করে বললেন, উছমান, আমি যেসব বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছি, সে সবের প্রতি কি তোমার ঈমান আছে? তিনি জবাব দিলেন: অবশ্যই, ইয়া রাসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)।

www.pathagar.org

করে। স্ত্রীর সাজসজ্জা স্বামীকে অতিশয় মুগ্ধ ও প্রীত করে থাকে এবং এতে স্ত্রীদের প্রতি তাদের ভালবাসা ও আকর্ষণ বেড়ে যায়। তবে এ সাজসজ্জা অবশ্যই শারী'আত প্রদত্ত সীমারেখার মধ্যে থাকতে হবে। কোনভাবেই তা লঙ্ঘন করা চলবে না। ঘরোয়া আবহে এবং পারিবারিক পরিসরে সৌন্দর্য চর্চা সীমিত থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বর্তমানে প্রায়শ মহিলাদেরকে ঘরের মধ্যে স্বামীর উদ্দেশ্যে সাজগোছ করতে খুব একটা দেখা যায় না; সাজগোছের যতসব আয়োজন, তা সবই যেন ঘরের বাইরে যাওয়ার উদ্দেশ্যে। তারা বাইরে যাওয়ার সময় জাহিলী যুগের মহিলাদের মতো নিজেকে আকর্ষণীয় ও লোভনীয় করে সেজেগোছে বের হয়। তাদের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যেন, তারা পরপুরুষদেরকে প্রদর্শনের জন্য এসব করছে।

তদুপরি সাজসজ্জার ক্ষেত্রে এ কথাও খেয়াল রাখতে হবে যে, এ কাজে যেন কোন ধরনের অপচয় করা না হয় এবং বিলাসিতা প্রকাশ না পায়।[৫] বর্তমান নারী সমাজের অনেকেই দীন ও দুনিয়ার বিভিন্ন প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য না রেখে নিজেদের এবং স্বামীর উপার্জিত অর্থের অনেকাংশই সৌন্দর্য চর্চায় ব্যয় করে থাকে। তাদের এ ব্যয়ভার প্রতিদিন এতো বেড়ে যাচ্ছে যে, তা বহন করার আর্থিক সঙ্গতিও তাদের অনেকের নেই। তাছাড়া বর্তমানে মহিলারা যেসব প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করে থাকে তাতে দেহের জন্য ক্ষতিকর বহু উপাদান রয়েছে। কিছু কিছু প্রসাধন সামগ্রী একটানা অনেক দিন ব্যবহার করার ফলে এর উপাদানগুলোর বিষক্রিয়ার কারণে নানা দৈহিক সমস্যা দেখা দেয়। বিশেষ করে চামড়ায় প্রদাহ দেখা দেয়। ত্বকের আলোক সংবেদ্যতা বেড়ে গিয়ে বিভিন্ন রকমের এলার্জিক ক্রিয়া-বিক্রিয়া ঘটে। চর্মবিশেষজ্ঞগণ বলেন, "যাদের শরীরে এলার্জি আছে, তাদের প্রসাধনী ব্যবহার ঠিক নয়। যাদের এলার্জি নেই, তারা ব্যবহার করলে ক্ষতি হবে না।" বিউটিশিয়ানরা বলেন, "তেল, সাবান ও মেহেদী

তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, তাহলে আমার মধ্যেই তো তোমার জন্য রয়েছে অনুকরণের উত্তম আদর্শ। (আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ২৪২৩২) এ হাদীসে দেখা যায় যে, হযরত 'আয়িশা (রা.) হযরত 'উছমান (রা.)-এর স্ত্রীর সাজসজ্জার পরিত্যাগের ব্যাপারটি মেনে নিতে পারেন নি। এ থেকে জানা যায় যে, স্বামীবিশিষ্টা মহিলাদের জন্য সাজসজ্জা করা উত্তম ও পছন্দনীয়।

৫. ফুদালাহ ইবনু 'উবায়দ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَانَا عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْإِرْفَاهِ

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে বিলাসী জীবন যাপন করা থেকে নিষেধ করেছেন।" (আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, [কিতাবুত তারাজ্জুল], হা. নং: ৩৬২৯; নাসা'ঈ, *আস-সুনান*, [কিতাবুয যীনাত], হা. নং: ৪৯৭৩)

www.pathagar.org

জাতীয় প্রসাধনী সামগ্রী যেহেতু দেহের উপকারে আসে, তাই প্রসাধনীও ব্যবহার করা যায়।" অপরদিকে ঔষধবিজ্ঞানীগণ বলেন, "প্রসাধনীতে ভেজাল মেশায়। এর প্রস্তুত প্রণালী কিছুটা অবৈজ্ঞানিক, দামও বেশি, তাই প্রসাধনী ব্যবহারে সতর্কতার প্রয়োজন।"

চেহারা ও মুখের সাজসজ্জা

শারী'আতের সীমার মধ্যে থেকে চেহারা ও মুখের সৌন্দর্য ও লাবণ্য বৃদ্ধি করা দূষণীয় নয়; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা কাম্যও। তাই যেসব সৌন্দর্য উপকরণ বা কর্মকাণ্ড চেহারার সৌন্দর্য ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে, চেহারার কোনরূপ ক্ষতি সাধন করে না এবং তাতে যদি চেহারার আসল রূপ ছাপা না পড়ে, তা ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই।

চোখে সুরমা ব্যবহার

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, চোখের দৃষ্টিশক্তি শক্তিশালী করা, চোখের ছানি ও আবরণ দূর করা এবং চোখ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে সুরমা ব্যবহার করতে নারী-পুরুষ কারো জন্য কোন অসুবিধা নেই। সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যেও মহিলারা তা ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই। কারণ, স্বামীদের মনস্তুষ্টি অর্জনের জন্যে মহিলাদের রূপ ও সৌন্দর্য চর্চা করা শার'ঈভাবেও পছন্দনীয়। তবে বিধবা ও তালাক প্রাপ্তা মহিলাদের জন্য ইদ্দত পালনের সময় তা ব্যবহার করা বিধেয় নয়। তালাকে রাজ'ঈ প্রাপ্তা মহিলাদের জন্য তা ব্যবহার করা মুবাহ।[৬]

বর্তমানে দেখা যায়, ভারত, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়াসহ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের মেয়েদের প্রিয় প্রসাধনী হচ্ছে সুরমা। এটা আই লাইনার বা চোখের পাতা অঙ্কনের কাজে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আধুনিক সুরমায় যেভাবে অতিমাত্রায় সীসা ব্যবহার করা হয়; এটা নিঃসন্দেহে শরীরের জন্য ক্ষতিকর। সীসা চোখ থেকে হাতের মাধ্যমে পেটে যেতে পারে। চোখে চুলকানি অনুভূত হলে মানুষ স্বাভাবিকভাবেই হাত দিয়ে চোখ রগড়ায়। এতে সুরমার সীসা খাদ্য-দ্রব্যের মাধ্যমে পেটে গিয়ে দেহে জমা হতে থাকে। এটা কিডনী, মস্তিষ্কসহ কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে।[৭] তাই দেখে-শুনে সুরমা ব্যবহার করা দরকার।

---

৬. জাস্‌সাস, *আহকামুল কুর'আন*, খ. ৩, পৃ. ৫১-২; ইবনুল হুমাম, *ফাতহুল কাদীর*, খ. ৯, পৃ. ৩৩২

৭. ডা. নাজমুল আলম, *প্রসাধনী*, মাসিক পৃথিবী, নভেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৪৬

www.pathagar.org

কপালে লাল টিপ ও সিঁথিতে সিন্দুর পরা

আমাদের দেশে আজকাল একটি প্রথা চালু হয়েছে যে, হিন্দু মেয়েদের দেখাদেখি অনেক মুসলিম মেয়েও কপালে লাল টিপ ও সিঁথিতে সিন্দূর পরে থাকে।

যতটুকু জানা যায়, মাথার সিঁথির মাঝখানে বা কপালে সিন্দূর পরা হিন্দুদের ধর্মীয় রীতি। ধর্মীয় রীতি অনুসারে তাদের কেবল বিবাহিত নারীরাই মাথায় সিঁথির মাঝখানে লম্বা করে সিন্দূর লাগায়। বিয়ের পূর্বেও লাগায় না এবং বিয়ের পর স্বামী মারা যাওয়ার পরও লাগায় না।[৮] ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, ইসলামে বিজাতীয়দের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বিষয়াদির সাদৃশ্য অবলম্বন করা কঠোরভাবে

---

৮. হিন্দু নারীদের সিন্দূর পরার কারণ সম্পর্কে যা জানা যায়, সিন্দূরের ব্যবহার প্রাচীন ভারতে কেবল নারীদের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না। নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সেই যুগে এ বিশেষ প্রসাধনটি করতেন। কালক্রমে পুরুষের প্রসাধন-তালিকা থেকে সিন্দূর বাদ পড়ে। তবে আজও বেশ কিছু পুরুষ কপালে সিন্দূরের তিলক পরেন। বিশেষ করে শাক্ত মতাবলম্বীদের মধ্যে সিঁদূরের তিলক সেবার রেওয়াজ পুরোপুরি রয়েছে। পুরুষদের আঙিনায় তা ক্রমে বিরল হয়ে পড়লেও বিপুল সংখ্যক বিবাহিতা হিন্দু নারী সিঁদূরবিহীন অবস্থার কথা ভাবতেই পারে না। অনেকেরই ধারণা হলো, সিন্দূর একান্তভাবে বন্ধনের চিহ্ন। বিবাহিতা নারীকে সিন্দূর চিহ্নিত করে সমাজকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এ নারী অন্যের স্ত্রী। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ব্যাপারটা এত সহজ-সরল নয়।

হিন্দু নারীর সিন্দূর পরা নিয়ে সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্ব অন্য কথা বলে। নৃতত্ত্ববিদদের মতে, লাল বর্ণের সিন্দূর কপালে ধারণ করার অর্থ জড়িয়ে রয়েছে আদিম উর্বরাশক্তির উপাসনার মধ্যে। হিন্দু ধর্ম বলে, আজ যা পরিচিত তার উৎস এক টোটেমবাহী কৌম সমাজে। সেখানে গাছ, পাথর, মাটি ইত্যাদিকে প্রাকৃতিক শক্তির প্রতীক বলে মনে করা হত। আর তাদের কাছে লাল রঙটি ছিল সৃষ্টির প্রতীক। সেই আদিম কাল থেকে লাল সিন্দূরকে ভারতীয়রা বেছে নেয় তাদের একান্ত প্রসাধন হিসেবে। বিবাহিতা মহিলাদের ললাটে সিন্দূর তাদের সন্তানধারণক্ষম হিসেবে বর্ণনা করে। তার বেশি কিছু নয়। কিন্তু নৃতাত্ত্বিকদের এ বক্তব্যের সাথে শাস্ত্রবচনের কোনও মিল নেই। শাস্ত্র অনুযায়ী লাল সিন্দূর শক্তির প্রতীক। মানব শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন দেবতা অবস্থান করেন। কপালে অধিষ্ঠান করেন ব্রহ্মা। লাল সিন্দূর ব্রহ্মাকে তুষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

শাস্ত্র কপালে সিন্দূর প্রয়োগেরও কিছু বিধি ও ফলনির্দেশ করে। জানা যায়, তর্জনি দিয়ে সিন্দূর পরলে শান্তি পাওয়া যায় এবং মধ্যমা দিয়ে পরলে আয়ু বৃদ্ধি পায়। প্রাচীন কালে হলুদ গুঁড়ো দিয়ে সিন্দূর তৈরি করা হত। তারপর তাতে লাল কালি মিশিয়ে রাঙিয়ে তোলা হত। সিন্দূর চর্চার কেন্দ্রবিন্দুটি হল আজ্ঞাচক্র। এখানে সিন্দূর প্রয়োগে আত্মশক্তি বাড়ে। নারীকে 'শক্তি' হিসেবেই জ্ঞান করে হিন্দু পরম্পরা। সিন্দূর তাদের আজ্ঞাচক্রে প্রদানের বিষয়টি সেই কথা মনে করিয়ে দেয়।

(https://www.dnabangla.com/2018/11/Lifestyle-news.html, Date: 16.08.2019)

www.pathagar.org

নিষিদ্ধ। কাজেই কোন মুসলিম মহিলার জন্য কপালে সিন্দূর পরা জায়িয নয়।

তবে সাজসজ্জার অংশ হিসেবে মহিলাদের কপালে লাল বা অন্যান্য রঙের গোল টিপ পরা জায়িয কি-না? এ ব্যাপারে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়।

এক দল আলিমের মতে, কপালে টিপ পরা মূলত ভারতবর্ষের মহিলাদের সাজসজ্জার একটি উপকরণ মাত্র। এটা ধর্মবিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত নয়। এ কারণে প্রাচীন কাল থেকে অত্র অঞ্চলে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে মহিলাদের কপালে টিপ পরার প্রথা প্রচলিত রয়েছে। তদুপরি দুনিয়াবী কোন বিষয়কে স্পষ্ট দলীল ব্যতীত হারাম বলার সুযোগ নেই। তবে এতে কারো দ্বিমত নেই যে, সেজেগোছে পরপুরুষের সামনে ঘুরে বেড়ানো না-জায়িয। কারণ, ইসলামে স্বামী, মাহরাম পুরুষ ও মহিলা অঙ্গন ব্যতীত অন্য কারো সামনে মহিলাদের সাজসজ্জা ও সৌন্দর্য প্রকাশ করা বৈধ নয়।

অপর এক দল আলিমের মতে, মুসলিম মহিলাদের জন্য টিপ পরা বৈধ নয়। তাঁরা মনে করেন, টিপ পরা মূলত সিন্দূরেরই একটি অংশ, যা হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং টিপ পরিধান করলে প্রকারান্তরে হিন্দু সংস্কৃতিই চর্চা করা হয়।

আমরা মনে করি, যেহেতু বিষয়টি নিয়ে আলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে, তাই সতর্কতার স্বার্থে টিপ পরিধান না করাই শ্রেয়।

ভ্রূ উৎপাটন

হাতের সাহায্যে কিংবা লোম নাশকের সাহায্যে ভ্রূর চুল উপড়ে ফেলে বিশেষ আকৃতির ভ্রূ নির্মাণ করা হারাম, কবীরা গুনাহ। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে মহিলা ভ্রূ উৎপাটন করে এবং যে ভ্রূ উৎপাটন করতে দেয় তাদের প্রতি লা'নত করেছেন।[৯] কারণ, আল্লাহ তা'আলা যাকে যেভাবে সৃষ্টি করেছেন, তা-ই হলো তার সৌন্দর্য। তাকে পরিবর্তন করা সৃষ্টিকে পরিবর্তন করার নামান্তর। আর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করা জায়িয নেই। ভ্রূর কেশরাজিও আল্লাহ তা'আলা চেহারার সৌন্দর্য হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। তদুপরি ভ্রূ মাথার উপর থেকে পতিত ধুলাবালি হতেও চোখগুলোকে রক্ষা করে থাকে। তাই ভ্রূকে কোনরূপ পরিবর্তন করা জায়িয হবে না। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

---

৯. উল্লেখ্য যে, মহিলাদের মতো কোন পুরুষও যদি ভ্রূ উৎপাটন করে, তার বেলায়ও হুকুমটি প্রযোজ্য হবে। হাদীসের মধ্যে বিশেষভাবে মহিলাদের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, তারাই সচরাচর সৌন্দর্যের জন্য এরূপ করে থাকে।

www.pathagar.org

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ.

"আল্লাহ তা'আলা যেসব মহিলা উল্কি আঁকে ও আঁকতে দেয়, ভ্রূ উৎপাটন করে ও উৎপাটন করতে দেয় এবং সৌন্দর্যের জন্য দাঁতগুলোকে সোজা ও পাতলা করে আর এভাবেই আল্লাহর সৃষ্টিকর্মকে পরিবর্তন করে তাদের প্রতি লা'নত করেছেন।"[১০]

ভ্রূ ছাটা

সৌন্দর্যের জন্য ভ্রূ ছাটাও জায়িয নেই। কারণ, ভ্রূ ছাটাও এক ধরনের ভ্রূ উৎপাটন, যা থেকে রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

তবে আমি মনে করি, ভ্রূর কেশরাজি যদি এতো বেশি ও ঘন হয়ে থাকে, যা তার নির্দিষ্ট পরিধি অতিক্রম করে চোখ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে এবং দৃষ্টিদানের ক্ষেত্রে অসুবিধা সৃষ্টি করে, তাহলে অসুবিধা সৃষ্টিকারী ভ্রূর কেশরাজি অপসারণ করতে কোন অসুবিধা নেই। অনেক সময় ভ্রূতে এমন কিছু তিল দেখা যায়, যাতে চুল জন্মে থাকে। তা অপসারণ করা দূষণীয় নয়। কারণ, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল চোখের বিশ্রীতা দূর করা, সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা নয়।

ভ্রূ মুণ্ডানো

ক্ষুরের সাহায্যে ভ্রূর অংশবিশেষকে মুণ্ডিয়ে বিশেষ আকৃতির ভ্রূ তৈরি করাও জায়িয নেই। কারণ, এটাও এক ধরনের ভ্রূ উৎপাটন, যা থেকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

চেহারায় অস্বাভাবিকভাবে গজিয়ে ওঠা কেশ উৎপাটন বা অপসারণ

মহিলাদের শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অস্বাভাবিকভাবে যে কেশগুলো গজিয়ে ওঠে তা উৎপাটন বা অপসারণ করা জায়িয।[১১] যেমন কোন মহিলার দাড়ি বা গোঁফ গজালে, বা গণ্ডদেশে কোন কেশ জন্মালে অথবা পায়ের নলায় কিংবা হাতে

---

১০. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তাফসীর), হা. নং: ৪৫০৭; (লিবাস), হা.নং: ৫৪৭৬, ৫৪৮৩; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (লিবাস), হা.নং:৩৯৬৬

১১. হানাফীগণের মতে- এগুলো অপসারণের মাধ্যমে চেহারার মাধুর্য ও সৌন্দর্য রক্ষা করা মুস্তাহাব। মালিকীগণের দৃষ্টিতে- এগুলো অপসারণ করা ওয়াজিব। কারণ, এগুলো ছেড়ে রাখলে ঐসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য ও লাবণ্য নষ্ট হয়ে যায়। শাফি'ঈ মতাবলম্বী ইমামগণের দৃষ্টিতে, যদি স্বামী নির্দেশ দেয়, তবেই এগুলো অপসারণ করা ওয়াজিব।

www.pathagar.org

অথবা পেটে বা পিঠে কোন চুল গজালে তাকে উঠিয়ে নিতে কোন অসুবিধা নেই। কারণ, এর উদ্দেশ্য সৌন্দর্য চর্চা নয়; বরং বিশ্রীতা দূর করা। বর্ণিত রয়েছে, একদা 'আলিয়া বিন্‌তু আয়ফা' নাম্নী জনৈকা মহিলা হযরত 'আয়িশা (রা.)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলেন, উম্মুল মু'মিনীন! আমার চেহারায় তো অনেক কেশ রয়েছে। আমি কি এগুলো উপড়িয়ে নিতে পারি? এগুলো উৎপাটন করে আমি স্বামীর কাছে আমার সৌন্দর্য তুলে ধরতে চাই। হযরত 'আয়িশা (রা.) উত্তর দিলেন, তুমি কষ্টদায়ক এ কেশগুলো সরিয়ে নাও এবং স্বামীর উদ্দেশ্যে নিজেকে তৈরি করে নাও যেমন তুমি কারো সাথে দেখা করতে যাওয়ার জন্য নিজেকে তৈরি করে থাক।"[১২]

যদি কোন মহিলার চেহারায় দাড়ি বা গোঁফ এমন ঘনভাবে গজাতে শুরু করে, যাতে তাকে দেখতে পুরুষের মত মনে হয়, তাহলে সে অবশ্যই দাড়ি ও গোঁফ উৎপাটন করবে।

দাঁত ঘসে ঘসে সুঁচালো ও পাতলা করা

সৌন্দর্যের জন্য দাঁত ঘসে ঘসে সুঁচালো ও পাতলা করা জায়িয নেই। কারণ, এটা আল্লাহ প্রদত্ত আকৃতিতে এক প্রকারের পরিবর্তন সাধন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যে মহিলা দাঁত সুচাঁলো ও পাতলা করে এবং যে এ কাজে সহায়তা করে তাদের প্রতি লা'নত করেছেন। বর্ণিত রয়েছে,

لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... الوَاشِرَاتِ وَ الْمُسْتَوْشِرَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ .

"যে মহিলা দাঁত সুঁচালো ও পাতলা করে, আর যে এ কাজে এ সাহায্য করে এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁতগুলোকে ফাঁক করে, আর এভাবে যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, তাদের সকলের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লা'নত করেছেন।"[১৩]

তবে দাঁতগুলোতে কোন ধরনের বিশ্রীতা থাকলে অথবা ক্ষয়রোগের ফলে দাঁতে কোনরূপ বিশ্রীতা সৃষ্টি হলে এবং এ বিশ্রীতা দূর করার জন্য দাঁতগুলোর সোজা ও পাতলা করার দরকার পড়লে, তা করতে কোন দোষ নেই। কেননা, এটা হল

---

১২. 'আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*, (কিতাবুস সালাত), হা. নং: ৫১০৪
১৩. নববী, *শারহু সাহীহ মুসলিম*, খ. ১২, পৃ. ১০৬-১০৭

www.pathagar.org

চিকিৎসার পর্যায়ভুক্ত এবং বিশ্রীতা দূরীকরণ। তবে এটা অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমেই সম্পন্ন হওয়া দরকার।

দাঁত সোজা করা ও কাছে নিয়ে আসা

প্রয়োজনে প্রেক্ষিতে দাঁত সোজা করা ও কাছে নিয়ে আসা জায়িয। যেমন দাঁতে কোনরূপ বিশ্রীতা থাকলে এবং তা দূর করার প্রয়োজন পড়লে, তা করতে কোনরূপ অসুবিধা নেই। তদ্রূপ চিকিৎসার উদ্দেশ্যে অথবা দাঁতগুলো সোজা ও ঠিক করা ছাড়া খাবার খেতে অসুবিধা হলে এরূপ করতে কোন অসুবিধা নেই।

তবে বিনা প্রয়োজনে এরূপ করা জায়িয নেই। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সৌন্দর্যের জন্য দাঁতগুলোকে কাছে নিয়ে আসা থেকে নিষেধ করেছেন। তদ্রূপ সৌন্দর্যের জন্য দাঁতগুলোকে ফাঁক করাও জায়িয নেই। কারণ, এগুলো এক ধরনের অনর্থক কাজ এবং আল্লাহর সৃষ্টির পরিবর্তন সাধন।

কৃত্রিম উপায়ে চেহারা লাল, ফর্সা ও উজ্জ্বল করা

শারী'আতের সীমার মধ্যে থেকে নারীদের সৌন্দর্য চর্চা করা কেবল বৈধই নয়; বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তা কাম্যও। বিশেষ করে স্বামীদের উদ্দেশ্যে নারীদের সৌন্দর্য চর্চা করা পুণ্যের কাজ। এতে স্ত্রীদের প্রতি স্বামীদের ভালবাসা ও আকর্ষণ বেড়ে যায়। তাই যেসব সৌন্দর্য উপকরণ নারীদের চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং তাদের চেহারার কোন ক্ষতি সাধন করে না এবং তাতে যদি চেহারার আসল রূপ চাপা না পড়ে, তা ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই। অপরপক্ষে যেসব সৌন্দর্য উপকরণ চেহারার ক্ষতি সাধন করে এবং যাতে চেহারার আসল রূপ চাপা পড়ে যায়, তা ব্যবহার করা উচিত নয়।

এ কারণেই মেহেদী কিংবা ব্লাসিং পাউডার বা ক্রিম অথবা কসমেটিকসের সাহায্যে চেহারা বা কপোলদ্বয়কে কৃত্রিম উপায়ে এমনভাবে লাল, ফর্সা ও উজ্জ্বল করে ফেলা জায়িয নয়, যাতে চেহারার আসল রূপই চাপা পড়ে যায়। এতে অনেক সময় পাণিগ্রহণেচ্ছু ছেলে বা ছেলে পক্ষ ধোঁকায় পড়ে যায়। তবে স্বামীদের কাছে সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে তাদের অনুমতি বা ইচ্ছানুক্রমে স্ত্রীদের তা করতে কোন দোষ নেই। ইমাম রাফি'ঈ (রাহ) বলেন, "স্বামীহীনা মহিলাদের জন্য এরূপ করা হারাম। তা ছাড়া স্বামীবিশিষ্টা মহিলাদের জন্যও স্বামীর অনুমতি ছাড়া এরূপ করা হারাম।" যদি তার সম্মতি বা অনুমতিক্রমে এরূপ করা হয়, তবে কারো কারো মতে জায়িয হলেও অধিকতর বিশুদ্ধ মত হল তাও না জায়িয।

www.pathagar.org

হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَنُ الْقَاشِرَةَ وَالْمَقْشُورَةَ

"যেসব মহিলা চেহারা কৃত্রিম উপায়ে লাল ও উজ্জ্বল করে এবং যারা এ কাজে সহায়তা করে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাদের প্রতি লা'নত করেছেন।"[১৪]

অধিকন্তু, বর্তমানে আমাদের দেশে চেহারার রঙ ফর্সা ও উজ্জ্বল করতে স্টেরয়েড জাতীয় মলমের ব্যবহার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিউটিশিয়ানরা মুখের রঙ ফর্সার করার জন্য এটা ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকে। এ ধরনের স্টেরয়েড জাতীয় মলম ত্বকে দীর্ঘ দিন ব্যবহারের ফলে অ্যালার্জি সৃষ্টি করে থাকে। এর ফলে মুখে চুলকানি ও গোটা দেখা দেয়। তাছাড়া ত্বক শুকিয়ে পাতলা হয়ে যেতে পারে এবং ত্বকের সরু রক্তনালীগুলো প্রসারিত হতে পারে। বাজারে অনেক ধরনের ত্বক ফর্সাকারী মলমের বিজ্ঞাপনও দেয়া হয়। এটিও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ব্যবসার কৌশল মাত্র।

উল্লেখ্য যে, মুখের ত্বক যাদের কালো, পারতপক্ষে সূর্যের আলো একটু এড়িয়ে চলবেন। অন্তত মুখে যেন সূর্যের আলো বেশি না পড়ে সে দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, সূর্যের আলোর অতি বেগুনি রশ্মি ত্বককে কালো করে দেয়, যদিও ত্বকের সংস্পর্শে সূর্যের আলোর সাহায্যে আমাদের দেহে ভিটামিন ডি তৈরি হয়, যা আমাদের দেহের সুস্থতার জন্য খুবই প্রয়োজন। চর্ম-অ্যালার্জি ও যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ ডা. দিদারুল আহসান মহিলাদেরকে পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেন:

"যারা জন্মগতভাবে কালো অথবা শ্যামলা, তারা মলমের মাধ্যমে ফর্সা হওয়ার ব্যর্থ চেষ্টা চালাবেন না। কারণ, এতে ত্বক সাময়িকভাবে কিছুটা ফর্সা হতে পারে, কিন্তু ঔষধ বন্ধ করে দেয়ার পর আবার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়। মনে রাখবেন, কালোই জগতের আলো! তবে যদি কেউ কালো নিয়ে খুব বেশি দুশ্চিন্তায় ভোগেন, তবে একটু বেশি করে গাজর খাবেন। গাজরে ক্যারোটিন থাকে, যা ত্বকের গায়ে হালকা হলদে আভা এনে দেয়।"[১৫]

মেকআপ ব্যবহার করা

আমি যতটুকু জানি যে, মেকআপ যদিও কিছু সময় ধরে চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে; তথাপি চেহারার জন্য তা ভীষণ ক্ষতিকর। এর ফলে বয়স বাড়ার সাথে

---

১৪. আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা.নং: ২৫৫৯৭

১৫. দিদারুল আহসান, ডা., *রমণীর মুখের রঙ বদলাতে মলম*, নয়া দিগন্ত, ২৩ মার্চ ২০০৮, পৃ. ১১

www.pathagar.org

সাথে অসময়ে চেহারার রঙ ও ঔজ্জ্বল্য অনেকখানি নষ্ট হয়ে যায়। তখন মেকআপ বা অন্য কিছু দিয়ে তা ধরে রাখা যায় না। তাই আমি মনে করি, মহিলারা মেকআপ ব্যবহারের আগে ডাক্তারের কাছে জেনে নেবে, তাদের ব্যবহৃত মেকআপ ক্ষতিকর কি না। যদি বাস্তবিকই ক্ষতিকর হয়ে থাকে, তবে তা ব্যবহার করা কোন মতেই জায়িয হবে না। কারণ, শারী'আতের দৃষ্টিতে যেসব বস্তু দেহের জন্য ক্ষতিকর কিংবা শরীরের অবয়বকে বিকৃত করে দেয়, তা ব্যবহার করা জায়িয নেই।

এজন্য আমি পুরুষদেরকে বলবো, তারা যেন তাদের স্ত্রীদেরকে মেকআপ ব্যবহারের জন্য উৎসাহিত না করে, আর মহিলাদেরকেও বলবো, তারা যেন মুখের জন্য ক্ষতিকর এরূপ মেকআপ ব্যবহার করা পরিহার করে।

লিপস্টিক ব্যবহার করা

স্বামীদের কাছে সৌন্দর্য প্রকাশের উদ্দেশ্যে লিপস্টিক ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নাই। তদুপরি এটা এমন কোন স্থায়ী রঙ নয়, যাতে একে শারী'আতে নিষিদ্ধ উল্কির মধ্যে গণ্য করা যেতে পারে।

তবে যদি দেখা যায় যে, লিপস্টিক অধরের জন্য ক্ষতিকর এবং এর ফলে অধরের আর্দ্রতা ও মসৃণতা হ্রাস পায়, তাহলে তা ব্যবহার করা উচিত হবে না। আমি যতটুকু জানি যে, অনেক সময় এর ফলে অধর ফেটে যায়। যদি তা-ই হয়ে থাকে, তা হলে ইসলামের মূলনীতি "যা ক্ষতিকর তা নিষিদ্ধ" -এর আলোকে লিপস্টিকও নিষিদ্ধ হবে। তদুপরি কিছু কিছু ব্রান্ডের লিপস্টিকে রোডামিন বি ও ব্রিলিয়েন্ট ব্লু নামের যে রঙ থাকে, তা কারসিনোজেনিক বা ক্যান্সার সৃষ্টির সাথে জড়িত বলে চর্ম বিশেষজ্ঞগণ অভিযোগ করেন।

চেহারার দাগ অপসারণ করা

কখনো মেয়েদের চেহারায় মেছতা, ফুটফুট দাগ, ব্রণ ও ফুস্কুড়ি দেখা দেয়। ঔষধ সেবন কিংবা মলম ইত্যাদির সাহায্যে এসব দাগ দূর করে চেহারার সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও শ্রী রক্ষা করতে কোন দোষ নেই।

মেছতা ও মুখের ব্রণের দাগ ইত্যাদির চিকিৎসায় ডিম, মধু ও দুধ প্রভৃতির ব্যবহার

ডিম, মধু ও দুধ প্রভৃতি বস্তু আল্লাহ তা'আলা মুলত মানুষের খাদ্য হিসেবেই সৃজন করেছেন। তবে এগুলো প্রয়োজনে অন্যত্রও চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

www.pathagar.org

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾

"তিনি পৃথিবীর সকল কিছুই তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন।"[১৬]

এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, পৃথিবীর সকল কিছু থেকে সর্ব উপায়ে উপকার লাভ করা যাবে, যদি তা নিষিদ্ধ হবার কোন প্রমাণ পাওয়া না যায়। সৌন্দর্য বৃদ্ধি ও শ্রী রক্ষার জন্যে যেখানে এগুলো ছাড়াও বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে এগুলোর ব্যবহার নিঃসন্দেহে উত্তম হবে।

মুখে ক্রিম ব্যবহার

সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে মুখে ক্রিম ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই, যদি তাতে মুখের কোন ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। সাধারণত মুখমণ্ডলের ক্রীমে পারফিউম ছাড়াও কিছু জৈব রং যেমন এজোডাই, লেনোলিন এবং সংরক্ষক হিসেবে প্যারাবেন ব্যবহার করা হয়, যা চেহারার জন্য ক্ষতিকর। এ ধরনের ক্রীমের প্রতিক্রিয়া চামড়া জ্বালা করা ও এলার্জিমূলক।[১৭] তাই মুখে ক্রিম ব্যবহার করার আগে তার কোন ক্ষতিকর দিক আছে কিনা- এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন।

চেহারা ও অন্যান্য অঙ্গে পাউডার ব্যবহার

সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে চেহারা ও অন্যান্য অঙ্গে পাউডার ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই, যদি তাতে চেহারা বা শরীরের কোন ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা না থাকে। কোন পাউডারে কোন ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে তা পরিহার করা উচিত। যতটুকু জানা যায়, পাউডারের মূল উপকরণ হচ্ছে ট্যাল্‌ক। এক জাতীয় সাদা নরম পাথরের নামই ট্যাল্‌ক। তাই এর নাম ট্যালকম পাউডার। অবশ্যই সাথে অন্যান্য উপাদানও মেশানো হয়।[১৮]

চোখে রঙিন ল্যান্স পরা

প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে ল্যান্স ব্যবহার করতে কোন অসুবিধা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে, বিশেষ করে চড়া দাম হলে, তা ব্যবহার না করাই উত্তম। কারণ, তখন এটা অপচয় হিসেবে বিবেচ্য হবে। তদুপরি তা এক ধরনের প্রতারণামূলক আচরণ। এতে চোখের প্রকৃত আকৃতির পরিবর্তে কৃত্রিম আকৃতিই দৃশ্যমান হয়।

---

১৬. আল-কুর'আন, ২ (সূরা আল-বাকারাহ): ২৯
১৭. ডা. নাজমুল আলম, *প্রসাধনী*, মাসিক পৃথিবী, নভেম্বর ১৯৯৪, পৃ. ৪৬
১৮. *তদেক*

www.pathagar.org

কান ছিদ্র করা

অলঙ্কার পরার উদ্দেশ্যে মহিলাদের কান ছেদ করতে কোন দোষ নেই। তদ্রূপ শিশুকন্যাদের কান ছেদ করতেও কোন অসুবিধা নেই।[১৯] বিভিন্ন হাদীস থেকে জানা যায় যে, মহিলা সাহাবীগণও কানে বালা পরতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এগুলো দেখে কোনরূপ প্রতিবাদ করেননি। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবনু 'আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) 'ঈদের দিন দু রাক'আত নামায পড়লেন। এরপর হযরত বিলাল (রা.)কে সাথে নিয়ে মেয়েদের কাছে এসে তাদেরকে দান-খয়রাত করার নির্দেশ দিলেন। ফলে তারা নিজেদের কানের বালাগুলো এক এক করে ফেলতে লাগল।"[২০] এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, মহিলা সাহাবীগণ কানে বালা পরতেন। তদুপরি এতে শরীরকে আযাব দেয়া হলেও তা হচ্ছে হালকা ধরনের আযাব। বিশেষ করে ছোট বেলায় কান ছিদ্র করা হলে তা তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়। তা ছাড়া যেহেতু ইসলাম তাদেরকে অলঙ্কার পরার অনুমতি দিয়েছে, তাই কানে অলঙ্কার পরার প্রয়োজনে যদি কান ছিদ্র করা হয়, তাও ইসলামে অনুমোদিত। এ কারণে একে শরীরের অঙ্গের বিকৃতি সাধন হিসেবেও গণ্য করা হয় না।

নাক ছিদ্র করা

কানের মতো নাক ছিদ্র করা এবং তাতে দুল কিংবা নোলক পরাও জায়িয হবে, যদি সমাজে মহিলাদের যীনাত হিসেবে তা প্রচলিত থাকে। একে শরীরের অঙ্গের বিকৃতি সাধন হিসেবে গণ্য করা হবে না। শাফি'ঈগণ একে সুস্পষ্টভাবে জায়িয বলেছেন।[২১]

নাকে দুল ও নোলক পরা

মহিলাদের মাঝে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী কানের বালার মতো নাকে দুল ও নোলক পরা জায়িয হবে। যদিও এতে শরীরের অংশ বিশেষকে ছিদ্র করতে হয়। একে অঙ্গের বিকৃতি সাধন হিসেবে গণ্য করা হবে না।

---

১৯. এটা হানাফী ও অধিকাংশ ইমামের অভিমত। (ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ২৭, পৃ. ৮১; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ১২, পৃ. ২৪৫) তবে ইবনুল জাওযী (রাহ.)-এর মতে, মেয়েদের জন্য কান ছিদ্র করা জায়িয নেই। ইমাম গাযালী (রাহ.)-এর মতে, তা হারাম। তাঁদের বক্তব্য হল- এটা মেয়েদেরকে এক প্রকার অনর্থক কষ্ট দেয়া। সৌন্দর্যের জন্য তারা হাতে ও গলায় যে বালা ও হার পরে, তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট।

২০. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নংঃ ৫৫৪৪

২১. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ২৭, পৃ. ৮১

www.pathagar.org

চুলের সাজ

স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ চুল রাখতে হবে, বাবরীর মত চুল রাখা জায়িয নেই। চুল বেণী করে বা খোঁপা বেঁধে রাখতে পারে। স্ত্রীলোকদের মাথার চুল পর-পুরুষের দেখা হারাম। তাই এ বিষয়ে তাদের অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত।

চুল আঁচড়ানো

মেয়েদের চুলগুলো যেহেতু লম্বা করে রাখা হয়, তাই সেগুলো সর্বদা অত্যন্ত সুন্দর ও পরিপাটি করে রাখা দরকার। এ জন্য শারী'আতের সীমারেখার মধ্যে থেকে যে কোনভাবে তার সৌন্দর্য ও পরিপাটিত্ব রক্ষা করা আবশ্যক। এ উদ্দেশ্যে তারা নিয়মিত চুল আঁচড়াবে এবং ঝুঁটি ও বেণী বাঁধবে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মহিলাগণ চুল আঁচড়াতেন এবং আঁচড়ানো চুলগুলোকে নিয়ে সুন্দর করে তিনটি বেণী বাঁধতেন এবং বেণীগুলো মাথার পেছনের দিকে ছেড়ে দিতেন। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নিজেও মেয়েদেরকে ঝুঁটি ও বেণী বাঁধার নির্দেশ দিয়েছেন। হযরত 'উম্মু 'আতিয়্যাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মেয়ের চুলগুলোকে নিয়ে তিনটি বেণী বেঁধেছি।" ইমাম ইবনু দাকীকিল 'ঈদ [৬২৫-৭০২ হি.] (রাহ.) বলেন, "মেয়েদের জন্য চুল আঁচড়ানো ও বেণী বাঁধা মুস্তাহাব।" হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, ... রজস্রাব অবস্থায় আমি মক্কা নগরীতে পৌঁছলাম। তাই আমি বাইতুল্লাহর তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার সা'ঈ করিনি। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে অভিযোগ পেশ করলে তিনি আমাকে বললেন, انْقُضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي ... -"মাথার এলেমেলো অবস্থাকে ভেঙে আঁচড়িয়ে নাও।..."[২২] এ হাদীস থেকে জানা যায়, মেয়েদের জন্য চুল আঁচড়ানো ও বেণী বাঁধা পছন্দনীয় কাজ।

এক দিন পর পর নিয়মিত চুল আঁচড়ানো মুস্তাহাব। কোন প্রয়োজন ছাড়া প্রত্যহ এবং বারবার চুল আঁচড়ানো মাকরূহ। তাছাড়া মাথার ডান দিক থেকে চুল আঁচড়ানোও মুস্তাহাব।

বর্তমানে বিজাতীয় মহিলাদের দেখাদেখি অনেক মুসলিম মেয়েও মাথার চুলগুলো আঁচড়িয়ে মাথার উপর উঁচু করে বেঁধে রাখে, আবার কেউ কেউ মাথার এক পার্শ্বে

---

২২. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল হায়য), হা. নং: ৩০৫; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল হাজ্জ), হা.নং: ২১০৮

www.pathagar.org

সিঁথি কেটে চুলগুলো নিয়ে পিঠের দিকে ছেড়ে দেয়। এ নিয়মগুলো যেহেতু বিজাতিদের অনুকরণে মুসলিম সমাজে অনুপ্রবেশ করেছে, কাজেই তাও ঘৃণ্য এবং বর্জনীয়।

জুলফি রাখা

মেয়েদের জন্য জুলফি অর্থাৎ কানের পাশ থেকে গালের কিছুদূর পর্যন্ত চুল রাখতে কোন অসুবিধা নেই। এতে তাদের চুলের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়।

মাথায় সিঁথি কাটা

মাথার চুলগুলোকে সামনে কিংবা পেছনে অথবা ডানে বা বামে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করে রকমফের সিঁথি কাটা যায়। তবে সুন্নাত হল, মাথার সামনের দিকের ঠিক মাঝখান থেকে উপরের দিকে সিঁথি কাটা। এক পার্শ্বে সিঁথি কাটা বিধেয় নয়। তদুপরি তা বিজাতীয় মহিলাদের অনুকরণ। তাই তা পরিহার করে চলা উচিত।[২৩]

চুল কোঁকড়ানো

মহিলাদের জন্য চুল কোঁকড়ানো জায়িয নয়; তবে স্বামীর কাছে নিজের চুলের সৌন্দর্য প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে চুল কোঁকড়ালে তাতে কোন অসুবিধা নেই। তবে কোন মহিলা যদি বিজাতীয় কিংবা দুশ্চরিত্রা মহিলাদের অনুকরণে চুল কোঁকড়ায়, তবে তা জায়িয হবে না। কারণ, এতে মুসলিম মহিলাদের স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্য নষ্ট হয়ে যায় এবং দুর্বল ঈমানের পরিচয় পাওয়া যায়।

চুলের বিভিন্ন বাহারী ও স্টাইলিস সাজসজ্জা

প্রচুর অর্থ ব্যয় করে চুলের বাহারী ও স্টাইলিস সাজসজ্জা করা অপচয় বৈ আর কী হতে পারে? এ ধরনের বিলাসিতা থেকে সকলের বিরত থাকা দরকার। মেয়েরা স্বামীদের উদ্দেশ্যে এমনভাবে সাজসজ্জা করবে, যাতে অর্থকড়ির অযাচিত অপচয় না হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অযাচিতভাবে সম্পদ ব্যয় করা থেকে নিষেধ করেছেন।[২৪]

মাথার চুল ছেটে ফেলা

মহিলাদের জন্য মাথার চুল কাটা জায়িয নেই। কোন নারী যদি তার মাথার চুল

---

২৩. *ফাতাওয়া*, রিয়াদঃ আল-লাজনাতুদ দা'ইমাতু লিল বুহুছিল 'ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা, ১৪২২, পৃ. ১২৬

২৪. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল ইস্তিকরাদ), হা. নংঃ ২২৭৭, (কিতাবুল আদাব), হা. নংঃ ৫৬৩০

www.pathagar.org

কাটে, তবে সে পাপী হবে এবং অভিশপ্ত হবে। এমনকি স্বামী অনুমতি দিলেও জায়িয হবে না।[২৫] তবে হজ্জ ও 'উমরার সময় প্রত্যেক ঝুঁটি থেকে আঙ্গুলের মাথা পরিমাণ চুল কেটে নেয়া যাবে। এর জন্য তারা আল্লাহর নিকট পুরস্কারও পাবে।

বর্তমান সমাজে অনেক মহিলা পুরুষদের মত মাথার চারদিক থেকে এমনভাবে চুল ছেটে ফেলে, তাদের মাথা দেখলে মনে হবে যে, সেটা পুরুষেরই মাথা। এ ধরনের করা জঘন্য পাপ। তদুপরি চারদিক থেকে কিছু কিছু চুল ছেটে ফেলার পর মাথা যদিও মেয়েদের মাথার মত দেখায়, তাও করা সমীচীন নয়।

নারীর মাথার চুল কাটার মধ্যে দুটি পাপ রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে, নারীর জন্য পুরুষের সাদৃশ্য অবলম্বন করা হারাম। পবিত্র হাদীসে এ সাদৃশ্য অবলম্বনের জন্য অভিশাপ দেয়া হয়েছে। আর দ্বিতীয় পাপ হচ্ছে, বিজাতীয় মহিলাদের সাদৃশ্য গ্রহণ করা। নর-নারী নির্বিশেষে যে কোন মুসলিমের পক্ষেই বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণ করা জায়িয নয়। তবে বিশেষ কোন প্রয়োজনে যেমন মাথায় আঘাতের পর সেলাইয়ের জন্য অথবা অধিকহারে চুলপড়া বন্ধ করার জন্য (যদি চুল ছাটলে চুল পড়া বন্ধ হয়) বা অধিক চুলের কারণে কষ্ট পেলে প্রয়োজন মতো মাথার চুল ছেটে ফেলা জায়িয হবে। হযরত আবু সালামাহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীগণ (রা.) তাঁদের মাথার কিছু কিছু চুল তুলে নিতেন। ফলে তা কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুলের মতো দেখাত।"[২৬] কাযী 'ইয়ায (রাহ) বলেন, সম্ভবত রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর ওফাতের পর তাঁরা সাজসজ্জা পরিত্যাগ করার উদ্দেশ্যে এবং চুল লম্বা করার প্রয়োজন না থাকা ও মাথার কষ্ট লাঘব করার জন্য এরূপ করেছিলেন। এ হাদীস থেকে জানা যায়, প্রয়োজনে মহিলাদের চুল হালকা করা জায়িয রয়েছে।

কপালের অগ্রভাগ থেকে চুল ছেটে ফেলা

বর্তমানে অনেক মহিলাকে কপালের অগ্রভাগ থেকে কিছু চুল ছেটে ফেলে কয়েক গুচ্ছ মাথার চুল কপালের ওপর ঝুলিয়ে দিতে দেখা যায়। এরূপ করার পেছনে তাদের উদ্দেশ্য যদি কাফির, বদদীন ও পাপিষ্ঠা মহিলাদের সাথে সাদৃশ্য অবলম্বন করা হয়, তাহলে এরূপ করা হারাম। কারণ, অমুসলিমদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা জায়িয নেই। যদি এর পেছনে তাদের সাদৃশ্য অবলম্বন করা উদ্দেশ্য না হয়; বরং

---

২৫. ইবনু 'আবিদীন, *রাদ্দুল মুহতার*, খ. ২৭, পৃ. ৩৩
২৬. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল হায়য), হা. নং: ৪৮১

www.pathagar.org

মহিলাদের আধুনিক ফ্যাশন হিসেবে তা করে থাকে এবং এতে যদি এমন কিছু থাকে, যাকে স্বামীর উদ্দেশ্যে প্রদর্শিত সাজসজ্জা হিসেবে বিবেচনা করা যায় এবং আত্মীয়-স্বজনের সামনে তার মর্যাদাকে বৃদ্ধি করবে, তাহলে এরূপ করলে কোন দোষ হবার কথা নয়।

পুরুষের বাবরীর মতো কান বা কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখা

মেয়েদের চুল লম্বা করে ছেড়ে দেয়া উচিত। পুরুষদের বাবরীর মতো কান বা কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখা উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

لعنَ اللهُ المُخَنَّثاتِ مِن النِّسَاءِ (هنَّ اللواتي يَتَّخِذْن شعورَهن جُمَّةً تشبهاً بالرِّجالِ) .

"যেসব মেয়ে পুরুষের বাবরীর মতো কান বা কাঁধ পর্যন্ত চুল রাখবে, তাদের ওপর আল্লাহর লা'নত।"[২৭]

মাথা মুণ্ডন

মেয়েদের জন্য মাথা মুণ্ডানো জায়িয নেই। হযরত 'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়েদেরকে মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেলতে নিষেধ করেছেন।"[২৮] পুরুষদের জন্য যেমন দাড়ি আত্মপরিচয় ও সৌন্দর্যের প্রতীক, তেমনি জুলফি ও লম্বা চুল হল মেয়েদের জন্য আত্মপরিচয় ও সৌন্দর্যের প্রতীক। তবে কোন প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে যেমন কারো মাথা যদি এভাবে আক্রান্ত হয় যে, তাকে সেলাই করার জন্য মুণ্ডিয়ে ফেলার দরকার হয়, তাহলে কোন অসুবিধা নেই।[২৯]

ইমামগণের সর্বসম্মত মতানুযায়ী হজ্জের মধ্যেও তাদের জন্য মাথার চুল মুণ্ডিয়ে ফেলা জায়িয নেই। যদি তাদের জন্য মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলা জায়িয হত, তাহলে হজ্জের মধ্যে পুরুষদের মতো অবশ্যই তাদেরও মাথা মুণ্ডিয়ে ফেলা জায়িয হত।

---

২৭. ইবনুল আছীর, *আন-নিহায়াতু ফী গরীবিল আছার*, বৈরূতঃ আল-মাকতাবাতুল 'ইলমিয়্যাহ, ১৯৭৯, খ. ১, পৃ. ৮১৪
২৮. নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনত), হা. নংঃ ৫০৬৪
২৯. ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ১, পৃ. ৯০; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৮

www.pathagar.org

সাদা চুল উপড়ে ফেলা

ইতঃপূর্বে পুরুষদের সাজসজ্জা প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে, সাধারণত সাদা চুল উপড়ে ফেলা জায়িয নয়। এ বিধান নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। যেহেতু এ বিষয়ে যেসব হাদীসে নিষেধাজ্ঞা এসেছে, সেগুলোতে নারী-পুরুষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়নি, তদুপরি এ হুকমের ক্ষেত্রে নারীদের মুক্ত থাকার ব্যাপারেও কোন দলীল পাওয়া যায় না, তাই পুরুষদের মতো নারীদের জন্যও সাদা চুল উপড়ে ফেলা জায়িয হবে না।

মাথার ওপরে চুল জমা করে ফুলিয়ে রাখা

মাথার ওপর চুল বেঁধে ফুলিয়ে রাখা জায়িয নয়। বর্তমানে অনেক মেয়েকে দেখা যায়, তারা মাথার ওপর সবগুলো চুল চাপিয়ে বেঁধে রাখে, যা দেখলে মনে হয় (পুরুষদের মতো) মাথায় যেন পাগড়ী বাঁধা হয়েছে। এ ধরনের চুল বাঁধাকে হাদীসে উটের পিঠের কুঁজোর সাথে তুলনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا

"... আমার উম্মাতের শেষের দিকে এমন সব নারী আসবে, যারা বস্ত্রাবৃত থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে বিবস্ত্র মনে হবে। আর তারা নিজেদের কুকর্মকে অন্য লোকদের জানান দেবে, বুক টান করে পথে ঘাটে হেলেদুলে চলবে এবং বুখ্‌ত উটের কুঁজোর মতো সুউচ্চ হবে তাদের মাথা (অর্থাৎ চুলের খোপা)। তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এমন কি তার সুগন্ধিও পাবে না। যদিও এর সুঘ্রাণ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে।"[৩০]

---

৩০. মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৩৯৭১; (কিতাবুল জান্নাত..), হা. নং: ৫০৯৮
অন্য রিওয়ায়াতে রয়েছে, وَرِيحُهَا يُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ -"জান্নাতের সুগন্ধি পাঁচশ বছর দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।" (ইমাম মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*, কিতাবুল জামি', হা. নং: ১৪২১)

এ হাদীসটি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর একটি মু'জিযাহ। হাদীসটিতে যেভাবে শেষ যমানার মুসলিম মহিলাদের অরুচিকর সাজসজ্জার চিত্র অংকন করা হয়েছে, বর্তমান যুগে ঠিক সেভাবেই মহিলারা চলতে ফিরতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে।

www.pathagar.org

অন্য এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

الْعَنُوهُنَّ فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ

"তাদের অভিশাপ দাও। কেননা তারা অভিশপ্ত।"[৩১]

অন্যের চুল ব্যবহার

ইসলামে প্রতারণার কোন স্থান নেই। নারীদের নিজ চুলের সাথে অন্য চুল সংযোজন করে চুলকে বেশি লম্বা ও ঘন করে দেখানো ইসলামে জায়িয নয়।[৩২] এমনকি স্বামী অনুমতি ও সম্মতি দিলেও জায়িয হবে না। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

"ওই নারীর প্রতি আল্লাহর লা'নত যে অন্যের চুল লাগায়। ঐ নারীর প্রতিও আল্লাহর লা'নত যে অন্যের চুল লাগাতে সাহায্য করে।"[৩৩]

হযরত 'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: জনৈকা আনসারী মহিলা বিয়ের পর অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। এতে তার মাথার চুল পড়ে যেতে লাগল। এরপর তার আপন জনেরা তার মাথায় চুল সংযোজন করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি জবাব দিলেন:

لَعَنَ اللهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

"ওই নারীর প্রতি আল্লাহর লা'নত, যে অন্যের চুল লাগায়। ঐ নারীর প্রতিও আল্লাহর লা'নত, যে অন্যের চুল লাগাতে সাহায্য করে।।"[৩৪]

উল্লেখ্য যে, নিজের চুলের সাথে যেমন অপর কোন মানুষের চুল সংযোজন করা জায়িয নেই, তেমনি কোন প্রাণীর কিংবা কৃত্রিমভাবে তৈরিকৃত চুলও সংযোজন করা জায়িয নেই।

---

৩১. আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ৬৭৮৬
৩২. নববী, *আল-মাজমূ'*, খ. ১, পৃ. ৩৫৪; ইবনু কুদামাহ, *আল-মুগনী*, খ. ১, পৃ. ৯৩; *আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ*, খ. ৫, পৃ. ৩৫৮
৩৩. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৪৭৭ ও মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৩৯৬৫
৩৪. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৪৭৮ ও মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৩৯৬৩

www.pathagar.org

কৃত্রিম চুল ব্যবহার

সৌন্দর্য্যের জন্য কৃত্রিম চুল পরাও জায়িয নয়।[৩৫] কারণ তাও এক প্রকারের চুল সংযোজন। যদিও তা বাস্তবিক পক্ষে পরচুলা সংযোজন নয়; তথাপি তা চুল সংযোজনের মত মাথাকে বাস্তবতার চাইতে অনেক বড় ও লম্বা করে প্রকাশ করে। তাই তাও অন্যের চুল সংযোজনের মতই সমীচীন হবে না।[৩৬] তবে কোন নারীর মাথা যদি টাক হয় কিংবা তাতে কোন চুলই না থাকে, তবেই যেহেতু শারী'আতে দৈহিক ত্রুটি দূর করা বিধেয়, তাই মাথার এ ত্রুটিকে দূর করার উদ্দেশ্যে কৃত্রিম চুল ব্যবহার করা যাবে।

মাথায় ফিতা ও ব্যাকলেথ পরা

ফিতা কিংবা ব্যাকলেথের সাহায্যে চুল জমা করে মাথার আকৃতিকে অনেক বড় ও উচ্চ করে দেখানো জায়িয নেই। চাই চুলগুলো মাথার উপরিভাগে জমা করা হোক কিংবা কোন পার্শ্বদেশে জমা করা হোক। যেসব মহিলা মাথার চুলগুলো জমা করে বুখত উটের কুঁজোর মতো করে, তাদের প্রতি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লা'নত করেছেন।

তবে যেসব ফিতা মাথার আকৃতিকে বড় করে দেখায় না, উপরন্তু তা চুলগুলো গুছিয়ে রাখার জন্য ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তা প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে কোন দোষ নেই।[৩৭]

রেশম কিংবা অন্য কিছু যা দেখতে চুলের মত দেখায় না, তা দিয়ে চুলে যে খোঁপা

---

৩৫. ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী*, খ. ১০, পৃ. ৩৮৪

৩৬. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩৮০

৩৭. তবে প্রয়োজনের বেশি ব্যবহার করা নিয়ে ইমামগণের মধ্যে বিরোধ রয়েছে। ইমাম মালিক ও তাবারী (রাহ) এবং আরো অনেকের মতে- তাও মাকরূহ। কারণ, তাঁদের বক্তব্য হল: মাথায় যে কোন কিছুর জোড়া লাগানো নিষিদ্ধ। চাই তা চুল হোক কিংবা পশম হোক বা কোন কাপড়ের টুকরো হোক। বিভিন্ন হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মহিলাদেরকে মাথায় চুলের সাথে যে কোন কিছু জোড়া লাগাতে নিষেধ করেছেন। হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মেয়েদেরকে নিজেদের মাথার সাথে কিছু জোড়া লাগাতে নিষেধ করেছেন।" (সহীহ মুসলিম) তবে ইমাম লাইছ (রাহ) ও আরো অনেক ইমামের দৃষ্টিতে, নিষিদ্ধ হচ্ছে কেবল চুলের সাথে চুলের জোড়া লাগানো। তাই চুলের সাথে যদি অন্য কিছু যেমন কাপড়ের ফিতা ইত্যাদি লাগানো হয়, তবে তা নিষিদ্ধ হবে না। হযরত সা'ঈদ ইবন যুবায়র (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)বলেন: لا بَأسَ بِالقَرَامِلِ-"কাপড় দিয়ে খোঁপা বাঁধতে কোন দোষ নেই।" (আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুত তারাজ্জুল, হা. নং: ৩৬৪০) ইমাম আহমাদ (রাহ)ও এ অভিমত পোষণ করেন।

www.pathagar.org

বাঁধা হয়, তাতে কোন দোষ নেই।[৩৮] তবে পরচুলা লাগিয়ে খোঁপা বাঁধা জায়িয হবে না।

প্রাণীর আকৃতি কিংবা বাদ্য যন্ত্রের আকৃতিতে প্রস্তুতকৃত ফিতা বা ব্যাকলেথ ব্যবহার করা জায়িয নয়। কারণ, পোশাক কিংবা অন্য কোথাও সম্মানজনক স্থানে প্রাণীর চিত্র ব্যবহার করা জায়িয নয়।[৩৯] তদ্রূপ বাদ্যযন্ত্রগুলোকেও শারী'আতের দৃষ্টিতে ধ্বংস করার হুকুম। বাদ্যযন্ত্রের চিত্র সম্বলিত ফিতা কিংবা ব্যাকলেথের ব্যবহার করার মানে হল বাদ্যযন্ত্রগুলোকে প্রচলনে উৎসাহিত করা ও সহযোগিতা করা।

মাথায় কাপড়ের তৈরি ফুল ও কাঁটা লাগানো

খোঁপা বা বেণীতে বিভিন্ন আকৃতির ফুল ও কাঁটা ব্যবহারে কোন দোষ নেই, যদি তা ঘরোয়া পরিসরে সীমাবদ্ধ রাখা হয় এবং বাইরে প্রদর্শনের জন্য না হয়। তদ্রূপ টুকরো কাপড়ের তৈরি পুষ্পমালাও গলায় পরতে কোন অসুবিধা নেই।

নাপিত বা পরপুরুষের কাছে গিয়ে নববধূর চুল আঁচড়ানো

এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ। কোন নারীর জন্য পরপুরুষের কাছে গিয়ে এরূপ করা হারাম। এতে যেমন নিজের সাতর অন্যকে দেখানো হচ্ছে, তেমনি তাতে রয়েছে বিপদের আশঙ্কা।

চুলে কাল, বাদামী ও বিভিন্ন রঙের খিযাব (pigment) ব্যবহার

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বার্ধক্য কিংবা অন্য কোন কারণে চুল সাদা হয়ে গেলে তাতে বাদামী, হলুদ ও লাল প্রভৃতি রঙের খিযাব ব্যবহার করা জায়িয। কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করা জায়িয নয়। এ হুকম নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের জন্য প্রযোজ্য। তবে কারো কারো মতে- স্বামীর অনুমতি বা ইচ্ছানুক্রমে হলে নারীদের জন্য সাজসজ্জা হিসেবে কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করা জায়িয। ইমাম ইসহাক ইবনু রাহওয়াইহ (রাহ.)-এর মতে, মেয়েদের জন্য কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করতে দোষ নেই। এর মাধ্যমে তারা স্বামীদের উদ্দেশ্যে নিজেদের সৌন্দর্য তুলে ধরতে পারবে। ইমাম নববী (রাহ.) বলেন, স্বামীহীনা

---

৩৮. তবে ইমামগণের বিরোধ যেহেতু রয়েছে, তাই না বাঁধাই উত্তম।

৩৯. তবে যেসব স্থানে চিত্রের প্রতি কোন সম্মান প্রদর্শন করা হয় না; বরং পদদলিত করা হয়, যেমন ঘরের মেঝে ও বিছানা প্রভৃতিতে প্রাণীর চিত্র থাকলে, তা ব্যবহার করতে অসুবিধা নেই।

www.pathagar.org

মহিলাদের জন্য কাল রঙের খিযাব ব্যবহার করা হারাম। তবে স্বামীবিশিষ্টা মহিলারা যদি স্বামীর অনুমতিক্রমে কাল খিযাব ব্যবহার করে, জায়িয হবে।

চুলে মেহেদীর ব্যবহার

সাদা চুলে মেহেদীর খিযাব ব্যবহার করা পুরুষদের মতো মহিলাদের জন্যও মুস্তাহাব।[৪০]

চুলে ক্রিম ও শ্যাম্পু ব্যবহার

নিয়মিত সাবান ব্যবহার করলে চুল পরিষ্কার রাখা যায়। চুলে শ্যাম্পু করার উদ্দেশ্যও তাই। শ্যাম্পু চুলের তৈলাক্ত আবরণ এবং এর সাথে সংযুক্ত ময়লা দূর করে। চুলে ময়লা ভাব, মাথা চুলকাচ্ছে এমন হলে সাথে সাথে শ্যাম্পু করা ভাল। তা ছাড়া সূর্যতাপ, লবণপানি ও ক্লোরিনযুক্ত পানি চুলের ক্ষতি করে। এ রকম হলে যথাযথ শ্যাম্পু ব্যবহার করে চুলের লবণভাব ও ক্লোরিন ইত্যাদি দূর করা যায়। প্রতিদিন প্রয়োজনে শ্যাম্পু করলে চুল পড়ে যায়, এটা ভুল ধারণা। তবে অপ্রয়োজনে সবসময় শ্যাম্পু করলে চুল শুষ্ক হয়ে ওঠে ও চুল ভেঙে যায়।[৪১] তাছাড়া আধুনিক শ্যাম্পুর কার্যকর উপাদান হচ্ছে এক ধরনের ডিটারজেন্ট, যার শারীরিক উপকারিতা খুব বেশি সন্তোষজনক নয়।

চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে চুলের আধুনিক ক্রিম শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এতে থ্যালেট থাকে, যা লিভার, কিডনি, ফুসফুস ইত্যাদির কাজকর্মকে বাধাগ্রস্ত করে।[৪২]

সুগন্ধি ও সেন্ট ব্যবহার

যেসব জিনিস মানবমনে উত্তেজনা ও আলোড়ন সৃষ্টি করে, তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে ইসলাম নিয়ম-কানূন বেঁধে দিয়েছে। সুগন্ধিও যেহেতু এ ধরনের একটি জিনিস, তাই নারীরা কোন্ ধরনের সুগন্ধি ব্যবহার করতে পারবে- এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। ঘরোয়া পরিসরে যে কোন সুগন্ধি ব্যবহার করতে তাদের জন্য কোন দোষ নেই। তবে ঘরের বাইরে যেতে হলে তারা যে সুগন্ধি ব্যবহার করবে তা হবে এমন, যাতে রঙ আছে, গন্ধ নেই। যেমন যা'ফরান । রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

---

৪০. *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ২, পৃ. ২৮১
৪১. ডা. ওয়ানাইজা, *স্বাস্থ্যসম্মত চুলের যত্ন*, নয়া দিগন্ত, ২৩মার্চ ২০০৮,পৃ. ১১
৪২. ডা. নাজমুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

www.pathagar.org

أَلَا وَطِيبُ الرِّجَالِ رِيحٌ لَا لَوْنَ لَهُ أَلَا وَطِيبُ النِّسَاءِ لَوْنٌ لَا رِيحَ لَهُ

"সাবধান, পুরুষদের সুগন্ধ হচ্ছে এমন জিনিস যাতে গন্ধ আছে (রং নেই), আর মেয়েদের সুগন্ধি হচ্ছে যাতে রঙ আছে, গন্ধ নেই।"[৪৩]

এর মানে, চারদিক আলোড়িত করে তোলা সুগন্ধি ব্যবহার করে ঘরের বাইরে যাতায়াত করা মেয়েদের জন্য জায়িয নয়। তা ছাড়া অন্য কোন তীব্র সুগন্ধিযুক্ত জিনিস ব্যবহার করাও জায়িয নয়। চোখ ঝলসানো ও চাকচিক্যপূর্ণ পোশাকও এ পর্যায়ে পড়ে।

তবে স্বামীর উদ্দেশ্যে কেবল চাকচিক্যপূর্ণ রঙ ব্যবহারই জায়িয নয়, তারও অধিক ঘরের মধ্যে থেকে তীব্র মনমাতানো সুগন্ধি ব্যবহার করাও জায়িয; বরং মুস্তাহাব। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন:

مَلْعُونَةٌ مَنْ عَطَّلَتْ نفسَها علَى زَوْجِها .

"যে মহিলা স্বামীর জন্য নিজেকে তৈরি করে না, সে অভিশপ্ত।"[৪৪]

উল্লেখ্য যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে আধুনিক পারফিউম শরীরের জন্য বেশ ক্ষতিকর। এটা এসেনশিয়াল ওয়েল ও সংশে-ষিত রাসায়নিক যৌগের মিশ্রণ। সুগন্ধটা নির্ভর করে উদ্বায়ী যৌগের ওপর। পারফিউমে ফিক্সেটিভ হিসেবে ব্যবহার করা হয় বালসাম, বেনজাইল বেনজয়েট, বেনজাইল স্যালিসাইলেট ইত্যাদি। এগুলোর ব্যবহারের ফলে চামড়ায় একজিমা, ইরাইথেমা বা লাল-স্ফীতি, শোথ ইত্যাদি দেখা দিতে পারে। আরো ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া হিসেবে চামড়ায় দেখা দেয় 'বারলক-ডার্মাটাইটিক' নামক জটিল চর্মরোগ। পারফিউম ও ওডি কোলনের ৮ মেথোক্সিসোরালেন নামের রাসায়নিক উপাদানটি চামড়ার রঙ বাদামী হতে কালচে করে।[৪৫]

মাসজিদে যাওয়ার সময় মহিলাদের সুগন্ধির ব্যবহার

ইসলামী শারী'আত নারীদের জন্য নামাযের জায়গা হিসেবে ঘরের কোণকে[৪৬] উত্তম ঘোষণা করলেও মাসজিদে আসা তাদের জন্য নিষিদ্ধ নয়। মাসজিদের

---

৪৩. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৩৫২৭; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হা. নং: ২৭১২; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নং: ৫০২৮-৯

৪৪. --

৪৫. ডা. নাজমুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৫

৪৬. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ - "ঘরের নিভৃত স্থানই হচ্ছে মেয়েদের জন্য উত্তম মসজিদ।" (আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ২৫৩৩১)

www.pathagar.org

মতো পবিত্র স্থানে যেতে হলে সুগন্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে তাদের জন্য নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। সাজসজ্জা করে যেমন মাসজিদে কিংবা বাইরে যাওয়া জায়িয নয়, তেমনি সুগন্ধি মেখে মাসজিদে যাওয়াও জায়িয নয়। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ مَسَاجِدَ اللهِ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتٌ

"আল্লাহর দাসীদেরকে আল্লাহর মাসজিদে আসতে নিষেধ করো না। তবে তারা সুগন্ধি না লাগিয়েই ঘরের বাইরে যাবে।"[৪৭]

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, একদিন এক মেয়ে মাসজিদ থেকে বের হয়ে যাচ্ছিল। হযরত আবূ হুরাইরা (রা.) তার পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করছিলেন, তিনি অনুভব করলেন, মেয়েটি খুশবু মেখেছে। তিনি তাকে থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহর দাসী! তুমি কি মাসজিদ থেকে আসছো? সে বললো, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)কে বলতে শুনেছি যে,

مَا مِنْ امْرَأَةٍ تَطَيَّبَتْ لِلْمَسْجِدِ فَيَقْبَلُ اللهُ لَهَا صَلَاةً حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنْهُ اغْتِسَالَهَا مِنَ الْجَنَابَةِ

"কোন মেয়ে মাসজিদে খুশবু মেখে আসলে আল্লাহ তা'আলা তার নামায ততক্ষণ কবূল করবেন না, যতক্ষণ ফরয গোসলের মত গোসল করে সেই সুগন্ধি দূর করে নামাযে না দাঁড়াবে।"[৪৮]

সুগন্ধি লাগিয়ে বাইরে যাওয়া

ঘরের বাইরে প্রয়োজনীয় কাজের জন্য যাওয়ার সময় বা আত্মীয়-স্বজনদের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার সময় সুগন্ধি (আতর, সেন্ট) ব্যবহার করা মেয়েদের জন্য জায়িয নয়। তবে মহিলাদের সমাবেশে যাওয়ার উদ্দেশ্যে সুগন্ধি ব্যবহার করা জায়িয, যদি পথিমধ্যে পুরুষদের আনাগোনা না থাকে অথবা পুরুষদের আনাগোনা বন্ধ করে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

---

৪৭. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুস সালাত), হা. নং: ৪৭৮ ও আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ৯২৭০, ৯৭৬০

৪৮. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তারাজ্জুল), হা. নং; ৩৬৪৩; ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, (ফিতান), হা. নং: ৩৯৯২; আহমাদ, হা. নং: ৭৬১৮

www.pathagar.org

أَيُّمَا امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فَهِيَ زَانِيَةٌ

"যে মেয়েলোক সুগন্ধি লাগিয়ে বেগানা পুরুষদের কাছ দিয়ে যাতায়াত করবে, সে ব্যভিচারিনী।"[৪৯]

দেবর, ভাসুর, ভগ্নিপতি, চাচাতো ভাই, মামাতো ভাই, ভাসুর-পুত, ফুফাত ভাই, খালাতো ভাই প্রভৃতিও গায়র মাহরাম ও বেগানা। কাজেই তাদের সামনে দিয়ে সুগন্ধি লাগিয়ে বা সুসজ্জিতা বেশে আসা যাওয়া করা যাবে না।

বুক উঁচু করে রাখা ও ব্রেসিয়ার পরিধান করা

বর্তমানে অনেক মহিলাকে দেখা যায় যে, তারা বুককে উঁচু করে রাখে। এটা অত্যন্ত জঘন্য প্রথা। শ্লীলতা, ভদ্রতা ও মানবতার অনুভূতি যার মধ্যে বিন্দুমাত্র আছে, যার মধ্যে বিন্দুমাত্র ঈমান আছে, সে নারী এরূপ করতে পারে না।

আবার অনেককে দেখা যায় যে, তারা নিজেদেরকে যুবতী কিংবা অবিবাহিতা হিসেবে প্রকাশ করার জন্য টুকরা কাপড় বা ব্রেসিয়ার দ্বারা স্তনদুটিকে এমনভাবে বেঁধে রাখে, যাতে স্তনদুটি উঁচু ও সোজা দেখা যায়। এটাও অত্যন্ত জঘন্য প্রথা। এ ধরনের করা হারাম।[৫০] তবে ঘরোয়া পরিসরে স্বামীর উদ্দেশ্যে এরূপ করতে কোন দোষ নেই। তা ছাড়া কেউ যদি তা কোন ব্যথা নিরাময়ের জন্য করে থাকে, তবে প্রয়োজন মাফিক জায়িয হবে।

হাতে ও পায়ে মেহেদীর খিযাব ব্যবহার

মেয়েদের জন্য হাতে ও পায়ে মেহেদীর ব্যবহারে কোন দোষ নেই।[৫১] বিশেষ করে বিবাহিতা মহিলাদের জন্য স্বামীদের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে মেহেদী ব্যবহার করা অতীব পছন্দনীয়। তাদের জন্যে হাতে সর্বদা মেহেদী লাগিয়ে রাখা ভাল। হযরত

---

৪৯. তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হা. নং: ২৭১০; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (যীনাত), হা. নং: ৫০৩৬; আহমাদ, *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ১৮৮৭৯

৫০. *ফাতাওয়া*, রিয়াদ: আল-লাজনাতুদ দা'ইমাতু লিল বুহুছিল 'ইলমিয়্যা ওয়াল ইফতা, ১৪২২, পৃ. ১০৭

৫১. বর্ণিত রয়েছে, একদা জনৈকা মহিলা হযরত 'আয়িশা (রা.)কে মেহেদীর ব্যবহার প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন। তখন তিনি বললেন, তাতে কোন দোষ নেই। তবে আমি তা পছন্দ করি না। কারণ, এর গন্ধ রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অপছন্দ করতেন।" (নাসা'ঈ. *প্রাগুক্ত*, কিতাবুয যীনাত, হা. নং: ৫০০৩; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, কিতাবুত তারাজ্জুল, হা. নং: ৩৬৩৩)
তবে অন্য একটি রিওয়ায়াতে রয়েছে, হযরত 'আয়িশা (রা.)সহ অন্যান্য নবী পত্নীগণ (রা.)ও মেহেদীর খিযাব ব্যবহার করতেন, এমনকি ইহরাম অবস্থায়ও। (যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩৬০)

www.pathagar.org

'আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ

كَانَ رَسُولُ اللهِ -ﷺ- يَكْرَهُ أَنْ يَرَى الْمَرْأَةَ لَيْسَ فِي يَدِهَا أَثَرُ حِنَّاءٍ أَوْ أَثَرُ خِضَابٍ.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কোন মহিলাকে হাতে মেহেদী কিংবা খিযাবের চিহ্ন ছাড়া দেখতে পছন্দ করতেন না।"[৫২]

হাম্বলী ইমামগণের দৃষ্টিতে- বিধবাদের জন্য মেহেদী ব্যবহার করতেও কোন দোষ নেই।[৫৩] অবিবাহিত মহিলাদের জন্য মেহেদী ব্যবহার করা অনুচিত। হানাফী, মালিকী ও শাফি'ঈ মতাবলম্বী ইমামগণের মতে- তাদের জন্য মেহেদী ব্যবহার করা মাকরূহ। কারণ, এটা এক প্রকারের যীনাত, যা স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য করা হয়ে থাকে। তাই অবিবাহিতা মহিলাদের জন্য এ সাজসজ্জার প্রয়োজন নেই। তদুপরি এতে তাদের জন্য বিপদের আশঙ্কাও রয়েছে। যদি তারা মেহেদী লাগায়, তবে তা পরপুরুষদের কাছে প্রকাশ করবে না; বরং ঘরোয়া পরিবেশে মহিলাদের মধ্যে সীমিত রাখবে। উল্লেখ্য যে, মহিলারা কোন ডিজাইন ও নক্সা অঙ্কন ছাড়াই হাতে মেহেদী ব্যবহার করবে। হযরত 'উমার (রা.)-এর মতে, মেহেদী দ্বারা হাতে নক্সা আঁকা ও সাজসজ্জা করা জায়িয নয়। তবে ইমাম মালিক (রাহ.)-এর মতে, এরূপ করতে কোন দোষ নেই। তদুপরি মেহেদীর খিযাব যাতে বাইরে প্রদর্শিত না হয়, তাই হাতে মণিবন্ধের ভেতরে বৃদ্ধাঙ্গুলির পার্শ্বস্থ তালুদেশ পর্যন্ত এবং পায়ের পাতায় টাখনু পর্যন্ত মেহেদীর ব্যবহার সীমিত রাখা উচিত। এর বাইরে ব্যবহার করা উচিত নয়।[৫৪]

বিবাহিতা মহিলাদের জন্যে সর্বাবস্থায়- চাই সে রজস্রাবরত অবস্থায় হোক কিংবা

---

৫২. বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*, খ. ৭, পৃ. ৩১১
হাদীসটি 'হাসান'। (সুয়ূতী, *আল-জামি'উস সাগীর..*, হা. নং: ৭১৫৭)

৫৩. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেনঃ
يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ اخْتَضِبْنَ فَإِنَّ الْمَرْأَةَ تَخْتَضِبُ لِزَوْجِهَا ، وَإِنَّ الأَيِّمَ تَخْتَضِبُ تَعْرِضُ لِلرِّزْقِ مِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ .
"হে মহিলারা, তোমাদের (মেহেদীর) খিযাব ব্যবহার করা উচিত। কারণ, (মহিলাদের জন্য পছন্দনীয় হল) তারা তাদের স্বামীর মনস্তুষ্টি লাভের জন্য খিযাব ব্যবহার করবে। আর বিধবারাও খিযাব ব্যবহার করতে পারবে। এর সাহায্যে তারা বিয়ের জন্য নিজেদেরক পেশ করবে।" অর্থাৎ যেন লোকেরা তাদের সৌন্দর্যে আকৃষ্ট হয়ে তাদেরকে বিয়ে করতে এগিয়ে আসে। (ইবনু মুফলিহ, *আল-ফুরূ'*, খ. ৬, পৃ. ৪৩)

৫৪. নববী, *আল-মাজমূ'*, খ. ৭, পৃ. ২২১; যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩৬১

www.pathagar.org

পবিত্রাবস্থায় হোক- মেহেদী ব্যবহার করা জায়িয রয়েছে। মেহেদীর মাধ্যমে ত্বকের ওপর কেবল রঙের প্রভাবটাই পড়ে। এতে ত্বকের ভেতরে পানি পৌঁছতে কোন অসুবিধা হয় না। পানি দিয়ে প্রথমবারেই ধৌত করার সময় তা চলে যায়। কেবল তার রঙের নিদর্শনগুলোই অবশিষ্ট থাকে।

মেয়েদের নখগুলোতে মেহেদীর ব্যবহারের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উৎসাহিত করেছেন। একবার জনৈকা মেয়েলোক পর্দার আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর নিকট একখানা চিঠি পেশ করল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সে চিঠিটি না ধরে বলে ওঠলেন, বুঝতে পারলাম না, একি কোন পুরুষের হাত, না কোন মেয়েলোকের হাত? মেয়েলোকটি পর্দার আড়ালে থেকে বললেন, মেয়েলোকের হাত। তখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন,

لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ

"তুমি যদি মেয়েলোকই হতে, তাহলে তোমার হাতের নখগুলোতে অবশ্যই মেহেদীর রঙ লাগাতে।"[৫৫]

আমাদের দেশে অনেক মহিলাকে বিশেষভাবে 'আশুরার দিন মেহেদী লাগাতে দেখা যায়। এটাকে তারা ঐ দিনের জন্য অত্যন্ত পুণ্য কাজ বলে বিশ্বাস করে থাকে। এটা একটা অমূলক ধারণা। এ ধরনের ধারণা পোষণ করে বিশেষভাবে 'আশুরার দিন মেহেদী লাগানো বিদ'আত।

পায়ে রঙ ব্যবহার

মেয়েদের জন্য পায়ে রঙ লাগাতেও কোন দোষ নেই। বিশেষ করে বিবাহিতা মহিলাদের জন্য স্বামীদের মনস্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পায়ে রঙ লাগানো পছন্দনীয়। তবে অবিবাহিতা মহিলাদের জন্য তা করা অনুচিত। কারণ, এটা এক প্রকারের যীনাত, যা স্বামীর মনস্তুষ্টির জন্য করা হয়ে থাকে। তাই অবিবাহিতা মহিলাদের জন্য এ সাজসজ্জার প্রয়োজন নেই। তদুপরি এতে তাদের জন্য বিপদের আশঙ্কাও রয়েছে। যদি তারা পায়ে রঙ লাগায়, তবে তা পরপুরুষদের কাছে প্রকাশ করবে না; বরং ঘরোয়া পরিবেশে মহিলাদের মধ্যে সীমিত রাখবে। তা ছাড়া টাখ্নুর ওপরে রঙ লাগানো থেকেও বিরত থাকা দরকার, যাতে বাইরে প্রদর্শিত না হয়।

---

৫৫. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তারাজ্জুল), হা. নংঃ ৪১৬৬; নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নংঃ ৫১০৪; শায়খ আলবানী (রাহ.)-এর গবেষণা মতে, হাদীসটি 'হাসান'।

www.pathagar.org

নখপালিশ ব্যবহার

নখপালিশ নখের বায়ুকূপ বন্ধ করে দেয়। তা ছাড়া এর ব্যবহারে নখের ওপরে আবরণ বা আস্তরণ জমে যায়। এ ধরনের অবস্থায় ফরয গোসল ও অযু বিশুদ্ধ হবে না। 'আলিমগণের মতে, এগুলো লাগানো হলে অযু-গোসলের সময় যদি উঠিয়ে ফেলা হয় এবং নখে সঠিকভাবে পানি পৌঁছায়, তবেই গোসল ও অযুর ক্ষতির হওয়ার আশঙ্কা নেই। তা ছাড়া মহিলাদের মাসিক ও নিফাসের সময় যখন তারা নামায পড়ে না, তখন তাদের জন্যে তা ব্যবহারে কোন দোষ নেই।

তবে চিকিৎসা বিজ্ঞান মতে, নেইল পালিশ দেহের জন্যও ক্ষতিকর। এর থ্যালেট লিভার, কিডনী ও প্রজননতন্ত্রের ক্ষতি করে। নেইল পালিশের টলুইন অন্তঃক্ষরণ গ্রন্থিগুলোর কার্যক্রমে কিছু বিঘ্ন ঘটায়। এর জন্য শিশু বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মানোরও আশংকা থাকে।[৫৬] তা ছাড়া নখপালিশের প্রধান রাসায়নিক উপাদান ফরমালডিহাইড প্লাস্টিক ও কিছু কিছু ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে নিকেল। ফরমালডিহাইড প-াস্টিক ত্বকে প্রদাহ সৃষ্টি করতে পারে।[৫৭] তাই আমি মনে করি, নেইল পালিশ ব্যবহারের আগে ডাক্তারের কাছে জেনে নেবে, তা ক্ষতিকর কিনা। যদি ক্ষতিকর হয়, তবে তা ব্যবহার করা জায়িয হবে না।

পায়ে উঁচু হিল পরা

পায়ে উঁচু হিল পরে চলাফেরা করা উচিত নয়। কারণ, এতে যে কোন সময় পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। শারী'আতে সাধারণভাবে যে কোন আশঙ্কা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে চলার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ .

"তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসে নিমজ্জিত করো না।"[৫৮]

তদুপরি তা শরীরের গঠন ও পাছাকে বড় করে প্রকাশ করে, যা এক ধরনের প্রতারণামূলক আচরণ। তা ছাড়া এতে কিছুটা সৌন্দর্যও প্রকাশ পেয়ে থাকে, যা দেখানো শারী'আতে জায়িয নেই।[৫৯]

---

৫৬. ডা. শাহ জাদা সেলিম, *প্রসাধন সামগ্রী ও স্বাস্থ্য সমস্যা*, দৈনিক নয়া দিগন্ত, নভেম্বর ২০০৫, পৃ. ১৮
৫৭. ডা. নাজমুল আলম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬
৫৮. আল-কুর'আন, ২ (সূরা আল-বাকারা): ১৯৫
৫৯. *ফাতাওয়া*, রিয়াদ: আল-লাজনাতুদ্ দা'ইমাতু লিল বুহুছিল 'ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা', ১৪২২, পৃ. ১২৩-৪

www.pathagar.org

নখ লম্বা করা

লম্বা নখ রাখা বর্তমানে ফ্যাশন মনে করা হয়। অথচ এটা মারাত্মক নোংরামী। তদুপরি লম্বা নখ জীবাণু বহন করে। নিয়মিত নখ কেটে পরিচ্ছন্ন রাখা সুরুচির পরিচয় বহন করে।

নখ সুসজ্জিত করা

শাফি'ঈ মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, নখে মেহেদী কিংবা অন্য কিছুর খিযাব লাগিয়ে সুসজ্জিত করা মাকরূহ।[৬০] এমনকি তাঁদের কারো কারো মতে, স্বামীর সম্মতি বা অনুমতিক্রমে হলেও জায়িয হবে না। তবে কোন কোন ফকীহের মতে- হাতের তালুতে খিযাব না লাগিয়ে যদি কেবল আঙুলের মাথাগুলোকে সুসজ্জিত করা হয়, তবেই মাকরূহ হবে।[৬১]

উল্কি আঁকা

উল্কি বলতে শরীরে বিশেষ প্রক্রিয়ায় সূচীবিদ্ধ করে রচিত চিত্রকে বুঝানো হয়। শরীরের যে কোন জায়গায় উল্কি আঁকা জায়িয নেই। তদ্রূপ শরীরে কৃত্রিম তিল বসানোও জায়িয নেই।[৬২] যারা শরীরে উল্কি আঁকে এবং আঁকতে দেয় তাদের প্রতি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) লা'নত করেছেন। হযরত 'আবদুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوتَشِمَاتِ ... وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ.

"যে মহিলা উল্কি আঁকে, আর যে এ কাজে সাহায্য করে ..., আর এভাবে

---

৬০. বর্ণিত রয়েছে, হযরত 'উমার (রা.) এরূপ করতে নিষেধ করতেন। তবে ইমাম মালিক (রাহ.)-এর মতে, নখে মেহেদী কিংবা অন্য কিছুর খিযাব লাগিয়ে সুসজ্জিত করতে কোন দোষ নেই। (ইবনু গুনায়ম, আহমাদ, *আল-ফাওয়াকিহ*.., খ. ২, পৃ. ৩০৭) হাম্বলীগণের মতে, স্বামীর অনুমতিক্রমে হলে জায়িয হবে। (যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩৯৮)

৬১. নববী, *আল-মাজমূ'*, খ. ৩, পৃ. ১৪৮; আল-মারদাভী, *আল-ইনসাফ*, খ. ১, পৃ. ১২৭; যাকারিয়া আল-আনসারী, *আসনাল মাতালিব*, খ. ১, পৃ. ১৭৩; *আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ*, খ. ৫, পৃ. ১১২; যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৩৯৭-৮

৬২. উল্লেখ্য যে, মহিলাদের মতো কোন পুরুষও যদি উল্কি আঁকে, তার বেলায়ও হুকমটি প্রযোজ্য হবে। হাদীসের মধ্যে বিশেষভাবে মহিলাদের কথা উল্লেখ করার কারণ হলো, তারাই সচরাচর সৌন্দর্যের জন্য এরূপ করে থাকে।

www.pathagar.org

যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে পরিবর্তন করে, তাদের সকলের প্রতি আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেছেন।"[৬৩]

এ হাদীস থেকে জানা যায়, শরীরে যে কোন ধরনের উল্কি আঁকা হারাম। চাই পূর্ণাঙ্গ উল্কি হোক কিংবা অপূর্ণাঙ্গ। যে কেউ উল্কি এঁকে থাকলে, তা দ্রুত অপসারণ করে আল্লাহর কাছে তার তাওবা করা উচিত। যদি অপসারণ করতে গেলে কোন মারাত্মক ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা থাকে, তাহলে অতীত কর্মের জন্য শুধু তাওবা করলেই চলবে। আর উল্কি অপসারণ করার পরও যদি কোন নিদর্শন বাকী থেকে যায়, তাতে কোন দোষ নেই।

স্বর্ণ-রৌপ্যের কাপড় পরিধান

মহিলাদের জন্য স্বর্ণের কিংবা রৌপ্যের কাপড় অথবা স্বর্ণ বা রৌপ্য খচিত যে কোন পোশাক পরা জায়িয আছে। তা ছাড়া যেসব বস্ত্র বা বস্তু পোশাকের কাজ দেয় (যেমন বোতাম, বিছানার চাদর ও বালিশ, এমনকি জুতা-সেণ্ডেল) তা স্বর্ণ কিংবা রৌপ্যের হলেও ব্যবহার করতে তাদের জন্য দোষ নেই। তবে উত্তম হল, এগুলো পরিহার করে চলা।

তবে ইমাম ইবনে তাইমিয়াহ (রাহ.) স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি বস্ত্র মহিলাদের পরার ব্যাপারে ইমামগণের দুটি মত বর্ণনা করেছেন:

এক. স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকারাদির মতো স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি কাপড় পরাও তাদের জন্য জায়িয। এটি অধিকতর বিশুদ্ধ অভিমত।

দুই. পুরুষদের মতো মহিলাদের জন্যও স্বর্ণ ও রৌপ্যের কাপড় পরা হারাম। কেননা, এতে অর্থকড়ির ভীষণ অপচয় হয়। তদুপরি এতে অহংকার ও বড় মানুষী ভাব প্রকাশ পায়।[৬৪]

মহিলাদের মধ্যে সাজ-সজ্জার প্রতিযোগিতা

কোন কোন মহিলা কামনা করে, পোশাক-পরিচ্ছদ, বেশভূষা ও অলঙ্কার-গহনা প্রভৃতিতে সকল মহিলার চাইতে তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা হোক এবং কেউ যেন তার মতো বা তার চাইতে উত্তম না হয়। যদি কোন মহিলা অন্য মহিলাদের প্রতি হিংসা পোষণ করে এরূপ কামনা করে থাকে, তাহলে নিঃসন্দেহে এ ধরনের

---

৬৩. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৪৭৭ ও মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৩৯৬৫

৬৪. ইবনু তাইমিয়্যাহ, *মাজমূ'উল ফাতাওয়া*, খ. ৬, পৃ. ৩৭

www.pathagar.org

কামনা পোষণ করা হারাম। তদ্রূপ তা যদি আত্মম্ভরিতা কিংবা বড় মানুষী প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে তাও হারাম। তা ছাড়া বিশেষভাবে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কিংবা খ্যাতি লাভের উদ্দেশ্যে যদি হয়ে থাকে, তাও অনুচিত। তবে সুন্দর কাপড়, সুন্দর গহনা ও সুন্দর বেশভুষার প্রতি আগ্রহ থাকাটা দূষণীয় নয়। কারণ, আল্লাহ তা'আলাও সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। আল্লাহর নিয়ামতের নির্দশনস্বরূপ কৃতজ্ঞ মন নিয়ে সুন্দর বেশভূষা গ্রহণ করতে কোন অসুবিধা নেই।

আধুনিক নারীদের সৌন্দর্য বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড

শরীর মোটা করা

সুস্থ ও নীরোগ মহিলাদের জন্য শারীরিক সরুতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে কিংবা স্বামীর মনস্তুষ্টির আশায় স্বাস্থ্যসম্মত ঔষধ সেবন কিংবা পুষ্টিকর বলবান খাবার গ্রহণের মাধ্যমে শরীর মোটা ও সুন্দর করার চেষ্টা করা দূষণীয় নয়। তবে সীমাতিরিক্ত খাবার খেয়ে অযাচিত মুটিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয়।[৬৫] ইমাম আবূ দাউদ (রাহ.) তাঁর সুনানের মধ্যে 'সুমনাহ' বিষয়ক একটি অধ্যায় প্রণয়ন করেছেন। 'সুমনাহ' বা 'সিমনাহ' শব্দের অর্থ হল- মহিলাদের ব্যবহার্য শরীর মোটা করার ঔষধ বিশেষ।[৬৬] এ অধ্যায়ে আবূ দাউদ (রাহ.) হযরত 'আয়িশা (রা.)-এর সূত্রে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তা হলঃ হযরত 'আয়িশা (রা.) বলেনঃ

أَرَادَتْ أُمِّى أَنْ تُسَمِّنَنِى لِدُخُولِى عَلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- فَلَمْ أَقْبَلْ عَلَيْهَا بِشَىْءٍ مِمَّا تُرِيدُ حَتَّى أَ طْعَمَتْنِى الْقِثَّاءَ بِالرُّ طَبِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ السِّمَنِ.

"রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে আমার প্রবেশ যাতে আনন্দকর হয়, এ উদ্দেশ্যে আমার আম্মা আমাকে শরীর মুটিয়ে যাওয়ার ঔষধ খাওয়াতে চেয়েছিলেন। তবে আমি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী এসব ঔষধ সেবনে সাড়া দেইনি। অবশেষে তিনি আমাকে পাকা খেজুর দিয়ে শসা খাওয়ালেন। এতে আমি অতীব সুন্দররূপে মোটা হয়ে গেলাম।"[৬৭]

---

৬৫. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ১০০-১

৬৬. ইবনু মানযূর, *লিসানুল আরব*, খ. ১৭, পৃ. ৮২; ইবনুল আছীর, *আন-নিহায়াহ*, খ. ২, পৃ. ৪০৫

৬৭. আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তিব), হা. নং: ৩৯০৩; হাদীসটি ইমাম ইবনে মাজাহও কিছুটা শব্দগত পরিবর্তনসহ উল্লেখ করেছেন। (ইবনু মাজাহ, *প্রাগুক্ত*, [কিতাবল আত'ইমাহ], হা. নং: ৩৩২৪) হাদীসটি 'সাহীহ'।

www.pathagar.org

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, চিকিৎসার উদ্দেশ্যে হোক কিংবা শারীরিক সরুতা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে হোক, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর যুগে মদীনা শরীফে মহিলাদের মাঝে পুষ্টিকর বলবান খাদ্য গ্রহণের সাহায্যে যেমন শরীর মোটা করার প্রবণতা ছিল, তেমনি ঔষধ সেবনের সাহায্যেও শরীর মোটা করার চেষ্টা চালু ছিল। আর এসব কিছু রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জ্ঞাতসারেই প্রচলিত ছিল এবং তিনি এসব কাজের প্রতিবাদ করেননি। এ থেকে বুঝা যায় যে, এগুলো করতে কোন অসুবিধা নেই।

শরীরের ওযন কমানো

চিকিৎসা কিংবা নিরেট দেহের স্থূলতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে কিংবা স্বামীর মনস্তুষ্টির আশায় শরীরের সৌন্দর্য ও ছিমছামিত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে স্বাস্থ্যসম্মত ঔষধ সেবন কিংবা বিশেষ খাবার গ্রহণ বা খাবার নিয়ন্ত্রণ অথবা শারীরিক কসরতের সাহায্যে শরীরের ওযন কমানোর চেষ্টা করা দূষণীয় নয়। ইসলামে শারীরিক স্থূলতা হ্রাস করে ওযন কমানের চেষ্টা করতে কোন বাধা নেই। উপরন্তু, সাধারণত শারিরীক স্থূলতার প্রধান কারণ হল অধিক ভোজন। ইসলাম অধিক ভোজনকে অপছন্দ করে আর কম ভোজনকে সর্বদাই উৎসাহিত করে থাকে।

শরীরের অতিরিক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে বা অপসারণ করে শ্রী বৃদ্ধি করা

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, অতিরিক্ত আঙুল বা দাঁত কিংবা অন্য কোন অংশের ফলে কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে বা স্বাভাবিক চলাফেরা করতে কষ্ট হলে তা কেটে ফেলতে কোন দোষ নেই, যদি তাতে প্রাণনাশের বা বড় ধরনের শরীরের কোন ক্ষতির আশংকা না থাকে। তা ছাড়া দৈহিক শ্রী ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যেও এ অতিরিক্ত অংশগুলো কেটে ফেলতে বা অপসারণ করতে কোন অসুবিধা নেই। এটা হানাফী ইমামগণের অভিমত। ইমাম আহমাদ (রাহ.)-এর মতে- অতিরিক্ত আঙুল কেটে ফেলা সমীচীন নয়। কাযী 'ইয়ায (রহ) বলেনঃ কেউ কোন অতিরিক্ত আঙুল কিংবা অঙ্গ নিয়ে জন্ম লাভ করলে তা কেটে ফেলা কিংবা তুলে নেয়া জায়িয নয়। কারণ, এভাবে করা হলে, তা হবে আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্যে পরিবর্তন সাধন। ইমাম তাবারী (রাহ.) বলেনঃ

> "সৌন্দর্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মহিলাদের জন্য শরীরের গঠন, গড়ন ও কাঠামোর কোনরূপ বৃদ্ধি কিংবা ঘাটতি করে পরিবর্তন সাধন করা জায়িয নেই। স্বামীর সম্মতি কিংবা অনুমতি থাকলেও নয়। যেমন কোন মহিলার ভ্রূ দুটি যদি সংযুক্ত থাকে, তাকে এভাবে বিচ্ছিন্ন করা, যাতে তাকে ফাঁকসম্পন্ন ভ্রূ

www.pathagar.org

বিশিষ্টার মতো মনে হবে। অথবা এর বিপরীত কোন মহিলার ভ্রূ দু'টির ফাঁক ও দূরত্ব যদি বেশি হয়, তাকে এভাবে কাছে নিয়ে আসা, যাতে তাকে কাছাকাছি ভ্রূ বিশিষ্টা মনে হবে। তদ্রূপ কোন মহিলার যদি অতিরিক্ত কোন দাঁত থাকে তা ফেলে দেয়া, অথবা দাঁত লম্বা হলে তার কিছু অংশ কেটে নেয়া... প্রভৃতি। তবে অতিরিক্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কারণে কোনরূপ ক্ষতির আশঙ্কা থাকলে বা স্বাভাবিক চলাফেরা করতে কষ্ট হলে তা ভিন্ন কথা। যেমন কোন মহিলার যদি কোন অতিরিক্ত দাঁত থাকে বা কোন দাঁত অতিরিক্ত লম্বা হয়, যাতে তার খাবার খেতে অসুবিধা হয়, অথবা সে তার অতিরিক্ত আঙুলের কারণে কষ্ট বা ব্যথা পাচ্ছে, তবেই তার জন্য অতিরিক্ত অংশ কেটে ফেলা বা অপসারণ করা জায়িয হবে।"[৬৮]

বিভিন্ন সার্জারির মাধ্যমে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের শ্রী বৃদ্ধি করা

ক্ষতি, কষ্ট ও বেদনা থেকে বাঁচার জন্য সার্জারিক্যাল অপারেশন করতে এবং এসিড দগ্ধ, আগুনে পোড়া কিংবা ক্ষত চিহ্ন প্রভৃতি কারণে সৃষ্ট শরীরের কোন অঙ্গের বিশ্রীতা দূর করার জন্য সার্জারি করতে কোন অসুবিধা নেই। বর্ণিত রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর সময়ে এক ব্যক্তির নাক যুদ্ধে কেটে গিয়েছিল তাকে তিনি স্বর্ণের নাক তৈরি করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অসঙ্গতি দূর করা কিংবা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য প্লাস্টিক সার্জারি করা বিধেয় নয়। কারণ, শরীরের কাঠামো ও গঠনের মধ্যে কোনরূপ পরিবর্তন সাধন করে সৌন্দর্য ও শ্রী বৃদ্ধির প্রয়াস ইসলামে সমর্থনযোগ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যেসব মহিলা কপালের কেশরাজি উপড়িয়ে ফেলে, নিজের চুলের সাথে পরচুল জোড়া লাগায় এবং শরীরের উল্কি রেখা অঙ্কন করে তাদের প্রতি অভিসম্পাত করেছেন।

বিভিন্ন সার্জারিতে স্বর্ণবস্তুর প্রতিস্থাপন

স্বর্ণের দাঁত লাগানো

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য প্রয়োজনে স্বর্ণের দাঁত ব্যবহার করা বৈধ। মহিলাদের সচরাচর অভ্যাস যদি এটা হয়ে থাকে যে, তারা অলঙ্কার হিসেবে স্বর্ণের দাঁত ব্যবহার করে থাকে, তবে এর ব্যবহার তাদের জন্য দূষণীয় নয়; নচেৎ বিনা প্রয়োজনে ব্যবহার করা উচিত নয়।

---

৬৮. যায়দান, *প্রাগুক্ত*, খ. ৩, পৃ. ৪০৯

www.pathagar.org

স্বর্ণের আঙ্গুল ও হাত তৈরি

মহিলাদের কোন আঙুল কিংবা হাত ক্ষতিগ্রস্ত হলে স্বর্ণ বা রৌপ্যের আঙুল বা হাত তৈরি করে ব্যবহার করতেও কোন দোষ নেই।

স্বর্ণের নাক স্থাপন

ইমাম আবূ ইউসূফ (রাহ.) ও ইমাম মুহাম্মাদ (রাহ.) প্রমুখের মতে, নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে প্রয়োজনবশত স্বর্ণ বা রৌপ্যের নাক লাগানো বৈধ। হযরত 'আরফাজাহ ইবনু আস'আদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الْكُلَابِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ .

"কুলাব যুদ্ধের দিন আমার নাক ক্ষতিগ্রস্ত হলে আমি রৌপ্য দিয়ে নাক তৈরি করি; কিন্তু তা দুর্গন্ধ হয়ে যায়। তখন নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাকে একটি স্বর্ণের নাক সংযোজন করার হুকুম দেন।[৬৯]

৬৯. তিরমিযী, (কিতাবুল লিবাস), হা.নং:১৬৯২; নাসা'ঈ, (কিতাবুয যীনাত), হা. নং: ৫১৭৬;
ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, হাদীসটি 'হাসান-গরীব'।

www.pathagar.org

অষ্টম অধ্যায়
মহিলাদের অলঙ্কার ব্যবহার

অলঙ্কার ব্যবহার

আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীতে অজস্র সৌন্দর্য সামগ্রী সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে নারীরা যেন পৃথিবীর এক শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার। পুরুষের জন্য স্ত্রীরূপী নারী সৌন্দর্য, রূপ-মাধুর্য, কমনীয়তা ও ভালবাসার সমন্বয়ে নিজেই যেন অমূল্য অলঙ্কার। এই নারীরূপী অলঙ্কারকে আরো আকর্ষণীয় দেখাতে আল্লাহ তা'আলা দান করেছেন স্বর্ণ, রৌপ্য, মণি-মুক্তা, চুনী, পান্না, হীরা প্রভৃতি। নারীদের জন্য এসব দ্বারা নির্মিত হরেক রকমের অলঙ্কার ব্যবহার করা জায়িয আছে। তবে বেশি অলঙ্কার না পরাই ভাল। কেননা, যারা দুনিয়াতে অলঙ্কার পরবে না, তারা জান্নাতে অনেক বেশি অলঙ্কার পাবে। স্বর্ণ ও রৌপ্যের তৈরি কানের দুল, নাকের ফুল, গলার চেইন, হার ও মালা, হাতের চুড়ি, বালা ও আংটি, পায়ের খাড়ু ও ললাটের টিকলি প্রভৃতি প্রচলিত অলঙ্কার নারী ব্যবহার করতে পারে। হযরত আবূ মূসা আল আশ'আরী থেকে বর্ণিত, রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেনঃ

أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا

"রেশমের পোশাক ও সোনার জিনিস আমার উম্মাতের পুরুষের জন্য হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্য হালাল করা হয়েছে।"[১]

বর্ণিত রয়েছে, হযরত 'আয়িশা (রা.) ইয়ামানের তৈরি সাদা-কালো মুক্তার একটি বিশেষ ধরনের হার গলায় পরতেন।[২] আঙ্গুলে সোনার আংটি পরতেন।

উল্লেখ্য যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার নিসাব পরিমাণ অংশে পৌঁছলে এবং এক বছর পূর্ণ হলে তার যাকাত আদায় করা ফরয। বর্ণিত রয়েছে, একদিন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখলেন যে, দু'জন মহিলা হাতে সোনার কংকন পরিধান করে আছে। তিনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এর যাকাত দাও কিনা? তারা বলল: না। তখন রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

১. নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যীনাত), হা. নং: ৫০৫৭; তিরমিযী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ১৬৪২

২. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল মাগাযী), হা. নং: ৩৮২৬; মুসলিম, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুত তাওবাহ), হা. নং: ৪৯৭৪

www.pathagar.org

সাল্লাম) বললেন,

أَتُحِبَّانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللهُ بِسُوَارَيْنِ مِنْ نَارٍ .

"তোমরা কি তাহলে এটা চাও যে, এ সবের পরিবর্তে তোমাদের আগুনের কংকন পরানো হবে?"

তারা বললো, না, না, কখনোই না। তখন রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন, فَأَدِّيَا زَكَاتَهُ -"তাহলে এ সবের যাকাত দিতে থাক।"[৩]

নারীরা অলঙ্কার পরবে, তবে নির্দিষ্ট পরিসর ছাড়া দেখিয়ে বেড়ানোর হুকুম নেই। তদুপরি অলঙ্কার থেকে সৃষ্ট শিঞ্জন ধ্বনি যেন বাইরে প্রকাশ হয়ে না পড়ে, সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হবে। তাই যেসব অলঙ্কারে শব্দ হয়, তা পরাও জায়িয নেই। যেমন ঝুনঝুনি, বাজনাদার খাড়ু ইত্যাদি ছোট মেয়েদেরও পরানো জায়িয নেই।[৪]

বিয়ের প্রস্তাব পেশকারীর মন আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে অবিবাহিতা মেয়েদের অলঙ্কার পরা এবং প্রয়োজনীয় সাজসজ্জা করতে কোন দোষ নেই; বরং এরূপ করা মুস্তাহাব।

বৈধ অলঙ্কারাদি

স্বর্ণ ও রৌপ্য এবং অন্যান্য বস্তুর অলঙ্কার ব্যবহার

ইতঃপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ব্যবহার করা সর্বসম্মতভাবে নারীদের জন্য জায়িয, পুরুষদের জন্য জায়িয নয়। তা ছাড়া তাদের জন্য স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্য যে কোন দামী পাথর বা পাথর দিয়ে তৈরি অলঙ্কার যেমন- ইয়াকুত, নীলা, আকীক, মণি, মুক্তা, স্ফটিক, পান্না প্রভৃতির ব্যবহারও দূষণীয় নয়।

লোহা, গিলটি, তামা, দস্তা ও পিতলের অলঙ্কার ও আংটির ব্যবহার

স্বর্ণ ও রৌপ্য ছাড়া পিতল, গিলটি, তামা ও দস্তা ইত্যাদির অলঙ্কার পরাও জায়িয আছে। কিন্তু আংটি স্বর্ণ ও রৌপ্য ব্যতীত অন্য কিছুর জায়িয নেই। কারো কারো মতে, আংটি স্বর্ণ, রৌপ্য, পাথর, লোহা, পিতল ও দস্তা প্রভৃতিরও হতে পারে।

---

৩. নাসা'ঈ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুয যাকাত), হা. নং: ২৪৩৪; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (যাকাত), হা. নং: ১৩৩৬; তিরমিযী, (যাকাত), *প্রাগুক্ত*, হা. নং: ৫৭৬
এ হাদীসটি সূত্রগত দিক থেকে শক্তিশালী নয়। ইমাম তিরমিযী (রাহ.) বলেন, و يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله وسلم شيء -"এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহিস সালাম) থেকে বিশুদ্ধ সূত্রে কোনো হাদীস বর্ণিত হয়ে আসেনি।" শায়খ আলবানী (রাহ.)-এর মতে, হাদীসটি অর্থগত বিচারে 'হাসান'।

৪. থানভী, *বেহেশতী জেওর*, খ. ৩, পৃ. ২৮০

www.pathagar.org

তবে অধিকাংশ ইমামের মতে, পিতল, গিলটি, লোহা, তামা ও দস্তা ইত্যাদির তৈরি আংটি ব্যবহার করা নারী-পুরুষ কারো জন্য জায়িয নয়।[৫] আংটি যেহেতু মহিলাদের জন্য অলঙ্কার স্বরূপ, তাই তাদের জন্য দু'হাতে যে কোন আঙুলে ইচ্ছানুযায়ী আংটি পরতে কোন অসুবিধা নেই।

পায়ে ঝুনঝুনি পরা

সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে পায়ে ঝুনঝুনি পরা জায়িয রয়েছে। তবে পরপুরুষদের সামনে এভাবে নড়াচড়া করবে না, যাতে তার রিনঝিন শব্দ তাদের কানে পৌঁছে। কারণ, অলঙ্কারের ঝংকার শুনতে পেলেও ভিন্ পুরুষের মনে অতি সহজেই যৌন আকর্ষণ জেগে ওঠে। তাই নিখুঁত পর্দা রক্ষার জন্য অলঙ্কারের ঝংকারও পরপুরুষ থেকে লুকাতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

﴿ وَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾

"নারীরা যেন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যদ্দরুন অলঙ্কারাদির আওয়াজ ভেসে ওঠে এবং তাদের বিশেষ সাজ-সজ্জা পুরুষদের কাছে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।"[৬]

নিষিদ্ধ অলঙ্কারাদি

প্রাণীর চিত্রাঙ্কিত অলঙ্কার

মানুষ কিংবা অন্য কোন প্রাণীর চিত্রসম্বলিত অলঙ্কার ব্যবহার করা জায়িয নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিভিন্ন হাদীসে জীবজন্তুর চিত্র অঙ্কন করতে নিষেধ করেছেন। হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: একসময় তাঁর ঘরের দরজায় চিত্রাঙ্কিত পর্দা দেখতে পেয়ে রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অসন্তোষ প্রকাশ করলেন এবং পর্দাটি নিয়ে ছিঁড়ে ফেললেন। অতঃপর বললেন:

إِنَّ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُصَوِّرُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ.

"কিয়ামাতের দিন কঠিনতম শাস্তি ভোগ করবে যারা এসব চিত্র অঙ্কন করে।"[৭]

---

৫. কাসানী, *বাদা'ই*, খ. ৫, পৃ. ১৩৩
৬. আল-কুর'আন, ২৪ (সূরা আন-নূর) : ৩১
৭. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল আদাব), হা. নং: ৫৬৪৪

www.pathagar.org

এ হাদীস থেকে জানা যায় যে, জীবজন্তুর চিত্র সম্বলিত যে কোন বস্তু- চাই তা কাপড় হোক কিংবা কোন অলঙ্কার- ব্যবহার করা জায়িয হবে না।

প্রাণীর আকৃতিতে তৈরি অলঙ্কার

প্রাণীর চিত্রসম্বলিত অলঙ্কার ব্যবহার করা যেমন জায়িয নয়, তেমনি মানুষ কিংবা যে কোন প্রাণীর আকৃতিতে তৈরি অলঙ্কার পরাও জায়িয হবে না। কারণ, এ অবস্থায় অলঙ্কারটি হয়ত মূর্তি কিংবা শরীরী চিত্রে পরিণত হবে, যা তৈরি করা ও ব্যবহার করা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

ক্রুসচিহ্নিত অলঙ্কার

ক্রুস চিহ্নযুক্ত বা ক্রসের আকৃতিতে ডিজাইনকৃত অলঙ্কার ব্যবহার করাও জায়িয নয়। হযরত 'আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ تَصَالِيبُ إِلَّا نَقَضَهُ.

"রাসূলুলাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তাঁর ঘরের এমন কোন বস্তুকে না ছিঁড়ে রাখতেন না, যাতে ক্রস চিহ্ন থাকত।"[৮]

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, ক্রুস চিহ্নযুক্ত বা ক্রুসের আকৃতিতে ডিজাইনকৃত যে কোন বস্তু ব্যবহার করা জায়িয হবে না। তদ্রূপ কুফর ও শির্ক কিংবা কাফিরদের জাতীয় প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত যে কোন চিহ্নসম্বলিত বস্তু ব্যবহার করাও জায়িয হবে না। এ ধরনের কোন বস্তু মুসলিমদের ব্যবহার করতে হলে হয়ত চিহ্নযুক্ত স্থানটি কেটে ফেলতে হবে অথবা মুছে ফেলতে হবে অথবা শারী'আতসম্মত উপায়ে নতুনভাবে তৈরি করে নিতে হবে।

হার কিংবা অন্য কোন অলঙ্কারে কুর'আনের অংশ বিশেষ লেখা

হার কিংবা অন্য কোন অলঙ্কারে কুর'আনের অংশবিশেষ লিখে পরিধান করা জায়িয নয়। কারণ, কুর'আন কোন গহনা বা বস্তু কিংবা কোন পাত্রে লিখে ব্যবহার করার জন্য নাযিল করা হয়নি। আল্লাহ তা'আলা কুর'আনকে মানব জাতির হিদায়াতের জন্য উপদেশ ও আলোকবর্তিকা হিসেবে নাযিল করেছেন। গহনায় কিংবা পোশাকে কুর'আনের অংশ বিশেষ লিখে শরীরের কোন অঙ্গে ধারণ

---

৮. বুখারী, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস), হা. নং: ৫৪৯৬; আবূ দাউদ, *প্রাগুক্ত*, (কিতাবুল লিবাস) হা. নং: ৩৬২১

www.pathagar.org

করা হবে এবং তা নিয়ে টয়লেটে যাবে, এটা কোন মুসলিমদের জন্য শোভনীয় নয়। এতে কুর'আনকে অমর্যাদা ও অপমান করা হবে।

হাতে শঙ্খের সাদা শাঁখা[৯] পরা

আমাদের দেশে আজকাল একটি প্রথা চালু হয়েছে যে, হিন্দু মেয়েদের দেখাদেখি অনেক মুসলিম মেয়েও হাতে শঙ্খের সাদা শাঁখা পরে থাকে। এটা বিজাতীয় অনুকরণ। মুসলিম মহিলাদের জন্য এরূপ প্রথার অনুকরণ নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের বোতাম ব্যবহার

স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার ও পোশাক ব্যবহার যেহেতু মহিলাদের জন্য জায়িয, তাই কামীস, বোরকা প্রভৃতি কাপড়ে স্বর্ণ ও রৌপ্যের বোতাম ব্যবহার করা তাদের জন্য বৈধ হবে। তবে কারো কারো মতে- এতে যেহেতু অহংকার ও বড় মানুষী ভাব প্রকাশ পায়, তাই তাও ব্যবহার করা বৈধ নয়।

স্বর্ণ ও রৌপ্যের জুতা পরা

স্বর্ণ ও রৌপ্যের জুতা ব্যবহার করা মহিলাদের জন্য জায়িয নয়। কারণ, এতে যেমন অহংকার ও বড় মানুষী ভাব প্রকাশ পায়, তেমনি অর্থকড়ির ভীষণ অপচয় হয়। তদুপরি সমাজে জুতা অলঙ্কার হিসেবে পরার প্রচলনও নেই। হাম্বলীগণের মতে, এগুলো ব্যবহার করা হারাম। তবে শাফি'ঈ মতাবলম্বী কেউ কেউ যেমন ইমাম রাফি'ঈ (রাহ.) মনে করেন, জুতা যেহেতু পোশাকের মতই, তাই স্বর্ণ ও রৌপ্যের জুতা ব্যবহার করতে মহিলাদের জন্য কোন দোষ নেই।

---

৯. শাঁখা: শঙ্খনির্মিত বালা, যা হিন্দু নারীর সধবা-চিহ্ন।

www.pathagar.org

গ্রন্থপঞ্জী

ক. আল-কুর'আন ও তাফসীর

ইবনু কাছীর, *তাফসীরুল কুর'আনিল 'আযীম*

আলূসী, আবুল ফাদ্‌ল মাহমূদ, *রুহুল মা'আনী*, বৈরূতঃ দারু ইহয়ায়িত্ তুরাছিল 'আরবী

কুরতুবী, আবূ আব্দুল্লাহ, *আল-জামি' লি আহকামিল কুর'আন*

যামাখশারী, জারুল্লাহ মাহমুদ, *আল-কাশ্‌শাফ*

তাবারী, মুহাম্মাদ ইবন জারীর, *জামি'উল বয়ান 'আন তাভীলিল আ'ইল কুর'আন*

বায়দাভী, *কাযী নাছিরুদ্দীন, আনওয়ারুত তানযীল ওয়া আসরারুল তাভীল*

ইমাম রাযী, ফখরুদ্দীন, *আত-তাফসীরুল কাবীর*

জাস্‌সাস, আবূ বাকর, *আহকামুল কুর'আন*, দারুল ফিকর

পানিপথী, ছানা'উল্লাহ, *তাফসীরে মাযহারী*

মাওদূদী, সাইয়িদ আবুল 'আলা, *তাফহীমুল কুর'আন*, (অনু.ঃ মওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম), ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ২০০৬

শফী', মুফতী মুহাম্মাদ, *মা'আরিফুল কুর'আন*, (অনু. ও সম্পা. : মাওলানা মুহী উদ্দীন খান), মদীনা মুনাওয়ারাহঃ খাদেমুল হারামাইন শরীফাইন বাদশাহ ফাহদ কুর'আন মুদ্রণ প্রকল্প, ১৪১৩ হি.

সাবূনী, মুহাম্মাদ 'আলী, *রাওয়া'ইয়ুল বায়ান তাফসীরু আয়াতিল আহকাম*, বৈরূতঃ মু'আস্‌সাসাতু মানাহিলিল 'ইরফান, ১৯৮১

খ. আল-হাদীস

বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল, *আল-জামি'*, দেওবন্দঃ মাতবাআ' আসহ্ আল-মাতাবি', তা.বি.

মুসলিম, *আস-সাহীহ*, দিলীঃ কুতুবখানা রশীদিয়্যাহ, তা.বি.

নাসা'ঈ, আহমদ, *আস-সুনান*, দেওবন্দঃ মাকতাবায়ে থানবী, তা.বি.

---, *আস-সুনানুল কুবরা*

আবূ দাউদ, সুলায়মান, *আস-সুনান*, কলিকাতাঃ দারুল 'ইশাআত আল-ইসলামিয়্যাহ, তা.বি.

তিরমিযী, আবূ 'ঈসা মুহাম্মাদ, *আল-জামি'*, দেওবন্দ : মাতবা' আসহ্হ আল-মাতাবি'

www.pathagar.org

ইবনু মাজাহ, আবূ 'আবদুলাহ মুহাম্মাদ, *আস-সুনান*, দেওবন্দঃ আল-মাকতাবাহ আল-আশরাফিয়্যাহ, তা.বি.
ইমাম মালিক, *আল-মুওয়াত্তা*
আহমাদ, ইমাম ইবনু হাম্বল, *আল-মুসনাদ*
ইবনু আবী শায়বাহ, আবূ বাকর 'আবদুল্লাহ, *আল-মুসান্নাফ*, আদ্দারুস্ সালফিয়াহ
আবদুর রাযযাক, *আল-মুছান্নাফ*
হাকীম, *আল-মুস্তাদরাক*
তাবারানী, *আল-মু'জামুল কাবীর*
--- , *আল-মু'জামুল আওসাত*
--- , *আল-মু'জামুল আওসাত*
বাইহাকী, *আস-সুনানুল কুবরা*
বাইহাকী, *শু'আবুল ঈমান*
'আবদ ইবনু হুমায়দ, *আল-মুসনাদ*, কায়রোঃ মাকতুবাতুস সুন্নাহ
আল-বায্যার, *আল-মুসনাদ*
ইবনু হিব্বান, *আস-সাহীহ*
আবূ ই'য়ালা, *আল-মুসনাদ*
দারা কুতনী, *আস-সুনান*
সুয়ূতী, জালালুদ্দীন, *আল-জামি'উস সাগীর*
মানাবী, মুহাম্মাদ আবদুর রা'উফ, *ফায়যুল কাদীর*,
ওয়ালী উদ্দীন আল-খতীব, মুহাম্মাদ, *মিশকাতুল মাছাবীহ*, কলিকাতাঃ এম বশীর হাসান এন্ড সন্স
ইবনু কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, *ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন..*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ
----, *যাদুল মা'আদ*
আশ শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী, *নায়লুল আওতার*, দারুল হাদীস
নূ'মানী, মুহাম্মাদ মঞ্জুর, *মা'আরিফুল হাদীস*, করাচীঃ দার আল-ইশা'আত , ১৯৮৩
নাবাভী, *শারহু সাহীহ মুসলিম*
'আসকালানী, ইবনু হাজার, *ফাতহুল বারী শারহু সহীহিল বুখারী*
মুবারকপূরী, 'আবদুর রহমান, *তুহফাতুল আহওয়াযী*
মুল্লা 'আলী আল-কারী, *আল-মিরকাত*
---, *আল-মাসনূ ফী মা'রিফাতিল হাদীছিল মাওযূ'*
---, *আল-আছরারুল মারফূ'আহ ফিল আখবারিল মাওযূ'আহ*

www.pathagar.org

সাখাবী, মুহাম্মাদ আবদুর রহমান, *আল-মাকাসিদুল হাসানাহ*
শাওকানী, মুহাম্মাদ ইবনু 'আলী, *আল-ফাওয়া'ইদুল মাজমূ'আহ ফিল আহাদীছিল মাওযূ'আহ*
'আজলূনী, ইসমা'ঈল ইবনু মুহাম্মাদ আল-জাররাহী, *কাশফুল খিফা*
আলবানী, নাসিরুদ্দীন, *সিলসিলাতুল আহাদীছিয যা'ঈফা*
যায়লা'ঈ, জামালুদ্দীন 'আবদুল্লাহ, *নাসবুর রায়াহ ফী তাখরীজি আহাদীছিল হিদায়াহ*, দারুল হাদীস
সান'আনী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমা'ঈল, *সুবুলুস সালাম শারহু বুলুগিল মুরাম*, দারুল হাদীস
'উছমানী, মাওলানা মুহাম্মাদ তকী, *দারসে তিরমিযী*, দেওবন্দঃ মাকতাবায়ে থানবী, ১৯৯৯
মুহাম্মাদ, জাকারিয়া হাসনাবাদী, *প্রচলিত জাল হাদীসঃ একটি তাত্ত্বিক আলোচনা*, চট্টগ্রামঃ মাজমা'উদ্দা'ওয়াতি ওয়াত তাহকীক, ২০০৫

গ. ফিকহ

আল-মাওসূ'আতুল ফিকহিয়্যাহ, (কুয়েতঃ ওয়াযারাতুল আওকাফ ওয়াশ্ শুয়ূনিল ইসলামিয়্যাহ, ১৯৯৫
আয-যুহায়লী, *আল-ফিকহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু*
ইবনু নুজায়ম, *আল-আশবাহ ওয়ান-নাযা'ইর*
ইবনু কুদামাহ, মুওয়াফ্ফকুদ্দীন 'আবদুলাহ, *আল-মুগনী*, তাব'আ আর-রিয়াদ আল-হাদীছাহ
---, *আল-মুকনি'*, রিয়াদঃ দারু 'আলামিল কিতাব, ২০০৫
ইবনু কুদামাহ, আবুল ফারাজ আবদুর রহমান, *আশ-শারহুল কবীর*, রিয়াদঃ দারু 'আলামিল কিতাব, ২০০৫
ইবনু তাইমিয়াহ, আহমাদ, *আল- ফাতাওয়া আল-কুবরা*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ
দারদীর, আবূল বারাকাত আহমাদ, *আশ-শারহুল কাবীর*
ইবনু হাজার হায়তামী, শিহাবুদ্দীন আহমাদ, *তুহফাতুল মুহতাজ ফী শারহিল মিনহাজ*, দারু ইহ্য়ায়িত্ তুরাছিল আরবী
যায়লা'ঈ, উছমান ইবনু 'আলী, *তাবয়ীনুল হাকা'ইক শারহু কানযিদ্ দাকা'ইক*, দারুল কিতাবিল ইসলামী
শায়খী যাদাহ, আবদুর রহমান, *মাজমা'উল আনহুর...*, দারু ইহ্য়ায়িত্ তুরাছিল আরবী
ফাতাওয়ায়ে দারুল 'উলূম দেওবন্দ, করাচীঃ দারুল 'ইশা'আত, ১৯৮৬

www.pathagar.org

ফাতাওয়া, (খ. ১৭, হিজাবুল মার'আতি ও লিবাসুহা), রিয়াদঃ ইদারাতুল বুহুছিল 'ইলমিয়্যাহ ওয়াল ইফতা', ১৪২২ হি.

ইবনু 'আবিদীন, মুহাম্মাদ আমীন, *রাদ্দুল মুহতার আলাদ দুররিল মুখতার*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ

ইবনুল হুমাম, কামালুদ্দীন, *ফাতহুল কাদীর*, দারুল ফিকর

ইবনু নুজায়ম, যায়নুদ্দীন, *আল-বাহরুর রা'ইক শারহু কানযিদ্ দাকা'ইক*, দারুল কিতাবিল ইসলামী

বাহুতী, মানসূর, *কাশশাফুল কিনা' 'আন মাতনিল ইকনা'*, দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ

রামালী, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ, *নিহায়াতুল মুহতাজ*, দারুল ফিকর

সারাখসী, আবূ বাকর মুহাম্মাদ, *আল-মাবসূত*, দারুল মা'রিফাহ

কাসানী, 'আলাউদ্দীন, বাদা'ইয়ুস সানা'ই..., দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ

শাফি'ঈ, আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, *কিতাবুল উম্ম*, দারুল মা'রিফাহ

শারবীনী, শামসুদ্দীন মুহাম্মাদ, *মুগনিউল মুহতাজ*, দারু ইহ্য়ায়িত্ তুরাছিল আরবী

আল-মাওয়াক, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, *আত-তাজ ওয়াল ইকলীল*..., দারুল কুতুবিল 'ইলমিয়্যাহ

হাত্তাব, আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, *মাওয়াহিবুল জালীল*, দারুল ফিকর

'উলায়স, আবূ আবদুল্লাহ, *মিনাহুল জালীল শারহু মুখতাছারি খলীল*, দারুল ফিকর

আল-ফাতাওয়া আল-হিন্দিয়্যাহ, দারুল ফিকর

নববী, আবূ যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া, *আল-মাজমূ' শারহুল মুহায্যব*, আল-মাতবাতুল মুনীরিয়্যাহ

আল-মারগীনানী, বুরহান উদ্দীন 'আলী, *আল-হিদায়াহ*

ইবনু হাযম, আবূ মুহাম্মাদ 'আলী, *আল-মুহাল্লা*, দারুল ফিকর

যায়দান, ড. আবদুল কারীম, *আল-মুফাছ্ছল ফী আহকামিল মার'আতি ওয়াল বায়তিল মুসলিমি*, বৈরূতঃ মু'আস্সাসাতুর রিসালাহ, ১৯৯৭

'আস্সাফ, আহমাদ মুহাম্মাদ, *আল-হালাল ওয়াল হারাম ফিল ইসলাম*, বৈরূতঃ দারু ইহ্য়া'ইল 'উলূম, ১৯৮৮

তাহমায, আবদুল হামীদ, *আল-ফিকহুল হানাফী ফী ছাওবিহিল জাদীদ*, বৈরূতঃ দারুল কলম, ২০০১

থানবী, মাওলানা আশরফ আলী, *বেহেশতী জেওর* (অনুঃ মাওঃ আবুল খায়ের মোঃ ছিদ্দিক), ঢাকাঃ সালমা বুক ডিপো, ১৯৯৯

www.pathagar.org

ঘ. বিবিধ

ইবনু মানযূর, আবুল ফাদ্‌ল মুহাম্মাদ, *লিসানুল আরব*, ইরানঃ নাশরু আদবিল হাওযা, ১৪০৫ হি.

ইবনু খালদুন, আবদুর রহমান, *আল-মুকাদ্দামাহ*, (অনু.ঃ গোলাম সামাদানী কোরায়শী), ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯

জাওয়াদ আলী, *আল-মুফাছ্‌ছল ফী তারীখিল আরব কাবলাল ইসলাম*, বৈরূতঃ দারুল 'ইলম, ১৯৭১

কালকাশান্দী, *সুবহুল 'আশা*, কায়রোঃ আল-মাতবা'আতুল আমীরিয়্যা, ১৯১৪

ইবনুল জাওযী, *আল-ওয়াফা বি আহওয়ালিল মুস্‌ত্বফা*, পাকিস্তানঃ লায়ালপুর, ১৯৭৭

ইবনুল হাজ্জ, আবূ 'আবদুল্লাহ, *আল-মাদখাল*, দারুত তুরাছ

আল-মাকদিসী, শামসুদ্দীন আবূ 'আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ, *আল-আদাবুশ শার'ইয়্যাহ...*, মু'আস্‌সাসাতু কারতুবাহ

সাফারীনী, মুহাম্মাদ ইবনু আহমাদ, *গিযাউল আলবাব ফী শারহি মানযুমাতিল আদাব*, মু'আস্‌সাসাতু কারতুবা

ইসলামী বিশ্বকোষ, ঢাকাঃ ই. ফা. বা, ১৯৯৩

হযরত দাতা গনজে বখ্‌শ, *কাশফুল মাহজূব* (অনু.ঃ মুহাম্মাদ সিরাজুল হক, মারেফাতের মর্মকথা), ঢাকাঃ ইসলামিয়া কোরান মহল, ১৯৯৯

মাওয়ার্দী, আবুল হাসান 'আলী, *আদাবুদ্দুনিয়া ওয়াদ দীন*, দারু মাকতাবাতিল হায়াত

খাদিমী, আবূ সা'ঈদ, *বারীকাতুন মাহমূদিয়্যাহ ফী শারহি তারীকাতিন মুহাম্মদিয়্যাহ*, দারু ইহ্‌য়ায়িল কুতুবিল 'আরাবিয়্যাহ

গাযালী, হুজ্জাতুল ইসলাম মুহাম্মাদ, *ইহয়াউ 'উলূমিদ্দীন*

আল-কুরাশী, মুহাম্মাদ ইবনু মুহাম্মাদ, *মা'আলিমুল কুরাবাহ ফী তালাবিল হিসবাহ*, কেম্ব্রিজঃ দারুল ফুনুন

থানবী, মাওলানা আশরফ আলী, *ইসলামের দৃষ্টিতে পর্দার হুকুম*, ঢাকাঃ সোলেমানিয়া বুক হাউস, ২০০০

---, *ইছলাহুর রুসুম*, ঢাকাঃ হক লাইব্রেরী, ১৯৯৮

আবদুর রহীম, মাওলানা, *সুন্নাত ও বিদ'আত*, ঢাকাঃ খায়রুন প্রকাশনী, ১৯৯৮

দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম, সম্পাদনা পরিষদ সম্পাদিত, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০০

আবদুল 'আযীয, ড. মুহাম্মাদ, *আল-লিবাস ওয়ায যিনাত ফিশ শরী'আতিল ইসলামিয়্যাহ*

আল-আছারী, মুহাম্মাদ ইবনু রিয়াদ, *আল-লিবাস ওয়ায যীনাত*, বৈরূতঃ 'আলমুল কুতুব, ২০০৩

www.pathagar.org

জাহাঙ্গীর, ড. খোন্দাকার আবদুল্লাহ, *ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক, পর্দা ও দেহসজ্জা*, ঝিনাইদহ: আস-সুন্নাহ পাবলিকেশন্স, ২০০৭

আহমদ আলী, ড., *ইসলামের দৃষ্টিতে পোশাক*, চট্টগ্রাম: পাইওনিয়ার ট্রাস্ট, ২০০৫

হাসানুজ্জামান চৌধুরী, প্রফেসর ড., *ইসলামে পোশাক: প্রাথমিক সূত্র ও শর্তসমূহ*, ঢাকা: সেন্টার ফর ইসলামিক রিসার্চ, ২০০৩

ডা. নাজমুল আলম, *প্রসাধনী*, মাসিক পৃথিবী, নভেম্বর ১৯৯৪

ডা. শাহ জাদা সেলিম, *প্রসাধন সামগ্রী ও স্বাস্থ্য সমস্যা*, দৈনিক নয়া দিগন্ত, নভেম্বর ২০০৫

ডা. দিদারুল আহসান, *রমণীর মুখের রঙ বদলাতে মলম*, নয়া দিগন্ত, ২৩ মার্চ ২০০৮

ডা. ওয়ানাইজা, *স্বাস্থ্যসম্মত চুলের যত্ন*, নয়া দিগন্ত, ২৩ মার্চ ২০০৮

www.pathagar.org

www.pathagar.org

www.pathagar.org

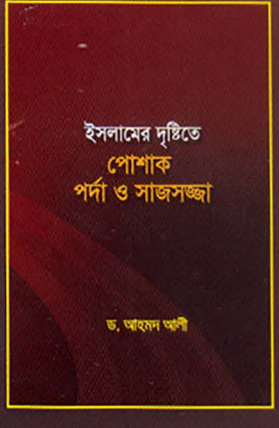

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
ঢাকা

ISBN 978-984-8821-00-6